বিশ্বখ্যাত আফ্রিকান ঔপন্যাসিক

উইলবার স্মিথ

এ টাইম টু ডাই

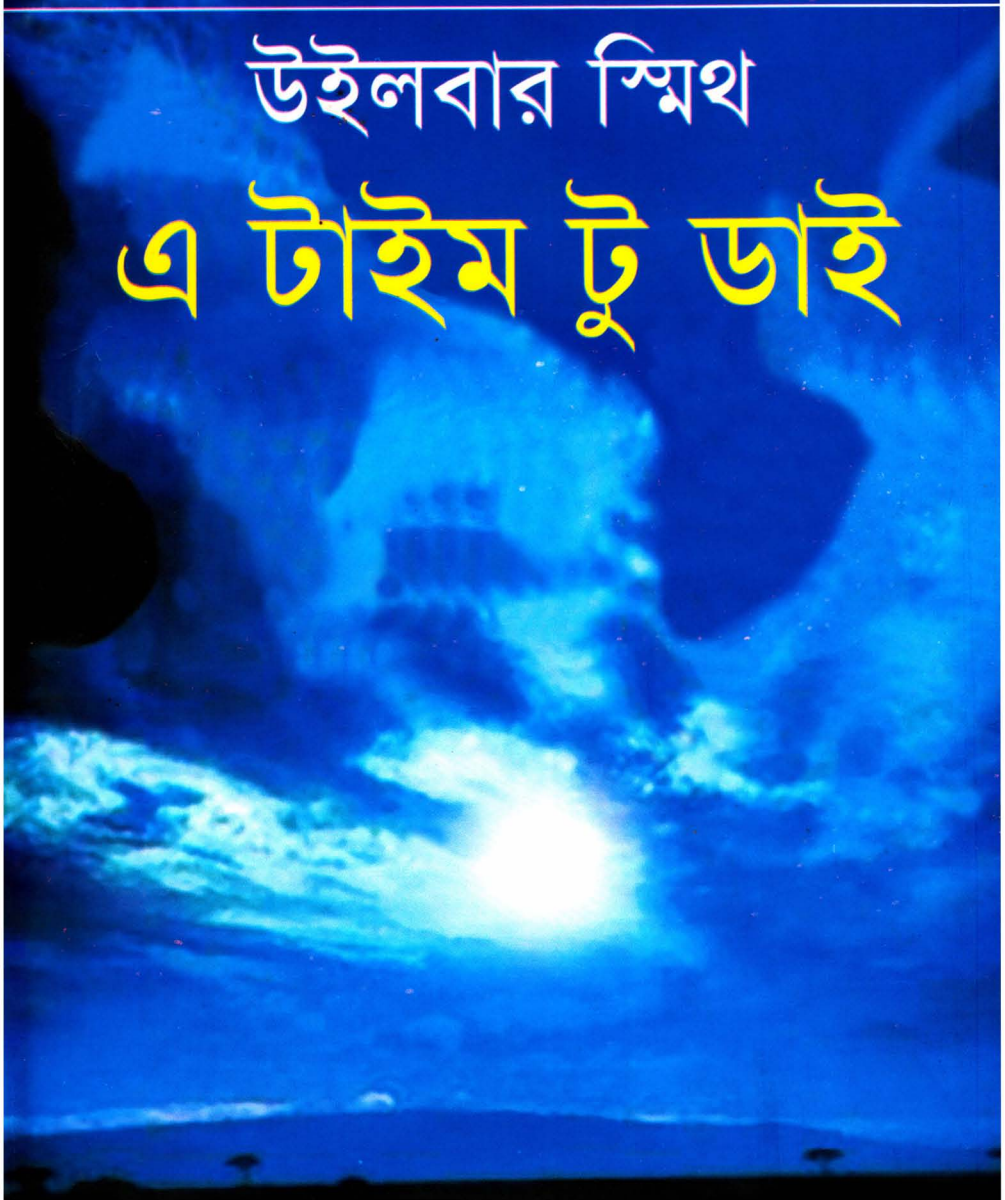

অনুবাদ : মখদুম আহমেদ

এ টাইম টু ডাই

উইলবার স্মিথ

এ টাইম টু ডাই

অনুবাদ : মখদুম আহমেদ

ঝিনুক প্রকাশনী

এ টাইম টু ডাই
মূল : উইলবার স্মিথ
অনুবাদ : মখদুম আহমেদ
দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০১১
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১০
স্বত্ব : অনুবাদক
প্রকাশক
মোঃ নূরুল ইসলাম
ঝিনুক প্রকাশনী
৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
সেল : ০১৭১২-৫৬৭৬১৫
প্রচ্ছদ : রবিন
কম্পোজ
কলি কম্পিউটার
৪৫ বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
বি,এস প্রিন্টিং প্রেস
৫২/২ টয়েনবি রোড, ঢাকা।

মূল্য : ৩৫০.০০

A TIME TO DIE
by : wilbur smith, Translation by Makhdum Ahmed
First Published : February 2010, Second Published : February 2011,
by Md. Nurul Islam, Jhinuk Prokashoni, 38/2ka, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 350.00

ISBN-984-70112-0041-5

উৎসর্গ

অনুবাদ ভক্ত পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে

দু'ঘন্টার বেশি হ'লো একটুও নড়েনি মেয়েটা, নড়ে ওঠার জন্য প্রতিটি আড়ষ্ট পেশী কাঁপছে। অবশ হয়ে গেছে পেছনটা। লুকোবার আগে তাকে পরামর্শ দেয়া হলেও মূত্রথলি খালি করেনি ক্লডিয়া–পুরুষ সঙ্গীদের মাঝখানে একা একটা মেয়ে ও, অস্বস্তি বোধ করা স্বাভাবিক, তাছাড়া আফ্রিকার গহীন জঙ্গল এখনো তাকে এতোটা সন্তস্ত্র করে রেখেছে যে একা হেঁটে গিয়ে নিরিবিলি একটা জায়গা খুজে বসার সাহস হয়নি। তখন লজ্জা ও ভয় পাওয়ায় নিজের ওপর প্রচন্ড রাগ হচ্ছে তার।

মাচাটা ঘাঁস দিয়ে মোড়া, চিকন ফাঁক আছে দেখার জন্য, সামনে ঘন ঝোপ সযত্নে কেটে একটা সুড়ঙ্গ তৈরী করেছে বন্দুকবাহকেরা–সযত্নে, কারণ প্রতি সেকেন্ডে তিন হাজার ফুট গতিতে ছুটন্ত বুলেটকে খুদে নগন্য একটা ডালও দিক ভ্রান্ত করে দিতে পারে। সুড়ঙ্গটা ষাট গজ লম্বা-মাপা, যাতে রাইফেলে লাগানো টেলিস্কোপ সাইট অ্যাডজাস্ট করতে সুবিধা হয়। শরীরটা স্থির, শুধু চোখ ঘুরিয়ে বাবার দিকে তাকাল ক্লডিয়া, মাচার ওপর তার পাশে বসে আছেন। ইংরেজি হরফ ভি আকৃতির একটা ডালে লম্বা হয়ে রয়েছে তার রাইফেল, স্টক-এর ওপর শান্ত ভাবে পরে আছে ডান হাত। গালের পাশে এনে লক্ষ্য স্থির করার জন্য মাত্র কয়েক ইঞ্চি তুলতে হবে ওটা। শারীরিক কষ্টের মধ্যে থাকলেও, রাইফেলের ওপর চোখ পড়তে রাগ হলো ক্লডিয়ার। ওই চকচকে অস্ত্রটা প্রানীনিধনের অন্যায় নেশা মেটানোর কাজে ব্যবহার করেন তার বাবা। বাবার প্রতিটি কাজ তাকে আঘাত করে, নয়তো দ্বিধায় ফেলে দেয়। কোনোনা কোনো ভাবে তার অনুভূতিতে আঘাত করবেই। তার জীবনটাকে নিয়ন্ত্রন করেন তিনি; বাবাকে সেজন্য একাধারে ঘৃনা করে ক্লডিয়া, ভালোও বাসে। বাধন ছিঁড়ে সব সময় পালাতে চায় মেয়ে, বাবা তাকে প্রতিবার অনায়েসে কাছে টেনে আনেন, জড়িয়ে রাখেন অদৃশ্য বাঁধনে। আসল কারণটা জানে ক্লডিয়া, ছাব্বিশ বছর বয়সে এখন অবিবাহিত সে। গর্ব করার মত রুপ যৌবন তার, কত পুরুষই না তাকে পাবার জন্য পাগল। তাদের মধ্যে অন্তত দু'জনের বেলায় মনে হয়েছিল, সে বোধহয় সত্যি প্রেমে পড়েছে। কিন্তু ভুল ভাঙতে দেরি হয়নি। স্বামী পেতে বা প্রেমে পড়তে ব্যর্থ হওয়ার পিছনে তার পাশে বসা এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক দায়ী। ছাব্বিশ বছরের জীবনে আজও ক্লডিয়া এমন একজন পুরুষের সাক্ষাত পেলো না যার সাথে তার বাবার তুলনা চলে।

কর্নেল রিকার্ডো মনটেরো। রমণী মোহন পুরুষ, ইঞ্জিনিয়ার, পন্ডিত, ধনকুবের ব্যবসায়ী, অ্যাথলেট, শিকারী, খেলোয়ার-আর কতো ভাবেই না তার পরিচয় দেয়া যায়, কিন্তু ক্লডিয়া তাকে যেভাবে চেনে তার বর্ণনা এগুলোর কোনোটার মধ্যেই পাওয়া যাবে না। ওগুলোর কোনোটাতেই তার কোমলতা ও বলিষ্ঠতার কথা বলা হয়নি, যেজন্যে তাকে ওলোবাসে সে; নেই নিষ্ঠুরতা ও একগুয়েমির বর্ণনা, যেজন্যে তাকে ঘৃনা করে সে। তার এ-সব পরিচয়ের মধ্যে এ-কথা বলা হয়নি কিভাবে তিনি ক্লডিয়ার মাকে শুধু তাচ্ছিল্য ও অবহেলার সাহায্যে মাদকাসক্ত একটা জড়পিন্ডে

পরিনত করেন। ক্লডিয়া জানে সতর্ক না হলে তার জীবনটাও ধ্বংস করে দেবেন বাবা। বিপদজনক একটা মানুষ, তার প্রতি আকর্ষণবোধ করার সেটাই অন্যতম কারণ।

ক্লডিয়ার ধারনা, বাবার মতো ভোগী পুরুষ দ্বিতীয়টি খুজে পাওয়া যাবে না। দৈত্যসুলভ আকৃতি হলেও, তার মুখমন্ডল দেবতাসুলভ। সোনালি ও খয়েরি মেশানো চোখ আর ঝকঝকে দাঁত তার বংশগত ল্যাটিন বৈশিষ্টের কথা স্বরণ করিয়ে দেয়। ভরাট কন্ঠস্বর, গলা ছেড়ে ঘন্টার পর ঘন্টার গান গাইতে পারেন তিনি। প্লেটে যত খাবারই দেয়া হোক, এক বসায় সমস্ত সাবার করতে পারে। মিলানে জন্ম হলেও, তার বেশির ভাগটাই আমেরিকান, কারণ ক্লডিয়ার দাদা-দাদি মুসোলিনি যুগে ইটালি থেকে আমেরিকায় চলে আসেন, রিকার্ডো মনটেরো তখন দুগ্ধপোষ্য শিশু।

চোখ, দাঁত আর মসৃন চকচকে ত্বক বাবার কাছ থেকে পেয়েছে ক্লডিয়া। মিলটা শুধুই শারীরিক। বাবার সমস্ত ধ্যান-ধারনা আর পছন্দের বিরোধিতা করে সে, কারণ সেগুলো তার রুচি আর বিচারবুদ্ধিও সাথে মেলে না। বাবা যেদিকে যান, ক্লডিয়া যায় ঠিক উল্টাপথে। বাবার ভেতর আইন ভাঙার প্রবণতা লক্ষ্য করে আইন পড়ার সিদ্ধান্ত নেয় সে। তিনি রিপাবলিকান, রাজনীতি সম্পর্কে ভালো ধারনা না থাকা সত্বেও ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন করে ক্লডিয়া। শতো কোটি ডলার আর বিপুল সয়সম্পত্তির মালিক তিনি, তাই বাবার দেয়া বছরে দু'লাখ ডলার বেতনের চাকরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সে, আইন পাস করে একটা সিভিল রাইটস এজেন্সিতে কাজ নেয়, বেতন বছর চল্লিশ হাজার ডলার। ভিয়েতনামে রিকার্ডো কাজ করেছেন, কাজেই আলাস্কায় আদিবাসী ইনুইটদের পাশে দাঁড়িয়ে বাপের অসন্তোষের কারণ হয়েছে ক্লডিয়া। এখন, আফ্রিকায় এসেছে সে, জানে, প্রাণী একমাত্র উদ্দেশ্য। সরাসরি সংঘর্ষ এখনো বাধেনি বটে, তবে ঠান্ডা লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

বনের সুন্দর প্রানীগুলোকে নির্মমভাবে হত্যা করা হবে জেনেই তার সহযাত্রী হয়েছে ক্লডিয়া, নিজের এই দ্বৈত ভূমিকা অসুস্থ করে তোলে তাকে। একমাস আগে হলেও বাবার অনুরোধ ঘৃনাভরে প্রত্যাখান করতো সে। অনুরোধটা পাবার কয়েকদিন আগে একটা গোপন ব্যাপার জনতে পারে তোর সাথে আসতে রাজি না হয়ে উপায় ছিলনা। বাবার সাথে একা হওয়ার এটাই বোধহয় শেষ সুযোগ, আর হয়তো সময় পাওয়া যাবে না। যে নোংরা কাজে জড়িত তারা, তার চেয়ে এই

চিন্তাটাই বেশি অস্থির করে তুলেছে ক্লডিয়াকে। 'ওহ গড!' ভাবলো সে। 'বাবা না থাকলে আমার কি হবে? বাবাকে ছাড়া আমি বাঁচব কিভাবে?'

প্রশ্নটা জাগতেই মাথা ঘোরাল সে, দু'ঘন্টার মধ্যে এই প্রথম নড়লো, কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল পিছন দিকে। ছোট্ট মাচায়, তার ঠিক পেছনে আরেকজন পুরুষ বসে আছে। আগেও বার কয়েক এই লোকের সঙ্গী হয়েছে বাবা, তবে চারদিন আগে হারারিতে প্লেন থেকে নেমে একবারই প্রথম দেখেছে ক্লডিয়া। জিম্বাবুই- এর

রাজধানী থেকে নিজের প্লেনে তুলে নেয় শিকারী, নিয়ে আসে মোজাম্বিক সীমান্তের কাছাকাছি বিশাল ও দুর্গম হান্টিং কনসেশনে-এ।

লোকটার নাম শন কোর্টনি। মাত্র চার দিনের পরিচয়, এরই মধ্যে লোকটাকে এত অপছন্দ করে সে, যেনো তাকে সারাজীবন ধরে চেনে। বাবার কথা ভাবতে গিয়ে নিজের অজান্তেই সে ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকিয়েছে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এ আরেকটা বিপদজনক মানুষ। নিষ্ঠুর, দয়ামায়াহীন, কঠিন পাত্র। দেখতে এতই সুন্দর যে প্রতিটি ইন্দ্রিয় তারস্বরে চিৎকার করে সতর্ক করে দিচ্ছে ক্লডিয়াকে।

ক্লডিয়া নড়ে ওঠায় ভুড়ু কুচকে বিরক্তি প্রকাশ করলো শন। ক্লডিয়ার নিতম্বে একটা আঙ্গুল ছোঁয়াল ও, সাবধান করে দিল আর যেনো না নড়ে। মৃদু স্পর্শ, তবু ওই এক আঙ্গুলের নির্দোষ বিরক্তিসূচক ছোঁয়াতেই পুরুষালি শক্তি ও কাঠিন্য অনুভব করলো ক্লডিয়া। শুধু তাই নয়, খানিকটা অপমানও বোধ করলো; স্পর্শটা যেনো তার যৌবনে অশ্লীল একটা খোঁচা দিয়েছে। ঘাড় সোজা আর শক্ত করে আবার সামনের দিকে তাকাল সে, ঘাঁসের তৈরি দেয়ালের গায়ে ছোট্ট ফুটো দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি ফেললো, মনে মনে রাগে ফুসছে। কি স্পর্ধা, তাকে ছোয়া! নিতম্বের ওই জায়গায় হু হু জ্বালা করছে, যেনো পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে সিগারেটের আগুন দিয়ে।

আজ বিকেলে ক্যাম্প থেকে রওনা হবার আগে শনের নির্দেশ ছিলো, তার দেয়া গন্ধহীন সাবান দিয়ে গোসল করতে হবে সবাইকে। ক্লডিয়াকে বিশেষভাবে সাবধান করে দেয় ও, সে যেনো কোনো রকম পারফিউম ব্যবহার না করে। শাওয়ার সেরে ক্যাম্পে, নিজের কটে ফিরে সদ্য ইস্তি করা খাকি শটর্স আর শার্ট দেখতে পায় ক্লডিয়া, ক্যাম্প সার্ভেন্ট রেখে গেছে। 'দু'মাইল দুর থেকেও মানুষের গন্ধ পায় সিংহ' তাকে বলেছে শন। সিংহের কথা বলতে পারবে না ক্লডিয়া, ওর নিজের নাকে এতক্ষণ কোনো গন্ধ ঢোকেনি, এতো কাছাকাছি বসলেও। এখন জাম্বেজি উপত্যকার সেদ্ধ হওয়া গরমে দু ঘন্টা কাটানোর পর ওর পিছনে বসা শিকারীর গায়ের গন্ধ অস্পষ্টভাবে পেলো সে। লোকটা বসেছে এবারে তার গা ঘেঁষে, প্রায় গা ছুঁয়ে, কিন্তু ছোঁয়নি। গন্ধটা তাজা, পুরুষালি ঘামের গন্ধ। অদম্য একটা ইচ্ছে হলো ক্লডিয়ার। ক্যানভাস চেয়ারে নড়েচড়ে বসে, তবু নিজেকে বাধ্য করলো স্থির থাকতে। তারপর আবিষ্কার করলো, বড় করে শ্বাস টানছে সে, শিকারীর গায়ের গন্ধটা পেতে চাইছে আবার। পরমুহূর্তে রাগের সাথে কাজটা থেকে বিরত করলো নিজেকে, কি করছে বুঝতে পারার সাথে সাথে।

চোখ থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে একটা সবুজ পাতা দুলে উঠল, লতাপাতা দিয়ে তৈরী সুড়ঙ্গের মাথা থেকে ঝুলছে। প্রায় সাথে সাথে সাঁঝবেলার হালকা বাতাসের প্রথম স্পর্শ পেলো ক্লডিয়া। বাতাসের সাথে ভেসে এলো নতুন একটা গন্ধ-পঁচা মাংসের গন্ধ। টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বুনো মেষের একটা ধড়। কলো রঙের দুশো পাল থেকে ওটাকে বেছে নেয় শন। 'বুড়ি, বাচ্চা দেয়ার সময়

অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছে, ক্লডিয়াকে জানিয়েছে সে। 'কাঁধের নিচে গুলি করুন, সরাসরি হার্টে,'ওর বাবাকে পরামর্শ দিয়েছে।

এই প্রথম একটা পশুকে ঠান্ডা মাথায় খুন করতে দেখলো ক্লডিয়া। ভারি রাইফেলের বিস্ফোরন কাঁপিয়ে দিয়েছে তাকে, মোষের বুক থেকে গলগল করে বেরিয়ে আসা তাজা লাল রক্ত দেখে আর অসহায় পশুর যন্ত্রণাকাতর গোঙানি শুনে অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। ওদের দিকে টলতে টলতে অপেক্ষারত টয়োটায় ফিরে আসে, সামনের সিটে বসে ঘামতে শুরু করে, গলায় উঠে আসা বমির ভাবটা দূর করার জন্য হিমসীম খেতে থাকে- ওদিকে তখন নিহত মোষের ছাগ তুলতে ব্যস্ত শন। 'কসাই, একটা কসাই!' আপন মনে বিড় বিড় করে সে, শিকারীর প্রতি বিতৃষ্ণা আরো একটু বাড়ে।

টয়োটার সামনে পাওয়ার উইঞ্চ আছে, সেটার সাহায্যে বুনো একটা ডুমুর গাছের নিচু একটা ডালে ঝোলান হয়েছে ধড়টা, এতো উঁচুতে যে নাগাল পেতে হলে পূর্ণ বয়স্ক একটা সিংহকে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাড়াতে হবে।

সেটা আজ চারদিন আগের ঘটনা। ধড়টা ডালে ঝোলানোর সাথে সাথে তাজা রক্তের গন্ধ পেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসে ইস্পাত নীল মাছিগুলো। মাছি আর রোদের তাপ ইতিমধ্যে পঁচিয়ে ফেলেছে মাংস। দুগন্ধটা যেনো আঠাল পদার্থের মত লেপ্টে গেলো ক্লডিয়ার জিভ আর গলায়। মাচায় ঢোকার সময় সন্তোষ প্রকাশ করেছে শন, 'দশ মাইলের মধ্যে কোনো। সিংহ বাবাজি এর লোভ সামলাতে পারবে না।'

প্রচন্ড গরমে ঝিমুচ্ছিল পাখিরা, মৃদুমন্দ বাতাসের শীতল ভাব তাদের মধ্যে যেনো প্রাণ এনে দিলো। লতাপাতা ঢাকা নিচের ঝরনার পাড় থেকে একটা পাখি ঢেকে উঠলো, 'কুক! কুক! কুক!' সেই সাথে ঝাঁপটালো ছোট বড় কয়টা রঙিন পাখি। ধীরে ধীরে মাথা তুলে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে থাকল ক্লডিয়া, আনন্দে চকচক করছে চোখ দুটো।

কতক্ষণ ধরে পাখি দেখছে বলতে পারবে না ক্লডিয়া, হঠাৎ মাচার ভেতর একটা উত্তেজনা অনুভব করল সে। তার বাবা হঠাৎ আড়ষ্ঠ হয়ে উঠেছেন, রাইফেলের বাট ধরা তার হাতটা শক্ত হলো সামান্য। চিকন ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সে, নিস্পলক চোখে সেদিকটা অনেক্ষণ খুঁজেও তার উত্তেজনার কারণ ধরতে পারলো না ক্লডিয়া। চোখের কোনো দিয়ে সে দেখলো, ওদের মাঝখানে দিয়ে সামনে বাড়লো শন, ওর হাত সাপের মত নিঃশব্দে ও সতর্কতার সাথে এগুলো, তার বাবার কনুই ধরে চাপ দিলো মৃদু। তারপর শিকারীর নিচু কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো সে, বাতাসের চেয়ে কোমল। 'ধীরে' বললো ও।

কাজেই অপেক্ষায় থাকলো ওরা, জড় পদার্থের মতো স্থির। ধীরগতিতে পেরিয়ে যাচ্ছে মিনিটগুলো। দশ মিনিট। বিশ মিনিট।

'বাঁ দিকে' বিড়বিড় করে বললো শন, এতোই আকস্মিক আর অপ্রাশিতভাবে যে প্রায় চমকে উঠলো ক্লডিয়া। তার চোখ দুটো বাম দিকে ঘুরে গেলো, কিন্তু ঘাঁস ঝোপ আর ছায়া ছাড়া কিছুই দেখতে পেলো না। পলকহীন তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখে জ্বালা ধরে গেলো, পানিতে ভরে ওঠল, ঘন ঘন পলক ফেলে আবার তাকাল সে। এবার ধোয়া বা কুয়াশার মত কি যেনো নড়ে উঠতে দেখলো, রোদপোড়া ঘাসের গায়ে খয়েরি রঙের একটা ঢেউ।

তারপর অকস্মাৎ, নাটকীয়ভাবে, খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলো একটা জানোয়ার, ঝুলন্ত ধড়ের ঠিক নিচে।

নিজের অজান্তে আঁতকে উঠলো ক্লডিয়া, গলায় আটকে গেলো নিঃশ্বাস। জীবনে এতো সুন্দর প্রানী আগে কখন দেখেনি সে। বিশাল একটা বিড়াল, যতটা আশা করেছিল তার চেয়ে অনেক বড়-চকচকে, ঝলমলে, সোনালী। জানোয়ারটা মাথা ঘুরিয়ে সরাসরি তার দিকে তাকাল। ক্লডিয়া দেখলো, ওটার গলার রং কোমল ক্রীম, লম্বা সাদা গোঁফে প্রতিফলিত হচ্ছে রোদ। কান দুটো গোল, খাড়া হয়ে আছে, গয়ে কালো ফুটকি আছে। চোখ জোড়া হলুদ, দামী পাথরের মত চকচক করছে, কুচকে তীর চিহ্নের আকৃতি পেয়েছে পাপড়ি, সুড়ঙ্গ পথ ধরে মাচার দিকে তাকিয়ে আছে।

এখনো নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে না ক্লডিয়া। নিজের সমগ্র অস্তিত্বে সিংহটার দৃষ্টি অনুভব করছে সে, সারা শরীর উত্তেজনায় অধীর। তারপর মাথা ঘুরিয়ে ঝুলন্ত মাংসের দিকে ফিরলো জানোয়ারটা, এতোক্ষণে চেপে রাখা নিঃশ্বাস ফেললো ক্লডিয়া। 'মেরো না প্লিজ ওটাকে মেরো না!' প্রায় কঁকিয়ে উঠলো সে। স্বস্তিও সাথে লক্ষ্য করলো, তার বাবা একচুলও নড়েননি, শিকারীর হাত এখনো ধরে আছে তার কনুই।

এতক্ষণে টের পেল ওটা ক্লডিয়া, পুরুষ নয়, মেয়ে-সিংহী-কেশর নেই। ওদের আলোচনা থেকে আগেই জেনেছে সে, শুধু পূর্ণবয়স্ক সিংহকে মারা হবে। ভুল করেও কোনো সিংহীকে মারা হলে মোটা অঙ্কের জরিমানা দিতে হবে, এমনকি জেলও হতে পারে। তার পেশীতে ঢিল পড়ল, মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকলো প্রানীটির চোখ ঝলসানো সৌন্দর্যের দিকে।

আরো একবার নিজের চারদিকে তাকাল সিংহী, কোনো বিপদের চিহ্ন দেখতে না পেয়ে মুখ খুললো, নিচু গলায় মিউ মিউ করলো বারকয়েক। আদর করে কাকে যেনো ডাকলো।

প্রায় সাথে সাথে হুড়মুড় করে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলো তার বাচ্চারা। খেলনার মত, নরম তুলতুলে, তিনটে বাচ্চা। হাটার সময় হাটু ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে, কারণ খুদে শরীরের তুলনায় পাগুলো বেশি লম্বা। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করার পর, মা কোনো বাধা না দেয়ায়, পরস্পরের সাথে খুনসুটি আর কৃত্রিম মাড়ামাড়িতে মেতে উঠলো বাচ্চাগুলো। এ-ওর গায়ে ঢলে, থাবা মাড়ছে মুখে, গড়াগড়ি খাচ্ছে ঘাসের ওপর।

পেছনে পা দুটির ওপর ভর দিয়ে দাড়াল সিংহী, ঝুলন্ত গভীর পেটের ভেতর মাথা ঢোকাল, ভেতরে নাড়িভুড়ি না থাকায় কোনো অসুবিধা হলো না। ভোজন পর্ব শুরু হলো তার। সিংহীর স্তন যথেষ্ট চোষা হয়েছে, বোটার চারপাশের পশমগুলো বাচ্চাদের লালায় ভেজা ভেজা। এখনো সে তার বাচ্চাদের মাই ছাড়ায়নি, কাজেই তারা তার খাওয়ার বাধ সাধলো না, খেলায় মগ্ন তারা।

এরপর দ্বিতীয় একটা সিংহী বেরিয়ে এলো খোলা জায়গাটায়, পিছনে আরো একজোড়া বাচ্চা। দ্বিতীয় সিংহীর গায়ের রঙ গাঢ়, শিড়দারার কাছে প্রায় নীল, চামড়ায় পুরোন ক্ষতের অসংখ্য শুকনো দাগ তার দীর্ঘ সংগ্রামবহুল শিকারী জীবনের স্বাক্ষর বহন করছে। থাবা, শিং, নখর আর খুরের আঘাত ওগুলো। একটা কানের অর্ধেকটাই নাই, ছেঁড়া চামড়ার ফাঁকে পাজর দেখা যাচ্ছে। বুড়ি হয়ে গেছে সে। সঙ্গের বাচ্চা দুটোই সম্ভবত তার শেষ সন্তান। আগামী বছর, বাচ্চা দুটো তাকে ছেড়ে গেলে, শারীরিক দুর্বলতার কারণে শিকার ধরা তার দ্বারা সম্ভব হবে না, তখন তাকেই শিকার করবে কোনো একটা হায়েনার দল। তবে এখনো সে তার চাতুর্য আর অভিজ্ঞতার পুজি ব্যবহার করে অস্তিত্ব রক্ষা করছে।

বেশ বড় হয়েছে বাচ্চা দুটো। টোপের কাছে তাদেরই আগে যেতে দিল মা, কারণ এ ধরনের পরিস্থিতিতে দুজন সঙ্গীকে মরতে দেখেছে সে, গাছ থেকে ঝুলন্ত ধড়ের নিচে। কাজেই টোপটাকে সন্দেহের চোখে দেখছে সে। মাংসের লোভ সামলে ফাকা জায়গাটার চারধারে অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করলো, লেজটা মাঝে মধ্যে ঝাপটালো, খানিক পরপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে খোলা সুড়ঙ্গের শেষমাথা অর্থাৎ মাচার ঘাস ঢাকা দেয়ালের দিকে কড়া দৃষ্টিতে তাকাল।

লেজের ওপর বসে তার বাচ্চা দুটো মুখ তুলে তাকিয়ে রয়েছে মাংসের দিকে, খিদে আর হতাশায় গরগর আওয়াজ করছে, কারণ ঝুলন্ত মাংস তাদের নাগালের মধ্যে নেই। অবশেষে, দুটোর মধ্যে যেটা উদ্যোগী, খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে প্রস্তুতি নিলো, তারপর ছুটে এসে লাফ দিলো টোপ লক্ষ্য করে। মুখ হাঁ করে খানিকটা মাংস ছিড়ে নিতে চেষ্টা করলো সে, কিন্তু তরুনি সিংহ তাকে মাঝপথে বাধা দিলো, গর্জে উঠে থাবা মারলো। শূন্য থেকে মাটিতে পিঠ দিয়ে পড়লো বাচ্চাটা, কোনো রকমে চারপায়ে দাঁড়ালো, পিছিয়ে গেলো খানিকটা।

বয়স্কা সিংহী তার বাচ্চাকে রক্ষার কোনো চেষ্টাই করলো না। দলের নিয়মই এই, পূর্ণবয়স্ক শিকারীরা, দলের যারা সবচেয়ে মূল্যবান সদস্য, সবার আগে তারাই খাদ্য গ্রহন করবে। তাদের শক্তিই দলের রক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করে। তাদের খাওয়া হলে বাচ্চারা সুযোগ পায়। অনটনের সময়, যখন শিকার পাওয়া যায় না, কিংবা খোলা প্রান্তরে শিকার ধরা কঠিন হয়ে ওঠে, দুর্বল শিশুরা না খেয়ে মারা যায়। আবার প্রচুর পরিমাণে শিকার না পাওয়া পর্যন্ত সক্ষম সিংহীরা বাচ্চা নেয় না। এভাবে নিশ্চিত করা হয় দলের অস্তিত্ব ।

মার খাওয়া বাচ্চাটা ভয়ে ভয়ে, এক পা দু'পা করে ঝুলন্ত মাংসের নিচে ফিরে এলো, ভোজনে মত্ত তরুণী সিংহীর অজ্ঞাতে খসে পড়া মাংসের ছোটো ছোটো টুকরোগুলোয় ভাগ বসাবার জন্যে সে তার বোনের সাথে প্রতিযোগিতা শুরু করলো।

দু'পায়ে বেশিক্ষন দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়, এক সময় চারপায়ে দাঁড়ালো তরুনী সিংহী। গা ঘিন ঘিন করে উঠলো ক্লডিয়ার, কেচোরমত সাদা একধরনের পোকা গিজগিজ করছে সিংহীর মাথায়। মাথাটা ঘন ঘন ঝাঁকাল সে, ভাত আকৃতির পোকাগুলো বৃষ্টির ফোটার মতো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। থাবা দিয়ে মাথা আচড়ালো ব্যস্তভাবে, মোটাসোটা পোকাগুলো তার পশম ছাওয়া কানের ফুটোয় ঢুকে যাচ্ছে। তারপর সে তার গলাটা লম্বা করে হাচি দিলো, নাকের ফুটো থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো কয়েকটা পোকা।

হাচির আওয়াজটাকে খেলার বা খাওয়ার আমন্তন মনে করল বাচ্চারা। দু'জন লাফ দিয়ে তার মাথায় চড়ল, ঝুলে পড়ল কান ধরে। সবচেয়ে ছোটোটা এক ছুটে ঢুকে পড়লো মায়ের পেটের তলায়, স্তনের একটা বোটা মুখে ভরে চুষতে শুরু করলো। তরুনী সিংহী এ-সব গ্রাহ্য করলো না, আবার দু'পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো সে, মাংস ছিঁড়ে খেতে লাগলো। স্তন ধরে ঝুলে থাকা বাচ্চাটা পড়ে গেলো মাটিতে, মায়ের দু'পায়ের ফাঁক গলে মনমরা হয়ে বেরিয়ে এলো সে, সারা গায়ে ধুলো।

মুখে হাত চাপা দিয়ে হেসে ফেললো ক্লডিয়া, নিজেকে সামলাতে পারলো না। তার নিচের দিকের একটা পাজরে শক্ত খোচা দিল শন।

দলের অন্য সবাই যে-যার কাজে ব্যস্ত, ক্লডিয়ার হাসার শব্দে শুধু সতর্ক হলো বয়স্কা সিংহী। পেশীতে টান ধরায় কুঁকড়ে গেলো তার শরীর, খুলির সাথে সেঁটে গেলো তার কান, সুড়ঙ্গ পথ ধরে সরাসরি তাকিয়ে আছে মাচার দিকে। সমগ্র

অস্তিত্বে সিংহর দৃষ্টি অনুভব করলো ক্লডিয়া, হাসির ঝোকটা উবে গেলো, নি:শ্বাস আটকে গেলো গলায়। 'আমাকে নিশ্চই দেখতে পাচ্ছে না !' ভাবলো সে, যেনো নিরেট একটা সত্যকে অস্বীকার করতে চাইছে। 'কি করে দেখবে।'

তারপর অকস্মাৎ, ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে, বুনো ডুমুর গাছের সামনের ঝোপে অদৃশ্য হয়ে গেলো বয়স্কা সিংহী। আটকে যাওয়া নিঃশ্বাস ছাড়লো ক্লডিয়া, মুখ খুলে বাতাস টানলো।

সময় বয়ে চললো। ডুমুর গাছের নিচে দলের বাকি সবাই খাওয়া আর খেলায় ব্যস্ত। গাছগুলোর মাথা থেকে অনেক নিচে নেমে এলো সূর্য। 'ওদের সাথে যদি কোনো পুরুষ থাকে' নরম নি:শ্বাসের সাথে বললো শন, 'এবার আসবে সে।' সিংহদের সময়ই হলো রাত, অন্ধকার ওদেরকে সাহসী আর বেপরোয়া করে তোলে। দিনের আলো দ্রুত ফুরিয়ে আসছে।

মাচার ঘাস মোড়া দেয়ালের পাশে কিসের যেনো একটা শব্দ শুনলো ক্লডিয়া। জঙ্গলের চারধারে এ-ধরনের আরো কতো শব্দই তো হচ্ছে, বিশেষ গুরুত্ব দিলো

না। তারপর স্পষ্ট একটা আওয়াজ ঢুকলো কানে, চিনতে ভুল হলো না। ভারি কোনো জানোয়ারের পা ফেলার শব্দ-নরম ও সতর্ক, কিন্তু খুব কাছে। ক্লডিয়া অনুভব করলো, ভয়ে পোকার মত কিলবিল করছে তার পেশী আর চামড়া, ঘাড়ের পিছনে শক্ত হয়ে যাচ্ছে চুলের গোড়া। ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল সে।

মাচার দেয়ালে সেটে। আছে ক্লডিয়ার বাম কাধ, বেড়ার গায়ে এক ইঞ্চি চওড়া একটা ফোকর। ফুটোর সাথে একই রেখায় রয়েছে তার চোখ দুটো। সেদিকে তাকাতেই নড়াচড়া দেখতে পেল সে। কি দেখছে প্রথম বুঝতে পারলো না, তারপর ওটা আসলে তামাটে রঙের মসৃন চামড়া, ফুটোর সবটুকু জুড়ে আছে, দেয়াল থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে থাকলো ক্লডিয়া, হৃৎপিন্ডটাকে যেনো খামচে ধরেছে, তামাটে মসৃন চামড়া সরে যাচ্ছে তার চোখের সামনে দিয়ে, এই সময় নতুন একটা শব্দ ঢুকলো তার কানে দেয়ালের উল্টোদিকের গা থেকে গন্ধ নিচ্ছে একটা জানোয়ার, শ্বাস টানার শব্দটা দীর্ঘ ও কাঁপা কাঁপা।

নিজের অজান্তেই ক্লডিয়ার হাতটা পিছন দিকে চলে গেলো, তবে ফুটো থেকে চোখ সরায়নি। তার হাত ঠান্ডা ও কঠিন একটা মুঠোর ভেতর ধরা পড়লো। যার স্পর্শে কয়েক মিনিট আগে অপমানবোধ করেছে, এই মুহূর্তে সেই একই লোকের ছোয়া দেহ মনে এতো বেশি স্বস্তি ছড়িয়ে দিলো যে ব্যপারটা সম্ভব বলে বিশ্বাস করা যায় না। নিজের অজান্তে হলেও সে যে তার বাবার নয়, শিকারীর নাগাল পাবার চেষ্টা করেছে, এতে এমনকি বিস্মিত হলো না ক্লডিয়া।

নিষ্পলক চোখে ফুটোর দিকে তাকিয়ে আছে সে। তারপর হঠাৎ, দেয়ালের ওদিকে আরেকটা চোখ দেখা গেলো। বিশাল একটা গোল চোখ, যেনো মূল্যবান হলুদ রত্ন, চারদিকে দ্যুতি ছড়াচ্ছে, পলকহীন, কালো মনিটা সরাসরি ক্লডিয়ার চোখে তাক করা, মাত্র একহাত দূর থেকে।

চিৎকার করতে চাইলো ক্লডিয়া, কিন্তু গলাটা বুজে আছে সে। লাফ দিয়ে দাড়াতে চাইলো, কিন্তু পায়ে কোনো সাড়া নেই। তার ফুলে ওঠা মুত্রথলি তলপেটে পাথরের মতো ভারি হয়ে আছে-সামলাবার সময় পেলো না, অনুভব করলো উষ্ণ কয়েকটা ফোটা বেরিয়ে এসেছে। আতঙ্কের মাত্রাকে ছাড়িয়ে গেলো আত্মধিক্কার ও গোপন লজ্জা, সেই সাথে ফিরে পেলো নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা-উরু আর নিতম্ব শক্ত করলো সে, গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে আঁকড়ে ধরলো শনকে, এখনো একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ভীতিকর হলুদ চোখটার দিকে।

আবার সশব্দে বাতাস টানলো বয়স্কা সিংহী, নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকলো ক্লডিয়া, মনে মনে বারবার আওড়াচ্ছে, 'চেঁচাবো না, আওয়াজ করবো না, চেঁচাবো...!'

সিংহীর নাকের ফুটো মানুষের গন্ধে ভরে ওঠলো, গর্জে উঠলো সে, বিস্ফোরণের মতো শব্দে থর থর করে কেঁপে উঠলো, ভঙ্গুর মাচা। হাঁ করলো ক্লডিয়া, তবে শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিতে পারলো, কোনো চিৎকার বেরোলো

না। ফুটো থেকে সরে গেলো হলুদ চোখ, ভারি পায়ের থপ থপ আওয়াজ হলো, মাচাটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে।

মাথা ঘুরিয়ে শব্দটাকে অনুসরন করলো ক্লডিয়া, সরাসরি শনের চোখে তাকাল। হাসছে শন। খানিক আগে আত্মসম্মানের আঘাত পেয়েছে মেয়েটা, ওর হাসিটা দ্বিতীয় আঘাত হিসেবে দেখা দিলো। সবুজ চোখ আর ঠোঁট জোড়ায় বেপরোয়া, বিদ্রুপাত্মক হাসি লেপ্টে রয়েছে। তাকে লক্ষ্য করে হাসছে শিকারী । আতঙ্ক দূর হলো, মাথাচাড়া দিলো ক্রোধ।

'শুয়োর' ভাবলো ক্লডিয়া। 'কুত্তা'। সে জানে, তার মুখে রক্ত নেই, চোখ দুটো বিস্ফোরিত হয়ে আছে ভয়ে। নিজেকে ধিক্কার সে, তার এই বেহাল অবস্থা দেখে ফেলার জন্য ঘৃনা করলো শিকারীকে।

হাতটা এক ঝাটকায় শিকারীর মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইলো ক্লডিয়া, কিন্তু এখনো হিংস্র জানোয়ারটার আওয়াজ পাচ্ছে বাইরে, এখনো খুব কাছে, ওদের ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। লোকটাকে তার অপছন্দ হলেও, ক্লডিয়া জানে, তাকে শক্ত মুঠোর ভেতর ধরে আছে বলেই এখনো নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছে সে। কাজেই হাতটা সে ছাড়ছে না, তবে মুখটা ফিরিয়ে নিলো, মাথা ঘুরিয়ে অনুসরন করলো ভীতিকর আওয়াজটাকে, শন যাতে তার চেহারা দেখতে না পায়।

মাচার সামনে দিয়ে হেঁটে গেলো সিংহী। ফুটো দিয়ে তার সোনালি শরীরটা দেখতে পেলো ক্লডিয়া, পলকের জন্যে। তরুনী সিংহী আর তার বাচ্চা গুলোকেও দেখতে পাচ্ছে সে, গর্জন শুনে সতর্ক হয়ে গেছে, লাফ দিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে ঝোপের আড়ালে। টোপের নিচে খালি হয়ে গেছে জায়গাটা।

দিনের আলো দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে অন্ধকার হয়ে যাবে। ভয়ে গায়ে কাটা দিলো ক্লডিয়ার, অন্ধকারে না জানি কি করে জানোয়ারটা। তার কাধের ওপর দিয়ে হাত বাড়াল শন, ক্লডিয়ার ঠোঁটের ফাঁকে কি যেনো গুজে দিলো। এক সেকেন্ড বাধা দিলো ক্লডিয়া, পরস্পরের সাথে চেপে ধরলো ঠোঁটজোড়া, তারপর ফাঁক করলো, মুখের ভেতর ঢুকতে দিলো জিনিসটাকে।

'লোকটা পাগল!' ভাবলো ক্লডিয়া। 'এই সময় চুইংগাম?' তারপরই আবিস্কার করলো, চিবাতে গিয়ে, মুখের ভেতর এক বিন্দু লালা বা থুথু নেই, শুকিয়ে খরখরে হয়ে আছে। মুখে চুইংগাম থাকায় একটু পরই ভেতরটা লালায় ভরে উঠলো, যদিও শিকারীর ওপর এতো বেশি রেগে আছে যে কোনো রকম কৃতজ্ঞতা বোধ করলো না সে।

মাচার পিছন দিকে, আধো-অন্ধকারে, গরগর করে উঠলো বয়স্কা সিংহী। এক মাইল পিছনে রেখে আসা টয়োটার কথা মনে পড়লো ক্লডিয়ার। যেনো তার ভাবনারই প্রতিধ্বনি তুললেন বাবা, কোমল সুরে, 'গানবেয়ারারদের কখন ট্রাক আনতে বলা হয়েছে?'

'আলো ফুরিয়ে গেলে, যখন আর গুলি করার সুযোগ থাকবে না' নিচু গলায় জবাব দিলো শন। 'আর পনের কি বিশ মিনিট পর।'

ওদের আওয়াজ পেয়ে আবার গর্জে উঠলো সিংহী। 'সাক্ষাত খান্ডারণী,' সহাস্যে মন্তব্য করলো শন।

'শশশ, চুপ!' হিসহিস করে বললো ক্লডিয়া। 'আমরা কোথায় আছি বুঝে ফেলবে!'

'আগেই জেনেছে এখানে আছি আমরা,' বললো শন, তারপর গলা চড়ালো, 'বুড়ি বেটি, এদিকে ঘুরঘুর কোনো লাভ নেই, তুমি বাপু তোমার বাচ্চাদের কাছেই ফিরে যাও!'

এক ঝটকায় ওর মুঠো থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিলো ক্লডিয়া। 'আশ্চর্য মানুষ তো! তুমি দেখছি আমাদের সবাইকে মারার রাস্তা করেছো।'

চড়া গলা পেয়ে সতর্ক হয়ে গেচে সিংহী, মাচার বাইরে দীর্ঘ কয়েক মিনিট আর শব্দ হলো না। দেয়ালের গায়ে খাড়া করে রাখা কুৎসিতদর্শন ডাবল ব্যরেল রাইফেলটা তুলে নিয়ে কোলের ওপর রাখলো শন, ৫৭৭ নাইটো এক্সপ্রেস- এর ব্রীচ খুলে চেম্বার থেকে বের করলো মোটাসোটা একজোরা ব্রাসকার্ট্রিজ। নতুন দুটো কার্ট্রিজ বেরুলো জ্যাকেটের বামদিকের একটা লূপ থেকে, রাইফেলের চেম্বারে ভরা হলো সেগুলো। এটাকে শননের একটা কুসংস্কার বলা যেতে পারে, শিকার অভিযানে শুরুতে কার্ট্রিজ বদলানো। 'শুনুন, ক্যাপো,' বললো ও। 'সঙ্গত কারণ ছাড়া যদি বুড়িটাকে মারি আমরা, গেম ডিপার্টমেন্ট আমার লাইসেন্স কেড়ে নেবে। সঙ্গত কারণ হবে যদি কারো একটা হাত বগলের কাছ থেকে ছিঁড়ে নেয়, তার আগে নয়। বুঝতে পারছেন তো?'

'পারছি।' রিকার্ডো মনটেরো মাথা ঝাঁকালেন।

'কাজেই আমরা অনুমতি ছাড়া গুলি করবেন না। যদি করেন, আপনাকে আমার হাতে মরতে হতে পারে। অনেক সাধ্য-সাধনার পর লাইসেন্সটা যোগার করেছি আমি।'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আধো-অন্ধকাওে নি:শব্দে হাসলো ওরা। দুজনেই সময়টা উপভোগ করছে, বুঝতে পেরে বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের সীমা রইলো না ক্লডিয়ার।

'ট্রাক নিয়ে মাচার কাছে আসতে পারবে না জোব, নদীর শুকনো বুকে থামতে হবে ওকে। তারমানে অন্ধকারে নদী পর্যন্ত হেটে যেতে হবে আমাদের। আপনি আগে থাকবেন ক্যাপো,; আপনার আর আমার মাঝখানে ক্লডিয়া। সবাই গায়ের সাথে সেঁটে থাকবেন, আর ভুলেও কেউ ছুঁটবেন না। কোনো অবস্থাতেই দৌড়াবেন না।'

আবার সিংহীর আওয়াজ পেলো ওরা, নরম পায়ে মাচার চারদিকে টহল দিচ্ছে। আবার গরগর করে উঠলো সে, এবার মাচার পেছন থেকে পাল্টা সাড়া পাওয়া গেলো। তরুনী সিংহীটাও ওদেও কাছকাছি চলে এসেছে।

'গোটা দল ঘিরে ফেলেছে আমাদের ,' মন্তব্য করলো শন। শিকারীরা পরিনত হয়েছে শিকারে। মাচার ভেতর আটকা পরেছে ওরা। অন্ধকার এখন প্রায় গাঢ়ই বলা যায়। পশ্চিম আকাশে সামান্য একটু লালচে ভাব রয়ে গেছে এখনো।

ট্রাকটা কোথায়?' ফিসফিস করলো ক্লডিয়া।

শন বললো, 'আসছে।' তারপরই বদলে গেলো ওর গলার আওয়াজ। 'নিচু হও!' তীক্ষ্ম কণ্ঠস্বর। 'নামো!' কিছুই শুনতে পায়নি ক্লডিয়া, তবু শন গলায় এমন একটা জরুরী তাগাদার ভাব রয়েছে যে তাড়াতাড়ি ক্যানভাস ছেড়ে মেঝেতে নেমে পড়লো সে।

চুপিসারে মাচার সামনে চলে এসেছে সিংহী, প্রায় কোনো শব্দ না করে। এবার ছোট্ট একটা লাফ দিলো, সামনের জোরা থাবা দিয়ে ভঙ্গুর দেয়ালটা ভাঙ্গার চেষ্টা করলো, সেই সাথে বনভূমি কাঁপিয়ে হুঙ্কার ছাড়লো। আতঙ্কে নীল হয়ে উপলব্ধি করলো ক্লডিয়া, জানোয়ারটা তার গায়ের ওপর উঠে আসছে।

'মাথা নিচু করো!' চিৎকার করলো শন, দেয়ালটা বিস্ফোরিত হচ্ছে দেখে ডাবল ব্যারেল রাইফেলটা তুললো সেদিকে।

গুলি করলো শন, বিস্ফোরনের শব্দে অবশ হয়ে গেলো ক্লডিয়ার শরীর, মাজল-ফ্ল্যাশ আলোকিত করে তুললো মাচার ভেতরটা।

'ডাইনীটাকে মেরে ফেলেছে ও!' শিকারী মাত্রই ক্লডিয়ার ঘৃনার পাত্র, তবু এই মুহূর্তে পরম স্বস্তিবোধ করলো সে, যদিও সেটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। গুলিটা স্রেফ হকচকিয়ে দিয়েছে সিংহীকে, আপাতত দূরে সরিয়ে দিয়েছে মাত্র। ক্লডিয়া শুনতে পেল লাফ দিয়ে ঝোপের আড়ালে পালালো জানোয়ারটা, অনবরত গর্জন করছে।

'তুমি পারোনি!' রুদ্ধশ্বাসে অভিযোগ করলো সে, নাকে ঢুকলো পোড়া গান পাউডারের গন্ধ। 'এতো কাছ থেকেও লাগাতে পারলে না।'

'লাগাতে চাইনি।' রাইফেল খুলে আবার গুলি ভরলো শন। 'ফাঁকা গুলি করে স্রেফ ভয় দেখালাম।'

'ট্রাক আসছে,' শান্ত উদ্বেগহীন কণ্ঠে বললেন রিকার্ডো মনটেরো। গুলির আওয়াজে এখনও ক্লডিয়ার কান ভোঁ ভোঁ করছে, তবু সে-ও টয়োটার ডিজেল এঞ্জিনের শব্দ অস্পষ্টভাবে শুনতে পেলো।

'জোব গুলির আওয়াজ পেয়েছ,' দাঁড়াল শন, 'আগেই চলে আসছে। ঠিক আছে তৈরী হও, এবার আমাদের বেরুতে হবে।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে খাড়া হলো ক্লডিয়া, ছাদহীন মাচার নিচু দেয়ালের মাথার কাছ থেকে উকিঁ দিয়ে চারপাশের জঙ্গলের দিকে তাকাল। নদীর শুকনো তলাটা রাস্তা

হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তার মনে পড়ল ওই রাস্তায় পৌঁছুতে হলে গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে অনেকটা পথ হেঁটে হবে। ট্রাকের নিরাপদ আশ্রয় আর ওদের সিকি মাইল অন্ধকার পথ আর এক দল হিংস্র প্রাণী ওত পেতে রয়েছে। হঠাৎ ক্লডিয়া অনুভব করলো তার হাঁটু দুটো পরস্পরের সাথে বাড়ি খাচ্ছে।

গাছপালার ভেতর, পঞ্চাশ গজ দূরেও নয়, আবার গর্জে উঠলো সিংহী।

'বুড়ি বেটি বড় লোভী,' সহাস্যে বললো শন। 'জানে মানুষের মাংস খেতে খুব মজা, তাই ওরকম চেঁচামেচি করছে।' ক্লডিয়ার কনুই ধরে দরজার দিকে পথ দেখালো ও। এবার নিজেকে ক্লডিয়া ছাড়াবার চেষ্টা করলো না, তার বদলে উপলব্ধি করলো শনকে ধরে প্রায় ঝুলে আছে সে।

'তোমার বাবার বেল্টটা শক্ত করে ধরো,' নরম হাতে নিজের গা থেকে ক্লডিয়া কে ছাড়লো শন, তার একটা হাত রিকার্ডোর কোমরে জড়ানো বেল্টে পৌঁছে দিলো। 'ছাড়বে না এটা,' বললো ও। 'যাই ঘটুক, দৌড়াবে না। ছুটতে দেখা মাত্র তোমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে ওরা। ইঁদুরকে ছুটতে দেখলে বিড়াল যেমন লাফ দেয়; ঝোঁকটা ওরা সামলাতে পারে না।'

হাতের বিরাট টর্চটা জ্বাললো শন। চোখ ধাঁধান উজ্জল আলো, কিন্তু হলে কি হবে, গভীর জঙ্গলের ভেতর আলোটাকে হলদেটে আর নিস্প্রভ মনে লাগলো চোখে। আলো ফেলে নিজেদের চারদিকটা একবার দেখে নিল শন। আলো লেগে জ্বলজ্বল করে উঠলো কয়েকজোড়া চোখ. ভয়ে খাড়া হয়ে গেলো গায়ের রোম। তারারমতো জ্বলছে চোখগুলে, ঘন ঝোপের ভেতর বোঝার উপায় নেই কোনোটা পূর্নবয়স্ক সিংহী, কোনোটা শাবক।

'চলো, যাওয়া যাক,' শান্তকণ্ঠে বললো শন, উঁচু-নিঁচু পথ ধরে হোঁচট খেতে খেতে এগোলেন রিকার্ডো মনটেরো, পিছনে চোখ রাখছে শন, ওর হাতে ভারি রাইফেল আর টর্চ।

টর্চের আলো যতোবার হিংস্র প্রাণীর চোখ দেখা গেলো, মনে হলো আগের চেয়ে কাছে সরে এসেছে, তারপর এক সময় জলন্ত চোখের পিছনে জানোয়ারটার কাঠামোও দেখতে পেলো ক্লডিয়া। টর্চের আলোয় ম্লান, ক্ষিপ্র, ওদেরকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। দুটো সিংহীই এখন দূরত্ব কমিয়ে আনছে, ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে সামনে বাড়ছে দ্রুত, কড়া নজর রাখছে ওদের ওপর, তবে আলো চোখে আঘাত করলে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে।

পথটা ঢালু, এখানে-সেখানে গর্ত, আর মাগো, কী লম্বা! বাবার বেল্ট ধরে ঝুলে আছে ক্লডিয়া, হোঁচট খেতে খেতে এগুচ্ছে, কোথায় পা ফেলছে খেয়াল নেই, তাকিয়ে আছে ক্ষিপ্রগতি হিংস্র প্রানীগুলোর অস্পষ্ট আকৃতির দিকে, নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছুবার জন্যে ব্যাকুল।

'সাবধান, হামলা হবে, শান্ত গলায় হুশিয়ার করে দিল শন। বয়স্কা সিংহী : হিস সঞ্চয় করে ওদের দিকে ছুটে এলো অন্ধকারের ভেতর থেকে, রেল এঞ্জিনের

মতো অনবরত আওয়াজ করছে, মুখটা খোলা, তার লম্বা লেজ চাবুকের মতো আসা-যাওয়া করছে একদিক থেকে আরেকদিকে। একজোট হয়ে দাড়িয়ে পড়লো ওরা, হামলাকারী জানোয়ারটার দিকে টর্চ আর রাইফেল তাক করলো শন।

'ভাগো! কেটে পড়ো!' কড়া ধমক দিলো শন, ওর গলার শিরাগুলো ফুলে উঠলো। 'পালাও এখনো ছুটে আসছে সিংহী, খুলির সাথে সেঁটে আছে কান, খোলা চোয়ালের ভেতর ভাঁজ খেয়ে রয়েছে লালচে জিভ। 'দূর হও, তা না হলে গুলি খেয়ে মরবে!'

একেবারে শেষ মুহূর্তে থামলো সিংহী, থামার পরও সামনের আড়ষ্ট পা দুটো পিছলে খানিকটা সামনে বাড়াল, ওদের থেকে মাত্র দশ ফুট দূরে, টর্চের আলোয় দেখা গেলো সিংহীর চারধারে ধুলোর পাহাড় মাথাচাড়া দিচ্ছে।

'দূর হও!' বজ্রকণ্ঠে আদেশ করলো শন, সিংহীর কান দুটো আড়ষ্ট হয়ে উঠলো, ঘুরলো সে, দুলকি চালে ফিরে গেলো ঝোপের ভেতর। 'স্রেফ ভান করছিল,' বললো শন। দেখছিল সুবিধা করা যায় কি না।

'কি করে জানলে তুমি?' ক্লডিয়ার নিজের কানেই কর্কশ আর বেসুরো শোনাল।

'লেজ দেখে। যদি দেখ ওটা নড়াচড়া করছে, ধরে নেবে আসলে হামলা করার ইচ্ছে নেই। কিন্তু যদি খাড়া হয়ে থাকে, সাবধান!'

'সামনে ট্রাক,' বললেন ক্যাপো, 'গাছপালার ফাঁক দিয়ে হেডলাইটের আলো দেখতে পেলো ওরা। নিচে, শুকনো নদীর আসমান তলদেশে ঝাঁকি খাচ্ছে টয়েটো।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,' বিড়বিড় করলো ক্লডিয়া।

'বিপদ এখনো কাটেনি,' ঢালু পথ বেয়ে আবার ওরা নামতে শুরু করলে সতর্ক করে দিলো শন। 'দস্যুরানীর সাথে এখনো আমাদের বোঝাপড়া বাকি আছে।'

তরুনী সিংহীর কথা ভুলে গিয়েছিল ক্লডিয়া, শনের কথা শুনে ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাল সে, বাবার বেল্ট আকড়ে ধরে হোঁচট খেতে খেতে এগোচ্ছে।

তারপর এক সময় ওরা নদীর পাড়ে পৌছে গেলো, ত্রিশ গজ দূরে স্থির দাড়িয়ে থাকা টয়োটার হেডলাইট দিনের মত আলোকিত করে রেখেছে সামনেটা।

এতো কাছে, সচল এঞ্জিনের আওয়াজ পাচ্ছে ওরা। হেঁডলাইটের চোখ ধাঁধান আলোর পিছনে ট্রাকারের মাথাগুলো দেখতে পেল ক্লডিয়া। এতেই কাছে যে নিজেকে সামলাতে পারলো না। বাবার বেল্ট ছেড়ে দিয়ে ট্রাক লক্ষ্য করে ছুটলো, নদীর তরার ঝুরঝুরে সাদা বালি এলোমেলো হয়ে গেলো তার পায়ের আঘাতে।

শুনতে পেলো পিছনে চিৎকার করছে শন, 'ইউ ব্লাডি ইডিয়ট!'

তারপরই রোমহর্ষক গর্জন ঢুকলো কানে, তার ওপর হামলা চালিয়েছে তরুনী সিংহী। ছুটতে ছুটতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ক্লডিয়া, দেখলো বিশাল হিংস্র জানোয়ারটা প্রায় ধরে ফেলেছে তাকে, নদীর পাড় ধরে গজিয়ে ওঠা লম্বা ঘাসের ভেতর থেকে বেরিয়ে কোনোকুনি একটা পথ ধরে ধেয়ে আসছে। টয়োটার আলোয় বিশাল দেখালো ওটাকে, সরীসৃপের মতো ক্ষিপ্রগতি। সিংহীর গর্জনে ক্লডিয়ার

তলপেট কুঁচকে গেলো, শুকনো বালির ওপর পা পড়লো এলোমেলোভাবে। বিস্ফোরিত চোখে লক্ষ্য করলো, 'সিংহীর লেজ লোহার রডের মতো খাড়া হয়ে আছে। চরম আতঙ্কের মধ্যেও শনের কথাটা মনে পড়লো তার। ভাবলো, 'আমি শেষ, আমাকে মেরে ফেলেছে!'

মেয়েটা যে দৌড় দিয়েছে বুঝতে এক মুহূর্ত দেরি হলো না শনের। সতর্কতার সাথে পিছু হটে, ঢাল বেয়ে, নদীর তলায় নামছিল ও, বাম হাতে টর্চ, ডান হাতে রাইফেল। রাইফেলের ব্যারেল ওর কাধের ওপর কাত হয়ে আছে, বুড়ো আঙুলটা সেফটি-ক্যাচ-এর বোতামে, নজর রাখছে বয়স্কা সিংহীর ওপর, লম্বা ঘাসের কিনারা থেকে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে। তবে শন নিশ্চিত, এটাও তার আক্রমন কারার ভান মাত্র, প্রথমবার সুবিধে করতে না পারায় দ্বিতীয়বারও হামলা করার সাহস পাবে না। তার অনেকটা পিছনে দুটো বাচ্চাকে দেখা গেলো, ঘাসের ওপর বসে বিশাল চোখ মেলে তাকিয়ে আছে, হামলায় অংশগ্রহনের সাহস নেই। তরুনী সিংহীটাকে হারিয়ে ফেলেছে শন, যদিও জানে সেটাই এখন ওদের জন্যে আসল হুমকি। অনুভব করলো ওর নিতম্বে ধাক্কা খেলো ক্লডিয়া, ধরে নিলো হোঁচট খেয়েছে সে, জানলো না ছোটার জন্যে ঘোরার সময় লেগেছে ধাক্কাটা। তরুনী সিংহীর খোঁজে লম্বা ঘাসের কিনারায় চোখ বুলাচ্ছে তখনো শন, এই সময় আলগা বালিতে ক্লডিয়ার পায়ের আওয়াজ পেলো ও। ঝট করে ফিরেই দেখলো, শুকনো নদীর বেডে একা রয়েছে মেয়েটা।

'ইউ, ব্লাডি ইডিয়ট!' প্রচন্ড রাগে ফেটে পড়ল শন । চারদিন আগে প্রথম দেখা হবার পর থেকেই মূর্তিমান একটা উপদ্রব হয়ে আছে মেয়েটা। আবারও সে ওর নির্দেশ অমান্য করেছে। মুহূর্তে বুঝে নিলো শন, এমন কি সিংহী হামলা শুরু করার আগেই, মেয়েটাকে হারাতে হবে।

কোনো ক্লায়েন্ট নিহত কিংবা আহত হলে প্রফেশনাল হান্টার হিসেবে অপূরনীয় ক্ষতি হয়ে যাবে শনের, দূর্নাম তো যা হবার হবেই, ওর লাইসেন্সও বাতির করা হতে পারে।

রিকার্ডোকে পাশ কাটালো ও, ঢালের ওপর এখনো হতভম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। ঠিক এই সময় লম্বা ঘাসের পার্চিল ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো তরুনী সিংহী, মাটিতে পেট দিয়ে ওত পেতে ছিল সে।

নদীর তলদেশ টয়োটার আলোয় ভেসে যাচ্ছে, টর্চ ফেলেদিয়ে রাইফেলটা দু'হাতে ধরলো শন। কিন্তু গুলি করার কোনো উপায় নেই, সিংহী আর ওর মাঝখানে রয়েছে ক্লডিয়া। শুকনো বালির ওপর আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ছুটছে সে, হাত ও পা ছোড়ার মধ্যে কোনো ছন্দ নেই, মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে আছে সিংহীর দিকে।

'শোও!' চিৎকার করলো শন। 'শুয়ে পড়ো!' কিন্তু থামছে না ক্লডিয়া, গুলির পথ থেকে সরছে না। সিংহীর পায়ে যেনো ঝড়ের গতি, পেছনে বালির মেঘ উড়িয়ে

ঝড়ের গতিতে ক্লডিয়ার দিকে ছুটছে, এরই মধ্যে তার হলুদ চোয়ার পুরোপুরি খুলে গেছে। প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে হুঙ্কার ছাড়ছে সে, লেজটা খাড়া ও শক্ত।

হেডলাইটের আলোয় সিংহী আর মেয়েটার ছায়া সাদা বালির ওপর বিশাল আর কালো লাগলো, দ্রুত এক হতে যাচ্ছে। লাফ দেয়ার জন্যে শরীরটা কোঁকড়ালো সিংহী, রাইফেল সাইটের ওপর দিয়ে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকলো শন। সিংহী আর ক্লডিয়াকে আলাদা করা অসম্ভব, গুলি করলে মেয়েটাকেও লাগবে।

একেবারে শেষ মুহূর্তে আছাড় খেল ক্লডিয়া, পায়ে শক্তি নেই, হাটু ভেঙে ছিটকে পড়লো বালির ওপর, ভয়ে ফোঁপাচ্ছে।

চোখের পলকে সিংহীর বুকে লক্ষ্য স্থিও করলো শন্ নিজের ওপর বিশ্বাস আছে ওর, আস্থা আছে রাইফেলটার ওপর। এই রাইফেল দিয়ে একই সময়ে ছুড়ে দেয়া একজোড়া আধুলিকে ফুটো করতে পাওে ও, সেগুলো মাটিতে পড়ার আগেই , বিশ গজ দুর থেকে । হাতের এই রাইফেলটা দিয়ে কতযে শিকার করেছে তার কোনো লেখাজোখা নেই। অনেক মানুষর এই রাইফেটায় প্রাণ হারিয়েছে। লক্ষ্যভেদে কখোনো দু'বার গুলি করতে হয়নি ওকে। এই মুহূর্তে টার্গেট আর ওর মাঝখানে কোনো বাধা নেই, অনায়েসে একটা ৭৫০ গ্রেন সফট্-নোজ বুলেটকে সিংহীর বুক দিয়ে ঢুকিয়ে লেজের গোড়ায় পৌছে দিতে পারে। নিহত একটা সিংহী ডেকে নিয়ে আসবে সম্ভাব্য সব রকম সরকারী অভিশাপ। গেম ডিপার্টমেন্ট নিঘার্ত বাতিল করবেন ওর লাইসেন্স।

সারা গায়ে বালি মেখে পড়ে আছে মেয়েটা, সেজদা দেয়ার ভঙ্গিতে,পিছনে উচুঁ হয়ে রয়েছে নিতম্ব। প্রায় তার ওপর চলে এসেছে সিংহী।দু'জনের মাঝখানে আর মাত্র কয়েকফুট সাদা বালি। রাইফেটা নিচু করলো শন। ভয়ংকর ঝুকি নিচ্ছে ও, তবে ঝুকি নেয়াই ওর নেশা, ঝুকি নিয়েই তো সারাটা জীবন আস্তিত্ব রাক্ষা করছে। মেয়েটার জীবন নিয়ে জুয়া খেলছে ও, কিন্তু সে ওকে কম বিরক্ত করেনি, এখন না হয় খানিটা ভাগ্যের ওপর নির্ভর করুক।

সিংহীর খোলা চোয়ালের দু'ফুট সামনে গুলি করলো শন। ভারি বুলেটের আঘাতে বিস্ফোরিত হলো বালি, নিরেট একটা সাদা ঝর্নার মতো দেখাল, তার ভেতর সম্পূর্ন ঢাকা পড়লো দস্যুরানী। মুখের ভেতরটা বালিতে ভরে গেলো, হুঙ্কার ছাড়ার ফাঁকে শ্বাস টানার সময় ফুসফুসে ঢুকলো খানিকটা, ভেজা নাকের ফুটোয় জমা হলো, চাবুকের মতো আঘাত করলো হলুদ চোখে। অন্ধ হয়ে গেলো সিংহী, হামলার কথা ভুলে গেছে।

ছুটলো শন, দ্বিতীয় বার গুলি করার জন্যে সম্পূর্ন প্রস্তুত। কিন্তু তার আর দরকার নেই। বালি ভরা চোখ দুটো সামনের পা দিয়ে অনবরত আঁচড়াচ্ছে সে, নিজের সাথে ধস্তাধস্তি করার ভঙ্গিতে দ্রুত পিছু হটছে। বারবার কাত হয়ে পড়ে গেলো সিংহী, গড়াগড়ি খেল, দাঁড়ালো, পিছু হটে ফিরে যাচ্ছে লম্বা ঘাসের নিরাপদ আশ্রয়ে।

ক্লডিয়ার কাছে পৌছুলো শন, কোমরটা এক হাতে পেঁচিয়ে হ্যাঁচকা টানে খাড়া করলো তাকে। দাঁড়াবার শক্তি নেই পায়ে, টয়েটো পর্যন্ত তাকে প্রায় বয়ে আনতে হলো শনের। সামনের সিটে নামিয়ে দিলো যেনো একটা বস্তা। একই সাথে পিছনের সিটে উঠলেন ক্যাপো, লাফ দিয়ে রানিং বোর্ড-এ দাঁড়ালো শন, মুক্ত হাতে রাইফেলটা রয়েছে পিস্তল ধরার ভঙ্গিতে, অন্ধকারে তাক করা, আরেকটা হামলার জন্যে সতর্ক।

'গো!' চিৎকার করলো শন, সাথে সাথে ক্লাচ ছেড়ে দিলো ম্যাটাবেল ড্রাইভার জোব। নদীর শুকনা তলাটা অসমতল, ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটলো ট্রাক।

প্রায় এক মিনিট কেউ কোনো কথা বললো না, যতক্ষন না নদীর তলা খানিকটা সমতল পথে উঠে এলো টয়োটা, তাপর বেসুরো গলায় ক্লডিয়া বললো, কেউ যেনো তার গলা চেপে ধরেছে, 'ট্রাক না থামলে ফেটে যাবে... আমার ব্লাডার!'

'থামার উপায় নেই, এখানেই ছেড়ে দাও কুলকুল করে,' ঠান্ডা গলায় বললো শন। 'বড়দের কথা না শুনলে এমনি হয়!' পিছনের সিটে হাসি চাপার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন ক্যাপো। বাবার কাঁপা কাঁপা, নার্ভাস হাসির মধ্যে স্বস্তির ভাব লক্ষ্য করলো ক্লডিয়া। তার বিব্রতকর অবস্থা নিয়ে ওরা বিদ্রুপ ও হাসাহাসি করায় অবশিষ্ট আন্তসম্মানটুকুও যেনো হারিয়ে ফেললো সে।

একঘন্টা একটানা গাড়ি চালিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এলা ওরা। মোজেজ ক্লডিয়ার ক্যাম্প সার্ভেন্ট, শাওয়ারে গরম পানি ভরে রেখেছে। শাওয়ার মানে বিশ গ্যালন তেলের খালি একটা ড্রাম, গাছের ডাল থেকে ঝুলছে। ড্রামের নিচে লতাপাতা দিয়ে ঘেরা ছোট একটা খুপরি। মেঝেটা অবশ্য পাকা।

শাওয়ারের নিচে দাড়িয়ে চোখ বুজে থাকলো ক্লডিয়া, গা থেকে ধোঁয়ার মতো বাস্প উঠেছে। দেখতে দেখতে উজ্জল লালচে হয়ে উঠলো গায়ের চামড়া; সমস্ত গ্লানি, ভয় আর অপমানবোধ ধীরে ধীরে যেনো ধুয়ে গেলো, সেই সাথে ভালো লাগার একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়লো দেহমনে। বেঁচে থাকার কি যে সুখ! গায়ে সাবান ঘষার সময় শনের শব্দ পেলো সে। নিজের তৈরী জিমনেশিয়ামে, পঞ্চাশ গজ দূরে, ব্যায়াম করছে শিকারী। ক্যাম্পে যে চারদিন আছে ক্লডিয়া, একদিনও ওকে এক্সারসাইজ বাদ দিতে দেখেনি, শিকার অভিযান যতোই দীর্ঘ বা কঠিন হোক না কেন।

'র‍্যাম্বো!' শিকারীর পেশীবহুল কাঠামোর কথা ভেবে ঠোঁট বাঁকা করে হাসলো সে, অথচ বিপদের সময় বহুবার ওর শক্তিশালী বাহুর আশ্রয় চেয়েছে, অলস মুহূর্তে ওর মেদহীন পেট আর গোল ও শক্ত নিতম্ব দেখে পুলক অনুভব করেছে। খুপড়ির ছাদহীন বেড়ার মাথা থেকে উঁকি দিলো ক্লডিয়া, নিজের তাবুর পেছনে জিমনেশিয়ামে এখনো ব্যায়াম করছে শিকারী। এদিকে তাকিয়ে নেই শন, কাজেই চোখাচোখি হলো না, তবু ওকে ভেঙচালো মেয়েটা-জিভের ডগা বের করে এদিক ওদিক নাড়াল। টয়োটার আলোয় চকচক করছে শনের পেশীবহুল শরীর, সেদিকে

মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো সে, তার নগ্ন শরীর শিবীশর করে কেঁপে উঠলো কেন জানি।

খুপড়ি থেকে বেরুলো ক্লডিয়া, হ্যারিকেন তার হাতে আগে আগে হাটছে মোজেজ। শাওয়ার সেরে সিল্ক ড্রেসিং-গাউন পরেছে সে। তাঁবুতে ফিরে খাকি শার্ট, বুট আর টি-শার্ট পরলো। তার কাদা মাখা কাপড় রোজ ধুয়ে ইস্ত্রি করে রাখে মোজেজ। প্রচুর সময় নিয়ে চুল শুকালো সে, ব্রাশ করলো, হালকা লিপস্টিক ছোয়ালো ঠোঁটে। আয়নায় চোখ রাখার পর ভালো লাগার অনুভূতিটা বাড়লো আরো।

পুরুষরা ইতিমধ্যে ফায়ারের পাশে জড়ো হয়েছে, ক্লডিয়াকে আসতে দেখে চুপ হয়ে গেলো সবাই। ইতিমধ্যে শনও শাওয়ার সেরেছে, খাকি শর্টস আর টি-শার্ট পরে বসে আছে ক্যাম্প চেয়ারে। ক্লডিয়াকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়লো ও,। ওর এই ভদ্র আচরণে রীতিমতো অস্বস্তিবোধ করে ক্লডিয়া, কেন যেনো মনে হয় শিকারী আসলে তাকে ব্যঙ্গ করছে। 'বসো!' সুরে ধমকের ভাব আনার চেষ্টা করলো ক্লডিয়া। 'আমাকে দেখলেই নিজেকে এভাবে শাস্তি দেয়ার দরকার নেই।'

সহজভাবে মৃদু হাসলো শন, কিছু বললো না। মনে মনে নিজেকে সতর্ক করে দিলো, বুঝতে দেয়া চলবে না আমার নার্ভে খোঁচা দিতে সফল হচ্ছে, তাহলে একবারে ঘাড়ে চড়ে বসবে। একটা ক্যানভাস চেয়ার টেনে আগুনের ধারে রাখলো ও, সেটায় বসে আগুনের দিকে বুটজোড়া বাড়িয়ে দিলো ক্লডিয়া, হাত দুটো ভাঁজ করলো বুকের ওপর 'ক্লডিয়া বিবিকে এক পেগ দাও,' মেস ওয়েটারকে নির্দেশ দিলো শন। 'কিভাবে উনি চান তুমি জানো।'

সিলভার ট্রেতে করে ক্রিস্টাল গ্লাসটা নিয়ে এলো ওয়েটার, গ্লাসে শিভাস রিগাল হুইস্কি, পেরিয়ার ওয়াটার মেশানো, সাথে কয়েক টুকরো বরফ। তুষার ধবল আলখাল্লা পড়ে আছে স্থানীয় হিন্দু ওয়েটার, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা, মাথায় লাল ফেজ, ফেজটাই প্রমান করে ওয়েটাদের হেড সে। গোটা ব্যাপারটাই ক্লডিয়ার জন্য অব্যস্তি কর, ওদের তিন জনের সেবা করার জন্য চাকরবাকর রাখা হয়েছে বিশ জন। এটা উনিশশো সাতাশি, রাজা আর সম্রাটের যুগতো কবেই শেষ হয়েছে, তাই না? তবে হুইস্কিটুকু সত্যিই দারুণ।

গ্লাসেছোট্ট আরেকটা চুমুক দিয়ে ক্লডিয়া বললো, 'তুমি বোধ হয় আশা করেছ প্রাণ বাঁচানোর জন্যে তোমাকে আমার ধন্যবাদ জানানো উচিত?'

'না, ডাকি,' আগেই জেনে শন, এধরণের সম্বোধন মেয়েটা পছন্দ করে না। 'তুমি এমনকি তোমার চরম নির্বুদ্ধিতার জন্যেও যে ক্ষমা চাইবে না, আমি জানি। তোমাকে তাহলে সত্যি কথাটা বলি, সিংহীটাকে খুন করতে হয় কিনা ভেবে আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম আমি। সেটা অত্যন্ত মর্মান্তিক ব্যপার হতো।'

হালকাভাবে ঝগড়া আর কথাকাটাকাটি হলো, দু'জনেই যেনো যার যার বুদ্ধিতে শান দিচ্ছে। ক্লডিয়া আবিষ্কার করলো ব্যাপারটা উপভোগ করছে সে। শনকে

সামান্য অপ্রতিভ করতে পারলেও তার চেহারায় সন্তুষ্টিও আভা ফুটে উঠেছে, কোর্টে দাঁড়িয়ে বিজয়ী হবার চেয়ে কম আনন্দের নয়। মনটা খারাপ হয়ে গেলো হঠাৎ বাধা পড়ায়। হেড ওয়েটার ঘোষণা করলো, ডাইনিং টেন্ট-এ ডিনার পরিবেশন করা হয়েছে।

মোমের কোমল আলোয় টেবিরের ওপর সাজানো নিরেট রুপোর ছুরি আর চামচ চকচক করছে। টেবির ক্লথের কিনারায় সূচীশিল্পের বাহারী নক্সা। প্রতিটি ফোল্ডিং ক্যানভাস সাফারি চেয়ারের পিছনে আলখাল্লা পড়া লোকজন করে ওয়েটার, পরিবেশনের জন্যে তৈরী।

'আজ রাতে কি শুনতে পছন্দ করবেন আপনি, ক্যাপো?' জানতে চাইলো শন।

'মোৎসার্টের পিয়ানো কনসার্টো, সতের নম্বর।'

মিউজিক সেট চালু করে নিজের চেয়াওে ফিরে এল শন। মটরশুটি, পার্লবার্লি আর মোষের হাড়মজ্জা দিয়ে তৈরী হয়েছে সুপ, তার সাথে মেশান ঝাল সস। বাবার মতোই ঝাল, রসুন আর লাল ওয়াইনের ভক্ত ক্লডিয়া। এরপর পরিবেশিত হলো মোষের নাড়িভুড়ি, সাদা সসের সাথে। ক্লডিয়ার অনুরোধে খাবারটায় প্রচুর এলাচ ব্যবহার করা হয়েছে, গন্ধ দূর করার জন্যে। তার বাবা অবশ্য বিশেষ করে ওই গন্ধটারই ভক্ত, সেজন্যে শেফকে আগেই বলে দেয়া হয়, নাড়িভুড়ি পরিস্কার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে চর্বির স্তরে যেনো কোনো আঁচড় না লাগে। গন্ধ না থাকায় ক্যাপো বললেন, 'এ যেনো ঘাস চাবাচ্ছি।' তৃতীয় দফায় পরিবেশিত হলো, একা শুধু ক্লডিয়ার জন্যে, হরিণের কিডনি। শেফ আর ওয়েটাররা সাগ্রহে তার দিকে তাকিয়ে আছে, কখন একটুকরো মুখে নেবে সে। চিবাতে শুরু করে হাসলো ক্লডিয়া, অপেক্ষারত লোকগুলো আনন্দমুখর গুঞ্জন তুললো। ক্যাম্পে এসেই শনের স্টাফদের মন জয় করে নিয়েছে সে, সবাই তাকে খুশি করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে থাকে।

কিন্তু ডিনার টেবিলে সাধারনত প্রতিপক্ষের সাথে প্রতিদন্দীতা করার সুযোগই পায় না ক্লডিয়া, শন আর ক্যাপো এমন সব প্রসঙ্গে আলোচনায় মেতে থাকে যে ও সব বিষয়ে না কিছু বোঝে সে, না আছে আগ্রহ। ক্যাপো বললেন, 'একটা ৩০০ ওয়াদারবাই থেকে ১৮০ গ্রেইন বুলেট প্রতি সেকেন্ডে ৩২০০ ফুট ছোটে, তারমানে ৪০০০ ফুট পাউন্ড মাজল এনার্জি পাও যাচ্ছে...।'.তো কি হলো। এসবের কোনো অর্থ পায় না ক্লডিয়া। সুস্থ কোনো বুদ্ধিমান মানুষ রাইফেল বা পশুহত্যা নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ করতে পারে না, অথচ ডিনারে বসে ওরা ঠিক তাই করে। আরো একটা জিনিস একদম সহ্য হয়না ক্লডিয়ার, বনের প্রানী গুলোর প্রতি শনের দরদ। ব্যাপারটাকে কৃত্রিম মনে হয় তার। আদর করে অনেক প্রানীর নাম রেখেছে শন- যেমন, ওর বাবাকে ক্যাপো ডাকে, তেমনি। ফ্রেডেরিক দ্য গ্রেট একটা সিংহ, ওটাকে খুন করতে চাইছে ওরা, সেজন্যে গাছের ডালে ঝোলান হয়েছে মোষের ধরটা।

'চলতি মওশুমে মাত্র দু'বার দেখেছি আমি ওকে। একজন মক্কেল একবার একটা গুলিও করেন। ভদ্রলোক এমন কাঁপছিলেন পঞ্চাশ গজ দূরে লাগে গুলিটা।'

'ওটার সম্পর্কে সব কথা বলুন আমাকে।' আগ্রহ আর উত্তেজনায় সামনের দিকে ঝুঁকলেন ক্যাপো।

'বাবা, কাল রাতে তোমাকে একবার বলেছে ও। পরশু রাতেও বলেছে। তার আগের রাতেও।' কি জবাব দেয় শোনার জন্যে একটা ভুরু সামান্য উঁচু করে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকলো ক্লডিয়া।

'বাচ্চা মেয়েরা বড়দের ব্যাপার নাক গলায় না। আমি কি তা হলে কিছুই তোমাকে শেখাইনি? আপনি আমাকে ফ্রেড সম্পর্কি বলুন, শন।'

'লম্বায় এগারো ফুটের বেশি হবারই কথা, আর শুধু লম্বাই নয়, তার মাথাটা জলহস্তীর মতো, কেশর তো নয় যেনো কালো মেঘ। যখন হাটে, বাতাস লাগা ঝাউগাছের মতো ঢেউ ওঠে।' রোমন্থন করছে শন। 'চতুর?' কৌশল? অবশ্যই। সমস্ত ছলাকলা জানা আছে তার। আমার জানা মতে তিন তিন বার তাকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয়েছে। তিন মশুম আগে, আয়ান পিয়ারসন-এর কনসেশনে একজন স্পানিয়ার্ড শিকারীর হাতে আহত হয় সে, তবে আঘাতটা সামলে নেয়। বোকা হলে এতো বড় হতে পারতো না।'

'ওকে আমরা পাচ্ছি কিভাবে?' জানতে চাইলেন ক্যাপো।

'তোমরা দু'জন কি!' শন মুখ খোলার আগেই বাধা দিলো ক্লডিয়া। 'বাচ্চাগুলো অদ্ভুত সুন্দর, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, অথচ তোমার ওগুলোকে মেরে ফেলার কথা ভাবছো!'

'আজ কোনো বাচ্চাকে গুলি করা হয়েছে বলে তো শুনিনি,' বললেন ক্যাপো, ইঙ্গিতে প্লেটাটা আবার ভরে দিতে বললেন ওয়েটারকে। 'বরং বলা যায়, ওদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়েছি আমরা।

তুমি তোমার জীবনের পয়ঁতাল্লিশটা দিন হাতি আর সিংহ মারার একক উদ্দেশ্যে অপব্যয় করছো!' ঝাঁঝের সাথে জবাব দিলো ক্লডিয়া। 'কাজেই আমাকে নীতিকথা শোনাতে এসো না, রিকার্ডো।'

'নিজেরা যাদেও পশু প্রেমিক মনে করে, তাদের অপরিণত চিন্তাধারা আমাকে বিস্মিত করে,' বললো শন, সাথে সাথে মারমুখো হয়ে ওর দিকে ফিরলো ক্লডিয়া, কোমর বেঁধে ঝগড়া করার জন্যে প্রস্তুত।

'আমার অভিযোগটা স্পষ্ট। এখানে তোমার পশু হত্যা করছো।'

'একজন কৃষক যে-কারণে বা যেভাবে পশু হত্যা করে,' একমত হলো শন।

'স্বাস্থবান একটা পালের অস্তিত্ব নিশ্চিত করার জন্যে। পালটা যাতে টিকে থাকার মতো একটা অনুকূল পরিবেশ পায়, সেজন্যে।'

'তুমি কৃষক নও।'

'কে বললো নই, অবশ্যই আমি একজন কৃষক। এক অর্থে সবাই আমরা কৃষক, সবাই আমরা কিছু না কিছু ফলাই বা চাষ করি।

আমার পূর্ব পুরুষ কৃষক ছিলেন, উত্তরাধিকার সূত্রে আমিও তাই। পার্থক্যটুকু এখানে, আমি পশু হত্যা করি রেঞ্জে, কসাইখানায় নয়। তবে যে কোনো কৃষকের মতো আমারও প্রধান উদ্বেগের বিষয় আমি যাদের লালনপালন করি তাদের নিরাপদ অস্তিত্ব।'

'ওরা তোমার গৃহপালিত পশু নয়,' প্রতিবাদ করলো ক্লডিয়া। 'ওগুলো সুন্দর বন্য প্রানী।'

'সুন্দর? বন্য? অপ্রাসাঙ্গিক কথা তুলছো কেন? আজকের আধুনিক যুগে আর সব কিছুর মতো, টিকে থাকতে হলে আফ্রিকার বন্য প্রানীকুলকেও মূল্য দিতে হবে। একটা হাতি বা একটা সিংহ শিকার করার জন্যে ক্যাপো পনের-বিশ হাজার ডলার খরচা করছেন। গবাদিপশুর চেয়ে অনেক বেশি আর্থিক মূল্য দেয়া হচ্ছে ওই প্রানীগুলোর জন্যে, ফলে স্বাধীন সরকার কয়েক মিলিয়ন একর বনভূমি কনসেশন হিসেবে ছেড়ে দিতে উৎসাহী হয়েছে, যেখানে বন্য প্রানীদের আস্তিত্ব সুরক্ষিত থাকবে। অনেক কনসেশন-এর একটা ভাড়া করেছি আমি। আমার কাজ পোচারদের কবল থেকে ওদর বাঁচান। সংখ্যায় যাতে ওগুলো বাড়ে সেদিকটাও লক্ষ্য রাখতে হবে আমাকে, তা না হলে আমার শিকারী ক্লায়েন্টদের ফিরতে হবে খালি হাতে। তুমি জানো না, ডাকি, বৈধ সাফারি হলো আফ্রিকার বন্য প্রানিগুলোকে রক্ষার একমাত্র হাতিয়ার।'

'তুমি কি চাইবে, ভোতা ছোরা দিয়ে জবাই করা হোক? তুমি বুদ্ধিমতি মেয়ে, মাথা খাটাও, মনের ব্যাকুলতাকে প্রশ্রয় দিয়ো না। আমরা যে সিংহটাকে শিকার করতে চাইছি তার বয়স বারো, আগামী বা তার পরের বছর এমনিতেই স্বাভাবিক মৃত্যু হবে তার। নির্দিষ্ট একটা প্রানির কোনো মূল্য নেই, অমূল্য হলো গোটা প্রজাতির অস্তিত্ব। গুলি খেয়ে ওটার মৃত্যু হলে নগদ দশ হাজার ডলার আয় হবে, সেই টাকা ব্যয় হবে তারই বাচ্চাকাচ্চাদের নিরাপদ আশ্রয় তৈরির পেছনে। খবর রাখো, কনসেশন প্রথা চালু হবার পর আফ্রিকায় পোচাদের উপদ্রব আগের চেয়ে কত কমে গেছে? যেভাবে ছাল ছাড়াবার হিরিক লেগেছিল, এতেদিনে আফ্রিকা থেকে বন্যপ্রানি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো।'

রিকার্ডো, শন আর ক্লডিয়ার তর্ক ভালোই জমলো সে রাতে।

***

কাপ-পিরিচের টুংটাং আর মোজেজের নরম কাশির আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেলো ক্লডিয়ার। তাঁবুর ভেতর এখনো গাঢ় অন্ধকার আর কনকনে ঠান্ডা। ওর ধারনা ছিলো না আফ্রিকায় এতো শীত পড়তে পারে। নড়াচড়ার শব্দ পেয়ে পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলো মোজেজ, ক্লডিয়ার জন্যে বেড টি এনেছে।

ক্যাম্প-বেডে বসে পড়লো মোজেজ। ওয়াশ বেসিনের পাশে এক বালতি পানি রাখলো সে, রশিতে ঝোলাল পরিস্কার তোয়ালে, টিউব টিপে ব্রাশের ওপর টুথপেস্ট বের করলো, সবশেষে তাঁবুর মাঝখানে নামিয়ে রাখলো কাঠকয়লার গনগনে আগুন সহ একটা মালসা। 'আজ খুব ঠান্ডা পড়েছে, ডোন্ না।'

'আজও বুঝি অন্ধকার থাকতে বেরুবো আমরা, মোজেজ?'

'জ্বী, ডোন্ না। কাল রাতে সিংহের ডাক শুনেছেন?'

মুখের সামনে হাত তুলে হাই তুললো ক্লডিয়া। 'দূর, ঘুমালে আমি মড়া।' খালি বিছানায় কাপড়চোপড় সাজিয়ে বিদায় নিলো মোজেজ, যাবার সময় বলে গেলো, 'কিছু দরকার হলেই আমাকে ডাকবেন, ডোন্ না।'

মোজেজ বেরিয়ে যেতেই লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামলো ক্লডিয়া, পড়ার আগে আগুনে সেকে নিলো কাপড়গুলো। তাবু থেকে বেরিয়ে দেখলো আকাশে এখনো তারা ফুটে রয়েছে।

'ছোটবেলার অভ্যেস এখোনো তোর বদলায়নি,' ক্যাম্প ফায়ারের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন ক্যাপো। মনে আছে, স্কুলে যাবার জন্য বিছানা ছাড়াতে কি ধকল পোহাতে হতো আমাকে রোজ?' একজন ওয়েটার দ্বিতীয় কাপ চা এনে দিলো ক্লডিয়াকে।

শিস দিলো শন, সাথে সাথে স্টার্ট দিয়ে গাড়িটা ক্যাম্প ফায়ারের সামনে নিয়ে এলো জোব। রওনা হবার পর ক্লডিয়া দেখলো, রাইফেলগুলো র‍্যাকে সাজানো রয়েছে। ট্রাকের পিছনে দাড়িয়ে, দুই মেটাবেল জোব আর শেডরাখ মাঝখানে, খর্বকার নধোরোবো ট্রাকের মাতাউ। শুধু দৈহিক কাঠামো নয়, মাতাউর চেহারাটাও বাচ্চা ছেলের মতো, সরল ও নিস্পাপ। লম্বায় টেনেটুনে ক্লডিয়ার বগল পর্যন্ত। নিঃশব্দ হাসিতে সারাক্ষন ভাঁজ খেয়ে আছে তার মুখ, নিজের বোধয় তার ওই হাসির মধ্যে কি জাদু আছে, কেউ একবার দেখলে অন্তর থেকে তাকে ভালো না বেসে পারবে না। বর্নবৈষম্যের ঘোর বিরোদী ক্লডিয়া, সম্ভবত সেজন্যেই শনের কালো স্টাফদের মন এতো সহজে জয় করতে পেরেছে সে, তবে ওদের একজনই জয় করতে পেরেছে ক্লডিয়ার মন, সে হলো ওই মাতাউ। ক্লডিয়াকে রীতিমত তার ভক্তই বলা যায়। আর্মি-সারপ্লাস গ্রেটকোট পড়ে আছে ওরা তিনজন, মাথায় কালো ক্যাপ। এক এক করে সবার নাম ধরে কুশলাদি জিজ্ঞেস করলো ক্লডিয়া, উত্তরে অন্ধকারে সাদা হাসি উপহার দিলো তারা।

গাড়ি চালাচ্ছে শন, ওর আর ক্যাপোর মাঝখানে সামনের সিটে বসেছে ক্লডিয়া। উইন্ডস্ক্রীনের পিছনে মাথা নিচু করে শরীরটা কুঁকড়ে রেখেছে সে, বাবার

বুকের ওপর ঢলে পড়েছে খানিটা উষ্ণতা পাবার লোভে। দৈনিক অভিযানের শুরুটা বেশ ভালোই লাগে তার।

ঝাঁকি খেতে খেতে আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগুলো ট্রাক, ভোরের আলো ফোটার পর হেডলাইট অফ করে দিলো শন। এবার সোজা হলো ক্লডিয়া, লম্বা ঘাসা আর ঝোপগুলোয় ব্যাকুলদৃষ্টিতে খুঁজতে লাগলো যদি কোনো সুন্দর প্রানি দেখতে পায়। কিন্তু প্রতিবারই হয় শন নয়তো তার বাবা বিড়বিড় করে ওঠে, 'বাঁ দিকে হরিন ' বা 'ওটা রীড-বাক'। মাঝে মধ্যে পিছন থেকে ঝুকে টোকা দিলো মাতাউ, তার লম্বা খুদে হাত অনুসরন করে ক্লডিয়া দেখতে পেলো দুর্লভ কোনো প্রানি বা দৃশ্য।

ধুলোর ওপর পশুদের পায়ের চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে, গত রাতে পার হয়েছে এই পথ। একবার ওরা সদ্য ত্যাগ করা হাতির বিষ্ঠা সামনে থামলো, ঠান্ডা ভোরে এখনো সেটা থেকে বাস্প উঠছে। হাঁটু পর্যন্ত উচুঁ একটা স্তুপ, পরীক্ষা করার জন্যে সবাই নেমে পড়লো গাড়ি থেকে। প্রথম দিকে মল পরীক্ষা করার এই বিপুল আগ্রহ দেখে বিরক্ত হতো ক্লডিয়া, এখনো ব্যাপারটা সয়ে গেছে ওর।

'একেবারে অর্থব বুড়ো,' বললো শন। 'দাঁত নেই বললেই চলে।'

'কি করে জানলে তুমি? চ্যালেঞ্জ করলো ক্লডিয়া।

'খবার চিবাতে পারে না,' বললো শন। স্তুপটার মধ্যে সরু ডাল আর পাতাগুলো দেখছো, প্রায় অক্ষত।'

উবু হয়ে বসে হাতির পায়ের ছাপ পরীক্ষা করছে মাতাউ।

'লক্ষ্য করছো, পায়ের মাংস কেমন ফাঁটা?' ক্লডিয়াকে বললো শন। 'গাড়ির পুরোনো টায়ারের মতো ক্ষয়ে গেছে। বিশাল শরীর, অনেক বয়স।'

'এটাই কি?' ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো ক্যাপো, সিটের পিছনে র‍্যাকে সাজান ৪১৬ রিগবি রাইফেলটার দিকে চট করে একবার তাকালেন।

'মাতাউ বলবে,' কাঁধ ঝাকাল শন। খুদে নদোরোবো মাতাউ ধুলোর ওপর থো থো করে থু থু ছেটাল, সোজা হবার সময় এমন ভাবে মাথা নাড়াল যেনো শোকে কাতর, তারপর সোয়াহিলি ভাষায় শনের সাথে কথা বললো। 'এটা সেটা নয়। মাতাউ এই মদ্দাটাকে চেনে,' ভাষান্তর করলো শন। 'গতবছর এটাকে নদীর কিনারায় দেখেছে সে। এটার একটা দাঁত ঠোঁটের কাছে ভেঙে গেছে, আরেকটা ক্ষয়ে ছোটো হয়ে গেছে।'

'তারমানে? তুমি বলতে চাও শুধু পায়ের ছাপ দেখে নির্দিষ্ট একটা হাতিকে চিনতে পারে মাতাউ?' ক্লডিয়ার সুরে অবিশ্বাস।

'পাঁচশো মোষের পালের ওপর শুধু একবার চোখ বুলিয়ে নিজের চেনা মোষটাকে করে, বললো শন। 'মাতাউ ট্রকার নয়, জাদুকর। দু'বছর পর শুধু ওটার পায়ের ছাপ দেখে চিনতে পারবে,' ক্লডিয়াকে সামান্য একটু বাড়িয়ে বললো শন।

চলার পথে ছোট ছোট সব সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়লো। স্যাঁৎ করে ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিলো একটা পুরুষ কুডু, ভূতের মতো ধূসর তার রঙ, পিঠে কুঁজ আর কেশর, স্ক্রুর প্যাঁচ-এর মতো বাঁকা শিং ছায়ার ভেতরও চকচক করছে। রাত্রি কালীন টহল থেকে ফেরার পথে ওদের চোখে ধরা পড়ে গেলো একটা গন্ধনকুল বা খাটাশ, সোনালি গায়ে ফোটা ফোটা দাগ, ঠিক যেনো চিতাবাঘের খুদে সংস্করন, খয়েরি ঘাসের কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে, চোখ ভরা কৌতুহল আর বিস্ময়। টয়োটার আগে আগে অনবরত লাফ দিয়ে ছুটছে একটা ক্যাঙ্গারু র‍্যাট। ঝাঁক ঝাঁক মোরগ, মাথায় হলুদ ঝুঁটি, টয়োটার পাশে ঘাসবনের ভেতর ছুটোছুটি করছে। এটা কি ওটা কি বলে কাউকে বিরক্ত করছে না ক্লডিয়া, পশুপাখি গুলোকে চিনতে পারছে সে, সেই সাথে তার আনন্দের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে বহুগুন। সূর্য ওঠার সামান্য আগে পাথুরে একটা পাহাড়ের গোড়ায় গাড়ি থামালো শন। বনভূমির মাঝখান থেকে হঠাৎ মাতাচাড়া দিয়েছে পাহারটা। ভারি কাপড়চোপড় খুলে খাড়া ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু কররো ওরা। তিনশো ফুট উঁচু, কোথাও একবার থামলো না কেউ, হাঁপানোর শব্দটা গোপন করতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেলো ক্লডিয়া।

সময়ের চুলচেরা হিসেব করা আছে শনের, পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছুলো ওরা, আর সেই সাথে দূর বনভূমি থেকে লাফ দিয়ে উঠে এলো সূর্য, নাটকীয় রঙ আর উজ্জলতায় ভাসিয়ে দিলো চারদিক।

আদিগন্ত বিশাল সবুজ বনভূমি, এখানে সেখানে সোনালি ঘাস মোড়া ফাঁকা মাঠ, দুর্গ আকৃতির পাহাড়, সব একসাথে ধরা পড়লো ওদের চোখে, সূর্যের প্রথম আলোয় উদ্ভাসিত।

গায়ের সোয়েটার খুললো ওরা, পাহাড় চূড়ার কিনারায় বসলো, চোখে বাইনোকুলার তুলে তাকালো নিচের বনভুমির দিকে। ওদের পিছনে খাবারের বাক্স খুলে নিজের কাজে মন দিলো জোব, বাক্সটা সে কাঁধে করে বয়ে এনেছে। এক মিনিটের মধ্যে আগুন জ্বেলে ফেললো, বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো ডিম আর মটরশুটির গন্ধ, জিভে পানি এসে গেলো ক্লডিয়ার ।

ব্রেকফাস্টের জন্য অপেক্ষা করছে ওরা, এই ফাঁকে আঙ্গুল তুলে দেখাল শন। 'ওদিকে মোজাম্বিক সীমান্ত, দ্বিতীয় পাহাড়টার খানিক সামনে, এখান থেকে সাত কি আট মাইল।

'মোজাম্বিক,' বিড়বিড় করলো ক্লডিয়া, চোখে বাইনোকুলার। 'শব্দটার মধ্যে অদ্ভুত একটা ছন্দ আছে, তাই না? খারি রোমান্টিক লাগে আমার।'

'দেশটার অবস্থা জানলে একথা বলতে না। দুর্নীতি, দুর্ভিক্ষ, রাজনৈতিক হাঙ্গামা, ক্ষমতার কোন্দল, অর্থনীতি নিয়ে অহেতুক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অযোগ্যতা- তৃতীয় বিশ্বের আর সব দেশের মতো মোজাম্বিকের ধ্বংসের পথে এনে ফেলেছে।

মহামারী আর গৃহযুদ্ধ নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে গেছে। আগামী পাঁচ বছরে শুধু এইডসেই মারা পড়বে আরো দশ লাখ মানুষ।

'ব্রেকফাস্টের আগে এমন কিছু শুনতে চাইনা যাতে মন খারাপ হয়,' বললো ক্লডিয়া। 'আর কত দেরি জোব?

প্রত্যেক হাতে একটা করে প্লেট ধরিয়ে দিলো জোব, তাতে সেদ্ধ মটরশুটি, ডিম আর ফ্রেঞ্চ ব্রেড। সবশেষে মগভর্তি কড়া কফি। খাওয়ার ফাঁকে বনভূমির ওপর চোখ বুলানো চলছে। 'কুক হিসেবেও তুমি মন্দ নও, পেটা শরীর, চাঁদ আকৃতির মুখে বংশগত ম্যাটাবেল বৈশিষ্ট স্পষ্ট। জোব।'

'ধন্যবাদ, ডোন্ না,' শান্ত গলায় জবাব দিলো জোব। উচ্চারনে সামান্য ত্রুটি থাকলেও ভালোই ইংরেজি বলে সে। লম্বা-চওড়া শরীর।

'তুমি ইংরেজি শিখলে কোথেকে?'

জবাব দেয়ার আগে ইতস্তত ভঙ্গিতে শনের দিকে একবার তাকালো জোব। 'আর্মিতে থাকতে, ম্যাম।'

'স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ব্যালানটিন্ স্কাউট সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন ছিলো ও, আমার সাথে' বললো শন।

'ক্যাপ্টেন!' বিস্মত হলো ক্লডিয়া। 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না...' তাড়াতাড়ি থামলো সে, চেহারায় অপ্রতিভ ভাব।

'বুঝতে পারছো না সেনাবাহিনীর একজন সাবেক ক্যাপ্টেন কেন আমার কনসেশনে কাজ করছে। এই তো?' মৃদু হাসলো শন। 'কারণটা আর কিছুই নয়, মুক্তিযুদ্ধের সময় পরস্পরের প্রতি ঋনী হয়ে পড়ি আমরা।'

শেডরাখ, দ্বিতীয় বন্দুকবাহক, ওদের কাছ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে বসে আছে। ওখান থেকে উত্তরদিকটা ভালো দেখতে পাচ্ছে সে। হঠাৎ শিস দিয়ে একটা হাত তুললো শেডরাখ। ডিম মাখানো রুটির শেষ টুকরোটা মুখে পুরে খালি প্লেটটা জোবের হাতে ধরিয়ে দিলো শন, বললো, 'ধন্যবাদ জোব।' শেডরাখের পাশে চলে এলোও। নিচের বনভূমির দিকে তাকাল ওরা।

'কি?' ওদের পেছনে অধৈর্য হয়ে উঠলেন ক্যাপো।

'হাতি,' বললো শন, বাপ-মেয়ে দু'জনেই লাফিয়ে উঠলো, ছুটে এলো ওদের দিকে।

'কোথায়? কোথায়?' জানতে চাইলো ক্লডিয়া। 'বড়?' প্রশ্ন করলেন ক্যাপো। 'দাঁতগুলো দেখতে পাচ্ছেন? সেটাই কি?'

'অনেক দূরে প্রায় দু'মাইল ওটা কিনা বলা মুশকিল।' হাত তুলে দেখালো শন, গাছপালার মধ্যে অস্পষ্ট ও ধূসর একটা ভাব ছাড়া দেখর কিছুই নেই।

হাতির মতো বিশাল একটা প্রানী দেখতে পাওয়া এতো কঠিন? মনে মনে বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেল ক্লডিয়া। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করার পর, হাতিটা যখন সামান্য নড়লো, আকৃতিটা অস্পষ্টভাবে চিনতে পারলোস।

'আপনার কি ধারনা? জানতে চাইলেন ক্যাপো। 'ওটা আমাদের তুকুটেলা হতে পারে?'

'হতে যে পারে না, তা নয়,' বললো শন। 'তবে সম্ভাবনা কম।'

তুকুটেলা। শিকারীর দেয়া নাম। ক্যাম্প-ফায়ারের ধারে বসে ওদের কথা শুনেছে ক্লডিয়া। গোটা আফ্রিকার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ জুড়ে হাতে গোনা অল্প যে ক'টা কিংবদন্তীতুল্য প্রানী এখোনো বেঁচে আছে, তাদের মধ্যে তুকুটেলা অন্যতম। একটা পুরুষ হাতি, এককটা গজদন্তের ওজন একশো পাউন্ডের বেশি। শেষ বারের মতো তার বাবার আফ্রিকায় আসার পিছনে তুকুটেলাই প্রধান কারণ। একবার, মাত্র একবারই তুকুটেলাকে নিজের চোখে দেখেছেন তিনি। তিন বছর আগের কথা, সে-সময় আফ্রিকার এদিকটায় কনসেশন ভাড়া নিয়ে সৌখিন শিকারীদের সহায়তা করছিল শন কোর্টনি। রিকার্ডোকে নিয়ে পাঁচদিন অনুসরন করে ও হাতিটাকে। পায়ের ছাপ ধরে ওদেরকে একশো মাইল হাঁটিয়ে আনে মাতাউ, তারপর ওরা হাতিটার দেখা পায়। ঝোপের ভেতর চুপিসারে এগোয় দলটা, প্রকান্ড দেহী তুকুটেলার বিশ গজের মধ্যে চলে আসে। প্রাচীন বুড়োটা শুড় দিয়ে মারুলা গাছের ফল ছিঁড়ে খাচ্ছিল। আড়াল থেকে তারা ছিন্ন ভিন্ন দেহের প্রতিটি ভাঁজ পরীক্ষা করে দেখলো, এতো কাছ থেকে যে লেজের অবশিষ্ট সামান্য ক'টা লোম, ইচ্ছে করলে গোনা যেতো। কারো মুখে কথা ছিলো না, তুকুটেলার দাঁত জোড়ার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়েছিল ওরা।

তুকুটেলার ওই দাঁত বা আইভরি নিজের ট্রফি হিসেবে পাবার বিনিময়ে যে কোনো মূল্য দিতে রাজি ছিলেন ক্যাপো। ফিসফিস করে শনকে প্রশ্ন করেন তিনি, 'ওটাকে পাবার কোনো উপায় কি নেই?' লক্ষ্য করলেন, মাথা নাড়ার আগে ইতস্তত করলো শন।

'না, ক্যাপো। তুকুটেলাকে আমরা ছুঁতে পারি না।'

তুকুটেলাকে ছোঁয়া সম্ভব নয়, কারণটা জানতেন ক্যাপোও। তুকুটেলার গলায় একটা নাইলন পরানো আছে, হেভী ডিউটি ট্রাক-টায়ারের মতো শক্ত, কলারের মত ঝুলছে একটা ট্রান্সমিটার। সরকারী হাতি গবেষনা প্রজেক্টের তরফ থেকে একদল লোক হেলিকপ্টার নিয়ে ধাওয়া করে তুকুটেলাকে, তাকে অজ্ঞান করার পর কলারটা পরিয়ে দেয়া হয় গলায়। সেই সাথে গবেষনার জন্যে মনোনীত করা প্রানীদের তালিকায় স্থান পায় সে। এতে করে বৈধ শিকারীদের নাগালের বাইরে চলে আসে সে। আইভরি পোচারদের হুমকি আগের মতোই থেকে গেছে বটে, কিন্তু লাইসেন্সধারী কোনো শিকারী আইনত তুকুটেলাকে শিকার করতে পারবে না।

ওষুধের প্রভাবে তুকুটেলা যখন অজ্ঞান, সরকারী পশু-চিকিৎসক ডা. গ্লিন জোন্স তার দাঁত জোড়ার মাপ নেন। রিপোর্টটা বাইরে প্রকাশ পাবার কথা নয়, কিন্তু ডা. জোন্সের তরুনী সেক্রেটারির সাথে শনের সুসম্পর্ক থাকায় তথ্যটা জানতে কোনো অসুবিধা হয়নি ওর। রিপোর্টের একটা কপি শনের জন্যে ডুপ্লিকেট করে সে। প্রাচীন বুড়োর ওপর চোখ রেখে ফিসফিস করে রিকার্ডো জানায় শন, 'ডা. জোন্সের হিসাব

মতে একেটা দাতের ওজন হবে একশো ত্রিশ পাউন্ড, অপরটা কয়েক পাউন্ড হালকা।' ক্ষুধার্ত চোখে, একদৃষ্টে, তুকুটেলার দাঁতগুলো দেখছে ক্যাপো। ঠোঁটের কাছে ওগুলো শনের উরুর সমান মোটা, কোথাও টোল খায়নি বা ডেবে যায়নি।

লতাপাতার রস লেগে দাঁত দুটো প্রায় কালো হয়ে গেছে। দাঁতের ডগা গোল ও নিটোল, ডা. জোন্সের ভাষ্য অনুসারে। বাম দাঁতটা আট ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি লম্বা, ডান দিকেরটা আট ফুট সোয়া ছয় ইঞ্চি-ডগা থেকে ঠোঁট পর্যন্ত। শেষে তুকুটেলাকে জঙ্গলে এক রেখে ফিরে আসে ওরা।

এরপর একদিন, ডা. জোন্সের স্বর্ণকেশী সেক্রেটারীর সঙ্গে একান্তে রাত যাপনের এক পর্যায়ে মেয়েটা শনকে জানালো, 'জানো কি, তুকুটেলা তার কলার ছিঁড়ে ফেলেছে?'

বিছানায় নগ্ন শুয়ে ছিলো শন। ঝট করে উঠে বসে বললো, 'ঠিক জানো?'

'রেডিও ডিরেকসন ফাইণ্ডার সহ কলারটা পাওয়া গেছে একটা মেসাসা গাছের ডালে।'

শন পরদিনই টেলিগ্রাম করে আলাস্কায়।

হারারেতে পৌঁছে আলাস্কা থেকে রিকার্ডো মনটেরোর উত্তর পায় শন। ক্যাপো জানান, 'আমি আসছি। আমার জন্যে পুরোদস্তুর একটা সাফারি বুক করুন। পয়লা জুলাই থেকে পনেরোই আগস্ট পর্যন্ত। ওই দানবটাকে আমি চাই। ক্যাপো।'

এই মুহূর্তে, পাহাড়চূড়ার কিনারায় দাঁড়িয়ে, দূর বনভূমির গায়ে ধূসর হাতির অস্পষ্ট নড়াচড়া দেখে, উত্তেজনায় কাঁপছেন তিনি।

অবাক বিস্ময়ে বাবার দিকে তাকিয়ে আছে ক্লডিয়া। কে এই ভদ্রলোক, এঁকে তো ক্লডিয়া চেনে না। দ্রুত ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্লডিয়া তাকে রাতারাতি দশ মিলিয়ন ডলার লাভ করতে দেখেছে, দেখেছে লাস ভেগাসের জুয়ার টেবিলে বসে এক ঘন্টার ভেতর পাঁচ মিলিয়ন ডলার হারতে, একফোঁটা উত্তেজিত হননি। কিন্তু এখানে তিনি রীতিমতো কাঁপছেন, যেনো একটা স্কুল ছাত্র কৈশোর থেকে যৌবনে পা দেয়ার পর আজই পথম তার গার্লফ্রেন্ডের সাথে নিভৃতে দেখা করতে যাবে। অকস্মাৎ একরাশ ভালোবাস আর মায়া উথরে উঠলো ক্লডিয়ার বুকে। এতোদিনে বুঝতে পারছে সে, এই শিকার অভিযান বাবার জন্যে কি অর্থ বহন করছে। তার মনে হলো, সে বোধ হয় একটু কঠিন আচরণই করে ফেলেছে। এটাই তাঁর জীবনের শেষ চাওয়া, পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে। ক্লডিয়ার ইচ্ছে হলো বাবাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে, তার বুকে মুখ ঘষে, কানে কানে বলে, 'আমি দুঃখিত বাবা। তোমাকে তোমার শেষ আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে চাইছিলাম বলে সত্যি আমি দুঃখিত।'

রিকার্ডো মনটেরো এমনকি মেয়ের উপস্থিতি সম্পর্কেও সচেতন নন এই মুহূর্তে। 'ওটা তুকুটেলা হতে পারে,' কথাটা আবার বললেন তিনি, আপন মনে, যেনো চেষ্টা করছেন তাঁর আশাটাকে মন্ত্রবলে বাস্তবে পরিণত করার।

কিন্তু মাথা নাড়লো শন। 'আমার চারজন ট্র্যাকার নদীর ওপর চোখ রাখছে। তুকুটেলা নদী পেরুলে তাদের চোখে ধরা পড়বে। তাছাড়া, এখনো তার আসার সময় হয়নি। পানির গর্তগুলো না শুকানো পর্যন্তউপত্যকা ছেড়ে নড়বে না সে। আরো ধরুন এক সপ্তা বা দশ দিন।'

'ট্র্যাকারদের হয়তো বোকা বানিয়েছে,' শনের ব্যাখ্যা মানলেন না ক্যাপো। 'নিচের ওটা তুকুটেলা হওয়া অসম্ভব নয়।'

'নিচে নেমে আমরা তো একবার দেখবোই,' বললো শন। রিকার্ডোর ব্যাকুলতা তার মেয়েকে বিস্মিত করলেও, শন বিস্মিত হলো না। এই আবেগ ওর পরিচিত, এর অর্থ ওর জানা আছে, ক্যাপোর মতো আরো বহু লোকের মধ্যে লক্ষ্য করেছে জিনিসটা-তাঁরা সবাই ক্যাপোর মতোই ক্ষমতাবান, আক্রমণাত্মক, জীবনযুদ্ধে সফলমানুষ, যাঁরা তাঁদের সহজাত প্রবত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার বা গোপন রাখার চেষ্টা করেন না। শিকার করার জরুরী প্রয়োজনীয়তা প্রতিটি মানুষ তার আত্মা থেকে উপলব্ধি করে, কেউ কেউ ব্যাপারটা চেপে রাখে বা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, কিছু লোক রক্তপাতের বিকল্প হিসেবে বেছে নেয় ক্রিকেট বা টেনিস বলকে, আর রিকার্ডো মনটেরোর মতো ব্যক্তিরা তাঁদের ঝোঁকটাকে লাগামছাড়া হতে দেন, ধাওয়া ও হত্যা করার চরম পুলক ছাড়া আর কিছুতে সন্তুষ্ট হন না।

'শেডরাখ, ক্যাপো সাহেবের .৪১৬ রাইফেলটা আনো,' নির্দেশ দিলো শন। 'জোব, পানির বোতল নিতে ভুলো না। মাতাউ, চলো।'

পাহাড় থেকে নেমে মন্থরবেগে ছুটন্ত একটা ঝাঁককে পরিণত হলো দলটা, পায়ের ছাপ খোঁজার জন্যে সবার আগে রয়েছে মাতাউ, মাতাউর পিছনে জোব আর শন, ওরা দু'জনেই প্রায় অলৌকিক দৃষ্টিশক্তির অধিকারি, সামনের বনভূমির ওপর চোখ বুলাবে। নিয়ম অনুসারে ক্লায়েন্টরা রয়েছে ঝাঁকের মাঝখানে, তাদের ঠিক পিছনে শেডরাখ, হাতে রিগবি, প্রয়োজনে সময় ক্যাপোর হাতে তুলে দেবে সেটা। ছুটলেও, বিরাট থালা আকৃতির পায়ের ছাপ খুঁজে বের করতে প্রায় এক ঘন্টা লেগে গেলো মাতাউর। আশপাশে বহু গাছপালার ডাল ভাঙা দেখলো ওরা, এই পথ দিয়ে খেতে খেতে এগিয়েছে হাতিটা। ছাপটার সামনে দাঁড়ালো মাতাউ, হঠাৎ পিছন ফিরলো, আকাশের দিকেমুখ তুলে কোটরের ভেতর চোখের মণি ঘোরালো, তারপর বাঁশীর মতো তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার ছাড়লো একটা। এটা তার হতাশার বহিৎপ্রকাশ।

'তুকুটেলা নয়। ওটা এক দাঁতঅলা একটা পুরুষ,' ওদেরকে জানালো শন। 'আজ সকালে আমরা তার পায়ের ছাপ দেখেছি। ঘুরে এদিকে চলে এসেছে।'

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বুকটা মোচড়দিয়ে উঠলো ক্লডিয়ার। আশাভঙ্গের বেদনায় বোকা বোকা লাগছে তাঁকে।

টয়োটার কাছে ফেরার পথে কেউ কোনো কথা বললো না। ফেরার পর নরম গলায় শন বললো, 'আপনি জানেন ব্যাপারটা এতো সহজ নয়, তাই না, ক্যাপো?' পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দেহাসলো দু'জন।

ক্যাপো বলরেন, 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। ধাওয়াটাই তো আসল। শিকার করার পর শুধুই মাংস ওটা।'

'তুকুটেলা আসবে,' তাঁকে কথা দিলো শন। 'এটা তার রুটিন টহল। নতুন চাঁদ ওঠার আগেই আসবে সে। তবে তার আগে সিংহটা রয়েছে। চলুন টোপের কাছে যাই, দেখে আসি মহাশয় আমাদেরকে বাধিত করবেন কিনা।'

আরো বিশ মিনিট গাড়ি চালিয়ে মাচা আর টোপের নিচে, শুকনো নদীর তলায় থামলো ওরা। সাদা বালির ওপর টয়োটা রেখেপায়ে হেঁটে এগোলো, পাড় বেয়ে ওপরে ওঠার সময় কাল রাতের কথামনে পড়ে যাওয়ায় শিউরে উঠলো ক্লডিয়া। মাচার পিছনে সিংহীদের পায়ের চাপ দেখতে পেলো সে। পরমুহূর্তে শন আর গানবেয়ারাররা ভীষণ উত্তেজিত ভাবে নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি শুরু করলো, চড়ুই পাখির মতো অনবরত কিচিরমিচির করছে মাতাউ।

'কি ব্যাপার?' জানতেচাইলো ক্লডিয়া, কিন্তু কেউ তার প্রশ্নের জবাব দিলো না। দলের সাথে তাকার জন্যে রীতিমতো ছুটতে হলো তাকে, পুরুষরা সবাই জঙ্গল কেটে তৈরি করা সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে হন হন করে এগোচ্ছে, সামনেই বুনো ডুমুর গাছ থেকে ঝুলছে মোষের ধড়টা।

'কি ঘটছে আমাকে বলবে কেউ?' আবেদন জানালো ক্লডিয়া, টোপটার কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে থাকলো সে। পচামাংসের গন্ধে পেট থেকে নাড়িভূঁড়ি সব বেরিয়ে আসার গোগাড় হয়েছে। তবে পুরুষরা ব্যাপারটাকে গ্রাহ্যই করলো না, অবশিষ্ট ধড়ের নিচে জড়ো হলো সবাই। দূর থেকেও পার্থক্যটুকু নজরএড়ালো না ক্লডিয়ার, টোপ থেকে মাংসের পরিমাণ অনেক কমে গেছে। প্রায় অর্ধেকটাই নেই।

ধড়টা পরীক্ষা করছে শন আর গানবেয়ারাররা, ওদিকে ডুমুর গাছের গোড়ায় কি যেনো খুঁজছে মাতাউ। শিকারী হাউণ্ডের মতো সে যেনো মাটি শুঁকছে বলে মনে হলো ক্লডিয়ার। মুখ থেকে দুর্বোধ্য শব্দ বেরিয়ে আসছে, যেনো আনন্দমুখর একটা শিশু। ঝুলন্ত মোষের পাঁজরের কাছে ঝালরের মতো ফালি ফালি হয়ে আছে মাংস, এটা ফালি থেকে দু'আঙুলে কি যেনো তুলে নিলো শন, জিনিসটা দেখালো রিকার্ডো, তারপর দু'জনেই পরম সন্তুষ্টির সাথে হাসতে শুরু করলো।

'কেউ তোমরা আমার সাথে কথা বলবে?' রাগে মাটিতে পা ঠুকলো ক্লডিয়া।

তার দিকে ফিরে হাসলো শন। 'কাছে এসো তাহলে, দূরে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে কেন।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নাটকীয় ভঙ্গিতে দু'আঙুলে নাক টিপে, ধীরে ধীরে এগোলো ক্লডিয়া। ডান হাতটা উঁচু করে ধরলো শন, কাছে এসে ওর হাতের তালুতে একটা চুল দেখতে পেলো ক্লডিয়া, প্রায় ওর মাথার চুলের মতোই লম্বা আর কালো।

'কি ওটা?'

শনের, হাতের তালু থেকে চুলটা নিলেন রিকার্ডো,দু'হাতের চারটে আঙুল দিয়ে চুলটাকে লম্বা করে ধরলেন। ক্লডিয়া লক্ষ্য করলো, উত্তেজনায় তার বাবার হাতের

রোম দাঁড়িয়ে গেছে, গাঢ় ইটালিয়ান, চোখে অদ্ভুত একটা আলো ঝিক্ করে উঠলো উত্তর দেয়ার সময়। 'কেশরের চুল।' খপ করে মেয়ের হাত ধরলেন তিনি ডুমুর গাছের গোড়ায় টেনে নিয়ে এলেন তাকে। 'দেখ, মাতাউ কি খুঁজে পেয়েছে।'

সাফল্যের গর্বে দু'কান পযন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে খুদে ট্র্যাকারের নিঃশব্দ হাসি, ক্ষতবিক্ষত মাটির দিকে একটা আঙুলতাক করলো সে। পাঁচটা বাচ্চা আর দুটো সিংহীর এলোমেলো হাঁটাচলায় মিহি দুলোয় পরিণত হয়েছে মাটি, তাদের পায়ের ছাপ আলাদা করে চেনার উপায় নেই, কিন্তু তারপরও একজোড়া নিখুঁত ছাপ স্পষ্টভাবে চেনা গেলো। অন্যান্য অস্পষ্ট দাগগুলোর চেয়ে আকারে দ্বিগুণ সেটা, দেখামাত্র আবার আতঙ্কের হিমশীতল ছোঁয়া অনুভব করলো ক্লডিয়া। যার পায়ের ছাপ এতো বড় হতে পারে সেটা একটা দানব না হয়ে যায় না।

'কাল রাতে, সিংহীরা আমাদের তাড়া করার পর, এসেছিল সে। চাঁদ না ডোবা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে, এসেছে রাতের সবচেয়ে অন্ধকার সময়টায়,' ব্যাখ্যা করলো শন। 'চলেও গেছে ভোর হবার আগে। তবে যাওয়ার আগে পেট ভরে মাংস কেথে ভোলেনি। আমি আপনাকে আগেই বলেছিলাম, আমাদের দানব ভারি ধূর্ত।'

'সিংহ?' জিজ্ঞেস করলো ক্লডিয়া।

'সিংহ, তবে সাধারণ কোনো সিংহ নয়,' মাথা নাড়লেন রিকার্ডো মনটেরো। 'ফ্রেডেরিক দ্য গ্রেট সত্যি তাহলে এসেছিল!'

ঘুরলো শন, নিজের লোকদের ইঙ্গিতে ডাকলো। একটা বৃত্ত রচনা করে ওকে ঘিরে ধরলো জোব, শেডরাখ আর মাতাউ; শিকার অভিযানের প্ল্যান করার সময় বেমালুম ভুলে যাওয়া হলো ক্যাপো আর ক্লডিয়ার উপস্থিতি। বিশদভাবে আলোচনা করলো ওরা, সিদ্ধান্ত নিলো কি কি কৌশল অবলম্বন করা হবে, প্রতিটি সম্ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামালো। প্রায় এক ঘন্টা পর দাঁড়ালো শন, ছায়ায় বসে থাকা ক্যাপো আর ক্লডিয়ার কাছে হেঁটে এলো। দু'জনের মাঝখানে বসলো ও, অভিযানের প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করলো। পুরনো মাচাটা ভেঙে গেছে,ওটাকে সন্দেহের চোখে দেখবে । নতুন মাচা আর নতুন টোপ দরকার হবে। তবে দিনের বেলা তাকে টোপের কাছে টেনে আনা প্রায় অসম্ভব। শুকনো একটা ডাল কুড়িয়ে নিয়ে মাটিতে আঁকিবুঁকি আঁকলো শন, কথা বলার সময় ক্যাপোর দিকে তাকালো না। 'বন্ধুত্বের খাতিরে খানিকটা নিয়ম ভাঙতে রাজি আছে আমি, ক্যাপো।'

'বলুন, আমি শুনছি।'

'ওটাকে পাবার বোধহয় একটাই উপায় আছে,' নিচু গলায় বললো শন। 'জ্যাক-লাইট।'

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বললো না। জ্যাক-লাইট মানে কি না জানলেও, ক্লডিয়া বুঝতে পারলো শিকারী তার বাবাকে বেআইনী কোনো কাজে প্ররোচিত করছে। শনের ওপর রাগ হলো তার, কিন্তু নাক গলানোর সাহস পেলো না। মনে মনে প্রবলভাবে কামনা করলো, শিকারীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করুন বাবা।

অবশেষে মাথা নাড়লেন ক্যাপো। 'না, কাজটা আমরা নিয়ম ধরেই করি, আসুন।'

'চেষ্টা করা যেতে পারে,' কাঁধ ঝাঁকালো শন। 'কিন্তু টোপের কাছে গুলি খেয়ে একবার আহত হয়েছে সে। কাজটা সহজ হবে না।' আবার নিস্তব্ধতা নেমে এলো। এক মিনিট পর আবার মুখ খুললো শন। 'সিংহ নিশাচর প্রাণি।তার সময়ই হলো রাত। আপনি সত্যি যদি ওটাকে চান, গুলি করার সুযোগ পাবেন শুধু রাতেই।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়লেন ক্যাপো। 'ওটাকে আমার পেতেই হবে, পাওয়াটা সত্যি খুব জরুরী, তবে এতো জরুরী নয় যে অশ্রদ্ধার সাথে খুন করতে হবে।'

দাঁড়ালো শন। 'এটা আপনার সাফারি, ক্যাপো,' শান্তভাবে একমত হলো। 'আমি চাই আপনি জানুন, নিয়ম ভাঙার যে-প্রস্তাবটা দিয়েছি সেটা একা শুধু আপনাকেছাড়া দুনিয়ার আর কাউকে আমি দেবোনা।'

'আমি জানি,' রিকার্ডো মনটেরো নরম সুরে বললেন। 'ধন্যবাদ, শন।' ডুমুর গাছের কাছে ফিরে গেলো শন, সহকারীদের সাহায্য নিয়ে টোপটা খানিক নিচে নামাতে হবে, পশুগুলো যাতে নাগাল পায়।

'জ্যাক-লাইট কি, বাবা?' শন সরে যেতেই জিজ্ঞেস করলো ক্লডিয়া।

'স্পটলাইটের আলো ফেলে কোনো পশুকে শিকার করা। কাজটা বেআইনী।'

'বাস্টার্ড! তিক্তকণ্ঠে বললো ক্লডিয়া।

মাথা নাড়লেন ক্যাপো, নরম সুরে বললে 'ওকে তুই ভুল বুঝছিস। ওর প্রস্তাবটা অর্থ হলো, আমাকে ভালোবাসে, আমার জন্যে সহজ করে দিতে চায় কাজটা। শুধু আমার জনে নিজের লাইসেন্স হারবার ঝুঁকিও নিতে চাইছে, স্বেচ্ছায়।'

'তুমি প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করার আমার গর্ব হচ্ছে,বাবা; কিন্তু যে একটা বাস্টার্ড তাকে কোনো সন্দেহ নেই।'

'তুই বুঝবি না,' ক্যাপো বললেন। 'তোর বোঝার কথাও নয়।' দাঁড়ালেন তিনি, দূরে সরে গেলেন, তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে অপরাধবোধের একটা খোঁচা অনুভব করলো ক্লডিয়া। সে বোঝে। বোঝে এটাই বাবার জীবনের শেষ সিংহ, এবং মেয়ে হয়ে সে তার আনন্দটুকু নষ্ট করে দেয়ার ভূমিকা নিতে চাইছে। বিষম একটা দ্বন্দ্বে পড়ে গেছে সে। একদিকে বাবার প্রতি নিখাদ ভালোবাসা, আরেক দিকে অপরূপ সুন্দর প্রাণিগুলোর মঙ্গলচিন্তা ও ব্যক্তিগত নীতিবোধ, কোন্‌টাকে বাদ দিয়ে কোন্‌টাকে প্রশ্রয় দেবে সে?

এক এক করে বেশ ক'টা দিন কেটে গেলো। বুড়ো সিংহটাকে বৈধভাবে শিকার করার চেষ্টা চলছে। আরেকটা বন্ধ্যা মোষ চিহ্নিত করলো শন, ক্যাপো সেটাকে গুলি করে মারলেন। প্রতিদিন হয় টোপ নাহয় মাচা নতুন জায়গায় সরালো শন, সন্দেহমুক্ত মনে সিংহটা যাতে দিনের বেলা আসে। প্রতিদিন সন্ধ্যার পরও এক ঘন্টা করে মাচার অপেক্ষা করে ওরা, তারপর একরাশ হতাশা নিয়ে ফিরে আসে

ক্যাম্পে। পরদিন সকালে গিয়ে দেখে, রাতে ঠিকই এসেছিল সিংহ, পেটভরে মাংস খেয়ে গেছে, ওদেরকে ব্যঙ্গ করার জন্যে ফেলে রেখে গেছে কেশরের দু'একটা চুল আর পায়ের ছাপ।

কৌশল বদল করলো শন। লোহার চেইন ঢিল করে টোপটা খানিক নিচে নামালো, যাতে সিংহী আর বাচ্চাগুলো সহজেই অবশিষ্ট মাংসের নাগাল পায়। নদীর পাঁচশো মিটার উজানে তাজা আরেকটা টোপ ঝোলানো হলো, বেশ অনেক উঁচুতে, চেষ্টা করলে একা শুধু বিশালদেহী সিংহটা নাগাল পাবে। কাঁধ সমান উঁচু ঘাসের মাঝখানে নিঃসঙ্গ একটা গাছ থেকে ঝুলছে টোপটা। শনের আশা, বাচ্চা আর সিংহীরা বিরক্ত করবে না। তেবে দিনের বেলা আসতে পারে। শুকনো নদীর ওপারে একটা সেগুন গাছের উঁচু ডালে মাচা তৈরি করা হলো, সিংহটা যাতে আরো নিরাপদ বোধ করে। মাটি থেকে পনেরো ফুট ওপরে থাকলো মাচাটা, ওখান থেকে নদীর সাদাবালির ওপর দিয়ে টোপটা পরিষ্কার দেখা যায়। নিঃসঙ্গ গাছটার চারধারেরঘাস খুব কমই কাটলো শন, ভালো আড়াল পেয়ে স্বস্তি বোধ করবে হাইকউলিস। শুধু একটা সুড়ঙ্গ তৈরির জন্যে যতোটুকু ঘাস কাটা দরকার ততোটুকু কাটা হলো, ওই সুড়ঙ্গপথেই ধড়টাকে দেখতে পাচ্ছে ওরা।

দুপুর থেকে শুরু হলো অপেক্ষার পালা। সময় কাটানোর জন্যে একটা পেপারব্যাক আনার অনুমতি দেয়া হয়েছে ক্লডিয়াকে, তবে শন শর্ত দিয়েছে 'পাতা ওল্টানোর আওয়াজ যেনো না হয়।'

প্রথমে এলো সিংহী আর বাচ্চাগুলো। টোপ থেকে মাংস খাওয়ায় এমন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, আসার পথে কোনো রকম সতর্কতা অবলম্বন করলো না। প্রথমে এলো নতুন টোপের কাছে, দুই সিংহীই লাফ দিয়ে মাংসের নাগাল পাবার ব্যর্থ চেস্টা করলো। সুবিধে হচ্ছে না দেখে পুরনো, প্রায় নিঃশেষিত টোপের কাছে ফিরে গেলো তারা। বালির আঘাতে দস্যুরানীর চোখে ক্ষত দেখা দিয়েছে, ফুলে গেছে চোখের পাতা, পানি ঝরছে।

মাচা থেকে পুরনো টোপটা পাঁচশো মিটার দূরে, তবু সিংহীদের গরগর আওয়াজআর হাড়ে কামড়বসানোর শব্দ পরষ্কার শুনতে পেলো ওরা। বিকেলের দিকে শান্ত হয়ে এলো পরিবেশ, বোঝা গেলো বিশ্রাম নেয়ার জন্য ছায়ায় গিয়ে বসেছে সিংহীরা।

সূর্য ডোবার আধঘন্টা আগে হঠাৎ করে থেমে গেলো বাতাস। গভীর জঙ্গলে রোমহর্ষক আফ্রিকান নিস্তব্ধতা নেমে এলো। চারপাশে যতোদূর দৃষ্টি চলে, একটা গাছের পাতাও নড়ছে না। নদীর কিনারা ধরে গজিয়ে ওঠা ঘাসের সমুদ্র সম্পূর্ণ শান্ত ও স্থির। নিস্তব্ধতা এতোই গাঢ় হয়ে উঠলো যে হঠাৎ প্রায় চমকে উঠে বই, থেকে মুখ তুললো ক্লডিয়া। সতর্কার সাথে, ধীরে ধীরে বইটা বন্ধ করলো সে, কান পাতলো নিস্তব্ধতার ভেতর।

তারপর হঠাৎ নদীর দূর পাড় থেকে ডেকে উঠলো একটা হরিণ। ডাকটা এতো স্পষ্ট আর জোরালো যে নিজের অজান্তে ঝাঁকি খেলো ক্লডিয়া। সাথে সাথে শনের আলতো ছোঁয়া অনুভব করলো নিতম্বে। ক্লডিয়া শুনতে পেলো তার বাবা ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছেন, যেনো এই মাত্র কোথাও থেকে দৌড়ে এলেন।

এতোক্ষণে ভারি নিস্তব্ধতার একটা ওজন অনুভব করছে ওরা, মনে হলো পৃথিবী যেনো তার নিঃশ্বাস আটকে রেখেছে। ক্লডিয়া শুনতে পেলো ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়ছেন বাবা। আড়চোখে তাঁর দিকে তাকালো সে। ইশ্বর, পাপার মতো সুদর্শন পুরুষ খুব কমই দেখা যায়। –ভাবলো ক্লডিয়া। কপালের দু'পাশেরপালি ডানা বাদদিলে তাঁর বয়স ধরার কোনো উপায় নেই– মেদহীন একহারা শরীর, খটখটে, প্রাণচঞ্চল। না, ভেতরের যে শত্রু তার শরীরটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, বাইরে থেকে তার কোনো তৎপরতা এখনো ধরা পড়ে না।

বাবার দৃষ্টি অনুসরণ করে বাইরে তাকালো ক্লডিয়া। ডান দিকে, নদীর ওপারে, তাকিয়ে আছেন তিনি, ফাঁকা জায়গাটার কিনারায় গাছ আর ঘাস যেখানে মিলিত হয়েছে।

বাইরে জীবিত প্রাণি বলতে শুধু একটা পাখিকে দেখা গেলো, উইলো গাছের মগডালে বসে আছে,অনেকটা তোতাপাখির মতো দেখতে ধূসর রঙা। শনের কাছ থেকে শুনেছে ক্লডিয়া, ওটা কুখ্যাত 'গো অ্যাওয়ে' পাখি, শিকারীদের উপস্থিতি ফাঁস করে দেয়। ঘটনা সত্যি, হঠাৎ পাখিটা 'গ' ওয়ে গ'য়ে স্বরে ডেকে উঠলো। মগডাল থেকে গলাটা লম্বা আর বাঁকা করে উইলো গাছের নিচের ঘাসে কি যেনো দেখছে।

'আসছে সে। পাখিটা তাকে দেখতে পাচ্ছে,' ক্লডিয়ার কানের পিছন থেকে ফিসফিস করলো শন, কি দেখতে পাবে জানে না, তবু চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করলো ক্লডিয়া।

'ঘাসের ওপর চোখ রাখো,' তাকে গাইড করলো শন, পরক্ষণে ক্লডিয়ার চোখে একটা আলোড়ন ধরা পড়লো। ঘাসের ডগা কাঁপছে, তারপর কাত হয়ে পড়ছে একদিকে। ঘাসের ভেতর দিয়ে, চুপিসারে, সতর্কতার সাথে কি যেনো একটা এগোচ্ছে। মাঝে মধ্যে, কখনো এক বা দু'মিনিটের জন্যে সম্পূর্ণ স্থির হয়ে থাকলো ঘাস।

'গন্ধ নিচ্ছে, কোনো শব্দ হয় কিনা শুনছে,' বললো শন। আবার কাঁপতে শুরু করলো ঘাস, কাঁপনটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে টোপ বাঁধা গাছটার দিকে। হঠাৎ ফোঁপানোর মতো একটা শব্দ করলেন ক্যাপো, প্রায় সাথে সাথে আবার ক্লডিয়াকে সতর্ক করলো শন। আবারও হয়তো লোকটা তার নিতম্ব ছুঁতে যাচ্ছে, ভাবলো ক্লডিয়া। পরিবর্তে শনের শক্ত আঙুলগুলো চেপে ধরলো তার উরুর ওপর দিকটা।

শনের ছোঁয়া বৈদ্যুতিক ধাক্কার মতোলাগলো, প্রথমবার সিংহটাকে দেখে যে ধাক্কাটা খেলো তারচেয়ে অনেক বেশি জোরালো। ঘাসের মাঝকানে একটা ফাঁক পেরুলো সিংহ, সিংহীদের লাফালাফিতে ওখানকার ঘাস কাত হয়ে আছে। সিংহের

মাথাটা শুধু দেখতে পেলো ক্লডিয়া, ঘন ঝোপের মতো ফুলে আছে কেশর, কালো আর কুণ্ডলী পাকানো, হাঁটার তাহলে তালে দুলছে আর ঢেউ খেলছে; পলকের জন্যে কেশরের নিচে ঝিক্ করে উঠতে দেখলো হলুদ চোখে।

এ-ধরনের প্রাণি আগে কখনো দেখেনি ক্লডিয়া। ভীতিকর তো বটেই, কিন্তু সেই সাথে... কি বলা যায়, অভিজাত, নাকি রাজকীয়? মাত্র এক পলকের জন্যে দেখতে পেলো সে, ঘাসের আড়ালে আবার হারিয়ে যাবার আগে, কিন্তু ওই এক পলকের দেখাতেই কাঁপন ধরে গেছে শরীরে, গলায় আটকে গেছে দম; এদিকে শনের হাত এখনো তার উরুর ওপর।

হঠাৎ কি হলো বলতে পারবে না ক্লডিয়া, তার ইচ্ছে হলো শনের গায়ে হেলান দেয়, ঢলে পড়ে, লোকটাকে জড়িয়ে ধরে উন্মত্তের মতো চুমো খায়। তারপর সে বুঝলো, এটা তার মানের ইচ্ছে নয়, শরীরের কাতরানি। তার বিস্ময়ের মাত্রা ছাড়িয়ে গেলো। শরীরের এই বিপুল ও জোরালো চাহিদা আগে কখনো অনুভব করেনি সে। কি ব্যাপার, লোকটাকে তো আমি এমনকি পছন্দও করি না! নিজেকে তিরস্কার করলো সে। হাঁটুজোড়া কাঁপছে, যৌনাঙ্গে শিরশিরে, ভেজা একটা অনুভূতি, নড়াচড়ার শক্তি নেই।

ধীরে ধীরে ক্লডিয়ার উরু থেকে হাতটা সরিয়ে নিলো শন। কিন্তু যেভাবে নিলো, তা আরো বেশি উদ্দিপক। মোলায়েম ভঙ্গিতে, আলতো ছোঁয়ায়; অত্যন্ত ধীরে। মুখে রক্তস্রোত অনুভব করতে পারছে ক্লডিয়া।

মুহূর্তের স্বতঃস্ফূর্ত উত্তেজনা, নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করলো ক্লডিয়া, শিকারীর কোনো প্রভাব নয়। আমার উপযুক্ত নয় সে, ওর প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ নেই। আমি সূক্ষ্ম অনুভূতির অধিকারী কৌশলী মানুষ পছন্দ করি, কোমলতার ভক্ত, কিন্তু এই লোক নির্দয় ও ভোঁতা। পাষণ্ড।

নদীর ওপারে হঠাৎ প্রবলবেগে আলোড়িত হলো ঘাস, তারপরই শোনা গেলো মাটিতে ভারি একটা দেহ আছড়ে পড়ার শব্দ।

পিছনে, অনুভব করলো ক্লডিয়া, হাসি চাপতে গিয়ে সারা শরীর কাঁপছে শনের। মুহূর্তের জন্যে সন্দেহ হলো তার শিকারী বোধহয় তার উদ্দেশ্যেই হাসছে। তারপর শনের ফিসফিসে গলা শুনতে পেলো সে। 'মহাশয় শুলেন। বিশ্বাস হয়, টোপের সরাসরি নিচে বিশ্রাম নিচ্ছে? ব্যাটাচ্ছেলের স্পর্ধা বলিহারি!'

আবার অনেকক্ষণ পর সিংহটাকে দেখলো ওরা, তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে। ঘাসের খসখস আওয়াজ শোনা গেলো, চারপায়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো , দেকার জন্যে তিনজনই ওরা সামনের দিকে ঝুঁকলো। রাইফেলের বাঁট কাঁধে তুললেন ক্যাপো, টেলিস্কোপ সাইটের লম্বা টিউব দিয়ে সামনে তাকালেন।

হঠাৎ পিছনের পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো সিংহ, ম্লান আকাশের গায়ে বিশাল একটা কাঠামো। লোহার চেইন থেকে শব্দ উঠলো, শব্দ হলো মাংস ছেঁড়ার–খাচ্ছে সে।

'পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন, রিকার্ডো?' জিজ্ঞেস করলো শন্ জবাব না দিয়ে রাইফেলটা ধীরে ধীরে ঘোরালেন ক্যাপো, শেষ মুহূর্তে আবছা আলোয় লক্ষ্যস্থির করার চেষ্টা করছেন।

'না!' অবশেষে পরাজয় মেনে নিলে তিনি। 'অন্ধকার!'

স্বস্তি অনুভব করলো ক্লডিয়া, নির্মম হত্যাকাণ্ডটা তাকে চাক্ষুষ করতে হবে না। কিন্তু শনের কথা শুনে ঘাবড়ে গেলো সে।

'ঠিক আছে,উপায় যখন নেই তখন বসে থাকি আসুন, কালসকালে গুলি করা যাবে।

'কি! সারারাত এই জঙ্গলে....?'

ক্লডিয়ার দিকে ফিরে হাসলো শন। 'কি হলো, তুমিই না সেদিন তর্ক করছিলে নারীরা আজকাল আর অবলা নয়...?'

'কিন্তু...কিন্তু...ট্রাক নিয়ে জোব আসবে না?' ক্লডিয়ার গলায় মরিয়া ভাব।

'শুধু গুলির শব্দ শুনলে আসবে।'

চেয়ারে নেতিয়ে পড়লো ক্লডিয়া। আফ্রিকার রাত বড় বেশি দীর্ঘ, আর যা শীত পড়েছে। তার ওপর আছে রক্তচোষা মশার ঝাঁক, মাছির মতো বড় এক একটা।

নদীর ওপারে মাঝে মধ্যে বিরতি দিয়ে ভোজনপর্ব সারছে । মাঝরাতের খানিক পর হুঙ্কার ছাড়তে শুরু করলো সে, গুরুগম্ভীর মেঘ ডাকার ভারি শব্দে তন্দ্রার ভাবটা ছুটে গেলো ক্লডিয়ার, অনুভব করলো পাঁজরের গাযে ঘন ঘন বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। একটানা কিছুক্ষণ হুঙ্কার ছাড়ার পর, বার কয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে থামলো সিংহ।

'অমন করলো কেন?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইলো ক্লডিয়া।

তারপর এলো হায়েনারা, একদল পিশাচের মতো দাঁত কিড়মিড় করতে করতে, রক্ত আর মাংসের গন্ধে উল্লসিত। পিছু ধাওয়া করে তাদের ভাগিয়ে দিলো সিংহ, দাঁত-মুখ খিচিয়ে খেঁকালো, গর্জন ছেড়ে ভয় দেখালো। কিন্তু যেনো টোপের কাছে ফিরে এসে খেতে শুরু করেছে সে, আবার বেহায়ার মতো কাছে চলে এলো পিশাচের দলটা-আক্রোশে ভেঙচালো তারা, মুখ খিচিয়ে খেঁকালো, গর্জন ছেড়ে ভয় দেখালো। মুখ ঝামটালো, টোপের চারপাশে অস্থির একটা বৃত্ত তৈরি করলো।

ভোর হবার ঘন্টাখানেক আগে ঘুমিয়ে পড়লো ক্লডিয়া। চেয়ারের ভেতর দিয়ে সেঁধিয়ে আছে শরীরটা; বুকের ওপর নেমে এসেছে চিবুক, ঘাড়টা বাঁকা হয়ে আছে একদিকে। প্রায় আঁতকে উঠে চোখ মেললো সে, দেখলো ইতিমধ্যে যথেষ্ট আলো ফুটেছে, লোহার চেইনের গিটগুলো দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার, চেইনের নিচে স্থির হয়ে রয়েছে টোপটা।

কাছেই একজোড়া বিদুঘুটে আকৃতির কালো পাখি একটা ডালে বসে রয়েছে, শুধু মাথার দিকটা লাল দু'জন মিলে কোরাস গেয়ে জানিয়ে দিচ্ছে ভোর হয়েছে। তুললেন। শন দাঁড়ালো, দুলে উঠলো মাচাটা। 'কি ঘটেছে?' বিড়বিড় করলো ক্লডিয়া। 'সিংহটা কোথায়?'

'ঘন্টাখানেক হলো চলে গেছে', ক্যাপো বললেন। 'আলো ফোটার আগেই।'

'বিড়ালটাকে আপনি একটিমাত্র উপায়ে শিকার করতে পারবেন, ক্যাপো জ্যাক-লাইটের সাহায্য নিতে হবে আপনাকে।'

'আমি চিরকাল ভাগ্যবান', নিঃশব্দে হাসলেন রিকার্ডো মনটেরো। 'এই কাজটাতেও ভাগ্যের সাহায্য পাবো বলে আশা করছি।' এঞ্জিনের আওয়াজ পেলো ওরা, ওদেরকে নিতে আসছে টয়োটা।

সেদিন সন্ধ্যে পর্যন্ত ক্যাম্পে থাকলো ওরা, সারাটা দিন ঘুমালো। সন্ধের পর মাচায় উঠলো বটে, কিন্তু সিংহটাকে কোথাও দেখা গেলো না। সে রাতে নয়, তার পরের রাতেও নয়। হঠাৎ করে যেনো বাতাসে মিলিয়ে গেছে। শন আর ওর সহকারীরা সম্ভাব্য সব রকমভাবে খুঁজলো তাকে, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। ফ্রেডেরিক দ্য গ্রেটের কোনো খবর দিতে পারলো না। এদিকে রিকার্ডো মনটেরো হরিণ বা অন্য কোনো শিকারের প্রতি আগ্রহী নন, তাহলে অন্তত এভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হতো না।

বাচ্চাদের নিয়ে সিংহী দুটো নদীর পারে আগের মতোই আসে, বলা যায় প্রায় নিয়মিতই। 'শন কোর্টনির ফাইভস্টার হোটেল', সহাস্যে মন্তব্য করলো শন একদিন। 'বিনা পয়সায় দৈনিক ভোজ।'

দিন বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ফ্রেডেরিক দ্য গ্রেটের দেখা নেই।

'এভাবে হঠাৎ সে গায়েব হয়ে গেলো কেন?' প্রতিবাদের সুরে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপো।

'কারণ সে একটা সিংহ-আর কে জানে সিংহরা কখন কি চিন্তা করে!'

* * *

সিংহশিকারের সেইদিনের ঘটনা ক্লডিয়া এবং শনের মধ্যকার বিরোধ আরো জমিয়ে তুললো। পরস্পরের সানিধ্যে আরো বেশি করে অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছে দুজন। পরিষ্কার বৈরী মনোভাব আর হিংসাত্মক তর্ক হচ্ছে অনেক বেশি।

যখন ক্লডিয়া শনকে বর্ণবাদী বলে গাল দেয়, সে হাসে।

'আমেরিকায়– তোমার দেশে, একজন রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্বের ক্যারিয়ার শেষ করে দেওয়ার জন্যে কিংবা একজন সফল ব্যবসায়ীর দফারফা করার জন্যে ওই একটা শব্দই যথেষ্ট।' শন বলেছিলো। 'ওখানে তোমরা এই গালিকে এতোটাই ভয় পাও, কালোরা ওটাকে ব্যবহার করে। কিন্তু এটা আমেরিকা নয়, ডাকি, আর ওই শব্দটা নিয়ে আমরা এখানে লজ্জিতও নই। এখানে বর্ণবাদ মানে গোত্রবাদ, বিশেষত কালোদের জন্যে। আমরা সবাই এখানে গোত্রবাদী। যদি সত্যিকারের বর্ণবাদ বা গোত্রবাদ দেখতে চাও, তবে নতুন স্বাধীন হওয়া কোনো আফ্রিকান দেশে থেকে দেখো। সাধারণ একজন কালো রাজনীতিবিদকে বলো বর্ণবাদী, এখানে সে ওটাকে প্রশংসা বলে ধরে নেবে। মনে করবে, তুমি তাকে দেশপ্রেমিক বলছো।'

প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলো ক্লডিয়া। শনের তাতে বয়েই গেছে।

'তুমি জানো, আমি একজন দক্ষিণ আফ্রিকান?' শিকারীর এই কথায় চমকে যায় মার্কিন রুপসী।

'আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি ব্রিটিশ।'

এই কথায় তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে শন। 'আমার ধারণা, আমাদের সরকারে বিরুদ্ধে বিশ্বে যে নিষেধাজ্ঞা চলছে, তুমি তা সমর্থণ করো।'

'ঠিক তাই। একজন সুস্থ লোক মাত্রই তা করবে।' চটপট করে বলে ক্লডিয়া।

'এমনকি যদি ১০ লক্ষ কালো মানুষ না খেয়ে মরে– তাও তোমার কিছু আসে যায় না, তাই না?' ক্লডিয়ার উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে শন ব'লে চলে। 'আমেরিকা যে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ব্যবসা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, নিশ্চই তা-ও সমর্থণ করো তুমি?'

'আমি নিজে ওই প্রচারনায় অংশ নিয়েছি।' গর্বিত স্বরে ক্লডিয়া জবাব দেয়।

'তারমানে, সমস্ত সাহায্য বন্ধ করে, সমস্ত গীর্জা পুড়িয়ে দিয়ে একটা দেশকে বদলে দিতে চাইছো তোমরা, না? ব্রিলিয়ান্ট!'

'দ্যাখো– কথা প্যাঁচাবে না–!'

'আরে, নিজের জন্যে তোমার তো গর্ব হওয়া উচিত! তোমারই দেশের লোকজন উপায়ন্তর না দেখে দক্ষিণ আফ্রিকায় তাদের সমস্ত সম্পদ পানির দরে বিক্রি করছে আমাদের কাছে। আর তারপর ভাগছে আফ্রিকা ছেড়ে। ধন্যবাদ! রাতারাতি বহু লাখোপতির জন্ম দিয়েছো তোমরা আমাদের দেশে। কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানো, তাদের একজনও কালো নয়!'

এতোসব তর্কের ভিতরেও পরস্পরের শারিরীক যোগাযোগের কথাটা ভুলে যায়নি ওরা কেউই। রিপজ্জনক কোনো সরীসৃপের মতোই ওটা ঝুলছে ওদের দুজনের মাঝখানে।

প্রায় দু বছর হতে চললো কোনো পুরুষের সঙ্গে শোয়নি ক্লডিয়া। এর আগে একজন ডাক্তারের সঙ্গে বেশ কিছুদিন একসঙ্গে ছিলো ও। ভদ্রলোক বিয়ের কথা তুলতেই আর সহ্য হয়নি। ওর তরুণ রক্ত এই শয্যা-বিরতিকে নিতে পারছে না। ক্ষুধার্ত হয়ে পরেছে ক্লডিয়া।

শিকার অভিযান থেকে ক্যাম্পে ফিরে রোজই নিজের তাঁবুতে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে ও, বিছানায় শুয়ে ক্যাম্প-ফায়ার থেকে ভেসে আসা শনের ভরাট গলার আওয়াজ শোনে কান পেতে। আবি, পুরুষালি গুঞ্জন; বাবার ঘড়ঘড়ে আওয়াজের মতো নয়। তবে কোনো শব্দই এতো দূর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় না। এক রাতে ক্লডিয়ার মনে হলো, শন যেনো ওর নাম উচ্চারণ করলো। বিছানায় উঠে বসে কান খাড়া করলো সে। তার সম্পর্কে কি বলা হয়েছে বুঝতে না পেরে হতাশ হলো মনে মনে।

আরেকদিনের ঘটনা। বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজেরা তাঁবুতে ফিরছে শন। ক্লডিয়ার পাশ ঘেঁষেই যেতে হবে ওকে। বিছানায় আড়ষ্ট হয়ে পড়ে থাকলো ক্লডিয়া, শনের পায়ের আওয়াজ শুনছে কান পেতে, ক্যানভাসের ভেতর দিয়ে টর্চের আলো দেখতে পেলো, মনে মনে তৈরি হয়ে আছে শিকারী যদি কিছু বলে বা তার সাড়া পাবার চেষ্টা করে, চরম অপমান করে ছাড়বে। কিন্তু শনের পায়ের শব্দ একবারও ইতস্তত না করে দূরে সরে যাওয়ায় সামান্য হলেও আশাভঙ্গের বেদনা অনুভব করলো সে, মনে হলো শিকারীই উল্টে তাকে অপমান ও অবহেলা করে গেলো।

সাফারির ন'দিনের দিন সকালে টোপ পরীক্ষার জন্যে আবার নদীর শুকনো তলায় গাড়ি থামালো ওরা। তরুণী সিংহী আবার তেড়ে এলো শনকে দেখে। ইতিমধ্যে তার চোখের ঘা শুকিয়ে গেছে। একশো গজ দূর থেকে হামলা করার পাঁয়তারা কষলো সে, লেজটা এদিকে ওদিক নড়ছে। শনের তাড়া খেয়ে এক সময় ঘুরলো সিংহী, ঝোপের আড়ারে পালিয়ে গেলো, কিন্তু তার আগেই লেজের নিচে কোমল লোমের মাঝখানে, রক্তের লালচে দাগ দেখে ফেলেছে শন।

'দস্যুরানীর এখন একজন পুরুষসঙ্গী দরকার', শনকে বলতে শুনলো ক্লডিয়া, বাবার সাথে নিচু গলায় কথা বলছে। 'এমন একটা টোপ পেয়ে গেছি আমরা, সেটা না গিলে পারবে না। আপনি নাকি ভাগ্যবান, আসুন দেখা যাক এতোটা ভাগ্যবান।'

সুবর্ণ সুযোগটা হাতছাড়া হবার আগেই সিংহটাকে শিকার করতে চায় শন, নতুন টোপের জন্যে চিউইউই নদীর তীরে গিয়ে মোষের পাল খোঁজার সময় নেই হাতে। কাজেই একটা পুরুষ হরিণকে গুলি করে মারলেন ক্যাপো, ক্যাম্পের কাছেই। পুরুষ সিংহটাকে শেষবার যেখানে দেখা গেছে, সেই ঘাসের রাজ্যে নিঃসঙ্গ

গাছের সাথে ঝোলানো হলো হরিণের ধড়। এবার অনেকটা নিচে, যাতে সিংহীরাও নাগাল পায়। দুপুরের দিকে মাচায় উঠলো ওরা। ঘন্টাখানেকের মধ্যে তাজা রক্ত-মাংসের গন্ধ পেয়ে শুকনো নদী পেরলো সিংহীরা, পিছু পিছু এলো সব ক'টা বাচ্চা। বয়স্কা সিংহী গোগ্রাসে খাওয়া শুরু করলো, তার খিদে যেনো আর মেটে না। তরুণী সিংহী খুব সামান্যই খেলো, খাওয়ার মাঝখানে বারবার এদিকে ওদিকে পায়চারি করলো সে, যেনো কারো আসার অপেক্ষায় অস্থির হয়ে আছে। বাচ্চাদের তাড়া করলো কয়েকবার, মাটিতে পিঠ দিয়ে গড়াগড়ি খেলো নিজের লেজের নিচেটা জিভ দিয়ে চাটলো একবার। মাঝে মধ্যে চারপায়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে জঙ্গলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো সে, গলা থেকে বেরিয়ে এলো প্রলম্বিত গোঙানির করুণ বিষন্ন সুর, বিরহ ব্যথায় কাতর। সুরটা শুয়ে সহানুভূতি আর মায়ায় ক্লডিয়া নিজেও দুর্বল হয়ে পড়েলো।

'পুরুষটাকে ডাকছে', বিড়বিড় করলো শন।

অকস্মাৎ দুই সিংহীই একযোগে লাফ দিয়ে ঘন জঙ্গলের দিকে ফিরলো, বুড়ি বেটি নরম সুরে কাকে উদ্দেশ্য করে যেনো খেঁকিয়ে উঠলো। ঘাবড়ে গিয়ে বিরতিহীন খেলায় ভঙ্গ দিলো বাচ্চারা, যে-যার মায়ের পিছনে আড়াল নিলো। এরপর দস্যুরানী ঘাসের ভেতর দিয়ে সামনে বাড়লো-শরীরে ঢেউ তুলে, হাঁটার ভঙ্গিতে দর্শনীয় ছন্দ ফুটিয়ে তুলে মিলিত হবার বাসনা প্রকাশ করলো, গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো আবেদনভরা নিচু গোঙানি।

'তৈরি হোন, ক্যাপো', বললো শন, এক হাতে ক্যাপোর কনুই ধরে আছে ও। 'বেশি সময় নেবেন না।'

তারপর ঘাস থেকে বেরিয়ে এলো সিংহটা। প্রথমে ঘাসের মাথায় তার কেশর দেখতে পেলো ওরা। সিংহীর ডাকে সাড়া দিয়ে প্রায় ছুটে আসছে। লজ্জা নেই দস্যুরানীর, সে-ও ছুটলো। কাত হয়ে থাকা ঘাসের মাঝখানের মিলিত হলো ওরা।

পুরুষটার গায়ে নিজের গা ঘষলো ফুলন, পরিবর্তে তার গা চেটে দিলো সিংহ। এক সময় আদার-সোহাগের প্রথম পর্ব শেষ হলো, শুরু হলো লুকোচুরি খেলা। দূরে সরে গিয়ে পরীক্ষা করলো সিংহী, তাকে ধরার জন্যে বীরপুরুষটা আসে কিনা। সিংহ কাছে আসতেই ছুটে আরো দূরে গেলো তরুণী।

ধীরে, আলতোভাবে হাতটা ক্লডিয়ার উরুর উপর রাখলো শন। চেয়ারের কারণে রিকার্ডোর চোখের আড়ালে পরে গেছে সে। সরিয়ে দেওয়ার কোনো চেষ্টাই করলো না মেয়েটা।

সিংহের উদ্দেশ্যে ঘুরেছে এবারে সিংহী। এরপর মাটির উপর উপর হয়ে ছড়িয়ে শুলো, কাঁধের উপর দিয়ে কটাক্ষ হানছে সঙ্গীকে। আগ্রহী পায়ে দ্রুত কাছে চলে আসে পশুরাজ; নিজের শরীর দিয়ে ঢেকে দেয় কামার্ত সিংহীকে। দাঁড়িয়ে যায় তার উপর, পুং জননাঙ্গ বেরিয়ে এসেছে চামড়ার আবরন থেকে– চকচকে গোলাপী। সিংহী তার লেজ সরিয়ে দেয় পেছনটা উন্মুক্ত করার জন্যে।

ধীরে, ক্লডিয়ার উরুর গোড়ায় পৌঁছে গেছে শনের আঙ্গুলের ডগা। কোমড়ের কাপড়ের নীচে মেয়েটার পিউবিক চুলের স্পর্শ পাচ্ছে ও। ওর হাতের ছোঁয়ায় একটু ফাঁক হলো ক্লডিয়ার উরু জোড়া।

চরম পুলকে শিউড়ে উঠছে এখন সিংহ, ঘাড় নাড়িয়ে হুঙ্কার ছাড়লো তার দয়িতার দিকে চেয়ে। মৃদু গোঙ্গানির মতো আওয়াজ করে পুরুষসঙ্গীকে কামড়ে দেয় সিংহী।

একহাত দিয়ে শনের কড়ে আঙ্গুলটা ধরলো ক্লডিয়া। এমন জোরে উল্টো মোচড়ালো, আর একটু হলে জয়েন্ট থেকে আলাদা হয়ে গেছিলো ওটা। পুরো হাত ব্যাথায় অবশ হয়ে এলো শনের।

আর একটু হলে চিৎকার করে উঠেছিলো সে। কিন্তু রিকার্ডো কাছাকাছি থাকায় তা করা সম্ভব হলো না। কিছু বুঝতে বাকি থাকবে না তার, শন এই অবস্থায় ধরা খেলে। সুস্থ হাত দিয়ে ধীরে আহত আঙ্গুলটা ডলতে লাগলো সে। ক্লডিয়ার ঠোঁটের বাঁকা হাসিটা টের পাচ্ছে।

ইতিমধ্যে বিকেল পাঁচটা বেজে গেছে। নদীর পারে রোদ পড়েছে সরাসরি। মাচা থেকে দূরত্ব ছিয়ানব্বুই গজ। রিকার্ডো মনটেরো লক্ষ্যভেদে অত্যন্ত নিপুণ একজন রাইফেলম্যান। এই দূরত্বে একই গর্তে তিনটে বুলেট ঢোকাতে পারবেন তিনি।

কাতর স্বরে গুঙিয়ে উঠলো সিংহী, চারপায়ে দাঁড়িয়ে খোলা পারে বেরিয়ে এলো তার সঙ্গী। সিংহীর পিছনে দাঁড়ালো সে, মাচা থেকে তার শরীরটা আড়াআড়িভাবে দেখতে পাচ্ছে ওরা, সোনালি আলোয় আলোকিত।

'স্বর্গীয় উপহার, ক্যাপো', ফিসফিস করলো শন, ভদ্রলোকের কাঁধে টোকা দিলো। 'মারুন ওটাকে।'

ধীরে ধীরে রাইফেল বাঁট কাঁধে তুললেন রিকার্ডো মনটেরো। ৩০০ ওয়েদারবাই ম্যাগনাম ওটা। ফায়ারিং পিনের নিচে কার্টিজে রয়েছে আশি গ্রেন গান পাউডার, ১৮০- গ্রেন বুলেট। নদীর ওপর দিয়ে সেকেণ্ডে তিন হাজার ফুট গতিতে ছুটবে ওই বুলেট। তাজা মাংসের ভেতর যখন ঢুকবে, শক ওয়েভের আঘাতে ভেতরের অংশগুলো, ফুসফুস আর হৃৎপিণ্ড, স্রেফ ছাতু হয়ে যাবে-সেই ছাতু সদ্য তৈরি বিরাট একটা গর্ত নিজের ভেতর টেনে নেবে, তারপর পিচকারি থেকে বেরিয়ে আসা লাল পানির মতো ছড়িয়ে দেবে ঘাসের ওপর।

'গুলি করুন!' আবার তাগাদা দিলো শন। টেলিস্কোপ সাইটে চোখ রেখে অপলক তাকিয়ে আছেন ক্যাপো, কুণ্ডলী পাকানো কেশরের প্রতিটি আলাদা লোম চিনতে পারছেন তিনি। এতো বিশাল সিংহ, এতো সুন্দর, আগে কখনো দেখেননি। এমন মুগ্ধ হয়ে পড়েছেন যে শনের কথা শুনতেই পাননি। ট্রিগারে চেপে বসে আছে আঙুল, টেনে দিলেই তাঁর এতোদিনের সাধ পূরণ হবে।

বাবার পাশে আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে ক্লডিয়া। সিংহটা ঘাড় ফিরিয়ে নদীর ওপর দিয়ে সরাসরি তার দিকে তাকালো। ক্লডিয়ার মনে হলো, বনভূমির একটা অমূল্য শোভা, এটাকে ধ্বংস হতে দেয়া যায় না। ঠিক সচেতনভাবে নয়, মুখ খুলে চেঁচিয়ে উঠলো সে, ফুসফুসের সমস্ত শক্তি এক করে 'পালাও, বোকা' সিংহ, পালাও!'

এরপর যা ঘটলো, চাক্ষুষ করে ক্লডিয়া নিজেও স্তম্ভিত হয়ে গেলো। জীবিত কোনো প্রাণি এতো দ্রুত নড়ে উঠতে পারে, ওর ধারণা ছিলো না। অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিলো, তারপর চোখের পলকে তিনটে প্রাণি যেনো বিস্ফোরণের মতো ছিটকে পড়লো তিনদিকে। সোনালি ঝিলিক দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো মুহূর্তের মধ্যে।

সবচেয়ে আগে অদৃশ্য হলো বুড়ি বেটি... লম্বা ঘাস যেনো তাকে গিলে ফেললো। তার পিছু পিছু গেলো বাচ্চাগুলো নদীর পার ধরে ছুটলো দস্যুরানী, এতো জোরে দৌড়ুলো মনে হলো মাটিতে পা পড়ছে না। তাকে অনুসরণ করলো পশুরাজ। শরীরটা বিরাট আর পিঠে বিপুল কেশরের বোঝা সত্ত্বেও দস্যুরানীর চেয়েকম নয় তার গতি।

চেয়ারে বসে ঘুরে গেলেন রিকার্ডো, কাঁধে রাইফেল, উজ্জ্বল গ্লাস লেন্সে তাকিয়ে আছেন, সাইট দিয়ে অনুসরণ করছেন সিংহটাকে। ঘাসের ভেতর ঢুকেপড়লো দস্যুরানী। তার পিছু পিছু সিংহও ঢুকেপড়েছে, এই সময় গর্জে উঠলো ওয়েদারবাই, মাচার, ভেতর বিস্ফোরণের শব্দে ওদেরকাণে তালা গেলে গেলো। ঝলমলে রোদ সত্ত্বেও নদীল ওপর দিয়ে ছুটে যেতে দেখা গেলো আগুনের লকলকে একটা লাল শিখা।

হোঁচট খেলো সিংহ, সজোরে কেশেউঠলো একবার, পরমুহূর্তে অদশ্য হয়ে গেলো ঘাসের ভেতর। নিস্তব্ধতার ভেতর ঝাঁ ঝাঁ করছে ওদের কান, বিস্ফোরনের শব্দটা এখনো লেগে রয়েছে কানের পর্দায়, খালি জায়গাটার দিকেফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে, হতভম্ব ও ম্রিয়মনা।

'ভালোই দেখালে, ডাকি!' নিচু গলায় বললো শন।

'আমি দুৎখিত নই,' দৃঢ়কণ্ঠে বললো ক্লডিয়া। তার বাবা এমন রাগ আর জোরের সাথে রিলোড, করলে রাইফের যে খালি ব্রাস কেসটা রোদের ভেতর ঝিলিক দিয়ে ডিগবাজি খেতে খেতে দূরে সরে গেলো। মাচা কাঁপিয়ে দাঁড়ালেন তিনি, মেয়ের দিকে একবারও তাকালেন না, মই বেয়ে নেমে গেলেন নিচে।

.৫৭৭ ডাবল ব্যারেল রাইফেলটা তুলে নিয়ে শনও তাঁর পিছু পিছু নামলো'। গাছটার নিচে দাঁড়ালো ওরা, বুক-পকেট থেকেএটা হাভানা চুরুট বের করে শনের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন রিকার্ডো মনটেরো, নিজেও একটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলেন। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ ধূমপান করলো ওরা, তারপর জানতে চাইলো শন, কোথায়? পেটে?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালের ক্যাপো। 'পেটে।'

'জঘন্য,' বললো শন। 'জঘন্য, জঘন্য!' দু'জনেই ওরা লম্বা ঘাস আর নদীর পার ঢাকা কাঁটাবহুল ঝোপের দিকে তাকালো।

দশ মিনিট পর টয়োটা নিয়ে এলো ওরা। জোব, শেডরাখ আর মাতাউ নিঃশব্দে হাসছে, প্রত্যাশায় চকচক করছে তিনজোড়া চোখ। রিকার্ডো মনটেরোর সাথে কয়েকটা সাফারিতে অংশগ্রহণ করেছে ওরা, জানে লক্ষ্যভেদে কখনো ব্যর্থ হন না তিনি। ট্রাক থেকে লাফ দিয়ে নামলো ওরা, নদীর ওপারে তাকালো, ধীরে ধীরে মুছে গেলো মুখের হাসি। একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করলো শন, 'পেটে।' তাতেই যা বোঝার বুঝে নিলো ওরা।

মাথা নিচু করে টয়োটার ফিরে গেলো তিনজন। অনুসরণ করার জন্যে প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো চুপচাপ।

চোখ কুঁচকে সূর্যের দিকে তাকালো শন। 'এক ঘন্টা পর সন্ধ্যা,' বললো ও। 'কতটায় টান ধরতে সময় লাগবে, অতো সময় নেই আমাদের হাতে।'

'কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি,' পরামর্শ দিলেন ক্যাপো। 'ততোক্ষণে অসুস্থ হয়ে পড়বে ওটা।'

মাথা নাড়লো শন, ঝোপের দিকে ইঙ্গিত করলো। 'ওখানে মারা গেলে লাশটা হায়েনারা পাবে। ট্রফির আশা ছেড়ে দিতে হবে আপনাকে। তাছাড়া, আমি চাই না বেচারি সারাত কষ্ট পাক।'

মই বেয়ে ক্লডিয়া নেমে আসছে দেখে চুপ করে গেলো ওরা। নিচে নেমে ওদের দিকে তাকালো না সে, উদ্ধত ভঙ্গিতে কালো চুলের লম্বা বেনী দুটো ঘাড়ের ওপর দিয়ে পিঠে আছড়ালো, দুপদাপ শব্দে পা ফেলে হেঁটে গেলো টয়োটার দিকে। সামনের সিটে বসলো সে, হাত দুটো ভাঁজ করলো ছোট্ট বুকে, শিরদাঁড়া টান টান করে গম্ভীর মুখে তাকিয়ে থাকলো নাক বরাবর সামনে।

'আমি দুঃখিত,' ক্যাপো বললেন। 'ওকে আমি ছাব্বিশ বছর ধরে চিনি, আমার বোঝা উচিত ছিলো এ-ধরনের একটা কিছু করে বসবে।'

'আপনি না আসলেও পারেন, ক্যাপো। আমি একাই পারবো।'

সরাসরি জবাব দিলেন না ক্যাপোও। 'আমি রিগবিটা নেবো,' বললেন তিনি।

শন পরামর্শ দিলো 'দেখবেন ওটায় যেনো সফট-নোজ বুলেট থাকে।'

'অবশ্যই।' পাশাপাশি হেঁটে এলো ওরা টয়েঅটার কাছে, রাইফেল বদল করলেন ক্যাপো।

ট্রাকের গায়ে হেলান দিলো শন, ডাবল রাইফেলের কার্ট্রিজ বদল করলো। 'আহা বেচারা,' বললো ও, তাকিয়ে আছে ক্যাপোর দিকে, তবে কথাগুলো ক্লডিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলা। 'আমরা ওকে এতো কষ্ট দিতে চাইনি, এটা গুলি খেয়ে সাথে সাথে মারা যেতো। কিন্তু কি ঘটলো? পেটে বিরাট একটা গর্ত নিয়ে অন্তত কয়েক ঘন্টা বেঁচে থাকতে হবে বেচারাকে। অর্ধেক নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে। অসহায় একটা পশুকে এভাবে কষ্ট দেয়ার কোনো মানে হয়?' সরাসরি না

তাকিয়েও শন দেখতে পেলো, শিউরে উঠলো ক্লডিয়া, চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। শনের দিকে তাকাবেই না।

'আহত পশুকে আজরাইল বললেই হয়,' বলে চলেছে শন। 'আমাদের কেউ মারা গেছে একটুও আশ্চর্য হবো না। হয়তো মাতাউই মারা পড়বে। পায়ের ছাপ ধরে সেই-ই তো আগে আগে চুটবে। পালিয়ে আসা স্বভাব নয় তার। কেউ যদি মারা পড়ে তো ধরে নেয়া যায় মাতাউই....।'

'থাক, শন,' রিকার্ডো মনটেরো মৃদুকণ্ঠে বললেন। ' ক্লডিয়া জানে কাজটা ওর সাংঘাতিক অন্যায় হয়ে গেছে।'

'জানেকি? সশব্দে রাইফেলে বোল্টটা সামনে ঠেলে দিলো শন। 'আমার সন্দেহ আছে। আপনি,ক্যাপো, লেদার জ্যাকেটা পরে নিন। যদি আপনাকে পেড়ে ফেলে, জ্যাকেট পরে থাকায় খানিকটা রক্ষা পাবেন-যদিও শেষ রক্ষা হবে না।'

নদীর উঁচু কিনারায় অপেক্ষা করছে তিনজন কর্মী। জোবের হাতে শটগান, বাকি দু'জন নিরস্ত্র। ঘন ঝোপের ভেতর আহত একটা সিংহকে খালি হাতে অনুসরণ করতে হলে অসমসাহস দরকার। যতোই রাগ আর ক্ষোভ থাক মনে, শনের ওপর তাদের শ্রদ্ধামেশানো আস্থা ক্লডিয়ার দৃষ্টি এড়ালো না। সে উপলব্ধি করলো, এর আগে এতো বার তারা ভয়ংকর বিপদের সময় পরস্পরকে সাহায্য করেছে যে কেউ নিজের কথা আলাদাভাবে ভাবতে পারে না। ওরা চারজন যেনো আপন ভাইয়ের চেয়েও ঘনিষ্ঠ। ঈর্ষা জাগলো ক্লডিয়ার মনে, সে তার জীবনে কোনো মানুষের সাথে এরকম ঘনিষ্ঠ হতে পারেনি।

এক এক করে সবার কাঁধে হাত রাখলো শন, চাপ দিলো মৃদু। তারপর নিচু গলায় কথা বললো জোবের সাথে। কালো হয়ে গেলো জোবের চেহারা, ভাব দেখে মনে হলো প্রতিবাদ করবে। কিন্তু তারপর মেনে নেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো সে, হেঁটে এলো টয়োটার দিকে, হাতে শটগান নিয়ে ক্লডিয়ার পাশে পাহারায় থাকলো।

ভাঁজ করা হাতের কনুইয়ে ডাবল ব্যারেল রাইফেলটা ঝুলিয়ে নিলো শন, আঙুল দিয়ে কপাল থেকে চুলে সরালো, তারপর এক ফালি চামড়া দিয়ে কপালের চারধারে পট্টি বাঁধলো। শিকারীকে পছন্দ না করলেও, ভয়ঙ্কর বিপদে পা বাড়াবার আগে ওর এই প্রস্তুতি সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিলো ক্লডিয়ার। মনে মনে স্বীকার করলো, লোকটা চেহারা ও দৈহিক কাঠামো বীর বা নায়কের মত। ওর বুশ জ্যাকেটের আস্তিন কেটে ফেলা হয়েছে, পরনে খাটো খাকি প্যান্ট, বাহু আর পায়ে কোনো আবরণ নেই। ক্লডিয়া লক্ষ্য করলো, শিকারী এমনকি তার বাবার চেয়েও লম্বা, তবে কোমরটা সরু, আর কাঁধ দুটো অনেক বেশি চওড়া। ভারি রাইফেলটা অনায়াসে একহাতে ধরে আছে।

ক্লডিয়ার দিকে একবার তাকালো শন। নির্লিপ্ত চেহারা। অজানা আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠলো ক্লডিয়ার, না জানি কি সর্বনাশ ঘটে যায় আজ! হঠাৎ একটা ঝোঁপ

চাপলো, ছুটে গিয়ে শনের হাতটা চেপে ধরে, নদী পেরুতে নিষেধ করে তাকে। কিন্তু মুখ খোলার আগেই ঘুরে দাঁড়ালো শন।

ধীরগতিতে সামনে বাড়লো ওরা। আহত সিংহকে ব্যস্ততার সাথে অনুসরণ করতে গিয়ে বহুলোক মারা গেছে আফ্রিকায়। মাতাউর সমস্ত মনোযোগ পায়ের নিচে মাটির ওপর। ঘাসবনের উঁচু পাঁচিলের দিকে একবারও মুখ তুলে তাকালো না। শনের ওপর তার পরিপূর্ণ বিশ্বাস আছে। ঘাসবনের কিনারায় পৌঁছে থামলো সে, একটা হাত পিছনে এনে গোপন সংকেত দিলো।

'রক্ত', পিছনদিকে না তাকিয়ে নিচু গলায় রিকার্ডো বললো শন। 'রক্ত আর পেটের লোম। আপনি ঠিক ধরেছেন, ক্যাপো। গুলিটা পেটেই লেগেছে।' ঘাসের ডগায় লেগে থাকা রক্তের চকচকে ভেজা দাগ দেখতে পেলো ও।

সুইমিংপুলে ডাইভ দেয়ার আগে সাঁতারু যেমন বুক ভরে শ্বাস টানে, সেভাবে বাতাস টানলো শন। বাতাসটা বুকে আটকে রেখে সামনে বাড়লো, ঢুকে পড়লো ঘাসবনের ভেতর।

* * *

ঘাসবনে ঢোকেনি, যেনো পানিতে ডুব দিয়েছে ওরা। ঘাসগুলো ওদের চেয়ে লম্বা, এতো ঘন যে দু'গজ সামনে দৃষ্টি চলে না। ঘাসের গায়ের রক্তের দাগ রয়েছে এখান দিয়ে সিংহটা ছুটে যাওয়ায় একটা পথও তৈরি হয়েছে, কাজেই অনুসরণ করতে অসুবিধা হলো না। ঘাসের গায়ে রক্তের দাগ দেখে শন আর মাতাউ বুঝে নিলো ঠিক কোথায় আহত হয়েছে। রক্তের সাথে মিশে রয়েছে মল, অর্থাৎ ফুটো হয়ে গেছে নাড়িভুঁড়ি। ক্ষতটা মারাত্মক, তবে মরার আগে দীর্ঘক্ষণ অসহ্য কষ্ট পাবে।

ঘাসবনে ঢোকার পর বিশ গজ এগিয়ে থামলো মাতাউ, আঙুল দিয়ে গাঢ় রক্তের ছোট্ট একটা পুকুর দেখালো। 'এখানে থেমেছিল', ফিসফিস করলো সে, উত্তরে মাথা ঝাঁকালো শন।

'বেশিদূর যায়নি', আন্দাজ করলো ও। 'কাছেই কোথাও আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। 'মাতাউ, এখানেই থাকো!' দু'জনেই ওরা জানে, নির্দেশটা অমান্য করা হবে। জীবনে কখনো পিছু হটেনি মাতাউ। আজও সে হামলার সময় নিজের জায়গা ছেড়ে একচুল নড়বে না।

'ঠিক আছে, মাথামোটা গর্দভ', রাগের সাথে বললো শন। 'আগে বাড়ো।'

'মাথামোটা গর্দভ', হাসিমুখে পুনরাবৃত্তি করলো মাতাউ। জানে, তার ওপর খুশি বা তাকে নিয়ে গর্ব অনুভব করলে এই গালিটা দেয় শন।

রক্তের ছাপ ধরে এগোলো ওরা। তিন-চার পা এগিয়ে থামলো, সামনের ঘাসে পাথর ছুঁড়লো শন। সিংহ সাড়া না দিলেও আবার এগোবার সময় সেফটিক্যাচটা বারবার অন আর অফ করছেন ক্যাপো। শব্দটা অস্বস্তিকর হলেও, মনে মনে ভদ্রলোকের প্রশংসা করলো শন। মানুষের পক্ষে যে-সব দুঃসাহসিক কাজে অংশগ্রহণ করা সম্ভব সেগুলোর মধ্যে এটাই সম্ভবত সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। পেটে গুলি খাওয়া সিংহের চেয়ে হিংস্র আর কিছু হতে পারে না। কাজটা শনের, এ-ধরনের ঝুঁকি নিতে অভ্যস্ত ও, কিন্তু রিকার্ডো মনটেরোর জন্যে অগ্নিপরীক্ষা-এখনো তিনি হতাশ করেননি ওকে।

সামনের ঘাসে আরেকটা পাথর ছুঁড়লো শন। নিচু গাছের শাখায় লেগে শব্দ করলো সেটা। সামনে ঝোপ। আরো সতর্কতার সাথে এগোলো দলটা। ঘাসের ফাঁকে ঝোপটা দেখা গেলো।

আশ্চর্য কালো রঙের একটা ঝোপ, ঘাসের সমুদ্রে যেনো একটা দ্বীপ। ঝোপের ভেতর দৃষ্টি চলে না এতো ঘন। পাথর ছুঁড়লো শন, শাখা-প্রশাখায় বাড়ি খেতে খেতে নিচে নামলো সেটা, সেই সাথে ঝোপের অনেক ভেতর থেকে গর্জে উঠলো সিংহ।

মৃত্যুভয় এতোই উপভোগ্য হয়ে উঠলো যে তা প্রায় সহ্যের বাইরে, এ যেনো আবেগের দ্বারা চরম পুলকলাভ, নারী-পুরুষ মিলনের চেয়ে অনেক বেশি জোরালো। রাইফেলের সেফটি-ক্যাচ অফ করলো শন, বললো, 'আসছে, মাতাউ।

পালাও!' ওর কণ্ঠে উল্লাস। সময় যেনো স্থির হয়ে গেলো। ভয় থেকে উৎসারিত আরেকটা বিচিত্র অনুভূতি এটা

চোখের কোণ দিয়ে শন দেকলো, এক পা এগিয়ে ওর পাশে এসে দাঁড়ালেন ক্যাপো। এর জন্যে কতোটুকু সাহাস দরকার হয়েছে তাঁর, জানে ও। 'গুড ম্যান!' জোরেই বললো। শন, আর যেনো ওর গলার আওয়াজেই ঝাঁকি খেলো ঘন ঝোপ, ডালপালা মড়মড়িয়ে ভেঙে ফুটে এলো সিংহ-আক্রোশে আর ব্যথায় গোঙাচ্ছে, গরগর আওয়াজ বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে।

অটল দাঁড়িয়ে থাকলো মাতাউ, যেনো মাটিতে পোঁতা একটা খুঁটি। ইতিহাসে নেই মাতাউ কখনো পিছু হটেছে। পা বাড়িয়ে তার একপাশে চলে এলো না, আরেক পাশে এলেন ক্যাপো; দু'জন একযোগে রাইফেল তুললো ওরা, লক্ষ্যস্থির করলো পাসবনের পাঁচিলের দিকে। ঝোপের ভেতর থেকে এখনো চুটে আসছে সিংহ, গর্জন ছাড়ছে অনবরত, প্রতিটি গর্জনযেন হাতুড়ি বাড়ি মেরে ওদের ইন্দ্রিয়গুলোকে অবশ করে দিলো।

ওদের মুখের ওপর ফাঁক হলো ঘাসবন বিশাল তামাটে একটা দানবীয় আকৃতি লাফ দিলো ওদের ওপর।

একসাথে গুলি করলো ওরা, গুলির বিকট শব্দে চাপা পড়ে গেলো বনভূমি-কাঁপানো গর্জনের আওয়াজ। দ্বিতীয় ব্যারেল থেকেও গুলি করলো শন। দুটো গুলির শব্দ একটা হয়ে বাজলো কানে, ৭৫০-গ্রেন বুলেট আঘাত করলো হিংস্র দানবটাকে, থামিয়ে দিলো যেনো, একটা পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়েছে। রিগবির বোল্ট টানলেন ক্যাপো, চারদিক থেকে প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে এলো গুলির শব্দগুলো

নিহত প্রানিটা ওদের পায়ের সামনে পড়েছে, রাইফেল উঁচু করে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা, রক্তাক্ত লাশটার দিকে তাকিয়ে আছে-ঘটনার দ্রুততায় আচ্ছন্নবোধ করছে সবাই, মাথার ভেতর এখনো রয়ে গেছে গুলির শব্দের রেশ।

নিস্তব্ধতার ভেতর সামনে বাড়লো শেডরাখ। মাতাউর মতোই সে তার জায়গায় স্থির দাঁড়িয়েছিল। লাশটার সামনে এসে ঝুঁকলো সে, পরমুহূর্তে ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে এলো, চিৎকার করে যা বললো তার পুরোপুরি অর্থ কেউ ভালো করে বুঝতে পারলো না।

'এটা সিংহ নয়!'

তার কথা শেষ হয়নি, হামলা করলো ফ্রেডেরিক দ্য গ্রেট। দস্যুরানীর মতোই, ঝোপ থেকে সরাসরি ওদের দিকে ছুটে এলো সে, তবে আরো ক্ষিপ্রবেগে। ঝড়ের বেগে ছুটন্ত রেল এঞ্জিনের মতো আওয়াজ করছে সে। অপ্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে ওরা, রাইফেল রিলোড করা হয়নি, সিংহীর লাশের কাছে এলোমেলোভাবে দাঁড়িয়ে। দূরে রয়েছে একা শুধু শেডরাখ, সিংহ [illegible] ওদের মাঝখানে।

গাসের পাঁচিল ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেই শেডরাখকে হাঁ করা চোয়ালের ফাঁকে আটকে নিলো, কামড় বসালো নিতম্বে, মাটিতে ঘষা খেয়েও পিছলে শেডরাখের পিছনে দাঁড়ানো ছোট্ট দলটার মাঝখানে চলে এলো।

ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলো সবাই। মাটিতে পিঠ দিয়ে পড়লো শন, ঘাড়টা ঝাঁকি খেলো প্রচণ্ডভাবে। বুকের ওপর রাইফেলটা ধরে আছে ও, পতনের সময় ওটা যাতে হাতছাড়া না হয় সেদিকে খেয়াল রয়েছে। মাটিতে পড়েই একপাশে কত হলোও।

দশ ফুট দূরে শেডরাখকে ক্ষতবিক্ষত করছে সিংহ। বিশাল থাবা দিয়ে শেডরাখকে মাটির সাথে গেথে নিয়েছে, দাঁত বসাচ্ছে নিতম্ব আর হাঁটুর ওপর পায়ে।

'ভাগ্যকে ধন্যবাদ যে ওটা চিতা নয়,' রিলোড করার জন্যে রাইফের ভাঙার সময় ভাবলো শন। কোনো শিকারী দলের ওপর হামলা করলে, চিতা কখনো একটা লোককে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না। ক্ষিপ্রতার সাথে একজনকে ছেড়ে আরেকজনকে ধরে, গোটা দলের সবক'জনকে অসাড় করতে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড লাগে তার।

সিংহের খোলা চোয়াল থেকে রক্ত ঝরছে। তার থাবার নিচে ছটফট করছে শেডরাখ, চিৎকার করছে, কেশর ঢাকা সিংহের মাথায় বৃথাই ঘুসি মারছে দু'হাতে। সিংহ আর শেডরাখের সামনে, ঘাসের ভেতর রিকার্ডো দেখতে পেলো শন। আঁচড়ে-খামচে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলেন তিনি, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এগোরেন ছিটকে পড়া রিগবির দিকে।

'গুলি করবেন না, ক্যাপো!' তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করলো শন। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে অনভিজ্ঞ একজন রাইফেলধারী হামলারত পশুর চেয়ে বিপজ্জনক রিগবির বুলেট সিংহের গা ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে সামনের যে-কে নো লোককে আঘাত করতে পারে।

বাম হাতের আঙুলের ফাঁকে দুটো স্পেয়ার কার্ট্রিজ আটকে রেখেছিল শন। দ্রুত রিলোড করার জন্যে অভিজ্ঞ শিকারীদের একটা কৌশল এটা। কার্টিজ দুটো খালি ব্রীচে ভরে নিলো ও।

শেডরাখের নিচের দিকটা চিবাচ্ছে সিংহ। হাড় ভাঙার রোমহর্ষক শব্দ ঢুকলো শনের কানে, যেনো শুকনো টোস্টে কামড় দিচ্ছে কেউ। দুর্গন্ধে ভারি হয়ে আছে বাতাস।

শেডরাখ আর সিংহের সামনে, শন দেখলো, রিগবিতে গুলি ভরছেন ক্যাপো। 'না, ক্যাপো!' আবার চিৎকার করলো শন। সরাসরি দু'জনের মাঝখানে রয়েছে । কোনো বুলেট যদি তাকে আঘাত করে, শনের গায়েও লাগবে সেটা।

ধরাশায়ী মানুষের ওপর ঝুঁকে রয়েছে পশু, এই অবস্থায় ওদের দিকে ছুটে গিয়ে গুলি করা বোকামি ছাড়া কিছু নয়, কারণ পশুর সাথে মানুষটাও নির্ঘাৎ মারা পড়বে। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে বিশেষ কৌশল দরকার হয়।

দাঁড়াবার কোনো চেষ্টাই করলো না শন।। মাটির ওপর শরীরটাকে গড়িয়ে দিলো ও। তিনবার গড়ান দিয়ে থামলো, শুয়ে আছে সিংহের পাশে, প্রায় ছুঁতে পারে। রাইফেলের মাজলটা চেপে ধরলো সিংহের নিচের দিকের পাঁজরে, গুলি ওপর দিকে ছুটবে। ৭৫০-গ্রেনের একটা বুলেটই যথেষ্ট।

গুলির ধাক্কায় শেডরাখের শরীর থেকে শূন্যে উঠে পড়লো, ছিটকে পড়লো একপাশে, দুই কাধের মাঝকান দিয়ে বেরিয়ে সোজ আকাশের দিকে উঠ গেছে বুলেট।

রাইফেল ফেলে দিয়ে শেডরাখের ওপর ঝুঁকলো শন দু'হাতে তুলে নিলো বুকের ওপর, ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো তার পায়ের দিকে। দাঁতগুলো ছোরার মতো ব্যবহার করেছে সিংহ। নিতম্ব থেকে হাঁটু পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। 'মাতাউ!' হাঁক ছাড়লো শন।

'টয়োটা! মেডিসিন বক্স! জলদি!' শনের কথা শেষ হতে যা দেরি, ঘাসবনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলো খুদে ট্র্যাকার।

হামাগুড়ি দিয়ে শনের পাশে চলে এলেন ক্যাপো। শেডরাখের পা'টা দেখলেন। 'ওহ্ গড!' আঁতকে উঠলেন তিনি।

মাংসের গভীরে ধমনি ছিঁড়ে যাওয়ার ফিনকি দিয়ে সবেগে বেরিয়ে আসছে লাল রক্ত। গরম মাংসের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে দিলো শন। ছেঁড়া ধমনি পিচ্ছিল লাগলো আঙুলে, রাবারের মতো দু'আঙুলে শক্ত করে চেপে ধরলো সেটা। 'জলদি, মাতাউ, জলদি! আবার চিৎকার করলো ও।

তিনশো গজের মতো দূরে টয়োটা। তাড়া খাওয়া খরগোশের মতো ছুটলো মাতাউ। কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এলো সে। তার সাথে জোবও রয়েছে, হাতে একটা সাদা বাক্স, ঢাকনির গায়ে রেড ক্রিসেন্ট আঁকা। ঢাকনিটা খুললো ওরা।

'ইনস্ট্রুমেন্ট রোলে পাবে,' বললো শন। 'হীমোস্ট্যাকস।'

স্টেইন-লেস স্টীল ক্ল্যাম্পগুলো শনের হাতে ধরিয়ে দিলো জোব, শেডরাখের ছেঁড়া ধমনিতে আটকানো হলো সেগুলো। তাজা লাল রক্তে ভিজে গেলো শনের হাত।

'শিরাপথে স্যালাইন দিতে হবে, পথ তৈরী করো,' জোবকে নির্দেশ দিলো শন। 'প্রথমে ওকে আমরা এক ব্যাগ রিংগার্স ল্যাকটেট দেবো। তাড়াতাড়ি করো!' কথা বলছে বটে, তবে হাত দুটো থেমে নেই। আয়েডিন পেস্ট ভরা টিউবের মখটা ক্ষতগুলোর গভীরে ঢুকিয়ে চাপ দিলো ও। চুপচাপ শুয়ে আছে শেডরাখ। প্রতিবাদ করছে না বা ব্যথায় কাতরাচ্ছে না, চোখ খুলে ওদের কাজকর্ম দেখছে, জোব কিছু জিজ্ঞেস করলে বিড়বিড় করে সিনডেবেল ভাষায় জবাব দিচ্ছে। 'স্যালাইনের পথ তৈরী হয়ে গেছে,' বললো জোব।

শেডরাখের কনুইয়ের উল্টোদিকের একটা শিরা খুঁজে নিলো শন, প্রথমবারের চেষ্টাতেই ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো ছুঁচটা। 'ওহে, শেডরাখ,' জোর করে নিঃশব্দে

হাসলো শন। 'তুমি জানো, তোমার খাওয়ানো বিষেই মারা গেছে সিংহটা। তোমার পা'টা খেলো সে, অমনি পটল তুললো। কি মজা!' হাসির একটা শব্দ বেরুলো শেডরাখের গলা থেকে, শুনে তাজ্জব বনে গেলেন ক্যাপো। 'রিকার্ডো সাহেব,' দরাজ গলায় বললো, শন, আমার বন্ধুকে আপনার একটা চুরুট দিন।' পরিষ্কার সাদা টেপ দিয়ে পা'টা বাঁধলো ও।

পায়ের যত্ন নেওয়া পর শেডরাখের বাকি শরীরটা পরীক্ষা করলো শন। আঁচড়ের দাগগুলোর ওপর আয়োডিনের প্রলেপ মাখালো। এরপর ট্র্যান্সফিউশন ব্যাগে পুরো এক অ্যামপুল পেনিসিলিন চাললো। কাজটা শেষ হতে আধঘন্টার বেশি লাগলো না। মনে মনে ক্যাপোস্বীকার করলেন, ভালো একজন ডাক্তারও এরচেয়ে দ্রুত বা দক্ষতার সাথে কাজটা সারতে পারতো না।

'এখানে টয়োটার আনতে হলে অনেক পথ ঘুরে আসতে হবে,' বললো শন। 'ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে আমার। কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখো শেডরাখকে।' শেডরাখের ওপর ঝুঁকলো ও। 'কিছু না স্রেফ আঁচড়, আমি দেখতে চাই তাড়াতাড়ি কাজে ফিরে এসেছো তুমি। তা নাহলে কিন্তু বেতন কাটা যাবে।' .৫৭৭-টা তুলে নিয়ে ছুটলো ও, ঘাসবনের ভেতর দিয়ে নদীর দিকে যাচ্ছে। এতোক্ষণে রাগ হলো শনের, দেরি করে হওয়ায় অনেক বেশি জোরালো।

নদীর পারে পৌঁছে দেখলো, টয়োটার সামনের সিটে একা বসে রয়েছে ক্লডিয়া। নিঃসঙ্গ আর বিষণ্ন লাগছে তাকে, যদিও শনের মনটা তাতে একটুও নরম হলো না। ওর হাতে শুকনো রক্ত দেখে শিউরে উঠলো ক্লডিয়া। তার দিকে না তাকিয়ে রাইফেলটা গান র‍্যাকে রাখলো শন, বোতলের পানি দিয়ে হাত ধুলো। ড্রাইভিং সিটে বসে স্টার্ট দিলো ট্রাক, নদীর শুকনো তলা ধরে ফিরতি পথে চুটলো টয়োটা।

'কি ঘটেছে আমাকে বলবে না?' অবশেষে জানতে চাইলো ক্লডিয়া। সে যে অনুতপ্ত তা গোপন করার জন্যে গলার আওয়াজ চড়া করতে চেষ্টা করলো, স্বর ফুটলো না, মিনমিনে আওয়াজ বেরুলো।

'বেশ।' সামনের দিকে তাকিয়ে মুখ খুললো শন। 'যা ঘটেছে তারচেয়ে খারাপ আর কিছু ঘটতে পারে না।' সংক্ষেপে ঘটনার বর্ণনা দিলো ও। প্রথমে হামলা করে তরুণী সিংহী, ভুল করে তাকে গুলি করে ওরা। দস্যুরানী মারা যাওয়া ক্ষতি হলো ক্লডিয়া যাদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসে বলে মনে করে, সেই বাচ্চাগুলোর। এখনো তারা মায়ের দুধ ছাড়েনি। ওরা বাঁচবে না। তিনটে বাচ্চাই মারা যাবে। বেশিরভাগ সম্ভাবনা হায়েনাদের খোরাক হবে ওগুলো।'

'না!' আঁতকে উঠলো ক্লডিয়া।

হেডলাইট জ্বাললো শন, সূর্য ডোবার সাথে সাথে অন্ধকার নেমে আসছে বনভূমিতে। তারপর কি ঘটেছে ব্যাখ্যা করলো শন। শেডরাখের ওপর লাফিয়ে পড়লো ফ্রেড।কামড়ে শরীর তেকে প্রায় আলাদা করে ফেলেছে শেডরাখের একটা

পা। ওটা যে কেটে ফেলতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ট্র্যাকার হিসেবে লোকটার আর কোনো মূল্য নেই। সারাটা জীবন তাকে পঙ্গুত্বের অভিশাপ নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে।

নিঃশব্দে কেঁদে ফেললো ক্লডিয়া। 'আমি -দুঃখিত।'

'দুঃখিত? শেডরাখ আমার আপন ভাইয়ের চেয়েও বেশি! আমরা আফ্রিকার সূর্য মাথায় নিয়ে দশ হাজার মাইল একসাথে হেঁটেছি, এক কম্বলের নিচে ঘুমিয়েছি, এক থালায় খেয়েছি। এখন তুমি বলছো, দুঃখিত! বেশ-বেশ অসংখ্য ধন্যবাদ, ডাকি! শুনে সুখী হলাম!'

'জানি তোমার রাগ করার কারণ আছে। আমি বুঝতে পারি...।'

'বুঝতে পারো? কিছুই তুমি বোঝো না! মূল্যহীন ভাবাবেগে ঠাসা তোমার ভেতরটা, কঠিন বাস্তব দুনিয়া সম্পর্কে কিছুই তোমার শেখা নেই। একটা মাত্র পশুর নিয়তি বদলে দিতে চেয়ে কতোটুকু ক্ষতি করেছো জানো? একটা সিংহী মারা গেছে, তার বাচ্চাগুলোও বাঁচবে না। একজন লোক, যদি ভাগ্যগুণে বাঁচেও সারাজীবন পঙ্গু হয়ে জীবন কাটাবে।'

'আর কি বলতে পারি আমি? আমার ভুল হয়েছে।'

'চমৎকার! তুমি ভুল স্বীকার করায় সব আবার ঠিকঠাক হয়ে গেলো, তাই না? শেডরাখ তার পা ফিরে পাবে, সিংহীটা আবার প্রাণ ফিরে পাওয়ায় আমার লাইসেন্স বাতিল হবে না....।'

'কি করলে আমার প্রায়শ্চিত্ত হবে?

'সাফারি শেষ হতে আর ত্রিশ দিন বাকি,' তিক্তকণ্ঠে বললো শন। 'আমি চাই এই ত্রিশটা দিন তুমি আমার ঘাড়ে চড়বে না। সাফারি বাতিল করে তোমাকে আমি আমেরিকায় ফেরত পাঠাচ্ছি না একটি মাত্র কারণে, তোমার বাবা দারুণ একজন মানুষ, তাঁর আনন্দটুকু মাটি করতে চাই না। কি বলতে চাই বুঝতে পারছো তো? আমার কাছ থেকে যতোটা সম্ভব দূরে সরে থাকবে তুমি আমার কোনো ব্যাপারে নাক গলাবে না। ঠিক আছে?'

'বেশ।'

ফেরার পথে আর কোনো কথা হলো না। ইতিমধ্যে আগুন জ্বেলেছে জোব আর মাতাউ গাড়ি থেকে নেমে সরাসরি শেডরাখের পাশে চলে এলো শন। 'ব্যথা কি রকম?'

'বেশি না,' যতোই ব্যথা হোক, স্বীকার করবে না শেডরাখ। সে না একজন আফ্রিকার পুরুষ!

শেডরাখকে মরফিন ইঞ্জেকশন দিলো শন। ওষুধ কাজ শুরু করার পর ধরাধরি করে ট্রাকে তোলা হলো তাকে। ওরা অপেক্ষায় থাকলো, জোব আর মাতাউ ছাল ছাড়ালো দস্যুরানী ও ফ্রেডেরিক দ্য গ্রেটের। 'সিংহ বটে,' রিকার্ডো বললো শন। 'গর্ব করার মতো একটা ট্রফি পেলেন আপনি।'

বিষণ্ন চোখে তাকালেন ক্যাপো। 'চলুন শেডরাখকে ক্যাম্পে নিয়ে যাই।'

সাবধানে গাড়ি চালালো শন, শেডরাখ যাতে ঝাঁকি না খায়। জেদ করে শেডরাখের সাথে ট্রাকের পিছনে বসলো ক্লডিয়া, ট্র্যাকারের মাথাটা তুলে নিলো নিজের কোরে তার মাথার চুলে আঙুল চালালো ধীরে ধীরে, চোখ দুটো ছলছল করছে।

সামনের সিটে শনের পাশে বসছেন ক্যাপো। 'এরপর কি আশা করতে পারি আমরা?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'সিংহী হত্যার দায়ে গেম ডিপার্টমেন্ট সত্যি সত্যি আপনার লাইসেন্স বাতিল করে দেবে?'

'ক্যাম্পে পৌঁছে হারারেতে রেডিও মেসেজ পাঠাবো,' বললো শন। 'শেডরাখের জন্যে এয়ারপোর্টে একটা অ্যাম্বুলেন্স রাখবে ওরা। দু'দিনের জন্যে যাবো আমি-শেডরাখকে দেখবো, তদবির করবো লাইসেন্সটা যাতে বাতিল না হয়।'

'লাইসেন্স বাতিল হলে আপনি বিপদে পড়বেন, আমি বুঝি,' বললেন ক্যাপো। 'আমার যদি কিছু করার থাকে, অবশ্যই করবো আমি, শন। আমি লিখিত দিতে পারি, সিংহীকে আমি গুলি করেছি...।'

'ধন্যবাদ, ক্যাপো। গেম ডিপার্টমেন্টের নীতি হলো, ক্লায়েন্টদের কোনো ভাবে দায়ী করা যাবে না। যাই ঘটুক না কেন, মাশুল দিতে হবে আমাকে। এমনকি ওরা আপনার সাফারিও বাতিল করবে না। আপনার সাফারির মেয়াদ শেষ হলে শুরু হবে আমার সাজা। ভয় নেই, তুকুটেলাকে শিকার করার সময় আপনি আমাকে পাশে পাবেন।'

'শন, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি যেনো একটা স্বার্থপর বেজন্মা। আমি আপনার জন্যে চিন্তিত, চিন্তিত আপনার লাইসেন্সের জন্যে, নিজের আনন্দ-ফুর্তির কথা ভাবছি না।'

'দু'জনেই আমরা সময়টা উপভোগ করবো, ক্যাপো। লাইসেন্সটা যদি সত্যি হারাই, এবারই তাহলে শেষবার আমরা একসাথে শিকার করবো।'

পিছন থেকে ওদের কথা সবই শুনতে পেলো ক্লডিয়া, জানে শনের শেষ কথার উত্তরে কেন কিছু বললেন না তার বাবা। বাবা জানেন, এটাই তাঁর শেষ শিকার অভিযান, লাইসেন্স থাক বা না থাক। গত কয়েক ঘন্টা ধরে মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে ক্লডিয়া, এখন বাবার কথা ভাবতে গিয়ে চোখ দুটো তার পানিতে ভরে উঠলো। তারপর একা শুধু বাবার জন্যে নয়, আরো অনেকের জন্যে কান্না পেলো তার। কান্না পেলো দস্যুরানীর জন্যে, তার ভুলে প্রকৃতির অমন একটা চোখ-ধাঁধানো শোভা অকালে ঝরে পড়লো। কান্না পেলো বাচ্চা তিনটের জন্যে। খিদেতে কষ্ট পাবে, দেখাশোনার কেউ না থাকায় হায়েনারা খেয়ে ফেলবে। কান্না পেলো শেডরাখের জন্যে। সরল একটা মানুষ, কর্মঠ, কিন্তু পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকবে-যদি বাঁচে।

ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো ক্লডিয়া, এক ফোঁটা পানি পড়লো শেডরাখের কপালে। চোখ খুলে অবাক হয়ে তাকালো সে। আঙুল দিয়ে তার কপালটা মুছে দিলো ক্লডিয়া, কম্বলের ভেতর হাত গলিয়ে বুকে আঙুল বুলালো। 'তুমি ভালো হয়ে যাবে, শেডরাখ,' ধরা গলায় বললো সে। নিজেও জানে, কতো বড়ো মিছে কথা ওটা।

* * *

রেডিওর সাথে টয়োটার বারো-ভোল্ট ব্যাটারির সংযোগ দিয়ে এরিয়াল ফিট করলো শন, রোজ রাতের মতো আজও ওর হারারে অফিসের সাথে কথা বললো। অপরপ্রান্তে অপেক্ষা করছিল গুজরাটি মেয়ে রীমা, তার মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠস্বর পরিষ্কার ভেসে এলো। হিন্দু এই মেয়ে কোর্টনি সাফারির হারারি অফিস দেখভাল করে।

'এদিকে সমস্যা হয়েছে,' যথাসম্ভব সংক্ষেপে বলে চলে শন। 'আমি চাই বিমানবন্দরে একটা অ্যামবুলেন্স যেনো রেডি থাকে।'

'ঠিক আছে, শন।'

'আগামীকাল সকাল দশটায় জোহানেসবার্গে আমার ভাই, গ্যারিক কোর্টনির সঙ্গে টেলিফোন যোগাযোগের ব্যবস্থা করো।'

'ঠিক আছে, শন।'

'আগামীকাল বিকালে গেম ডিপার্টমেন্টের পরিচালকের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ফেলো।'

'পরিচালক ওয়াইল্ডলাইফ কনফারেন্স উপলক্ষ্যে নিউ ইয়র্কে গেছেন, ফিরতে দেরি হবে। তার বদলে দায়িত্বে রয়েছেন ডেপুটি ডিরেক্টর।'

'ঠিক আছে, রীমা। তাহলে ডেপুটি ডিরেক্টর জিওফ্রে ম্যানগুজার সঙ্গেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করো।'

'পরিস্থিতি খারাপ মনে হচ্ছে, শন?'

'ঠিক তাই।'

'আচ্ছা। তোমার আসার সময় জানাও।'

সন্ত্রাসবাদী হামলার কারণে হারারি এয়ারপোর্ট আগে থেকেই টাইম-টেবিল ঠিক করে রাখে।

'পাইলট ছাড়াও দুজন থাকবে সাথে। ২৩০০ ঘন্টায় হারারি পৌছুবো।'

যোগাযোগ কেটে দিলো শন।

টয়োটা নিয়ে এয়ারস্ট্রিপে পৌছুতে আধা ঘন্টা লাগলো। গাড়িতে ক্যাপো আর ক্লডিয়া থাকলো। বীচক্র্যাফট প্লেন থেকে পিছনের সিটগুলো তুলে ফেললো শন, খালি জায়গাটায় শেডরাখের জন্যে নরম কম্বল পাতা হলো। ইতিমধ্যে গায়ের তাপমাত্রা একশো এক ডিগ্রীতে পৌচেছে শেডরাখের, প্রলাপ বকছে। ড্রেসিং খুলে ক্ষতটা পরীক্ষা করার সাহস হয়নি শনের, কি না কি দেখতে হয়। প্লেনে তোলার পর আবার তাকে পেনিসিলিন দিলো ও। শেডরাখের সাথে তার স্ত্রীকেও হারারেতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কাপড়ে বাঁধা বাচ্চাটাকে পিঠে ঝুলিয়ে প্লেনে চড়লো সে, বসলো শেডরাখের পাশে, কান্না থামাবার জন্যে ব্লাউজের বোতাম খুলে দুধ খাওয়ালো বাচ্চাকে।

'চিন্তা করবেন না, যাই ঘটুক না কেন, দু'দিনের মধ্যেই ফিরবো আমি,' বিদায় নেয়ার সময় রিকার্ডোকে বললো শন। 'আপনারা কিন্তু ক্যাম্প ছেড়ে বেশি দূরে কোথাও যাবেন না।'

শনের সাথে হ্যাণ্ডশেক করলেন রিকার্ডো মনটেরো। 'আমাদের কথা আপনাকে ভাবতে হবে না। শেডরাখের ওপর খেলায় রাখবেন।'

বেনী বাদ দিয়ে চুল খোলা রেখেছে আজ ক্লডিয়া। বড়ো বড়ো দুই চোখে নরম আর উষ্ণ দৃষ্টি। টয়োটার হেডলাইটের আলোয় তার নধর শরীর যেনো আরো মোহনীয় দেখায়। হঠাৎ করেই শন বুঝলো, এই মেয়ে দারুণ সুন্দরী।

করমর্দনের জন্যে ক্লডিয়া হাত বাড়াতে চাচ্ছিলো, কিন্তু দেখতে না পাবার ভান করে ঘুরে দাঁড়ালো শন, মই বেয়ে উঠে পড়লো প্লেনে।

আকাশে উঠে পড়ার পর আসছে দিনের ঘটনাবলী নিয়ে ভাবার অবকাশ পেলো সে। ও জানে, ডেপুটি ডিরেক্টরের সঙ্গে মিটিংটা খারাপ হবে। পরিচালক ভদ্রলোক ওর বন্ধু মানুষ, রোডেশিয়ান সরকারে এখনো যে কজন ব্রিটিশ সিভিল সার্ভেন্ট রয়েছেন, তিনি তাদের একজন। কিন্তু জিওফ্রে ম্যানগুজা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতে গড়া। কালো আদমী।

বুশ ওয়ারের সময় দুই পক্ষে লড়েছিলো সে আর শন। গেরিলা লড়িয়ে এবং রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব ম্যানগুজা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে, তিনি পেশাদার শিকারীদের একদম পছন্দ করেন না, আর শেতাঙ্গ হলে তো কথাই নেই।

হারারে এয়ারপোর্টে নেমে রীমাকে পেলো শন। আধুনিক ভারতীয় নারীর মতোই শাড়ি বাদ দিয়ে সুট পড়েছে সে। কিন্তু এতো আধুনিকও হয়নি যে নিজের বর নিজেই পছন্দ করবে। রীমার বাপ-চাচারা ছেলে ঠিক করেছে তার জন্যে, কানাডাবাসী ভারতীয় এক অধ্যাপককে। কোর্টনি সাফারির এক মূল্যবান অলঙ্কার হলো গে এই রীমা, ও চলে গেলে কি হবে শন জানে না।

হালকা প্লেনগুলোর জন্যে নির্ধারিত হ্যাঙ্গারের পাশে একটা অ্যাম্বুলেন্স অপেক্ষা করছে। কোম্বি-র একটা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলো শেডরাখকে। রীমার চটপট গুরুত্বপূর্ণ কিছু চিঠি পত্র পড়ে গেলো।

'আটলান্টার সার্জন, কার্টার সাহেব তার সাফারি বাতিল করেছেন...' একুশ দিনের সাফারি ছিলো ওটা; শন চমকে উঠতে হাসলো রীমা। 'মিউনিখের সাবান প্রস্তুতকারক, হের বুখনারকে ফোন করেছি আমি। ওই যে, গত ডিসেম্বরে বাদ দিয়েছিলো সাফারি। উনি লুফে নিয়েছেন এই একুশ দিনের প্রস্তাব। কাজেই, আমরা বুক।'

'আমার ভাইয়ের কি খবর?' বাধা দিয়ে শন বলে।

'বিকেলে তোমার ফোনের অপেক্ষায় আছেন উনি। ফোন কাজ করছে এখনো।' জিম্বাবুয়েতে টেলিফোন সবসময় কাজ করা একটা বিরল ঘটনা।

হাসাপাতালে আরো জনা পঞ্চাশেক সিরিয়াস রোগী ভর্তির অপেক্ষায় আছে। শেডরাখের স্ট্রেচার একপাশে সরিয়ে রাখা হলো।

'দেখি কি করা যায়,' বলে এগিয়ে গেলো রীমা। ভুবনভোলানো হাসির সঙ্গে কথা বলতে লাগলো ভর্তি কেরানীর সাথে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেডরাখের ভর্তির সমস্ত কাগজপত্র সম্পন্ন হলো। পূর্ব জার্মানীর একজন ডাক্তার তাকে দেখতে এলেন।

'কতো লাগলো ঘুষ?' শন জানতে চায় রীমার কাছে।

'অল্প। এক ব্যাগ শুকনো মাংস।'

সাফারির ক্লায়েন্টদের কল্যানে শেখা অল্প বিস্তর জার্মান ভাষায় শন ডাক্তারকে বুঝিয়ে বললো শেডরাখের ইতিহাস। এরপর ফিরে এলো শেডরাখের কাছ থেকে বিদায় নিতে।

'রীমার কাছে টাকা আছে। কোনো প্রয়োজন হলে, ওকে বললেই চলবে।'

'যখন ভুকুটেলাকে শিকার করবেন, আমি কল্পনায় আপনার পাশে থাকবো,' নরম স্বরে বললো শেডরাখ। উত্তর দেওয়ার আগে অনেক কষ্টে কান্না গিলে নিলো শন।

'আমরা দুজনে মিলে আরো অনেক বুড়ো হাতি শিকার করবো হে!' বলে, আর দাঁড়ালো না সে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো হাসপাতাল থেকে।

পরদিন সকালে ভাইয়ের অফিসে ফোন করতেই নানান শব্দজট ভেসে এলো শনের কানে।

'গ্যারিক কোর্টনি এখন বোর্ড মিটিং এ রয়েছেন,' কোর্টনি গ্রুপের হেডকোয়ার্টার, সেনটেইন হাউজ থেকে বললো অপারেটর মেয়েটা। 'তবে আপনার কল সরাসরি তার কাচে পৌছে দেওয়ার ব্যাপারে নির্দেশ আছে।'

'শন!' গ্যারির গম্ভির, শক্তিশালী কণ্ঠস্বর ভেসে এলো লাইনে। কেমন করে এতো শক্ত হয়ে উঠলো ও?

শন চাইলে কোর্টনি অফিসে গ্যারির কাজটা পেতে পারতো। যাই হোক, পরিবারের বড়ো ভাই সে। কিন্তু অমন কাজ ওর ধাতে সয় না। তবে, মাঝেমধ্যে গ্যারির রোলস্ রয়েস, লিয়ার জেট আর ফ্রান্সের ভিলায় অবকাশ যাপন দেখলে ওর হিংসা হয়।

'হ্যালো, গ্যারি! সব কেমন চলছে?'

'একদম ঠিকঠাক,' গ্যারি বলে চলে। 'কোনো সমস্যা?' সাধারণত কোনো সমস্যা না হলে দুই ভাইয়ের কথা হয় না।

'কিছু জায়গায় ঘুষ দিতে হতে পারে,' কূটনীতিবিদের মতো করে বলে শন।

'ঠিক আছে। কেবল বলো কতো টাকা দিতে হবে, কোথায়,' কোর্টনি সাফারির চল্লিশ পার্সেন্ট শেয়ারের মালিক গ্যারি।

'ধন্যবাদ। আমি কাল তোমাকে ফোন করে জানাবো। বাকি সবার কি অবস্থা?' আরো কিছুক্ষণ টুকিটাকি কথার পর ফোন রাখলো শন। আউটার অফিসে রীমা ওর অপেক্ষায় আছে।

'আজ বিকেল ৪:৩০-এ কমরেড জিওফ্রে ম্যানগুজার সঙ্গে তোমার বৈঠক।' জানালো মেয়েটা।

লম্বা শরীরের একজন শোনা ম্যানগুজা। কুচকুচে কালো গায়ের রঙ। রুপালী ফ্রেমের চশমা চোখে, কালো নীল সুট। গায়ে যতো দামী পরিচ্ছদ পড়া, তার কোনোটিই একজন মার্কসিস্ট-এর পরিচয় বহন করে না, অথচ ম্যানগুজা নিজেকে বাম পন্থি রাজনৈতিক বলে দাবী করে। কিন্তু নিজের ডেস্ক থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ওকে সম্ভাষন জানালো না ভদ্রলোক।

'কর্নেল কোর্টনি দেখছি,' বাঁকা হাসির সঙ্গে ওকে সম্বোধন করে বুঝিয়ে দিলো, যুদ্ধে ব্যালানটিন স্কাউটে শনের পদবীর কথা তার মনে আছে। আরো বুঝিয়ে দিলো, তারা পরস্পরের শত্রু।

'শুধু মিস্টার বললেই চলবে,' শন বলে। 'ওসব যুদ্ধের ব্যাপার এখন অতীত, কমরেড ম্যানগুজা।

'কি করতে পারি আপনার জন্যে?'

'দু:খজনক ব্যাপার.. আমার সাফারিতে ভুলবশত একটা নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছে...' পুরো ঘটনার বর্ণনা শেষ করে রীমার টাইপ করা কিছু পাতা ডেপুটি ডিরেক্টরকে দিলো শন।

'আপনি নিশ্চই অবগত আছেন, কর্নেল কোর্টনি,' ইচ্ছেকৃত ভাবেই আবারো শনের র‍্যাঙ্ক উচ্চারন করলো ম্যানগুজা। 'এই ব্যাপারে আমার কঠোর অবস্থান নিতে হবে। মনে হচ্ছে আপনার ক্লায়েন্ট এবং স্টাফদের প্রতি কোনো দায়িত্ববোধই নেই আপনার। জিম্বাবুয়ে এখন আর কোনো ব্রিটিশ কলোনি নয়, আমাদের লোকেদের আগের মতো চাকর ভাববেন না।'

'পরিচালকের কাছে রিপোর্ট করার আগে আমার কিছু কথা শুনুন।'

'বলুন, কর্নেল।'

'এখন তো পাঁচটা বেজে গেলো। চলুন না হয়, গলফ্ ক্লাবে কথা হোক।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে ম্যানগুজা বলে, 'ঠিক আছে। আধ ঘন্টা পরে ক্লাবে দেখা করুন।'

ক্লাবে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলো ম্যানগুজা, শনকে। অবশেষে যখন ওর বিপরীতে বসলো সে, মুচকি হেসে বললো, 'কি মজা, তাই না? আরো কয়েক বছর আগে একজন কালো আদমী কেবল ওয়েটার হিসাবে এখানে প্রবেশ করতে পারতো। আর এখন আমি কমিটি মেম্বার!'

এটা সেটা বলে পরিবেশটা হাল্কা করতে চাইছিলো শন, কিন্তু তা হবার নয়।

'আপনি কিছু ব্যাপার বলতে চাইছিলেন?'

'প্রথমত, মি. ম্যানগুজা, আমি আপনাকে বলতে চাই যে, চিউইউই কনসেশনকে আমি এবং আমার পরিবার অত্যন্ত গুরুত্ব দিই।' ইচ্ছে করেই গুরুত্ব শব্দটা উচ্চারন করলো শন। 'আমি ফোনে আমার পার্টনারদের সঙ্গে কথা বলেছি সকালে, যে কোনো মূল্যে এই সমস্যা থেকে মুক্তি চায় তারা।'

কিছু সময় চুপ থেকে শন আবারো বললো, 'আমি পার্টনারদের বলেছি, গেম ডিপার্টমেন্টে আপনি সবচেয়ে প্রভাবশালী লোক, শেতাঙ্গ ডিরেক্টর কেবল লোক দেখানো। দশ হাজার ডলার। আপনার মনোনীত যে কোনো একাউন্টে যে কোনো দেশে পাঠাতে পারি।'

কঠোর চোখে শনের দিকে তাকিয়ে আছে ম্যানগুজা। থেমে পড়লো শন। সামান্য কেঁপে গেলো ম্যানগুজার গলা, 'আমাকে ঘুষ দিয়ে কিনে নিবেন– এমন ধারণা অত্যন্ত অপমানজনক। তা ও না হয় সহ্য করা গেলো, কিন্তু আমার দেশের স্বাধীনতার জন্যে যেসব মুক্তিকামী জনগনকেও লড়েছে, তাদেরকে ও আপনি অপমান করলেন– এটা সহ্য করার মতো নয়। মার্কসিস্ট মতাদর্শকে অপমান করলেন আপনি।'

'আরে, ভাই, আমি কেবল আমার কনসেশন ফেরত চাই; আফ্রিকায় দাস প্রথা নয়!'

'যতো পারেন, হেসে নেন, কর্নেল কোর্টনি। আপনি শেতাঙ্গ। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আমরা ভালোই জানি। যে ম্যাটাবেল হুলিগানদের দোসর বানিয়েছেন– তাও অজানা নয়। গনতন্ত্রের বিরুদ্ধে তারা আপনাকে মদদ দিয়েছে। আপনি তাদের লিডার।'

'আমি ভুলক্রমে একটা সিংহীকে গুলি করেছি, আমার একজন ক্যাপিটালিস্ট ব্রোভার তার কামড় খেয়েছে।'

'আপনার গতিবিধির উপর আমরা লক্ষ্য রাখছি, কর্নেল।' ভয়ংকর স্বরে বললো ম্যানগুজা। 'নিশ্চিত থাকেন, আপনার এই অপরাধের কথা আমি উপযুক্ত কতৃপক্ষের কাছে জানাবো।'

ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে বের হয়ে গেলো জিওফ্রে ম্যানগুজা।

'তো,' মাথা ঝাঁকায় শন। 'চিউইউই কনসেশন– বিদায়! সব শেষ।' পেটের গভীরে বাজে একটা অনুভূতি গুলিয়ে উঠছে থেকে থেকে।

* * *

নিজের অফিসে ফিরে এলো শন। রীমা বললো, 'ঘন্টাখানেক আগে ক্লিনিক থেকে ফোন করেছিল ওরা। কেটে বাদ দেয়া হয়েছে শেডরাখের পা।'

অনেকক্ষণ নড়লো না শন, কথাও বলতে পারলো না। ওকে একা রেখে অফিস থেকে বেরিয়ে গেলো রীমা। রীমা বেরিয়ে যেতে ফাইলিং কেবিনেট খুলে শিভাস রিগালের একটা বোতল আর গ্লাস বের করলো ও। রাতটা আজ অফিসের সোফায় বসেই কাটিয়ে দেবে, হোটেলে ফিরতে ইচ্ছে করছে না।

সকালে রীমা শনের ফ্লাইট প্ল্যান বুক করতে হাসপাতালে শেডরাখের কাছে ফিরে এলো ও।

কোমড়ের একটু নিচে থেকে শেডরাখের পা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে।

জার্মান ডাক্তার এক্স-রে প্লেট দেখালেন ওকে, বললেন, 'আর কোনো উপায় ছিলো না।'

সার্জিকাল ওয়ার্ডে বসবার কোনো ব্যবস্থা নেই, শেডরাখের বিছানার ধারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো শন। পুরনো শিকার অভিযানের কথা উঠলো, দু'জনের কে কবে ভয়ংকর সব ঝুঁকি নিয়েছে। পায়ের কথা কেউই তুললো না। রোমন্থনের জন্যে আর কিছু যখন পাওয়া গেলো না, ওয়ার্ড সিস্টারের হাতে একশো ডলারের একটা নোট গুঁজে দিয়ে চলে এলা শন, শেডরাখের ওপর খেয়াল রাখবে সে।

সরাসরি এয়ারপোর্টে চলে এলা শন। আগেই পৌঁচেছে রীমা, ফ্লাইট প্ল্যান নিয়ে অপেক্ষা করছিল। ইতিমধ্যে ফুয়েল ভরা হয়েছে বীচক্র্যাফটে, ক্যাম্পের জন্যে প্রয়োজনীয় রসদও তোলা হয়েছে।

'তোমার মতো মেয়ে পাওয়া ভাগ্যের কথা, রীমা,' বললো শন। 'কিন্তু লাইসেন্স নেই তো অফিসও নেই।' গতকাল জিওফ্রে ম্যানজার সঙ্গে বৈঠকের কথা খুলে বললো ও। 'তোমার চাকরি খোঁজা উচিত।'

'সত্যি আমি দুঃখিত, শন' বললো রীমা। 'তবে আমার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হবেন না। কথাটা কিভাবে বলবো বুঝতে পারছিলাম না। সেপ্টেম্বরের ষোলো তারিখে কানাডায় চলে যাচ্ছি আমি। সব পাকা হয়ে গেছে, ওখানে এক প্রফেসর ভদ্রলোকের সাথে আমার বিয়ে।'

'আমি চাই তুমি সুখী হও।' রীমার হাত ধরে মৃদু চাপ দিলো শন, এই প্রথম তাকে স্পর্শ করলো। আনন্দ ও লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো রীমা, আরো সুন্দরী দেখালো তাকে।

ক্যাম্পের ওপর দু'বার চক্কর দিয়ে এয়ারস্ট্রিপে চলে এলো শন। প্লেন থেকে নামলো ও, দেখলো টয়োটাও পৌঁছে গেছে। প্লেন থেকে কার্গো নামালো জোব আর তাউ। তাদের কাজ শেষ হতে শেডরাখের পায়ের কথাটা বললো শন।

ফেরার পথে শোকে যেনো পাথরের মতো ভারি হয়ে থাকলো ওদের মাঝখানে, কেউ কোনো কথা বলতে পারলো না। ওরা চারজন খুদে একটা বাহিনীর মতো ছিলো-একসাথে যুদ্ধ করেছে, শিকার করেছে, গেরিলাদের বিরুদ্ধে লড়েছে। শেডরাখ নয়, যেনো গোটাবাহিনীটাই পঙ্গু হয়ে গেছে।

ক্যাম্পের কাছাকাছি এসে জোব বললো, আমাদের নতুন একজন বন্দুকবাহকের দরকার হবে। পিউমুলা, চামড়া খালাই করে, বেশভালো লোক।'

'হ্যাঁ, তাকেই নেবো আমার,' বললো শন।

কোনো কথা না বলে টয়োটায় চড়ে বসলো ওরা সবাই।

* * *

সেই সন্ধ্যায় ডিনারে স্লাকস-এর বদলে ঢিলে-ঢালা সাদা শিফনের একটা ড্রেস পরেছিলো ক্লডিয়া, শিফনের গায়ে জরি ও নীলকান্তমণির অলংকার। তার দুধে আলতা গায়ের রঙ আর কালো চুলের সাথে পোশাকটা এতো মানিয়েছে যে চোখ ফেরানো দায়। তবে চোখ থেকে প্রশংসার ভাবটা লুকিয়ে রাখলো শন, কথা বললো শুধু তার বাবার সাথে।

শেডরাখ এবং গেম ডিপার্টমেন্টের সীদ্ধান্ত সম্পর্কে বললো শন,সেই সাথে বিষণ্ন হয়ে উঠলো পরিবেশ। পুরুষদেরকে ক্যাম্প-ফায়ারের কাছে রেখে নিজের তাঁবুতে ফিরে গেলো ক্লডিয়া, খানিক পর ক্যাপোও শনের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। ডাইনিং টেন্ট থেকে এক বোতল হুইস্কি নিয়ে জোবদের গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হলো শন।

গ্রামের এক প্রান্তে দুই বউকে নিয়ে থাকে জোব, একচালা ঘরে। ঘরের সামনে আগুণেরধারে শনকে বসালো জোব, তার এক বউ শনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো, হাতে দুটো মগ। দুটো মগেই বেশ খানিকটা হুইস্কি ঢাললো শন। আগুনের আরেক ধারে বসে আছে জোব, বউয়ের হাত থেকে একটা মগ নিয়ে শনকে স্যালুট করলো সে। দ্বিতীয় মগটা নিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেলো বউ।

কেউ কোনো কথা বললো না ওরা। সরাসরি বোতল থেকে খানিকটা হুইস্কি খেলো শন। গোআই নদীর তীরে জন্ম জোবের, শন জানে, লোকাল মিশন স্কুলে পড়েছে সে। রাজনীতি, ইতিহাস এবং নৃবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেনীতে উত্তীর্ণ হয়েছে রোডেশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে। ইয়ান স্মিথ যে বছর একক স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেন, সেই একই বছরে মাস্টার্স করেছে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে।

'এতো মন খারাপ করার কিছু নেই,' অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙালো জোব 'একটা না একটা উপায় পাওয়া যাবে।'

'দেখার আর কিছু নেই,' বললো শন। 'কনসেশনটা গেছে।'

'আমার নামে অ্যাপ্লাই্ করবো,' প্রস্তাব দিলো জোব, চোখেদুষ্ট হাসি ঝিক করে উঠলো্ 'আপনি আমাকে *বাওয়ানা* বলে ডাকবেন তখন!'

দু'জন হেসে উঠলে একসাথে, হালকা হয়ে গেলো পরিবেশটা। খানিক পর জোবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অন্ধকার পথে পা বাড়ালো শন।

ক্যাম্পে ফিরে এলা শন, নিজের তাঁবুর দিকে এগোচ্ছে। সামনের একটা গাছের আড়াল থেকে কি যে বেরিয়ে এলা। ধক্ করে উঠলো শনের বুক তারপর লক্ষ্য কররো, ওটা একটা ছায়ামূর্তি। গাছের আড়াল থেকে চাঁদের আলোয় বেরিয়ে আসতে চেনা গেলো ক্লডিয়াকে। 'তেমার সাথে কথা বলতে পারি?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'পারো,' শন নির্লিপ্ত।

'এ-সব আমি ভালো পারি না,' স্বীকার করলো ক্লডিয়া, কিন্তু শন তাকে উৎসাহ বা সাহস জোগাতে রাজিনয়। 'বলছিলাম কি, আমাকে কি ক্ষমা করা যায় না?'

'তুমি ভুল লোকের কাছে ক্ষাম চাইছো, আমার তো দুটো পা-ই সক্ষম রয়েছে।'

শিউরে উঠলো ক্লডিয়া, গলাটা কেঁপে গেলো। 'তোমার মনে কোনো দয়া নেই, তাই না?' চিবুকটা উঁচু করলো সে। 'বেশ, মানলাম, এ-সব আমার পাওনা হয়েছে। নিতান্ত বোকার মতো আচরণ করেছি, ফলে সাংঘাতিক ক্ষতি হয়ে গেছে। এ-ও জানি যে আমার ক্ষমা চাওয়ার ক্ষতিটাপূরণ হবার নয়। আমি শুধু জানাতে চাই, সত্যি আমি দুঃখিত।'

'তুমি আর আমি, দু'জন সম্পূর্ণ আলাদা জগতের মানুষ, কোনো ব্যাপারেই কোনো মিল নেই। পরস্পরকে কখনোই আমরা বুঝতে পারবো না, বন্ধু হওয়া তো দূরের কথা। তবে বুঝতে পারি, কথাটা বলার জন্যে নিজের সাথে কি রকম যুঝতে হয়েছে তোমার।'

'তুমি কি আপোষেও আপত্তি করবে?' জিজ্ঞেস করলো ক্লডিয়া। 'এমনকি শত্রুরাও আপোষ করে।' শনের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে অপেক্ষারয় থাকলো সে

'ঠিক আছে, আপোষ।' ক্লডিয়ার হাতটা ধরে সামান্য ঝাঁকি দিলো শন। তার হাতের তালু গোলাপ পাপড়ির মতো সমৃণ ও ঠাণ্ডা, তবে মুঠোটা যে-কোনো পুরুষের মতো কঠিন।

'শুভরাত্রি,' বললো ক্লডিয়া, শনের হাত ছেড়ে দিয়ে ঘুরলো।

নিজের তাবুতে ফিরে যাচ্ছে মেয়েটা, তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকলো শন। পূর্ণ আকৃতি পেতে আর দু'দিন বাকি চাঁদের তার উজ্জ্বল আলোয় সাদা পোশাকটা ঝলমলে আর মায়াবী লাগলো। কাপড়ের নিচে ক্লডিয়ার শরীর একহারা, হাত-পা লম্ব আর সুগঠিত।

এই মুহূর্তে মনে মনে মেয়েটার সৎ সাহসের প্রশংসা না করে পারলো না শন। পরিচয়ের পর এই প্রথম ক্লডিয়ার ব্যাপারে মনের তরফ থেকে অনুকূল সাড়া পেলোও।

* * *

পাতলা ঘুম, তাঁবুর ক্যানভাসে সামান্য একটু আঁচড় লাগতেই পুরোপুরি সজাগ হলো শন, হাত চলে গেলো টর্চ আর .৫৫৭ রাইফেলের দিকে। মাথার কাছে, নাগালের মধ্যে রয়েছে ওগুলো। 'কে?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলো

'আমি, জোব।'

হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালে চোখ রাখলো শন তিনটে বাজে। 'ভেতরে ঢোকো, কি খবর?'

'ক্যাম্পে আমাদের একজন ট্র্যাকার এসেছে। নদীর ধারে পাহারায় ছিলো। বিশ মাইল দৌড়াতে হয়েছে তাকে।

ঘাড়ের পিছনে চুল খাড়া হয়ে গেলো শনের। লাফ দিয়ে বিছানা ছাড়লো ও 'বলো!'

'আজ সন্ধ্যায়, সূর্য ডোবার সময়, ন্যাশনালপার্ক থেকে বেরিয়ে এসে নদী পেরিয়েছে তুকুটেলা।'

'সত্যি?'

'সত্যি। ট্র্যাকাররা সবাই দেখেছে। তুকুটেলাই ওটা, যেনো রেগে ভোম' গলায় কোনো কলার নেই।

'মাতাউ কোথায়?' ব্যস্ত হাতে প্যান্ট পরছে শন,খুদে নদোরণে তাঁবুর পর্দা সরিয়ে উঁকি দিলো ভেতরে।

'আমি রেডি, বস।'

'গুড। বিশ মিনিটের ভেতর রওনা হবো আমরা। মার্চিং প্যাক আর ওয়াটার বটল নিতে হবে। শেডরাখের জায়গায় পিউমুলাকে নিচ্ছি আমরা। আলো ফোটার আগেই তুকুটেলার পায়ের ছাপ দেখতে চাই আমি।'

খালি গায়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলা শন, ক্যাপোর তাঁবুর কাছাকাছি আসতেই ভেতর থেকে নাক ডাকার আয়াজ পেলো। 'ক্যাপো! জেগে আছেন? তুকুটেলা আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।' নাক ডাকার শব্দ থেমে গেলো, ঘুম ভেঙে গেছে ক্যাপোর।

'তুকুটেলা, ভাই আমার, তোমার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারি আমি!' অন্ধকার তাঁবুর ভেতর হাতড়াচ্ছেন ক্যাপো। 'দূর ছাই, আমার প্যান্টটা গেলো কোথায় শন, ক্লডিয়ার ঘুম ভাঙাবে, প্লিজ?'

ক্লডিয়ার তাঁবুতে আলো জ্বলছে। নিশ্চয়ই চেঁচামেচিতে ঘুমভেঙে গেছেতার। পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো শন, জেগে আছো?' পর্দা সরিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়ালো ক্লডিয়া, পিছনে হারিকেন। রাতের কাপড়টা প্রায় হাঁটু পর্যন্ত লম্বা, হাতা আর গলার কাছে লেস লাগানো। কাপড়টা এতোই মিহি যে ভেতরে ঢুকতে কোনো বাধা পায়নি আলো, নগ্ন শরীরের কাঠামো স্পষ্টভাবে ফুটে আছে।

'শুনেছি,' বললো সে। 'এখুনি তৈরি হয়ে যাবো আমাদের কি হাঁটতে হবে? কি পরবো, হাইকিং বুট নাকি মোকাসিন?'

'হাঁটতে হবে,' কর্কশ স্বরে বললো শন। 'জীবনে কখনো এতো হাঁটোনি।' একবারে বেহায়ার মতো নিজের শরীর দেখাচ্ছে মেয়েটা– মনে মনে বললো সে। কিন্তু একটা বিষয়ও ঠিক– বেহায়া মেয়েরা শনকে যথেষ্ট আকর্ষণ করে! 'ঠিক যখন একটু শ্রদ্ধাবোধ করতে শুরু করেছিলাম– এমন বেহায়াপনা!' মনে মনে বললো শন। মুখে উঠে আসা ভৎর্সনাটা গিলে ফেললো ও, কিন্তু নধর শরীরের কোমড়ের মসৃন বাঁকে চোখ চলে গেছে নিজের অজান্তেই। ইচ্ছে না থাকলেও অনেকটা হা করেই চেয়ে থাকলো শন। শেষমেষ, ছেড়ে দিলো তাবুর পর্দা।

'সন্ধি, না ছাই! এখনো মেয়েটা আমাকে বিরক্ত করতে চাইছে,' মনে মনে সিদ্ধান্তে পৌছুলো শন কোর্টনি।

ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের তাঁবুর দিকে ছুটলো ও, শেডরাখের পা আর নিজের লাইসেন্স হারাবার কথা আপতত ভুলে গেছে। এই তুকুটেলা আফ্রিকা মহাদেশের একটা কিংবদন্তী, মেজাজী আর একগুয়ে মেয়েটার উপস্থিতিতে সেই অশুভ শক্তির সাথে যুদ্ধ হবে ওর, তাতে করে যেনো শিকার অভিযানের রোমাঞ্চ শতগুণ বেড়ে গেছে।

* * *

পথের পাশে ঘাসের ডগায় শিশিরবিন্দু, হেডলাইটের আলোয় মুক্তোর মতো জ্বলজ্বলে। ঠাণ্ডায় জড়সড় হয়ে আছে প্রাণিকুল, বাধ্য না হলে টয়োটার পথ থেকে সরলো না। ভোর হবার ঘন্টাখানেক আগে চিউইউই নদীতে পৌঁচুলো ওরা। চাঁদের আলোয় চকচকে আর কালো দেখালো পানি, দুই তীরের সার সার গাছগুলো রূপালী মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে, যেনো পৌরাণিক দানবদের প্রতিদ্বন্দ্বী দুটো বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে।

পথের শেষ মাথা থেকে অনেকটা পিছনে ট্রাক দাঁড় করালো শন। স্কিনারদের একজনকে টয়োটার পাহরায় রাখা হলো। পরিচিত ঝাঁকের আকৃতি নিলো দলটা, ক্লায়েন্টরা মাঝখানে। পেছনে শেডরাখের জায়গাটা দখল করলো পিউমুলা। মাঝারি আকৃতির পেশীবহুল শরীর তার, উলের মতো নরম দাড়ি মুখে। ক্যাপোর রিগাবিটা বহন করছে সে।

দলের সবাইকেই কিছু না কিছু বইতে হচ্ছে, ক্যাপোও রেহাই পাননি। ক্লডিয়া তার নিজের পানির বোতলগুলো নিয়েছে। ক্যাপোর দ্বিতীয় রাইফেলটা রয়েছে জোবের কাছে। বরাবরের মতো শন কাঁধে রয়েছে .৫৭৭ নাইট্রো এক্সপ্রেস। শিকার অভিযান শুরু হলে এটা কখনো আর কারো হাতে দেয় না ও, রওনা হলো ওরা, যাচ্ছে উজানের দিকে। এক ঘণ্টার মধ্যে সয়ে এলো ঠাণ্ডা, গরম হয়ে গেলো শরীর, সেই সাথে বেড়ে গেলো হাঁটার গতি। শন লক্ষ্য করলো, লম্বা পায়ে গতি আছে ক্লডিয়ার, দলের বাকি সবার সাথে অনায়াসে তাল মেলাতে পারছে। শনের সন্ধানী দৃষ্টিতে প্রশংসার ভাব লক্ষ্য করে ঠোঁট টিপে মিষ্টি একটু হাসলো ক্লডিয়া।

ভোরে আলো ফুটতে শুরু করেছে, এই সময় বার্তাবহক ট্র্যাকার উল্লাসে ছোট্ট একটা লাফ দিলো, হাত তুলে দেখালো সামনেটা। নদীর পাড়ের কিনারায় সামান্য একটু ফাঁকা জায়গা, পাহারায় রয়েছে একটা মেহগণি গাছ, পায়ের ছাপটা পরিষ্কারই দেখতে পেলো ওরা।

'ওখানে!' বললো ট্র্যাকার। 'ছাপটার চারধারে আমি দাগ কেটে রেখেছি।'

একবার চোখ বুলিয়েই শন বুঝলো, প্রকান্ডদেহী প্রাণিদের নদী পার হওয়া জন্যে জায়গাটা আদর্শ। জলহস্তীরা নিয়মিত আসা-যাওয়ার করার একটা চওড়া পথ তৈরি হয়েছে। মোষের পালগুলোও এই পথ ব্যবহার করে। ট্র্যাকারে উল্লাস শুনে দলের সবাই হাঁটর গতি বাড়িয়ে দিলো,কিন্তু সবাইকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলো মাতাউ। ছাপটার সামেন দাঁড়ালো সে, মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে ঘাড় ফিরিয়ে শনের দিকে তাকালো তার মতামত জানার জন্যে অপেক্ষা করছে শন।

'সে-ই!' বাঁশীর মতো তীক্ষ্ণ স্বরে বললো মাতাউ। 'তারই! এ আমাদের তুকুটেলা সব হাতির পিতা!'

মিহি ধুলোর ওপর বিশাল আকৃতির পায়ের ছাপটা কাছে এসে দেখলো শন। কি এক আবেগ ও উত্তেজনায় সারা শরীর শিরশির করে উঠলো ওর।

'মাতাউ,' বললো ও। 'ছাপ অনুসরণ করো!' অভিযান শুরুর ঘোষনা দিলো সে আনুষ্ঠানিক ভাবে।

* * *

ছাপগুলো স্পষ্ট, গেইম ট্রেইল ধরে বনভূমির ভেতর ঢুকেছে, নদীটা পিছনে রেখে। প্রাচীন হাতি নদী পেরুবার পর লম্বা পা ফেলে দ্রুত এগিয়েছে, যেনো জানা আছে, জায়গাটা বিপজ্জনক। বোধহয় সেজন্যেই সূর্যডোবার সময়টা বেছে নিয়েছে সে, যাতে দূরে সরে যাবার আগেই অন্ধকার তাকে ঢেকে ফেলে।

কোনো বিরতি ছাড়াই একনাগাড়ে পাঁচ মাইল এগিয়েছে সে, তারপর হঠাৎ ট্রেইল ছেড়ে ঘন কাঁটাঝোপের ভেতর ঢুকেছে। নতুন পাতা গজিয়েছে ঝোপটায়, ডালগুলো কচি। এখানে সে কখনো পিছু হটেছে কখনো সামনে বেড়েছে, দুমড়েমচড়ে এককার হয়ে গেছে কাঁটাঝোপ, পায়ের ছাপগুলো এলামেলো।

জোবকে সাথে নিয়ে ঝোপের ভেতর ঢুকলো মাতাউ, পায়ের ছাপ কোনোদিকে গেছে জানার জন্যে। দলের বাকি সবাই পিছনে অপেক্ষায় থাকলো।

'গলা শুকিয়ে গেছে!' বেল্ট থেকে একটা পানির বোতল খুললো ক্লডিয়া।

'না!' বাধা দিলো শন। 'প্রথমবার গলা শুকানেই যদি পানি খাও, সারাটা দিন পানি খেতে ইচ্ছে করবে তোমার।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলো ক্লডিয়া, শনের কথা অমান্য করবে কিনা ভাবলো, তারপর বেল্টে ঝুলিয়ে রাখলো বোতলটা।

'বুঝলাম, কঠিন লোকের পাল্লায় পড়েছি,' বললো সে।

ঝোপের আরেক মাথা থেকে নরম শিস দিলো মাতাউ। 'ছাপগুলো আলাদা করতে পেরেছে ও,' বললো শন, দলের বাকি সবাইকে নিয়ে ঢুকে পড়লো ঝোপের ভেতর।

তুকুটেলার কাছ থেকে দশ ঘন্টার মতে পিছিয়ে রয়েছে ওরা। খাওয়ার জন্যে যতোবার থেমেছে সে, তার ছাপ ততোবার হারিয়ে গেছে, ফলে আরো পিছিয়ে পড়ছে দলটা। 'এখানে বেশিক্ষন থামেনি সে,' বললো মাতাউ। 'আবার ছুটতে শুরু করেছে।'

গেইম ট্রেইল ছেড়েপাথুরে একটা প্রান্ত ধরে এগিয়েছে তুকুটেলা, মনে হলো যে সচেতনভাবে পায়ের ছাপ গোপন রাখতে চেয়েছে। সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা পরে এমন কোনে চিহ্নই নেই, তবে মাতাউ তাকে অনুসরণ করছে পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে।

'আপনি ঠিক জানেন, মাতাউ কোনো ভুল করছে না?' উদ্বিগ্নস্বরে জানতে চাইলে ক্যাপো।

'ক্যাপো, ওর সাথে আগেও বহুবার শিকার করেছেন আপনি, নিজেই তো জানেন।'

'কিন্তু কি দেখছে ও? জানতে চাইলো ক্লডিয়া। 'আমি তো পাথর ছাড়া কিছুই দেখছি না।'

'পাথরে ঘষা খায় হাতির পা, শ্যাওলায় দাগ রেখে যায়, ধুলো থাকে। ভালো করে তাকাও, প্রতি জোড়া পাথরের মাঝখানে ঘাস দেখতে পাবে-ঘাসের ডগা কাত হয়ে থাকে, যেদিকে গেছে হাতি। কাত হয়ে থাকা ঘাসে আলো পড়ে অন্যভাবে।'

'তুমি দেখতে পাও, অনুসরণ করতে পারো?' জানতে চাইলো ক্লডিয়া, উত্তরে মাথা নাড়লো শন।

'না, আমি জাদুকর নই,' নিচু গলায়, ফিসফিস করে কথা বলছে ওরা,তবু সতর্ক করে দিলো শন, 'আর কোনো কথা নয়, এখন থেকে সবাই চুপ।'

পাথুরে প্রান্তরে গাছপালার সংখ্যা কম নয়, কোথাও কোথাও এতোবেশি যে সম্পূর্ণ গ্রাস করলো ওদেরকে। তারপর আবার ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এলা দলটা, দূরে দেখা গেলো পাহাড়ের মাথা, খোলা ঘাসবন, কিংবা সবুজ প্রান্তর।

নতুন জানো ঘাসের লোভে বনভূমি ছেড়ে এদিকে চলে এসেছে অনেক গুলো হরিণের পাল। খোলা জায়গায় বাঁকানো শিং উঁচু করে গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুই পাহাড়ের মাঝখানে একটা খাদ দেখালো ওরা, পাথুরে তলায় আটকে আছে পানি। পচা লতাপাতা পড়ে সবুজ হয়ে গেছে পানির রঙ। একবার থেকে এই পানিই খেয়েছে তুকুটেলা, পাশে রেখে গেছে স্পঞ্জসদৃশ হলুদ বিষ্ঠা। 'এখানে আমরা দশ মিনিট বিশ্রাম নেবো,' ওদেরকে বললো শন। 'এখন তুমি এক ঢোক পানি খেতে পারো।' ক্লডিয়ার দিকে তাকালো।

ক্যাপোর পাশ থেকে উঠে মাতাউর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো শন। পুল-এর মাথায় একা দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। 'কি ব্যাপার?' জানতে চাইলো শন। দীর্ঘদিন একসাথে সময় কাটিয়েছে ওরা, মাতাউর মন-মেজাজ আন্দাজ করতে পারে ও। জবাবে মাথা নাড়লো মাতাউ, চেহারার ভাঁজগুলো আরো গভীর হলো।

'এখানে কি যেনো একটা গোলমাল আছে,' বললো সে। 'তুকুটেলা স্বস্তিবোধ করেনি। একবার এদিকে গেছে, একবার ওদিকে। খুব জোরে হেঁটেছে, কিন্তু উদ্দেশ্য হীনভাবে। কিছু খায়নি সে, হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হয় মাটি যেনো পুড়িয়ে দিয়েছে তার পা।'

'কারণ কি, মাতাউ?'

'জানি না,' স্বীকার করলো মাতাউ। 'তবে ব্যাপারটা আমার ভালো ঠেকছে না, বাওয়ানা।'

তাকে একা রেখে ক্লডিয়ার কাছে ফিরে এলো শন্ 'দেখি, তোমার পা দুটো পরীক্ষা করবো।' শেষদিকে ক্লডিয়াকে সামান্য খোঁড়াতে দেখেছে ও।

'মানে? তুমি সিরিয়াস?' হাসতে শুরু করলো ক্লডিয়া।

কথা না বাড়িয়ে তার একটা পা নিজের কোলে তুলে নিলো শন, ফিতে খুলে বুট আর মোজা নামালো। তার হাতের মতোই সরু আর লম্বা পা'টা, তবে চামড়া খুব নরম। গোড়ালি আর বড় আঙুলটার মাথার কাছে উজ্জ্বল লালচে দুটো দাগ দেখা গেলো। সর্জিকাল স্পিরিট ও কটন উল দিয়ে জায়গা দুটো পরিষ্কার করলো

শন। 'আর পাঁচমাইল হাঁটলে এক থোকা আঙুরের মতো ফোস্কা পড়বে পায়ে, দলে একজন পঙ্গু পাবো আমরা।' টেপ দিয়ে দাগ দুটো জড়ালো ও। 'মোজা বদলাও,' নির্দেশ দিলো। 'এরপর ব্যথা করলে সাথে সাথে জানাবে আমাকে।'

বাধ্য মেয়ের মতো শনের নির্দেশ পালন করলো ক্লডিয়া। তারপর ওরা রওনা হলো।

দুপুরের খানিক আগে আবার দিক পরিবর্তন করলো ছাপ, চলে গেছে পুবদিকে। 'আগের মতো আর পিছিয়ে নেই আমরা,' ফিসফিস করে রিকার্ডোকে বললো শন। 'তারচেয়ে এক কি দু'ঘন্টা বেশি এগিয়েছি। কিন্তু মাতাউ ব্যাপারটা পছন্দ করতে পারছে না। ভালো ঠেকছে না আমারও। উত্তেজিত হয়ে আছে তুকুটেলা। সোজা মোজাম্বিক সীমান্তের দিকে ছুটছে।'

'আপনার কি মনে হয়, আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে?' ক্যাপো উদ্বিগ্ন।

মাথা নাড়লো শন। 'অসম্ভব। এখনো কয়েক ঘন্টা পিছিয়ে আছি আমরা।'

খাওয়া আর বিশ্রামের জন্যে কিছুক্ষনের জন্যে থামলো ওরা। আবার রওনা হয়ে এক মাইলও পেরোয়নি, ঢুকে পড়লো মারুলা গাছের জঙ্গলে ওদের পায়ের তলায় অঢেল ছড়িয়ে রয়েছেপাকা হলুদ ফল। লোভ সামলাতে পারেনি প্রাচীন বুড়োটা। পেট ভরে খেয়েছে সে, অন্তত তিন ঘন্টা ছিলো জঙ্গলের ভেতর। আরো ফল পাড়ার জন্যে গাছগুলো ঝাঁকিয়েছে সে। তারপর আবার রওনা হয়েছে পুবদিকে, যেনো হঠাৎ করে মনে পড়েগেছে এক জায়গায় পৌছুবার কথা তার।

'সময়ের ব্যবধান কয়েক ঘন্টা কমে গেছে,' ওদেরকে জানালো শন, যদিও কুঁচকে আছে ভুরু জোড়া। 'মোজাম্বিক সীমান্ত থেকে মাত্র দশমাইলদূরে রয়েছি আমরা তুকুটেলা সীমান্ত পেরুলে আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে।'

ছাপ ধরে ছুটবে কিনা ভালো শন। যুদ্ধের সময় শত্রুকে বা শিকার অভিযানের সময় কোনো প্রাণিকে ধাওয়া করতে হলে কখনো হাঁটেনি ওরা। একটানা দৌড়েপ্রতিদিন ষাট বা সত্তর মাইল পেরিয়ে গেছে। আড়চোখে ক্লডিয়ার দিকে তাকালো শন। মেয়েটা তাক লাগিয়ে দিতে পারে, কারণ তার হাঁটার ভঙ্গিটা অ্যাথলেটদের মতো, পায়ে ব্যথা পেলেও পদক্ষেপে ক্ষিপ্রতা আছে। তারপর রিকার্ডো মনটেরোর দিকে তাকালো ও ধারণাটা সাথে সাথে বাতিল করে দিলো উপত্যকার পঁচানব্বুই ডিগ্রী উত্তাপে হাঁসফাঁস করছেন ভদ্রলোক। প্রায়ই ভুলে যায় শন, আর দু'বছর পর ষাটে পড়বেন। বরাবরই তিনি সুস্থ-সবল, তবে তার ক্লান্তি ধরা পড়ে যাচ্ছে। চোখের কোলে কালি পড়েছে, আগে যা কখনো দেখা যায়নি। চামড়ার রঙও কেমন যেনো নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

অন্যমনস্ক ভাবে দৌড়াতে গিয়ে মাতাউর সাথে অকস্মাৎ ধাক্কা খেলো শন। খুদে ট্র্যাকার হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে। এখনো ছাপের ওপর ঝুঁকে রয়েছে সে।

'কি ব্যাপার, মাতাউ?'

আপনমনে মাথা নাড়ছে মাতাউ, আঞ্চলিক নদোরোবো ভাষা বিড়বিড় করে যা বলছে তার মর্ম উদ্ধার করা এমনকি শনের পক্ষেও সম্ভব নয়।

'কি....?' জিনিসটা দেখতে পেয়ে মাঝপথে থেমে গেলো শন। 'সর্বনাশ!' একপাশ থেকে এসে মানুষের দু'জোড়া পায়ের ছাপ পড়েছে পথের ওপর। এদিকের মাটিতে বালির পরিমাণ বেশি, পাছগুলো পরিষ্কার।

দু'জন লোক, রাবারের সোল লাগানো জুতা পরে আছে। বাটার টেনিস শূ, চিনতে পারলো শন, স্থানীয় যে-কোনো বাজারের ফুটপাতে কিনতে পাওয়া মাত্র কয়েক ডলার দাম। এমনকি ক্যাপোও অচেনা লোকগুলোর পায়েরছাপ চিহ্নিত করতে পারলেন। 'কারা ওরা?' জানতে চাইলেন তিনি,তাঁর কথার সবাব না দিয়ে জোবকে নিয়ে একপাশে সরে-দাঁড়ালো শন মাতাউর কাজ দেখার জন্যে।

ছাপগুলো ধরে বুড়ি মুরগীর মতো বেশ কিছুক্ষন আগুপিছু করলো মাতাউ, তারপর ওদের কাছে ফিরে এলা শন। একপাশে উচু হয়ে বসলো জোব, আরেক পাশে মাতাউ-যুদ্ধ মন্ত্রণালয় বৈঠক করছে, অনুপস্থিত শুধু শেডরাখ।

'দু'জন লোক। একজন লম্বা, রোগা, বয়সে তরুণ, গোড়ালিতে ভর দিয়ে হাঁটে। দ্বিতীয় লোকটার বয়স বেশি, বেঁটে, মোটা। দু'জনেই বোঝা বইছে, একটা করে বন্দুক ছাড়াও। শনের জানেন, শুধু পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য দেখে এ-সব আন্দাজ করছে মাতাউ। 'লোকগুলো বিদেশী। উপত্যকার লোকজন জুতো পরে না, তাছাড়া এরা এসেছে উত্তর দিকে।'

'জাম্বিয়ান পোচার,' ঘৃণার সাথে ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করলো জোব। 'গণ্ডারের শিং চুরি করতে এসেছিল, হঠাৎ দেখে ফেলেছে তুকুটেলাকে। অস্বাভাবিক আকৃতি দেখে পিছু নেয়ার লোভ সামলাতে পারেনি।

'বাস্টার্ডস!' তিক্তকণ্ঠে বলরো শন। উনিশশো সত্তর সালে জরিপ করা হলো, জাম্বিয়ার জাম্বেজি নদীর আশপাশে বারো হাজার কালো গন্ডার আছে। এখন একটাও নেই। একজন মার্কিন সংগ্রাহক গণ্ডারে শিং দিয়ে তৈরি হাতল সহ একটা ছোরার দাম দেবে পঞ্চাশ হাজার ডলার, আধুনিক অস্ত্র কিনে আর ট্রেনিং নিয়ে নিজেদেরকে সেনাবাহিনীর মতো শক্তিশালী করে গড়ে তুলেছে পোচাররা জাম্বেজি উপত্যকার উত্তর দিকটায় এখনো কয়েক শো গণ্ডার রয়েছে, জাম্বিয়ান পোচাররা তারই লোভে রাতের অন্ধকারে নদী পেরিয়ে চলে আসে, গেইম ডিপার্টমেন্টের প্রহরীদের ফাঁকি দিয়ে। পোচারদের অনেকেই গেরিলা যোদ্ধা শুধু পশু হত্যা নয়, হাত পাকিয়েছে মানুষ হত্যায়ও।

'ওদের সাথে এ/কে রাইফেল থাকবে,' শনকে বললো জোব। 'এখানে আমরা দু'জোড়া পায়ের ছাপ দেখছি বটে, কিন্তু সংখ্যায় ওরা আরো বেশি হতে পারে-সবাই একসাথে না থাকারই কথা। ধরে নিতে হবে অস্ত্র এবং লোক বলের দিক থেকে আমরা দুর্বল, বাওয়ানা। কি করতে চান আপনি?'

'এটা আমার কনসেশন,' বললো শন। 'তুকুটেলা আমার হাতি।'

'তাহলে ওদের সাথে লড়তে হবে আমাদের,' জোবের চকচকে চোখে যুদ্ধের নেশা।

দাঁড়ালো শন। 'অবশ্যই, জোব। নাগাল পেলে লড়াই তো করবোই।'

'তাহলে আর দেরি করা চলে না,' শনের পাশে সোজা হলো মাতাউও। 'আমাদের চেয়ে দু'ঘন্টা এগিয়ে আসছে ওরা। খাওয়ার জনে তুকুটেলাও খুব তাড়াতাড়ি থামবে। ওখানে আমরা পৌঁছুবার আগেই তার নাগাল পেয়ে যাবে ওরা।'

ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন ক্যাপো, পাশে ক্লডিয়া। লম্বা পা ফেরে তাদের সামনে চলে এলো শন। পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করলো ও। কথা না বলে ওর দিকে তাকিয়ে তাকলেন ক্যাপো। 'ওদেরকে ধরার জন্যে আমাদের একটা দল ছুটবে, বললো শন। 'আপনি আর ক্লডিয়া পিউমুলার সাথে হাঁটবেন। আমার সাথে থাকছে মাতাউ আর জোব। তুকুটেলার কাছে পৌঁছুবার আগেই ওদেরকে আমরা ধরতে চাই। রিগবিটা আপনার কাছে থাক, ক্যাপো। ওয়েদারবাইটা জোবকে দিন।'

ঘুরতে যাবে শন, ওর হাত ধরলেন ক্যাপো। 'শন, এই হাতিটা আমার চাই। জীবনের এই একটা সাধ যে কোনো মূল্যে.....।'

'আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।' মাথা ঝাঁকালো শন, রিকার্ডো মনটেরোর আকুতি উপলব্ধি করে ও।

'ধন্যবাদ, শন।'

জোব আর মাতাউর কাছে ফিরে এলো শন। নিজেদের বোঝা পিউমুলাকে দিয়ে হালকা হয়েছে ওরা, সাথে শুধু পানির বোতল। স্টেনলেস স্টীল রোলেক্স-এর দিকে তাকালো শন। পোচারদের ছাপ দেখতে পাবার পর চার মিনিট পেরিয়ে গেছ।

'প্রাণপণ ধাওয়া! ঘোষনা করলো ও, তারপর সতর্ক করলো,'অ্যামবুশের জন্যে সতর্ক থাকো!'

কোমরে জড়ানো নামমাত্র কাপড়টা গুটিয়ে, দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে তুলে শিরদাঁড়ার কাছে গুঁজলো মাতাউ, শার্টের কিনারা গুঁজলো বেল্টে, তারপর চরকির মতো আধ পাক ঘুরে লাফাতে লাফাতে ছুটলো ঠিক যেনো একটা বানর সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পযন্ত এই গতিতে বিরতিহীন তাকে ছুটতে দেখেছে শন। পথের ডান দিকে ঘেঁষে থাকলো ও, বাম-হাতি জোব বরাবরের মতো বাঁ দিকেই থাকলো। .৫৭৭-এর কার্ট্রিজ বদল করলো শন, তারপর সে-ও ছুটলো। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ওদের পিছনের বনে হারিয়ে গেলেন ক্যাপো আর তাঁর দল। শনের সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিলো সামনের বনভূমি।

এ-ধরনের গাছ আর ঝোপবহুল উঁচু-নিচু মাটিতে তিনজনের তৈরি ঝাঁকে আকৃতি অটুট রাখতে হলে বিশেষ দক্ষতা ও বিপুল অভিজ্ঞতা দরকার। দু'পাশের লোক দু'জন থাকবে ট্র্যাকারের খানিকটা সামনে, আন্দাজ করে নেবে ঠিক কোথায় আছে ছাপগুলো, এতপেতে থাকা শত্রুর খোঁজ করবে গোটা এলাকায়, কাভার দেবে ট্র্যাকারকে, অথচ ট্র্যাকারে কাছ থেকে দু'দিকে দূরত্ব বজায় রাখবে। চল্লিশ গজ, তারপর অপর দিকে ছুটন্ত লোকটার সাথে যোগাযোগ রাখবে এ-সবই করতে হবে

ছুটন্ত অবস্থায়, বেশির ভাগ সময় পরস্পরকে না দেখে। মাঝখানের রেখা ধরে দৌড়াচ্ছে মাতাউ, তার ছোটার সাথে তাল বজায় রেখে খানিকটা সামনেও থাকতে হবে ওদের।

ছাপ যদি দিক বদল করে, যেদিকে ঘুরলো তার উল্টোদিকের লোকটাকে প্রতিপক্ষের চেয়ে দিগুণ দূরত্ব পেরুতে হবে। আর ছাপ যদি খোলা জায়গার ওপর দিয়ে এগায়, বর্শার উল্টো করা মাথার মতো আকৃতি পাবে বাঁকটা, সব সময় খেয়াল রাখবে মাতাউর নিরাপত্তার দিকে, পরস্পরের সাথে যোগাযোগর ভাষা হবে পাখির ডাক। বুলবুলি ডাকুক বা ঘুগু, প্রত্যেকটারই আলাদা অর্থ আছে।

এ-সব ছাড়াও, আরো দুটো জরুরী ব্যাপার হলো, নীরবতা ও গতি। একজোড়া কিশোর হরিনের মতো ছুটছে জোব আর শন। লাফ দিয়ে কাঁটাকোপ পেরুচ্ছে কখনো বা এঁকেবেঁকে ছুটছে, নিচু ডালে বাড়ি খাওয়া থেকে বাঁচতে ঘন ঘন নিচু করছে মাথা।

এক ঘন্টা পর, জঙ্গলের একটা ফাঁক দিয়ে হাত-ইশারার সাহায্যে সংকেত দিলো মাতাউ। অর্থটা সাথে সাথে ধরতে পারলো শন। 'আরো দু'জন।' অর্থাৎ প্রথম দলটার সাথে আরো দু'জন পোচার যোগ দিয়েছে চারজনই তারা ছুটছে তুকুটেলার পিছনে।

আরো এক ঘন্টা ছুটলো ওরা, মুহূর্তের জন্যে মন্থর হয়নি গতি। মাঝখান থেকে আবার সংকেত দিলো মাতাউ, হাতের তালু দেখালো শনকে। তারমানে 'খুব কাছে। সাবধান। বিপদ।' জবাবে জংলী হাঁসের মতো ডাক দিলো শন, ছোটার গতি কমিয়ে আনলো, গোটা দলটা এগালে সতর্ক দুলকি চালে।

নিচু একটা মালভূমির গা বেয়ে উঠে গেছে ট্রেইল। পাশেই রয়েছে প্রাচীন এলিফেন্ট ট্রেইল, লোহার মতো শক্ত মাটিতে গজবাহিনীর পদাঘাত স্থায়ী চিহ্ন রেখে গেছে। সমতল মালভূমির কিনারা টপকে ওপরে উঠতেই ঘামে ভেজা মুকে পুবালি বাতাসের ঠান্ডা পরশ অনুভব করলো শন।

মালভূমিটা এক মাইলও চওড়া নয়, তাড়াতাড়ি হেঁটে অপরদিকের কিনারায় পৌঁছে গেলো ওরা, শেষ দশ গজ ক্রল করে এগোলো, আকাশের গায়ে যাতে ওদেরকে দেখা না যা। নিচে উপতদ্যকা, উপত্যকার সামনে গাছপালায় ঢাকা আরেকটা মালভূমি। উপত্যকার মাঝখানে কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে একটা সরু নদী, দুই পারে সবুজ ঝোপ। উপত্যকার বাকি অংশ সম্পূর্ণ খোলালো-রোদে চকচক করছে সোনালি ঘাস, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে পিঁপড়ের ঢিবি-একেকটা একতলা বাড়িরসমান উঁচু-মেলে ধরা ছাতার মতো কয়েকটা অ্যাকাসিয়া গাছও দেখা গেলো। দ্রুত চোখবুলিয়ে সব দেখে নিলো শন।

বাঁ দিক থেকে একটা রীড-বাক ডেকে উঠলো, জোবের জরুরী সংকেত। হাত দিয়ে নিচের উপত্যকা দেখালো সে, ওদের সামনে থেকে বেশখানিকটা বাম দিকে।

তার আঙুল অনুসরণ করে তাকালো শন। প্রথমে কিছুই দেখতে পেলো না, তারপর হঠাৎ তুকুটেলা, অশুভ শক্তি, বেরিয়ে এলো দৃষ্টিপথে।

প্রকাণ্ড একটা পিঁপড়ের ঢিবির আড়ালে ছিলো তুকুটেলা। খোলা তৃণভূমিতে বেরিয়ে আসতেই সশব্দে আঁতকে উঠলো শন। এমনকি এক মাইল দূরে থাকলেও, শন উপলব্ধি করলো এই কিংবদন্তীতুল্য প্রাণিটির ভিমালত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তার স্মৃতি ম্লান হয়ে গেছে।

তুকুটেলার শরীর যেনো আগ্নেয়গিরির গাঢ় ছাই রঙা পাথর দিয়ে তৈরি। অসম্ভব লম্বা সে, চওড়া হাড়গুলো চামড়া ঠেলে বেরিয়ে আছে। এতো দূর থেকেও তার ছেঁড়া-ফাটা চামড়ার ভাঁজ ও মোটা রেখাগুলো পরিষ্কার দেখতে পেলো শন, গিঁটবহুল শিরদাঁড়ার কাঠামোটা চামড়া ঠেলে উঁচু হয়ে আছে। প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে তার বিরাট কান জোড়া হাতপাখার বাতাস করার ভঙ্গিতে একদিক থেকে আরকদিকে আসা-যাওয়া করছে মন্থরবেগে, ছেঁড়া-ফাড়া কিনারা ঘষা খেতে খেতে কড়া পড়ে গেছে।

তুকুটেলার দাঁত দুটোও কালো; কালের আঁচড় তো লেগেইছে, তাছাড়া লম্বা যে গাছগুলো এতো যুগ ধরে ধরাশায়ী করা হয়েছে ওগুলোর সাহায্যে, তার রসও তো কম লাগেনি। তার খোলা নিচের ঠোঁট থেকে প্রসারিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে দাঁত দুটো, তারপর ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে পরস্পরের দিকে এগিয়েছে, ফলে ঠোঁটের কাছ থেকে ডগা পর্যন্ত একেকটা দাঁতের দৈর্ঘ্য দাঁড়িয়েছে প্রায় নয় ফুটের মতো। ওগুলো আগা থেকে ডগা পর্যন্ত একই রকম, ক্রমশ সরু হয়নি। নিরেট আইভরি শাখা ছাড়িয়ে এতো ঝুলে আছে যে শীতকালীন ঘাসের নিচে নেমে এসেছে মাঝখানটা। প্রকাণ্ডদেহী তুকুটেলার জন্যেও ওগুলো যেনো বোঝা বলে মনে হয়। এ-ধরনের আরো একজোড়া গজদন্ত আর বোধহয় কেউ কোনোদিন দেখবে না। আফ্রিকা মহাদেশে ইতিহাস ও কিংবদন্তী হয়ে থাকবে এই হাতি।

আবার শিস দিলো জোব, শনের মনোযোগ দাবি করলো। তার লম্বা করা হাত অনুসরণ করে তাকাতেই পোচারদের দেখতে পেলো ও।

চারজনই তারা একসাথে রয়েছে। ঢালের নিচের গাছপালা থেকে এইমাত বেরিয়েছে দলটা, ঘাষ মোড়াপ্রান্তরে ঢুকে পড়েছে। একজনের পিছনে একজন, একটা লাইন ধরে এগাচ্ছে তারা, কাঁধ ছুঁই ছুঁই করছে ঘাসের ডগাগুলো প্রত্যেকের কাঁধে একটা করে একে ফরটিসেভেন অ্যাসল্ট রাইফেল। এ-ধরনের রাইফেল দিয়ে হাতি শিকার করা কঠিন, তবে ওদের কৌশলটা কি হবে আন্দাজ গুলি করবে চারজন, হাতির গায়ে বিদ্ধ হবে কয়েকশো রাউণ্ড বুলেট, কপার জ্যাকেট পরানো বুলেটের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে ফুসফুস। শুধু অটোমেটিক ফায়ার পাওয়ারের ওজনেই ধরাশায়ী হবে তুকুটেলা।

গত চার বছরে পোচারদের হাতে শনের মতো অনেক শিকারী খুন হয়েছে। আইনে বলা হয়েছে, দেখামাত্র গুলি করা যাবে পোচারদের, সতর্ক করার দরকার

নেই। প্রাইম মিনিস্টার মুগাবে আরো পরিষ্কার করে দিয়েছেন ব্যাপারটা, তিনি বলেছেন, 'শূট টু কিল।'

.৫৭৭ নাইট্রো এক্সপ্রেসটা রেখে জোবের কাছ থেকে ওয়েদারবাইটা নিলো শন। টার্গেট কাছাকাছি হলে .৫৭৭ খুব কাজের জিনিস, কিন্তু দূরত্ব বেশি হলে অসুবিধা-একশো গজের পর ভারি বুলেট দ্রুত নিচের দিকে ঝুলে পড়ে। ধরাশায়ী একটা গাছের আড়ালে শুয়ে আছে জোব, শনও তার পাশে লম্বা হলো। বোল্ট খুলে চেম্বার পরীক্ষা করলো ও, ভেতরে একটা কার্ট্রিজ রয়েছে। পোচারদের দলটা ছ'শো গজ দূরে, ১৮০-গ্রেন নসলার বুলেট দূরত্বটা পেরুবার আগেকতোটুকু ঝুলে পড়বে তার একটা হিসাব করা দরকার। শনের জানা আছে সাড়ে তিনমো গজে ছ'ইঞ্চি নিচে নামে।

হিসাব সেরে সাইটে চোখ রাখলো শন। বুক ভরে শ্বাস টানলো ও, তারপর অর্ধেকটা বের করে দিলো। ট্রিগারে টান দিতেই বাঁট প্লেট ধাক্কা মারলো কাঁধে, লাফ দিয়ে ওপরে উঠে গেলো ব্যারেল, চোখের সামনে থেকে গায়েব হয়ে গেলো টার্গেট।

সাইটে আবার চোখ রাখার আগেই জোবের চিৎকার শুনতে পেলো শন। 'লেগেছে!' লেন্সে চোখ রেখে দেখলো, ঘাসের ওপর এখন মাত্র তিনটে মাথা।

তিনটে রাইফেল একসাথে গর্জে উঠলো। ঘুরে দাঁড়িয়ে ঢাল লক্ষ্য করে গুলি করছে পোচাররা, যেখানে লুকিয়ে আছে শন আর জোব। তাদেরকে ছাড়িয়ে আরো দূরে চলে গেলো শনের দৃষ্টি ঘাসের ওপর গজদন্ত তুলে পুরোদমে ছুটছে তুকুটেলা। গাঢ় রঙের ঝোপ রেখা ভেদ করে ভেতরে ঢুকলো সে, বেরুলো অপরপ্রান্ত ফুঁড়ে। 'পালাও, ভাই আমার, পালাও!' বিড়বিড়করে বললো শন। 'আমি যদি না পাই কেউ যেনো না পায় তোমাকে।'

পোচারদের দিকে তাকালো শন। গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং নেয়া আছে ওদের বোঝা গেলো পরিষ্কার। ঢাল লক্ষ্য করে গুলি করছে দু'জন, বাকি একজন ছুটে গেছে দলনেতার কাছে। তাকে ধরে দাঁড় করালো সে। নীল ডেনিম পরা দলনেতা তার রাইফেল হারিয়ে ফেলেছে, পিঠ বাঁকা করে দাঁড়িয়ে আছে, খামচেধরে আছে একপাসের পাঁজর।

আবার গুলি করলো শন। ঘাসের ওপর ধুলো উড়তে দেখলো ও, পোচারদের কাছাকাছি। ঘাসের আলেগা ঢাকা দিলো তারা। পনেরো মিনিট অপেক্ষা করার পরও তাদের আর দেখা গেলো না। শন বললো, 'চলো দেখে আসি।'

'সাবধান,' সতর্ক করলো জোব। 'এগিয়ে এসে কোথাও ওত পেতে থাকতে পারে ওরা।' এটাও গেরিলাদের একটা পুরনো কৌশল। কাজেই চোখ-কান খোলা রেখে ডাল বেয়ে নামলো ওরা।

পথ দেখালো মাতাউ। এক জায়গায় থাকলো সে, ঘাস এখানে কাত হয়ে আছে। রক্তের দাগও দেখা গেলো কয়েকটা ঘাসের গায়ে, এরইমধ্যে শুকিয়ে এসেছে। দলনেতা মারাত্মকভাবে আহত হয়নি, আঁচড়কেটে বেরিয়ে গেছে বুলেট। তার রাইফেলটাও খুঁজে পেলো না ওরা।

'কি অনুসরণ করবো আমরা?' জানতে চাইলো জোব। 'তুকুটেলাকে, নাকি পোচারদের?'

'লুসাকার দিকে রওনা হয়ে এরইমধ্যে অর্ধেক পথ পেরিয়ে গেছে ওরা,' হেসে উঠে বললো শন, মাতাউকে নির্দেশ দিলো,'তুকুটেলার পিছু নাও।'

নদীতে পানি খুব কম, পার হবার পর তুকুটেলার পায়ের ছাপ দেখতে পেলো মাতাউ, উপত্যকার আরেকদিকের ঢাল বেয়ে উঠে গেছে ওপর দিকে। প্রথম দিকে ঝড় তুলে দৌড়দিলেও, খানিক পর তার দৌড়েরমধ্যে একটা ছন্দ এসেছে প্রতিটি দ্রুতগতি পদক্ষেপের সাথে পেরিয়ে যাচ্ছে বিস্ময়কর দূরত্ব, ছোটর এই ভঙ্গি ও গতি একটানা কয়েকদিন বজায় রাখতে পারবে সে। আবারও পুব দিকে ছুটছে তুকুটেলা, মোজাম্বিক সীমান্ত খুব বেশি দূরে নয় আর।

বনভূমির ভেতর সীমান্তরেখা চেনার কোনো উপায় নেই। বেড়া, পাঁচিল বা অন্য কোনো হিন্ত থাকলে ভালো হতো। তবে এক ঘন্টার পর আন্দাজ করলো শন, এরইমধ্যে সীমান্ত পেরিয়ে মোজাম্বিকে ঢুকে পড়েছে ওরা। থামার নির্দম দিতে যাবে ও, তার আগেই জোব নরম দুরে শিস দিলো।

দাঁড়িয়ে পড়লো ওরা, সাঁঝবেলার আবছা আলোয় দেখলো পুব দিকের ঘন বনের দিকে এগিয়ে গেছে তুকুটেলার অস্পষ্ট পায়ের ছাপ। 'মোজাম্বিক,' বললো জোব। 'চলে গেছে সে।' বাকি দু'জন প্রতিবাদ করলো না।

'এখনো খুব জোরে দৌড়াচ্ছে,' বললো মাতাউ। 'এতো জোরে কোনো মানুষের পক্ষে তাল মেলানো সম্ভব নয়। এ-বছর আর তুকুটেলাকে আমরা দেখতে পাবো না।'

'হ্যাঁ, তবে আবার সুযোগ আসবে,' বললো জোব। 'আগামী বছর ন্যাশনাল পার্কে আবার ফিরে আসবে সে, তারপর নতুন চাঁদ উঠলে চিউইউই নদী পেরুবে। আমরা তার জন্যে অপেক্ষা করবো।'

'সম্ভবত,' বললো মাতাউ। 'কিংবা, কে জানে, আমাদের আগে পোচাররাই হয়তো মেরে ফেলবে তাকে। অথবা কোনো ল্যাণ্ড মাইনে পা ফেলে মারা যাবে। বয়সও তো কম হলো না,স্বাভাবিক মৃত্যু হতে পারে তার।'

ফেরার পথে মনটা বিষণ্ন হয়ে থাকলো শনের। এই হাতিটাকে শিকার করার খুব ইচ্ছে ছিলো ওর।

* * *

মাঝরাতের খানিক আগে একটা আগুনের ধারে রিকার্ডো মনটেরো ও ক্লডিয়াকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলো ওরা। চারটে খুঁটির সাথে বেঁধে ওদের ওপর একটা চাদর টাঙানো হয়েছে শুয়ে আচে কেটে জড়োকরা ঘাসের ওপর। আরেকটা আগুনের ধারে বসে ওদেরকে পাহারা দিচ্ছে পিউমুলা। ক্যাপোর কাঁধে হাত রাখলো শন, সাথে সাথে ঘুম ভেঙে গেলো ভদ্রলোকের।

'পেয়েছেন তাকে? কি খবর? পোচারদের কি হলো?

'তুকুটেলা চলে গেছে, ক্যাপো। পোচারদের আমরা ভাগিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তুকুটেলা সীমান্ত পেরিয়ে মোজাম্বিকে ঢুকে পড়েছে।' ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছে শন, দু'হাতে মুখ ঢেকে চুপচাপশুনছেন ক্যাপো।

বাবার পাশে উঠে বসেছে ক্লডিয়া, সান্ত্বনাসূচক একটা হাত রাখলো কাঁধে। শনের দিকে ফিরে জানতে চাইলো সে, 'ক্যাম্পে ফেরার কি উপায় হবে?'

দাঁড়ালো শন। 'এখান থেকে পাঁচ মাইল দক্ষিণে আমার একটা হান্টিং ট্রাক আছে। আমার সাথে মাতাউ যাচ্ছে একটা জায়গার কথা বলে যাচ্ছি, তোমাদের ওখানে নিয়ে যাবে জোব। ওখানেই আবার দেখা হবে আমাদের।'

গভীর জঙ্গল আর ঘন ঝোপের ভেতর দিয়ে শুধু তারার আলো দীর্ঘ চার ঘন্টা শনকে পথ দেখালো মাতাউ, একবারও পথ ভুল না করে পৌঁছে দিলো ট্রাকটার কাছে। আরো এক ঘন্টা ট্রাক চালিয়ে দলের বাকি অংশের দেখা পেলো ওরা, পথের ধারে আগুন জ্বেলে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছেন ক্যাপো। ক্লান্ত শরীর, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ট্রাকেচড়লো ওরা, ব্যর্থ তার গ্লানি আর হতাশা নিয়ে গোটা দল ফিলে চললো ক্যাম্প অভিমুখে। ভোর হতে আর বেশিদেরি নেই, চারটে বাজে।

ট্রাক চলছে, কেউ কোনো কতা বলছে না। বাবার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লো ক্লডিয়া। এক সময় চিন্তিত সুরে রিকার্ডো মনটেরো জানতে চাইলেন, 'আপনি জানেন কোথায় গেছে তুকুটেলা, শন?'

'আমাদের নাগালের বাইরে, ক্যাপো,' গম্ভীর সুরে জবাব দিলো শন।

'সিরিয়াসলি,' ক্যাপোর গলায় অস্থিরতা। 'ওদিকে কি তার নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য আছে? সেখানেই কি যাচ্ছে তুকুটেলা?'

'ওদিকে শুধুই বিপদ, ক্যাপো,' চিন্তিত গলায় বললো শন। 'গ্রামের পর গ্রাম জ্বলছে। গেরিলাদের দুটো দল পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আরো ভয়ংকর হয়ে উঠবে যুদ্ধটা,কারণ মুগাবের সশস্ত্র ছেলেরাও যোগ দিতে আসছে।'

'আমার হাতি কোথায় যেতে পারে?' জেদ ধরলেন ক্যাপো। 'যাবার নিশ্চয়ই তার একটা জায়গা আছে, তাই না?'

মাথা ঝাঁকালো শন। 'সারা বছর কখনো কেথায় থাকে সে, গবেষণা করে বের করেছি আমরা-আমি, জোব আর মাতাউ। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কাবোরা বাসা ড্যাম-এর নিচে,জলাভূমিতে থাকে সে। তারপর, সেপ্টেম্বরের শেষে বা অক্টোবরের প্রথমে জাম্বেজি পেরিয়ে রওনা হয় উত্তর দিকে, চলে যায় মালাউইতে।

বৃষ্টি শুরু হলে আবার দক্ষিণ দিকে এগায়, টিটির কাছে জাম্বেজি পেরোয়, ফিরে আসে চিউইউই ন্যাশনাল পার্কে।'

'তারমানে এইমুহূর্তে জলাভূমির দিকে যাচ্ছে সে?' জানতে চাইলেন ক্যাপো।

'ধরে নেয়া চলে,' বললো শন। 'আগামী বছর আবার আপনি সুযোগ পাবেন, ক্যাপো।'

সকালে ক্যাম্পে পৌঁছুলো ওরা। গরম পানি পাওয়া গেলো শাওয়ারে। সদ্য ইস্ত্রি করা কাপড় পরলো সবাই। ডাইনিং টেন্টে বিপুল ব্রেকফাস্ট পরিবেশিত হলো। 'নাস্তা শেষ করে ঘুম,' বললো শন। 'দুপুরে ওঠার পর কনফারেন্স। সাফারি শেষ হতে এখনো তিনসপ্তা বাকি, কাজেই একটা প্ল্যান করাদরকার। তুকুটেলার সাথে তুলনা করা যায় এমন কিছু আপনাকে আমি অফার করতে পারবো না, ক্যাপো, তবে একটা সিক্সটি-পাউণ্ডার অবশ্যই আশা করতে পারেন আপনি।'

'আমি কোনো সিক্সটি-পাউণ্ডার চাই না,' ক্যাপো বলরেন। 'আমি তুকুটেলাকে চাই।'

'সে তো আমরা সবাই চাই, তবে তার কথা তুলে আর লাভ কি।' অস্বস্তি বা বিরক্তি গোপন না করেই বললো শন। 'কিছুই যখনকরার নেই, ভুলে যাওয়াই ভালো।'

'কি হয় আমরা যদি সীমান্ত পেরিয়ে অনুসরণ করি তাকে?' নাস্তার প্লেট থেকে চোখ না তুরে জানতে চাইলেন ক্যাপো। হেসে ওঠার আগে তাঁর মুখের দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলো শন।

'এক সেকেণ্ডের জন্যে হলেও আপনি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন,' হাসি থামিয়ে বললো ও। 'মনে হচ্ছিলো, আপনি আসলেও বুঝিতাই চাইছেন। চিন্তার কিছু নেই, আগামী বছর সুযোগ পাবেন আপনি।'

'আগামী বছর বলে কিছু আছে কি? জিওফ্রে ম্যানগুজা আপনার লাইসেন্স বাতিল করে দিচ্ছে, চিউইউই কনসেশন কেড়ে নিচ্ছে আপনার কাছ থেকে।'

'ধন্যবাদ, ক্যাপো। মানুষকে আনন্দদানের কৌশল ভালোই জানা আছে আপনার।'

'নিজেদেরকে বোকা বানাবার কোনো মানে হয় না। তুকুটেলাকে শিকার করার এটাই আমাদের শেষ সুযোগ।'

'কারেকশন,' মাথা নাড়লো শন। 'চলতি মওশুমের জন্যে সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে গেছে।'

'হয়নি, যদি আমরা তাকে অনুসরণ করে মোজাম্বিকে ঢুকি,' বললেন ক্যাপো 'সবাই জানি, জলাভূমিতে তাকে পাওয়া যাবে।'

তাঁর দিকে অপলক তাকিয়ে থকলো শন। 'মাই গড, আপনি সিরিয়াস!'

'আপনাকে আগেই জানিয়েছি। জীবনে আর কিছু চাওয়ার নেই আমার, ওই হাতিটা ছাড়া'

'আপনি চান আমরা তিনজন-আমি, জোব আর মাতাউ-আপনার শখ মোটাতে গিয়ে আত্মহত্যা করি?'

'শুধু আমার শখ বললে ভুল হবে। আমার প্রস্তাবের সাথে অর্ধেক মিলিয়ন মার্কিন ডলারও রয়েছে। যদি চান, আরো বেশি দিতেও আমি আপত্তি করবো না।'

নাস্তা খাওয়া বন্ধ হয়ে গেলো শনের। টাকার অঙ্কটা শুনে ধাক্কা খেয়েছে।

'টাকাটা আমি দিতে চাইছি লোভ দেখাবার জন্যে নয়, শুধু নিজের স্বার্থ উদ্ধার করার জন্যেও নয় বলতে পারেন, আমি ক্ষতিপূরণ দিতে চাইছি।'

'কিসের ক্ষতিপূরণ?'

'আমার মেয়ের বোকামির জন্যে লাইসেন্সটা হারাতে যাচ্ছেন আপনি,' বললেন ক্যাপো। 'পাঁচ লাখ ডলার পেলে বতসোয়ানা নয়তো জাম্বিয়ায় নতুন করে লাইসেন্সের আবেদন করতে পারবেন আপনি। চিন্তা করে দেখুন।'

টেবিল ছেড়ে দাঁড়ালো শন, গম্ভীরমুখে বেরিয়ে গেলো ডাইনিং টেন্ট থেকে, কারো দিকে তাকালো না।

ক্যাম্পের শেষ মাথায়, নদীর কিনারায় এসে দাঁড়ালো ও। কাছাকাছি একদল হরিণ পানি খাচ্ছে, সবুজপানির ওপর ডালে বসে রয়েছে এটা মাছরাড়া। হরিণ বা পাখি ওপর চোখেই পড়লো না।

নিজের কনসেশন ছাড়া কেমন করে দিন কাটবে– ভেবে পায় না শন। ভাই গ্যারি প্রায় পঞ্চাশ হাজার ডলার পায় ওর কাছ থেকে। হারারিতে ব্যাঙ্কেও দেনা পড়েছে অনেক। ম্যানেজার ওকে খুঁজছে হারিকেন হাতে।

চল্লিশ বছর বয়স হতে চললো, আজো তেমন করে কিছুই গোছাতে পারলো না শন। বাবা হয়তো কোম্পানিতে ওকে সাদরে গ্রহণ করবে, কিন্তু গ্যারি যেখানে ওখানকার হেড, শনের মন সেখানে কাজ করতে সায় দেয় না।

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অফিসরুম, সুট, টাই, ল-ইয়ার, ইঞ্জিনিয়ার, শহর-শহর গন্ধ– এসব কি ভালো থাকতে দেবে ওকে?

অর্ধেক মিলিয়ন ডলার! রিকোর্ডোর অফার। ওই টাকা দিয়ে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে তাড়িয়ে দিতে পারবে সে। পারবে গ্যারির দেনা শোধ করতে।

ঘুরে, জোবের তাবুর দিকে চললো শন। নিজের ক্যাম্পে আগুনের ধারে নি:শব্দে আহার করছিলো জোব, শনকে দেখতে পেয়ে নিজের কনিষ্ঠ পত্নিকে তাড়িয়ে দিলো।

ছোট্ট পিড়িতে বসে কফির মগ হাতে নেয় শন। সিন্ডেবেল ভাষায় বলতে শুরু করে, 'জাম্বেজি নদীর জংলায়, একটা বুনো হাতিকে যে ধাওয়া করতে চায়, এমন মানুষকে কি বলবে তুমি?'

'এরচেয়ে গর্দভের মতো কাজ আর হয় না।' জোবের সরাসরি মত।

'জোব, দোস্ত আমার। রিকোর্ডো আমাদের পাঁচ লক্ষ ডলার দিতে চাইছেন, বদলে ওর হাতিকে আমরা জংলায় অনুসরণ করবো। চিন্তা করে বলোতো, কি করা যায়?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাতা নাড়ে জোব। 'আমার আর চিন্তার কিছু নেই। কখন রওনা হবো, এটাই বলুন?'

দশ মিনিট পর ফিরে এসে শন দেখলো, কফির দ্বিতীয় কাপে চুমুকদিচ্ছেন ক্যাপো, আঙুলের ফাঁকে চুরুট। পাশেই বসে রয়েছে ক্লডিয়া, বাবার সাথে তর্ক করছি। শনকে তাঁবুতে ঢুকতে দেখে চুপ করে গেলো সে।

'ক্যাপো, সীমান্তের ওপারে কি ঘটছে আপনি জানেন না,' বললো শন। 'ধরে নিন, আরেকটা ভিয়েৎনাম।'

'আমি যেতে চাই,' মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপো।

'ঠিক আছে,আমার শর্তগুলো শুনন। আপনি একটা ইনডেমনিটিতে সই করবেন। আপনার ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন, আমি দায়ী থাকবো না।'

'রাজি।'

'তারপর আপনি একটা ঋণপত্রে সই করবেন, আপনার কিছু হলে পুরো পাঁচ লাখ ডলার পেমেন্ট করতে বাধ্য থাকবে আপনার ব্যাংক।'

'কই, কাগজপত্র দিন আমাকে।'

'আপনি একটা উন্মাদ, ক্যাপো, জানেন কি?'

'শিওর,' নিঃশব্দে হাসলেন রিকার্ডো মনটেরো। 'কিন্তু আপনি, স্যার?'

'আমি তো জন্ম দেখেই পাগল!' হ্যাণ্ডশেক করার সময় রিকোর্ডোর সাথে হেসে উঠলো ও।

'প্লেন নিয়ে সীমান্তটা একবার দেখে আসবো আমি সব যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে আজ রাতেই পার হবো। তুকুটেলা বধ অভিযান দশ দিনের ভেতর শেষ করতে চাই।'

মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপো।

'আপনি বিশ্রাম নিন,' বললো শন। 'সামনে কঠিন সময়।' ঘুরতে যাবে শন, ক্লডিয়ার অগ্নিদৃষ্টি লক্ষ্য করে স্থির হয়ে গেলো। 'রীমাকে বলে দিচ্ছি, কাল আরেকটা প্লেন পাঠাবে ও-হারারেতে ফিরে যাচ্ছো তুমি। আমেরিকার উদ্দেশে প্রথম যে ফ্লাইটটা পাওয়া যাবে, তাতে তোমাকে তুলে দেবে ও।'

মনে হলো ক্লডিয়া কিছু বলবে, তবে তার আগেই মেয়ের কাঁধে একটা হাত রাখলেন ক্যাপো, বললেন, 'ঠিক আছে, ফিরে যাবে ও। আমি ওকে বোঝাচ্ছি।'

'ফিরে তো যাবেই,' বললো শন, 'আমরা পাগল নাকি যে মোজাম্বিকে নিয়ে যাবো ওকে!'

* * *

বীচক্রাফটের ডানা আর পেটে টেপ লাগালো শন, আইডেনটিফিকেশনস মার্কিন ঢাকা পড়েগেল। প্লেনের ইমার্জেন্সি স্টোর চেক করলো জোব-বলা তো যায় না, বাধ্য হয়ে ল্যাণ্ড করতেহতে পারে। ভারি ডাবল ব্যারেলের বদলে হালকা এটা রাইফেল নেয়া হলো।

আকাশে উঠে পুবদিকে এগোলো ওরা বনভূমির মাথা থেকে মাত্র পঞ্চাশ ফুট ওপরে থাকলে প্লেন,গেরিলাদের আনাগোনা বা মানুষজনে উপস্থিতি সম্পর্কে জানতে চায়। শনের কোলের ওপর ম্যাপ, প্রতিটি ল্যাণ্ডমার্ক মিলিয়ে দেখে নিচ্ছে ও। ওর পাশে বসেছে জোব মাতাউ বসছে জোবের পিছনে। সিটে তাকে বসতে দিতে রাজি নয় শন। ওর ভয় হয়তো লাফ দিয়ে পিটে চড়ে বসবে।

সীমান্তে পৌছুলো ওরা, আশাপাশে কোথাও মানুষজনের চিহ্ন দেখা গেলো না। সীমান্তের ওপর দিয়ে উত্তর দিকে আধা ঘন্টা প্লেন চালাবার পর দিগন্তরেখার কাছে চিকচিকে ভাব দেখতে পেলো-জাম্বেজি নদীর ওপর কাবোরা বাসা বাঁধটা তৈরি করার পর বিশাল এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে, দেখে মনে হবে সাগর। কাবোরা বাসা আফ্রিকার সবচেয়ে বড় হাইড্রোইলেকট্রিক স্কি, পর্তুগীজরা তৈরি করেছিল পাশের যে-কোনো দেশ প্রজেক্টের বাড়তি সবটুকু বিদ্যাৎ কিনে নিতে রাজিআছে, কিন্তু মোজাম্বিক সরকার এক পয়সার বিদুৎও বিক্রি করতে পারে না। দক্ষিণমুখী পাওয়ার লাইনগুলো বাবার ধ্বংস করে দিচ্ছে বিদ্রোহী গেরিলারা, আর সরকারী সশস্ত্র বাহিনী এতোই দুর্নীতিপরায়ণ ও অলস যে মিস্ত্রী ও শ্রমিকদের রক্ষা করার প্রায় কোনো চেষ্টাই তারা করে না। আজ কয়েক বছর হয়ে গেলো মেরামতের কাজে হাত দেয়া হয়নি।

একশো আশি ড্রিগী বাঁক ঘরে ফিরতি পথ ধরলো শন, দক্ষিণ দিকে। ফেরার পথে মোজাম্বিকে আরো গভীরে ঢুকলো ওরা। পরিত্যক্ত খেত-খামার চোখে পড়লো,কয়েক বচর ধরে চাষাবাদ হয় না, ফসলের মাঠে আগাছা জন্মেছে। কয়েকটা গ্রাম দেখা গেলো, মানুষজন নেই, ঘর-বাড়িতে আগুনলাগার পর আর মেরামত করা হয়নি। ভিলা দ্য মানিকা আর কাবোরা বাসার মাঝখানের রাস্তাটা সম্পূর্ণ নির্জন, রাস্তার ওপর ঝোপ আর ঘাস জন্মেছে,দু'পাশে জং ধরা সামরিক যানবাহনের লাইন দেখা গেলো, মাসের পর মাস পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। প্লে ঘুরিযে নিয়ে পশ্চিম অর্থাৎ সীমান্তের দিকে ফিরে এলো শন,ওদের তিনজনের পরিচিত একটা জায়গা খুঁজেবের করার চেষ্টা করছে। আরো খানিক সামনে এগোতেই পাওয়া গেলো সেটা-একজোড়া গম্বুজের মতো মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে ছোটো দুটো পাহাড়। 'ইনলোজেন'– জোবের দেয়া না, অর্থ হলো, 'কুমারীর স্তন'। ইনলোজেন- এর দক্ষিণে ছোটো দুটো নদী পরস্পরের সাথে মিলিত হয়েছে।

'ইনলোজেন, মনে পড়ে, বাওয়ানা?' জিজ্ঞেসে করলো জোব।

কোথায় গেলো ভয়, পিছনের সিট থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো মাতাউ, খলখল করে হেসে উঠলে বললো, 'বাওয়ানা, মনে পড়ে, কমরেড চায়নাকে এখানে আপনি...?'

দুই নদীর মোহনার দিকে নামলো প্লেন, চক্কর দিলো শন, তিনজনই ওরা বুঁকেআছে পুরনো গেরিলা ক্যাম্পটার আভাস পাচ্ছেওরা। শেষবার ১৯৭৬ সালের বসন্তে এখানে এসেছিলো ওরা– ব্যালানটিন্ স্কাউটস্ এর পক্ষে লড়তে।

লড়াইয়ে অতর্কিত হামলায় শত্রু শিবির দখল করে নেয় ব্যালানটিন্ বাহিনী। দখল শেষে যখন বন্দীদের যাচাই করছিলো ওরা, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে জোব এসে বলেছিলো, 'কর্নেল, আমি বন্দিদের একজনকে চিনেছি। উনি কমরেড চায়না স্বয়ং!'

কমরেড চায়না অত্যন্ত কুখ্যাত একজন অফিসার। গোটা উত্তর পুব সেক্টরের নেতা সে। রোডেশিয়ান আর্মির ওয়ান্টেড তালিকায় পয়লা নম্বরে নাম। লোকটার কাছথেকে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাবে,কাজেই নির্দেশ দিলো শন, 'ওনর নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখো।'

জোব জানালো, 'লোকটা হঁটতে চাইছে না। ও জানে, আমরা তাকে গুলি করতে পারবো না।'

জোবের সাথে বন্দীর কাছে এলো শন, দু'জন গার্ড তাকে পাহারা দিচ্ছে। মাথার পিছনে হাত রেখে বসে আছে কমরেড চায়না, শনকে আসতে দেখে ঘৃণার সাথে তাকালো।

'দাঁড়াও,' নির্দেশ দিলো শন। 'হাঁটো।' জবাবে শনের বুটে থুথু ছিটালো কমরেড চায়না। হোলস্টার থেকে .৩৫৭ ম্যাগনাল রিভালভারটা বের করলো শন, লোকটার মাথার পাশে মাজল চেপে ধরলো।

'ওঠো,' আবার নির্দেশ দিলো শন 'এটাই তোমার শেষ সুযোগ।'

'গুলি করার সাহস তোমার নেই,' হিসহিস করে বললে কমরেড চায়না। 'বন্দী হিসেবে আমি আমার গুরুত্ব বুঝি...।' তার কথা শেষ হবার আগেই গুলি করলো শন।

চিৎকার করলো কমরেড চায়না, দু'হাতে চেপে ধরলো কানটা, আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত ঝরছে।।

'ওঠো!' কিন্তু এবারও শনের নির্দেশঅমান্য করলো লোকটা, শন জুতোয় থুথু ফেললো। এরপর তার অপর কানের ওপর রিভালভার ঠেকালো শন। 'এটা ফুটো করার পর তেমার চোখ তুলে নেয়া হবে, বেয়নেট দিয়ে খুঁয়ে। শনেরা দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থেকে এবার দাঁড়ালো কমরেড চায়না।

'জোর কদমে হাঁটো!' লোটার পিঠে দু'হাত দিয়ে বাক্কা মারলো জোব। হোঁচটে খেতে খেতে গোলো লোকটা।

এক ঘন্টার পর লোকটাকে ব্যথার খষ্ট পেতে দেখে একটা মরফিন ইঞ্জেকশন দিলো শন। ব্যথা কমার পর প্রতিশ্রুতি দেয়ার সুরে চায়না শনকে বললো, 'কেউ

ইট মারলে তাকে আমি পাথর মারি, আমার স্বভাবের মধ্যে ক্ষমা বলে কিছু নেই। সাবধানে থেকো, কর্নেল শন কোর্টনি।'

'নাম জানলে কি করে?' অবাক হয়ে বলেছিলো শন।

'তুমি বিখ্যাত ব্যাক্তি। নাকি বলবো কুখ্যাত? তোমাদের নেতা রক্তচোষা ব্যালানটিন্ সবচেয়ে বজ্জাত।'

'একটু বেশিই বলে ফেলছো, কমরেড।'

'শোনো, কর্নেল, রাতের আঁধারে যে সীমান্ত টহল দেয়, শেষ হাসি সে-ই হাসে।'

'ও, মাও-সে-তুং-এর বানী!' শন হেসেছিলো। 'তোমার ঠোঁটে ভালো মানিয়েছে হে, চায়না।'

'আমরা সমগ্র দেশের দখল নিয়েছি। তোমরা, শেতাঙ্গ কৃষকের দল ভয় পেয়ে গেছো। তোমাদের বউ-বাচ্চা যুদ্ধ ঘৃনা করে। কালো চাষীরাও আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। ব্রিটেন, সমগ্র বিশ্ব আজ তোমাদের বিপক্ষে। এমনকি তোমাদের একমাত্র দোসর, দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত অন্যরকম ভাবছে। খুব দ্রুত, কর্ণেল, খুব দ্রুত আমরা জিতে নেবো...'

তর্ক করে চললো ওরা সারাটা পথ। কমরেড চায়নার ক্রুর চরিত্র স্তম্ভিত, ক্ষেত্রবিশেষে মুগ্ধ করেছিলো শনকে।

শেষমেষ, যাত্রার শেষ দিকে একটা বিয়ারের ক্যান চায়নার হাতে দিয়ে ও বলেছিলো, 'তোমার কানের ব্যাপারে দু:খিত।'

ক্রুর হেসে চায়না বলেছিলো, 'আমিও ওরকম করতাম, তোমার অবস্থানে থাকলে। তবে ভুলে যেওনা আমাদের দেখা হবে আবার।'

পরে, কমরেডের পলায়নের খবর শুনেছিলো শন। হাতকড়া করা অবস্থায় এটা ট্রাকের পিছন থেকে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে গেছে চায়না, আশপাশের জঙ্গল তন্নতন্ন করে খুঁজেও তাকে আর পাওয়া যায়নি। দু'মাস পর একটা ইন্টেলিজেন্স রিপোট পেলো শন, মাউন্ট ডারউইন রাস্তায় একটা সাপ্লাই কনভয় সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছে শত্রুপক্ষ, নেতৃত্বে ছিলো কমরেড চায়না।

'হ্যাঁ, মাতাউ, মনে পড়ে,' বর্তমানে ফিরে এলা শন।

'আমাদের ক্যাম্পের উল্টেদিকের সীমান্ত তো দেখছিএকবার খালি' বললো জোব। 'সরকারী পাহারা নেই,গেরিলারাও নেই।'

'ঝুঁকিটা তাহলে নেবো আমরা?'

'ঝুঁকি?' মাতাউর উদ্দেশ্যে চোখ মটকালো জোব। 'আমি তো কোনো ঝুঁকিই দেখছি না, বাওয়ানা।'

মাতাউ অনুরোধ করলো,' ফেরার আগে চলুন দেখে যাই তুকুটেলা কতোদূর এগালো।

পোচারদের সাথে যেখানে গুলি বিনিময় হয়েছিল, জায়গাটা পরিস্কার চিনতে পারলো ওরা। উত্তর দিকে আঙুল তাক করে মাতাউ বললো, 'আরো একটু ওদিকে যেতে হবে।' তার কথা মতো প্লেন নিয়ে খনিকটা বাম দিকে সরে এলা শন।

নিচে শুকলো একটা নদী দেখা গেলো। নদী থেকে একটা পথ এগিয়ে গেছে জঙ্গলের দিকে। 'এবার কোনো দিকেও? জানতে চাইলো শন।

জবারেব উল্লাসধ্বনি বেরিযে এলা মাতাউর কন্ঠ থেকে। লোকটা সত্যি গাছকয়, আকাশথেকেও যেনো গন্ধ শুঁকে তুকুটেলার রহদিশ বের করে ফেলেছে। তার লম্বা করা কালো হাত অনুরণ করে তাকাতে হাতিটাকে দেখতে পেলো শন। হাততালি দিয়ে হাসছে জোব, তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে মাতাউ, তাকিয়ে আছে নিচের দিকে।

শুকনো নদী থেকেমাইলখানেক দূলে জলমগ্ন, আগাছায় ভর্তি একটা বিল দেখা গেলো, চারপাশে উঁচু ঘাসবন, সেই ঘাসবনের ভেতর দিে ধীরগতিতে এগোচ্ছে তুকুটেলা।

বীচক্রাফট এঞ্জিনের আওয়াজ পেয়ে মাথা তুললো সে, কান দুটো ফেলালো, প্লেনের দিকে তাকাবার জন্যে ঘুরলো সেই সাথে তার গজদখাড়া হলো আকাশের দিকে। জোড়া আইভরির সুন্দর, নিখুঁত গঠন দেখে আরেকবার মুদ্ধ হলো শন। তুকুটেলাকে ছাড়িয়ে ছুটলো প্লেন, মুহূর্তের জন্যে দেখা গেলো ওগুলো।

'আরেকবার দেখবো?' জানতে চাইলো জোব্

'না,' মাথা নাড়লো শন। 'অকারণে বিরক্ত করা হবে। কোথায় তাকে পাওয়া যাবে জানা গেছে, চলো ফেরা যাক।'

* * *

'আধ মিলিয়ন ডলার পানিতে ফেলছো তুমি,' বাবাকে বললো ক্লডিয়া। 'জানো না, ওগুলো আমার টাকা?'

'কি রকম?' জিজ্ঞেস করলো রিকার্ডো মনটেরো। সিল্ক পা'জামা পরে ক্যাম্পর বেডে শুয়ে আছেন তিনি, শরীরের ঊর্ধ্বাংশ খালি। ক্লডিয়া লক্ষ্য করলো, বুকের বেশিরভাগ লোম এখনো তাঁর কালো।

'উত্তরাধিকার সূত্রে তোমার যাবতীয় টাকা-পয়সা আর সয়-সম্পত্তির একমাত্র মালিক হলো আমি।'

হেসে উঠলেন ক্যাপো। তাঁর ধারণা ছিলো, তর্কটা ব্রেকফাস্ট টেবিলেই মিটে গেছে। 'এ-সব কথা আবার কেন উঠছে?' জানতে চাইলেন তিনি।

'পাঁচ লাখ ডলার থেকে বঞ্চিত করছো আমাকে, বেশ মেনে নিলামদ; কিন্তু তুমি অন্তত এটুকু তো করতে পারো, আমিও যাতে তোমার সাথে ব্যাপারটা উপভোগ করার সুযোগ পাই?'

'শেষ অডিট থেকে জানা গেছে, ইয়ং লেডি, ট্যাক্স ইত্যাদি বাদ দেয়ার পর তোমার অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে ছত্রিশ মিলিয়ন ডলারের সামান্য কিছু বেশি, আমি এই এক মিলিয়ন ডলার পানিতে ফেলার পরও।'

'বাবা, তুমি জানো টাকা জিনিসটা কখনোই আমাকে টানে না। আমি তোমার সাথে আফ্রিকায় এসেছি এই সমঝোতার মাধ্যমে যে তোমার সব কাজে আমারও একটা ভূমিকা থাকবে। নাকি ভুলে গেছো?'

'কথাটা আর মাত্র একবার বলবো আমি, মাই টেসোরো,' হয় প্রচণ্ড রেগে গেলে নয়তো চরম বিরক্ত হলে মেয়েকে এ-ধরনের সম্বোধন করেন ক্যাপো। 'আমাদের সাথে তুমি মোজাম্বিকে যাচ্ছো না।'

'তারমানে তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে?'

'বিনা দ্বিধায়,' বললেন ক্যাপো। 'যদি তোমার নিরাপত্তা বা সুকের প্রশ্ন জড়িত থাকে।'

ক্যানভাস ক্যাম্প চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে দাঁড়ালো ক্লডিয়া, তাঁবুর ভেতর অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করলো। হাত দুটো বুকের ওপর শক্তভাবে ভাজ করা, ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে। মেয়েকে হঠাৎ সোফিয়া লরেনেরমতো লাগলো ক্যাপোর, তাঁর প্রিয় অভিনেত্রী। হঠাৎ ক্যাম্প-বেডের পাশে থামলো সে, বাবার দিকে ঝুঁকে অগ্নিদৃষ্টি হানলো। 'তুমি জানো নিজের জেদ সব সময় আমি বজায় রাখি,' বললো সে। 'ব্যাপারটাকে বেশিদূর গড়াতে না দিয়ে এসো একটা মীমাংসা করে ফেলি। আমাকে সাথে নিতে রাজি হয়ে যাও।'

'সত্যি আমি দুঃখিত, ক্লডিয়া। তুমি যাচ্ছো না।'

'ঠিক আছে,' বড় করে শ্বাস টানলো ক্লডিয়া। 'কাজটা আমি করতে চাইনি, বাবা, কিন্তু তুমি আমাকে বাধ্য করছো। এখন আমি বুঝতে পারি এই শিকার অভিযান তোমার জন্যে কতোটা গুরুত্বপূর্ণ, শুধু একটা হাতির জন্যে কেন তুমি

এতগুলো টাকা খরচ করতে চাইছো। কিন্তু বোঝার পরও, আমি তোমার যাওয়াটা বন্ধ করে দিতে চাই। চাই এবং পারি। আমি যদি আমার কর্তব্য পালনের জন্যে তোমার সাথে যেতে না পারি, তাহলে তোমারও যাওয়া হবে না।'

মৃদু হাসলেন শুধু ক্যাপো, জবাব দিলেন না।

'আমি সিরিয়াস, বাবা, ডেডলি সিরিয়াস। প্লিজ, কাজটা করতে আমাকে বাধ্য করো না।

'কিভাবে তুমি আমার যাওয়া বন্ধ করবে, দুষ্টু মেয়ে?'

'ডাক্তার অ্যান্ড্রুজ আমাকে যা বলেছে, সব আমি জানিয়ে দেবো শনকে।'

এক ঝটকায় দাঁড়িয়ে পড়লেন ক্যাপো, খপ্ করে মেয়ের একটা হাত ধরে ফেললেন। 'অ্যান্ড্রুজ তোকে কি বলেছে? তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন।

'তিনি আমাকে বলেছেন, গত নভেম্বরে তোমার ডান হাতে ছোট্ট একটা কালো দাগ দেখা দেয়,' বললো ক্লডিয়া, ঝট করে হাতটা পিছনে লুকিয়ে ফেললেন ক্যাপো। 'সুন্দর একটা নাম আছে অসুখটার- মেলানোমা, যেনো একটা মেয়ের নাম। কিন্তু অসুখটা সুন্দর নয়, তাছাড়া, অনেকদিন ধরে ওটাকে পুষছো তুমি। ডাক্তার ওটা কেটে ফেলে দিয়েছেন, কিন্তু প্যাথোলজিস্ট জানিয়েছেন, ওটা ক্লার্ক ৫। অর্থাৎ, ছয়মাস থেকে এক বছর।'

বিছানার ওপর ধপ করে বসে পড়লেন ক্যাপো। হঠাৎ তাঁকে বুড়ো আর ক্লান্ত দেখালো। 'কবে বললো?'

'দেড়মাস আগে,' বাবার পাশে বসলো ক্লডিয়া। 'সেজন্যেই তোমার সাতে আফ্রিকায় আসতে রাজি হই আমি। যতোটুকু সময় আমাদের আছে তার একটা ঘণ্টাও তোমার আমি একা থাকতে দেবো না। আর সেজন্যেই তোমার সাথে আমাকে মোজাম্বিকে যেতে হবে।'

'না,' মাথা নাড়লেন ক্যাপো 'তা সম্ভব নয়।'

'সেক্ষেত্রে শনকে আমি বলবো। যে-কোনো মুহূর্তে ওটা তোমার ব্রেনের নাগাল পেয়ে যাবে।' বেশি কিছু বলারদরকার নেই ক্লডিয়ার, কারণ রোগটা কতো দিকে ছড়াতে পারে তার বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন ডা. অ্যান্ড্রুজ। যদি ফুসফুসে পৌঁছায়, দম আটকে মারা যাবেন তিনি। কিন্তু যদি ব্রেন বা নার্ভাস সিস্টেমের নাগাল পায়, নড়াচড়ার শক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে পঙ্গু হয়ে যাবেন, কিংবা বদ্ধ উন্মাদ।

'তুই বলবি না,' বললেন ক্যাপো, মাথা নাড়ছেন। 'এটা আমার জীবনের শেষ সাধ। আমি জানি, এটা থেকে তুই আমাকে বঞ্চিত করতে পারবি না। পারবি

'বিনা দ্বিধায়,' জবাবটা ফিরিয়ে দিলো ক্লডিয়া।

মেয়ের দিকে বোকার মতোতাকিয়ে থাকলেন ক্যাপো।

'আমি কে? তোমার মেয়ে তো? মেয়েটা তার বাবাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে। শেষ ক'টা দিন সে তার বাবার সাথে থাকবে। এটা তার শুধু ভালোবাসার দাবি বা কর্তব্য নয়, অধিকারও।'

'কিন্তু তুই বুঝছিস না। জেনেশুনে তোমে আমি একটা বিপদের মধ্যে...,' দু'হাতে মুখ ঢাকলেন ক্যাপো। তাঁর পরাজয়ের এই ভঙ্গি দেখে বুকটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠলো ক্লডিয়ার, কণ্ঠস্বর দৃঢ় রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হলো।

'তোমাকে আমি একা মরতে দিতে পারি না, বাবা।'

'তুই বুঝছিস না এই সাফারি আমার জন্যে কতোটা দরকার। এটা আমার জীবনের শেষ চাওয়া। বুড়ো হাতি আর আমি, একসাথে বিদায় নেবো আমরা। বুঝলে এভাবে আমাকে বাধা দিতিস না।'

'বাধা তো দিচ্ছি না,' নরম সুরে বললো ক্লডিয়া। 'আমি চাই তুমি যাও; তবে আমিও তোমার সাথে থাকবো।' দুজনেই হঠা আওয়াজটা শুনতে পেলো, মুখ থেকে হাত সরিয়ে ওপর দিকে তাকালেন ক্যাপো।

'প্লেন ফিরে আসছে,' বিড়বিড় করে বললেন তিনি। 'এখনি এয়ারস্ট্রিপে ল্যাণ্ড করবে শন।' হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালেন। 'এখানে পৌছুতে একঘন্টা লাগবে ওদের।'

'কি বলবে ওকে তুমি?' জিজ্ঞেসা করলো ক্লডিয়া। 'বলবে, আমিও তোমাদের সাথে যাচ্ছি?'

* * *

'প্রশ্নই ওঠে না!' তীব্র প্রতিবাদ জানালো শন। 'অসম্ভব! ভুলে যান, ক্যাপো। ক্লডিয়া আমাদের সাথে যাচ্ছে না।'

'আপনার সাথে আধ মিলিয়ন ডলারের একটা চুক্তি হয়েছে আমার,' বললেন ক্যাপো। 'ওর যাওয়া না যাওয়ার ব্যাপারটা তখন চূড়ান্ত হয়নি। এখন আমি বলছি, ও যাবে।'

টয়োটার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। ক্যাম্পে ফিরে গাড়ি থেকে নেমেই বাপ-বেটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে শন, ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল। কঠিন দৃষ্টিতে তাকালো ও, দু'জনের চেহারায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ভাব দেখে মনে মনে মঙ্কত বোধ করলো। কড়া কিছু বলতে যাচ্ছিলো, শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলো, উপলব্ধি করলো, রাগারাগিকরে কোনো লাভ হবে না। 'ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করুন, ক্যাপো,' বললো ও। 'আপনি জানেন, এ সম্ভব নয়।'

দু'জনেই গম্ভীর, শামুকেরমতো নিজেদেরকে গুটিয়ে রেখেছে; যুক্তি মানবে না।

'ওখানে তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে। ওকে আমি নিয়ে যেতে পারি না।'

'ক্লডিয়া যাবে।'

'ক্যাপো, আপনি...।'

'এতো কেন আপত্তি তোমার, এই জন্য যে আমি একটা মেয়ে?' এই প্রথম কথা বললো ক্লডিয়া। 'এমন কোনো কাজ আছে যা পুরুষরা পারে অথচ আমি পারি না?'

'দাঁড়িয়ে পেশাব করতে পারো তুমি?' ক্লডিয়াকে খেপিয়ে তুলতে চাইলো শন, কিনউত অমার্জিত উপহাসটুকু অগ্রাহ্য করে এমন সুরে কথা বলে গেলো সে, যেনো শনের কথা শুনতেই পায়নি।

'আমাকে তুমি মাইলের পর মাইল হাঁটতে দেখেছো, আমি রোদ সইতে পারি, সেৎসি মাছিকে ভয় পাই না-বাবার চেয়ে কোনো দিক থেকে অযোগ্য আমি?'

ক্লডিয়ার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ক্যাপোর দিকে তাকারো শন্ 'একজন বাপ হিসেবে আপনি অনুমতি দিতে পারেন না। কল্পনা করতে পারেন, একদল রেনামো খুনেদের হাতে পড়লে কি অবস্থা হবে ওর?'

রিকার্ডো শিউরে উঠতে দেখলো শন, তবে ক্লডিয়ার তা দেখতে পেলো এবং বাবা দুর্বল হয়ে পড়ার আগেই তাঁর একটা হাত ধরে দৃঢ়স্বরে বললো, 'হয় আমিও যাবো, নয়তো কারো যাওয়া হবে না। বাবার সাথে তোমার একটা চুক্তি হয়েছে, সেটা ভঙ্গ করার আগে মাতাউদের জিজ্ঞেস করে দেখো তারা পাঁচ লাখ ডলার হারাতে রাজি আছে কিনা,' তার এই শেষ কথাটায় চ্যালেঞ্জের সুর চাপা থাকলো না।

'ক্যাপো, কে আমার সাথে কথা বলবে এখানে, আপনি না ক্লডিয়া?'

'ও-সব প্যাঁচে কোনো কাজ হবে না,' নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললো ক্লডিয়া, যদিও প্রতীকী অর্থে তার ইচ্ছেকরছে শিকারী লোকটাকে খামচে আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত করে

দেয়। 'এ-ব্যাপারে আমি আর বাবা একমত হয়েছি। হয় দু'জনেই আমরা যাবো, নয়তো কেউ যাবো না-তাই না, বাবা?' বাপের আরো গা ঘেঁষে দাঁড়ালো সে।

'হ্যাঁ, শন,'রিকার্ডো মনটেরোকে ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত দেখালো। ' ক্লডিয়া ঠিক বলেছে। গেলে আমরা দু'জনেই যাবো।'

ঝট করে ঘুরলো শন, নিজের তাঁবুর দিকে ফিরে যাচ্ছে। কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়ালো ও, হাত দুটো উঠে এলো কোমরে।

তর্ক শুনে ক্যাম্পের স্টাফরা মেসের জানালা-দরজা থেকে উঁকি দিচ্ছে সবার চোখে-মুখে একাধারে উদ্বেগ আর কৌতূহল। 'অমন হাঁ করে কি দেখছো তোমরা? কারো কোনো কাজকর্ম নেই?' চোখের পলকে ছিটকে পালিয়ে গেলো সবাই।

ঘুরলো শন, ধীর পায়ে ফিরে এলো টয়োটার কাছে। 'ঠিক আছে,' বললো ওঠ, ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ক্লডিয়ার দিকে। 'নিজের গলায় ছুরি চালাও, তবে ব্যাণ্ডেজের জন্যে আমার কাছে এসো না।'

'আসবো না, কথা দিলাম,' ক্লডিয়ার কথায় যেনো মধুর প্রলেপ দেয়া, সরাসরি উল্লাস প্রকাশ পেলে এতোটা বোধ হয় গা-জ্বালা করতো না। দু'জনেই জানে, আপোষের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।

'আমাদের কিছু পেপারওঅর্ক সারতে হবে, রিকার্ডো,' বলে নিজের তাঁবুর দিকে এগোলো শন, একবারও পিছন ফিরে তাকালো না।

পুরনো একটা রেমিংটন টাইপরাইটার আছে ওর, সেটার সামনে বসে ইনডেমনিটি স্টেটমেন্ট টাইপ করলো, একটা ক্যাপোর জন্যে, আরেকটা ক্লডিয়ার জন্রে। দুটোই শুরু হলো এভাবে, 'আই অ্যাকনলেজ দ্যাট আই য়্যাম ফুলফি অ্যাউয়্যার অভ দ্য ডেঞ্জার অ্যাণ্ড দি ইললিগালিটি...।' সবশেষে একটা ঋণপত্র টাইপ করলো শন, জোব আর হেড ওয়েটারকে ডাকলো সাক্ষী হিসেবে সই করার জন্যে। সবগুলো কপি মেস টেন্টের ছোট্ট স্টীল সেফ-এ রাখা হলো, প্রথম সুযোগেই রীমার নামে শনের অফিসে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

'তবে, শুরু করা যাক!' বলে, উঠে দাঁড়ায় শন।

* * *

সব মিলিয়ে সাতজন ওরা। নতুন লোকটার নাম ডেডান, নদী পারপার থেকে সে-ই তুকুটেলার খবর নিয়ে এসেছিল। 'দল ভারি হয়ে গেলো,' বললো শন, 'তবে উপায় নেই, একেকটা আইভরি একশো ত্রিশ পাউণ্ড ওজন। পোর্টার হিসেবে মাতাউ কোনো কাজে আসবে না। আইভরি দুটো আনতে চারজন সমর্থ লোক লাগবে আমাদের।'

মালপত্র টয়োটার তোলার আগে সব আবার খুলতে বললো শন, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্রতিটি জিনিস পরীক্ষা করলো। ক্লডিয়ার ব্যাগে হাত দিতেই প্রতিবাদ করলো সে, 'আমার প্রাইভেসিতে হামলা চালানো হচ্ছে। কোনো মেয়ের ব্যক্তিগত জিনিস হাতড়ানো অভদ্রতা।'

'যাও, সুপ্রীম কোর্টে মামলা ঠুকে দাও, ডাকি।' প্রতিবাদে কান না দিয়ে ব্যাগ খুলে বিশটা কসমোটিকস-এর শিশি, টিউব আর কৌটা নামালো শন,সেগুলো থেকে বাছাই করলো মাত্র তিনটে টিউব, বললো, বাকি সতেরোটা নেয়া যাবে না। অতিরিক্ত আণ্ডারওয়্যার নিতে পারবে একটা' অর্থাৎ বাকি পাঁচটা রেখে যেতে হবে। প্রায় কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা হলো ক্লডিয়ার। এখানো প্রচণ্ড রেগে আছে শন, তার এই অবস্থা দেখে খানিকটা তৃপ্তিবোধ করলো ও।

এক সময় শেস হলো কাজটা। মুধু একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র সাথে নেয়া হচ্ছে। সতর্কতার সাথে মাপা হলো প্রতিটি ব্যাগ ও বোঝা, বহনকারীদের শারীরিক সামর্থ্যে ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে বরাদ্দ সেগুলো। শন, জোব, পিউমুলা আর ইনসুতা, প্রত্যেকে বহন করবে ষাট পাউণ্ড করে। ক্যাপো আর মাতাউ চল্লিশ পাউণ্ড। ক্লডিয়াকে দেয়া হলো পঁচিশ পাউণ্ড।

'আমি আরো বেশি নিতে পারবে,' প্রতিবাদের সুরে বললো সে। 'মাতাউর মতো আমাকেও চল্লিশ পাউণ্ড দেওয়া হোক।' শন তার কথার উত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলো না।

'তাছাড়া আমি খাইও কম!' কিন্তু শন ততোক্ষণে পিছন ফিরে টয়োটায় মাল তোলার তদারকি শুরু করেছে।

* * *

চিউইউই ক্যাম্প ছাড়লো ওরা। দিনের আলো ফুরোতে এখনো চার ঘণ্টা বাকি। অত্যন্ত দ্রুতবেগে গাড়ি চালালো শন, বিরতিহীন ঝাঁকি খেয়ে হাঁপিয়ে গেলো সবাই। ক্লডিয়ার উপস্থিতির বিরুদ্ধে এটা ওর প্রতিবাদ, তবে সেটা আংশিক কারণ মাত্র, আসল কারণ হলো রাত নামার আগেই সীমান্তে পৌঁছুনো।

গাড়ি চালাতে চালাতে কথা বলছে শন, 'মোজাম্বিকের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সবারই একটা প্রাথমিক ধারণা থাকা দরকার। আফ্রিকায় সমাজতন্ত্রের ধারক– মোজাম্বিক। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এটা ছিলো পর্তুগীজ কলোনি। প্রায় ৫০০ বছর ধরে তারাই এখানে রাজত্ব করেছে। পনেরো মিলিয়ন মানুষ সুখে-শান্তিতেই ছিলো। জার্মান বা ব্রিটিশদের বিপরীত, পর্তুগীজরা এখানকার লোকেদের অনেকটা ভালো চোখে নিয়েছিলো। আইন হয়েছিলো, একটা নির্দিষ্ট লেভেল পর্যন্ত পড়াশোনা শেষ করতে পারলে কালো দের শেতাঙ্গদের মতোই মর্যাদা দেয়া হবে, সরকারী চাকুরী দেওয়া হবে। অন্যান্য যে জায়গাতেই এই আইন বলবৎ আছে, তাদের মতো এখানেও ব্যাপারটা সফল ছিলো। কলোনিয়াল এই নিয়মে শান্তিতে ছিলো দেশবাসী।'

'হুহ!' মুখ ঝামটা দেয় ক্লডিয়া। 'ওইসব প্রপাগান্ডা বন্ধ করো।'

'সত্যি কথা হলো,' শন বলে চলে, 'প্রাক্তন ব্রিটিশ কলোনিতে যেমন ছিলো, এখন তার চেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে আফ্রিকার লোকজন। এখানে, মোজাম্বিকে কালোরা এখন অবর্ণনীয় অবস্থায় রয়েছে।'

'অন্তত, তারা মুক্ত তো আছে!' ক্লডিয়া বলে।

'স্বাধীনতা? মুক্তি? প্রতি বছর এখন লোকসানে চলছে দেশ, যেখানে আগে লোকজন খেয়ে-পড়ে বাঁচতো। সমাজের সবগুলো স্তরে পাকাপোক্ত আসন গেড়ে বসেছে বিশৃঙ্খলা, অব্যবস্থা আর দুর্নীতি। বিদেশী ঋণের পরিমাণ জাতীয় উৎপাদনের দ্বিগুণ। শতকরা মাত্র পাঁচভাগ ছেলেমেয়ে অনুমোদিত স্কুলে যাবার সুযোগ পায়। শিশু মৃত্যুর হার প্রতি এক হাজারে তিনশো চল্লিশ। এরচেয়ে খারাপ আছে শুধুমাত্র আর দুটি দেশ– অ্যাঙ্গোলা এবং আফগানিস্তান।'

'একটা দেশের অবস্থা এতোটা খারাপ হয় কি করে?' প্রতিবাদ করলো ক্লডিয়া।

'আরো দুটো প্রসঙ্গ এখনো তুলিনি-গৃহযুদ্ধ ও এইডস। যাবার সময় পর্তুগীজরা একনায়ক সামুরা ম্যালেশ ও তার দল ফ্রেলিমোকে ক্ষমতা দিয়ে যায়। মার্কসিস্ট ম্যালেশ মহোদয় নির্বাচন বা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন না, তাঁর শাসনেরই সমরাসরি ফল হলো বর্তমান অবস্থা। ন্যাশনাল মোজাম্বিকান রেজিস্ট্যান্স-এর মতো সশস্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন তার আমালেই মাথাচাড়া দেয। ন্যাশনাল মোজাম্বিকান রেজিস্ট্যান্স-সংসেপে রেনামো। এই সংগঠন সম্পর্কে কারো তেমন কিছু জানা নেই। কে তাদের নেতা, কি তাদের উদ্দেশ্য, এইসবই অস্পষ্ট তবে রেনামোই দেশের বেশিরভাগ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে, বিশেষ করে উত্তরদিকটা। রেনামোর গেরিলাদের কসাই বললেও কম বলা হয়।'

'সামুরা ম্যাশেল প্লেন দুর্ঘটনায় মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর ফ্রেলিমো পার্টি এখনো টিকে আছে, বরং আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। রেনামো গেরিলাদের যদি ডাকাত বলা হয়, ফ্রেলিমোদের বলা যায় জল্লাদ। পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ওরা, অর্থাৎ সেয়ানে সেয়ানে যুদ্ধ চলছে গোটা মোজাম্বিক জুড়ে।'

'কোন্ নরকে যাচ্ছি তার একটু আভাষ দিলাম। এসো প্রার্থনা করি, ফ্রেলিমো বা রেনামো কারো হাতেই যেনো না পড়ি আমরা।' চিন্তাটা শনের ঘাড়ের পিছনে শিরশিরে একটা ভাব এনে দিলো, অনুভব করলো রাগ ঝেড়ে ফেলে হালকা হয়ে যাচ্ছে ওর মন। আবার মারাত্মক বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে ও, দেহ-মনে ছড়িয়ে পড়ছে উপভোগ্য রোমাঞ্চ। মেয়েটা দলে থাকায় কেন যেনো এখন আর অস্বস্তিবোধ করছে না, বরং তাকে রক্ষা করার একটা কর্তব্যবোধ জাগছে অন্তরের গভীরে। ভাবলো, ক্লডিয়া আমেরিকায় ফিরে গেলে এই অভিযানের কোথায় যেনো একটা অসম্পূর্ণতা থেকে যেতো। চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছে শন, দেখাদেখি বাকি সবাইও নীরব হয়ে গেলো, এমনকি টয়োটার পিছনে দাঁড়ালো লোকগুলোও। সীমান্ত যতো এগিয়ে আসছে, নিস্তব্ধতা ততোই যেনো গভীর হয়ে উঠলো।

অবশেষে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকারো শন, সাথে সাথে সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো জোব। 'দিস ইজ ইট, লেডিস অ্যাণ্ড জেন্টেলমেন,' শান্ত গলায় বললো শন। আরো খানিকটা গড়িয়ে পাথরবহুল একটা ঢালের গোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়লো টয়োটা।

'কোথায় পৌঁছুলাম আমরা?' জানতে চাইলেন ক্যাপো।

'এখান থেকে সীমান্ত তিনমাইল দূরে, তবে গাড়ি নিয়ে আর পাঁচশো গজ যাওয়াও নিরাপদ নয়। শুরু হলো আমাদের পদযাত্রা।'

ট্রাক থেকে নামার জন্যে পা বাড়ালেন ক্যাপো, তীক্ষ্ণকণ্ঠে তাঁকে বাধা দিলো শন। 'থামুন, ক্যাপো! পাথরের ওই টুকরোটায় পা রাখুন, কোনো ছাপ ফেলবেন না।'

ট্রাক থেকে একজন একজন করে নামলো সবাই, যে যার বোঝা নিয়ে; শনের নির্দেশে প্রত্যেকে তার সামনের লোক যেখানে পা ফেলেছে ঠিক সেখানে পা ফেললো। সবার শেষে নামলো মাতাউ, পিছু হটতে শুরু করলো সে, শুখনো ঘাসের তৈরি ঝাঁটা দিয়ে মুছে ফেলছে সমস্ত দাগ, ওরা যে এখানে ট্রাক থেকে নেমেছে তা যেনো কেউ বুঝতে না পারে।

ট্রাকটা ক্যাম্পে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে হেড ওয়েটার। রওনা হবার আগে শনের সামনে দাঁড়ালো সে, বললো, 'নিরাপদে ফিরে আসবেন, বাবু।'

'আশা কম,' হেসে উঠলো শন, হাত নেড়ে বিদায় দিলো তাকে। তারপর জোবের দিকে ফিরলো। 'অ্যান্টি ট্র্যাকিং, লেট'স গো!'

ক্লডিয়া বা ক্যাপো অ্যান্টিট্র্যাকিং পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুই জানে না, কারণ শিকার করার সময় অবাধে শুধু ধাওয়া করেছে তারা। দলটা ঝাঁক বাধলো ইণ্ডিয়ান ফাইল-

এর আকৃতিতে একজনের পিছনে একজন। জোব পথ দেখাচ্ছে, বাকি সবাই তার পা ফেলার জায়গা মাড়িয়ে সামনে এগোলো। ওদের সবার পিছনে রয়েছে মাতাউ, ওস্তাদ জাদুকর, সযত্নে মুছে ফেলছে প্রতিটি চিহ্ন-আঙুলের নরম সম্পর্শে ভাঁজ খাওয়া একটা ঘাসকে সোজা করলো, আগের জায়গায় বসালো ছোট্ট একটা নুড়ি পাথর, খেয়াল রাখলো ওটার শ্যাওলা ধরা গা যাতে ওপর দিকে থাকে, মাটির ওপর ঝাঁটা বুলালো, নিচু ডাল থেকে সদ্য খসে পড়া একটা পাতা বা একটা খেঁতলানো ঘাস তুলে নিলো।

বন্যপ্রাণিদের আসা-যাওয়ার পথ ও নরম মাটি এড়িয়ে গেলো জোব, যদিও তার হাঁটার গতি অসম্ভব দ্রুত। আঁধ ঘন্টার মধ্যে দুই শোল্ডার ব্লেডের সাঝখানে ও শার্টের বোতাম-ঘরের পিঁছনে তাজা ঘামের ঠাণ্ডা পরশ অনুভব করলো ক্লডিয়া। পথ দেখিয়ে নিচু একটা পাহাড়ে তুলে আনছে ওদেরকে জোব। ইঙ্গিতে সবাইকে মাথা নিচু করতে বললো শন, আকাশের গায়ে ওদের কারো কাঠামো যাতে ফুটে না ওঠে। পিছনে অস্ত যাচ্ছে সূর্য।

'মনে হচ্ছে ওরা ওদের কাজ বোঝে?' পিউমুলা ও ডেডান সম্পর্কে মন্তব্য করলেন ক্যাপো। কেউ নির্দেশ দেয়নি, নিজেরাই তারা জোবের দু'পাশে, বেশ খানিকটা সামনে সরে গেছে, আসলে পাহারা দিচ্ছে গোটা দলটাকে।

'বোঝে বৈকি,' বললো শন, ক্যাপো আর ক্লডিয়ার মাঝখানে বসে পড়লো আড়াল হিসেবে সামনে ঝোপ রয়েছে। 'ওরাও তো যুদ্ধ করে।'

'আমরা এখানে থামলাম কেন?' জানতে চাইলো ক্লডিয়া।

'বসে আছি সীমান্তের ওপর,' বললো শন। 'দিনের বাকি আলোয় সামনেটা পরীক্ষা করবো। চাঁদ উঠলেই পার হবো আমরা'।

চোখে জিউস বাইনোকুলার তুলে দূরে তাকালো শন। কয়েক ফুট দূরে মাটিতে পেট দিয়ে শুয়ে রয়েছে জোব, সে-ও একই দিকে তাক করেছে তার বাইনোকুলার। মাঝে মধ্যে চোখ রগড়াবার বা লেন্স থেকে ধুলো পরিষ্কার করে জন্যে ওগুলো নামালো ওরা। নিজেদের কাজে এতো মগ্ন, আর কোনো দিকে খেয়াল নেই। গোধূলির লালিমা ফিকে হয়ে আসছে, এই সময় বাইনোকুলারটা বুক পকেটে ভরে রাখলো শন, তাকালো ক্লডিয়ার দিকে।

'মেকআপ করার সময় হয়েছে তোমার,' বললো ও। এক মুহূর্তের জন্যে ব্যাপারটা বুঝতে পারলো না ক্লডিয়া, তারপরই ক্যামোফ্লেজ ক্রীমের আঠালো ছোঁয়া অনুভব করলো গালে, ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে আনলো মাথাটা।

'স্থির হও,' ধমক দিলো শন। 'তোমার সাদা মুখ আয়নার মতো চকচক করছে। পোকা আর রোদ থেকেও এটা তোমাকে রক্ষা করবে।' শুধু মুখ নয়, তার হাতের উল্টোদিকেও ক্রীম লাগালো ও। তারপর নিজেও খানিকটা মাখলো।

'ওই চাঁদ উঠছে। এবার আমরা রওনা হতে পারি।'

ঘরে আকৃতি ঠিক থাকলেও জায়গা বদল করলো ওরা। দু'পাশে আর সামনে থাকলো জোব ও পিউমুলা, মাঝখানে ট্র্যাকার-এর ভূমিকায় শন, মাতাউ আগের মতোই পিছনে-খুশিমনে ওদের ফেলে আসা চিহ্ন মুছে ফেলছে।

চলার পথে একবার থেমে ক্লডিয়ার ইকুইপমেন্ট পরীক্ষা করলো শন। ওর কাঁধের একটা স্ট্র্যাপ ঢিলে হয়ে আছে, স্ট্র্যাপের সাথে আটকানো ইস্পাতের হুকটা প্রতি পদক্ষেপের সাথে শব্দ করছে, শব্দটা এতোই অস্পষ্ট যে খেয়াল করেনি ক্লডিয়া। 'এমন আওয়াজ করছো না!' স্ট্র্যাপটা আটকানোর সময় তার কানে নিঃশ্বাস ছাড়লো শন।

'অহঙ্কারী শয়তান,' ভাবলো ক্লডিয়া।

নিঃশব্দে হাঁটছে ওরা। এক ঘন্টা পেরিয়ে গেলো, তারপর আরো একটা কোনো বিরতি ছাড়াই। ঠিক কখন ওরা সীমান্ত পার হয়েছে বলতে পারবে না। ক্লডিয়া। বনভূমির ফাঁক গলে নিচে নেমে আসা চাঁদের আলো রূপালী, তার সামনে শনের চওড়া কাঁধের ওপর গাছপালার ছায়াগুলো কাঁপছে।

ধীরে ধীরে নিস্তব্ধতা ও চাঁদের আরো স্বপ্নে মতো একটা অবাস্তব পরিবেশ তৈরি করলো। ক্লডিয়ার মনে হলো পরিবেশটা তাকে যেনো গ্রাস করে ফেলেছে, যেনো ঘুমের ভেতর হাঁটছে সে, আর তাই হঠাৎ করে শন দাঁড়িয়ে পড়তে ওর সাথে ধাক্কা খেলো সে, পুরুষালি শক্ত হাতে শন তাকে জড়িয়ে না ধরলে হয়তো পড়েই যেতো।

অটল দাঁড়িয়ে থাকলো ওরা, কান পাতলো, তাকিয়ে আছে বনভূমির গাঢ় ছায়ার ভেতর। প্রায় পাঁচ মিনিট পর সামান্য একটু নড়লো ক্লডিয়া, নিজেকে শনের হাত থেকে মুক্ত করার জন্যে। কিন্তু সাথে সাথে শনের বাঁধন আরো শক্ত হলো। বাধ্য হয়ে পেশীতে ঢিল দিলো ক্লডিয়া। ডান পাশ থেকে একটা পাখি ডেকে উঠলো, জোবের সংকেত। নিঃশব্দে মাটিতে বসে পড়লো শন, নিজের সাথে টেনে নিলো ক্লডিয়াকেও। আশপাশে কোথাও সত্যিকার বিপদ ওঁত পেতে আছে, উপলব্ধি করে আরো টান পড়লো ক্লডিয়ার নার্ভে। এখন আর শনের হাতটা তাকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলছে না। আরো একটু গা ঘেঁষে বসলো সে। ভালো লাগলো অনুভূতিটা।

অন্ধকার থেকে আরেকটা পাখি ডেকে উঠলো। ক্লডিয়ার কানে ঠোঁট ঠেকালো শন। 'বসে থাকো,' নিঃশ্বাস ফেললো ও।

শরীর থেকে হাতটা সরে যেতেই নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ আর অসহায় লাগলো ক্লডিয়ার। ছায়ার মতো আলগোছে শনকে জঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখলো সে।

নিচের দিকে ঝুকে সামনে বাড়লো শন, এক হাতে রাইফেল, অপর হাতে দিয়ে মাটি থেকে শুকনো ডাল সরাচ্ছে, পা পড়লে যাতে শব্দ না হয়। জোবের কাছ থেকে দশ ফুট পিছনে শুয়ে পড়লো ও। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গাঢ় আকৃতিটার দিকে তাকালো।

হাতের তালু উঁচু করে সংকেত দিলো জোব। তার সামনে ও বাম দিকে মনোযোগ দিলো শন।

কয়েক মিনিট কিছুই দেখতে পেলো না। তবে জোবের প্রতি আস্থা আছে ওর, অপেক্ষায় থাকলো। রাতের বাতাস থেকে হঠাৎ একটা ঝাঁক ঢুকলো নাকে, নাক তুলে জোরে বাতাস টানলো শন। ধৈর্য ধরার ফল পাওয়া গেলো। চুরুটের গন্ধ ওটা। গন্ধ থেকে ব্র্যাণ্ডও চেনা গেলো, বিশেষ করে ফ্রেলিমো গেরিলাদের খুব প্রিয়।

জোবকে সংকেত দিলো শন, তারপর দু'জনেই সামনে বাড়লো। ক্রল করে এগোলো ওরা, নিঃশব্দে। চল্লিশ কদমের মতো এগোবার পর থামলো। তারপরই চুরুটের হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠা আগুনটা দেখতে পেলো শন। কাশলো লোকটা, থুতু ফেললো। ওদের সরাসরি সামনে বড় একটা গাছের তলায় রয়েছে সে। এতোক্ষণে তার আকৃতিটাও দেখতে পেলো শন। গাছের দিকে পিছন ফিরে বসে আছে।

কে হতে পারে লোকটা? স্থানীয় আদিবাসী? পোচার? মধু চোর? রিফিউজি? না, মনে হয় না। লোকটা অতি মাত্রায় সজাগ ও সতর্ক, প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায় একজন পাহাড়ার। তারপর আরো সামনে কি যেনো নড়ে উঠতে দেখলো শন। মাটির সাথে সেঁটে গেলো শরীরটা।

জঙ্গল থেকে আরেকজন লোক বেরিয়ে এলো, তাকে দেখে গাছের তলা থেকে প্রথম লোকটা উঠে দাঁড়ালো। দাঁড়াতেই তার কাঁধে ঝোলানো এ/কে ফরটিসেভেন রাইফেলটা দেখতে পেলো শন। দুজন নিচু গলায় কথা বলছে।

পালা বদল, ভাবলো শন। দ্বিতীয় লোকটা গাছতলায় থেকে গেলো, জঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হলো প্রথম লোকটা। তারমানে ওদিকে একটা ক্যাম্প আছে।

হামাগুড়ি দিয়ে এগোলো শন, অনেক দূর থেকে গাছতলায় বসে থাকা লোকটাকে পাশ কাটালো। পেরিমিটারের ভেতরে এসে দাঁড়ালো সোজা হয়ে, হন হন করে এগোলো। পাহাড়ের গা এক জায়গায় ভাঁজ হয়ে আছে, ক্যাম্পটা তার ওপর। অস্থায়ী ক্যাম্প, কোনো ঘর বা তাঁবু নেই। দু'জায়গায় আগুন জ্বলছে, কয়লা হয়ে গেছে কাঠ, কোনো শিখা নেই। আগুনদুটোর ধারে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে কিছু লোক। গুণলো শন; এগারোজন। আরো হয়তো পাঁচ-ছয়জন পাহারায় আছে। ছোটো একটা দল।

সাথে অটোমেটিক অস্ত্র নেই, তবু লোকগুলোকে ঘায়েল করার সম্ভব। মাতাউর কাছে ছাল ছাড়াবার ছুরি আছে, বাকিসবার কাছে আছে পিয়ানোর তার দিয়ে তৈরি ফাঁস। ক্যাম্পের প্রতিটি লোক ঘুমের মধ্যেই মারা পড়বে।

ক্ষোভে মাথা নাড়লো শন, বুঝতে পারছে হয় ওরা ফ্রেলিমো ট্রুপ, নয়তো রেনামো গেরিলা। পরিচয় যাই হোক, তার সাথে ওর কোনো বিবাদ নেই, অন্তত হাতি শিকারে বাঁধা হয়ে না দাঁড়ালো পর্যন্ত। পিছিয়ে এলো শন, পেরিমিটারের কাছে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে জোব। নিঃশ্বাস ফেললো ও, 'আগুনের ধারে এগারোজন।'

'আরো দু'জন সেন্ট্রিকে দেখেছি আমি,' জানালো জোব।

'ফ্রেলিমো?'

'কি করে বলি!' কাঁধ ঝাঁকালো জোব। তার হাত ছুঁলো শন, দু'জন পিছিয়ে এলো আরো খানিকটা।

'কি ভাবছো তুমি, জোব?' তার মতামত জানতে চাইলো শন।

'ছোট্ট একটা দল, গ্রাহ্য না করলেও চলে। ওদেরকে পাশ কাটাতে পারি আমরা।'

'বড় কোনো দলের অ্যাডভান্সড গার্ড হতে পারে।'

'তবে ক্র্যাক ট্রুপ নয় ওরা,' বিড়বিড় করলো জোব। 'পাহারায় বসে চুরুট খাচ্ছে, আগুনের ধারে ঘুমাচ্ছে। উঁহুঁ, সোলজার হতে পারে না। ট্যুরিস্ট।'

'তুমি তাহলে যেতেই চাও?' জিজ্ঞেস করলো শন।

'যেতে চাই বা না চাই, পাঁচ লাখ ডলার আমাকে টেনে নিয়ে যাবে,' চাপা গলায় হেসে উঠলো জোব।

* * *

ভয় পেয়েছে ক্লডিয়া। আফ্রিকার কালো রাত কতো রকম অজানা রহস্য আর অনিশ্চয়তার ভরা। এখন যদি গা বেয়ে একটা সাপ ওঠে, কি করার আছে তোমার? কিংবা যদি ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে কোনো সিংহ? অপেক্ষার সময়টা অসহ্য লাগলো তার, যতো রকম ভীতিকর আশঙ্কা আছে সব ভিড় করলো মনে। শন যাবার পর প্রায় এক ঘন্টা পেরিয়ে গেছে, অথচ এখনো তার ফেরার নাম নেই। নিজেকে একাকী ও অসহায় লাগছে তার।

তারপর হঠাৎ ফিরে এলো শন, ওকে দেখে এতোটা স্বস্তিবোধ করলো ক্লডিয়া যে মনে মনে ভারি লজ্জা পেলো। তার ইচ্ছে হলো, হাত বাড়িয়ে ছোঁয় শনকে, ওকে ধরে ঝুলে পড়ে। বাবার কানে ফিসফিস করছে শন, শোনার জন্যে কাছে সরে এলো সে। তার বাহু শনের বাহুতে ঠেকলো, যদিও শন তা লক্ষ্য করেছে বলে মনে হলো না, কাজেই হাতটা সরালো না সে। ছোঁয়াটা তার মনে আশ্চর্য একটা অনুভূতির সৃষ্টি করলো, যেনো এখন আর কেউ তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, সম্ভাব্য সব রকম বিপদ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ সে।

প্রথম দলটার আকার সম্পর্কে বললো শন, তারপর রিকার্ডোর মতামত জানতে চাইলো। 'ব্যাপারটা আপনার ওপর নির্ভর করে। ওদেরকে পাশ কাটিয়ে এগোবেন, নাকি ফিরে যাবেন?'

'তুকুটেলাকে আমার চাই-ই।'

'ফিরে যাবার এটাই কিন্তু শেষ সুযোগ,' সাবধান করে দিলো শন।

'আপনি সময় নষ্ট করছেন,' বললেন ক্যাপো।

বাবার সিদ্ধান্ত দ্বন্দ্বে ফেলে দিলো ক্লডিয়াকে। এখন ফিরে যেতে হলে মনটা খারাপ হয়ে যাবে, সন্দেহ নেই। অথচ আফ্রিকার আসল মজার প্রথম স্বাদ তার কাছে তেমন উপবোগ্য লাগেনি। আবার যাত্রা শুরু হলো শনের। সরাসরি পিছনে থাকলো সে, উপলব্ধি করলো জীবনে এই প্রতম সভ্যতার নিরাপদ আশ্রয় ও সুযোগ-সুবিধে থেকে অনেক দূরে রয়েছে। এখানে তাকে রক্ষা করার জন্যে পুলিশ নেই, নেই আইনের সহায়তা বা সুবিচারের আশ্বাস। সাপের সামনে ব্যাঙ যেমন অসহায়, রহস্যময় ও বিপদসংকুল আফ্রিকার জঙ্গলে সে-ও তেমনি অসহায়। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলো ক্লডিয়া, শনের যতোটা সম্ভব কাছাকছি থাকতে চায়। মনে হলো, এতোদিন তার বেঁচেথাকার মধ্যে যেনো পরিপূর্ণতা ছিলো না, এতোটা সচেতন আগে কখনো হতে পারেনি সে। জীবনে এই প্রথম সে তার অস্তিত্বের শেষ ধাপে পৌঁচেছে, এটাকেই বোধহয় লেভেল অভ সারভাইভাল বলে অনুভূতিটা আনন্দঘন, যেনো একটা নেশায় পেয়েছে তাকে।

দিকভ্রান্ত হয়ে পড়লো ক্লডিয়া। কখনো আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগোলো দলটা, কখনো পিছু হটলো, আবার কখনো ঘন ঘন বাঁক ঘুরলো প্রায়ই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে ওরা, পাশ থেকে পাখির ডাক না শুনলে নড়ছে না এক চুল। ক্লডিয়া লক্ষ্য করলো, আকাশের দিকে মুখ তুলে তারাগুলোকে দেকে দিক নির্ণয় করছে শন।

তারপর এক সময় খেয়াল হলো তার, অনেকক্ষণ হলো তারা থামেনি বা দিক বদল করেনি, সোজা হাঁটছে। বোঝা গেলো, আপাতত বিপদের কোনো ভয় নেই। উত্তেজনা কমে আসার সাথে সাথে পা দুটো অসম্ভব ভারি লাগলো তার, পিঠে ব্যথা অনুভব করলো। হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালো চোখ রেখে হিসাব করলো, গোপন ক্যাম্পটাকে পাশ কাটাবার পর পাঁচ ঘন্টা ধরে হেঁটেছে তারা।

খোলা একটা ঘাসবন পেরুলো ওরা। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসে কাঁপ ধরে গেলো। বুটের ফাঁক গলে শিশির ঢুকলো ভেতরে, ভিজে গেলো মোজা।

'থামবো কখন?' শনের পিঠের ওপর চোখ রেখে ভাবলো ক্লডিয়া। কিন্তু শনের মধ্যে থামার কোনো লক্ষণ নেই। এক সময় ক্লডিয়ার মনে হলো, তাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে থামছে না শন। থামবে, সে যদি করুণ সুরে আবেদন জানায়।

'ঠিক আছে, দেখাবো মজা! ব্যাগ খুলে জ্যাকেটটা বের করলো ক্লডিয়া, হাঁটার গতি একটুও কমলো না। তারপর হঠাৎ অবাক হয়ে গেলো সে। ঘাড়ে ঝুলে থাকা শনের চুলগুলো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে কিভাবে?

চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো ক্লডিয়ার, যেনো আর কোনোদিন ভোর হবে বলে আশা করেনি সে। এই সময় অবশেষে থামলো শন। নিজেকে তার পাশে টেনে আনলো ক্লডিয়া, ক্লান্তিতে পায়ের পেশীগুলো কাঁপছে।

'দুঃখিত, ক্যাপো,' বললো শন। 'একটু বেশি কষ্ট দিলাম। আলো ফোটার আগে লোকগুলোর কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে সরে আসার দরকার ছিলো। কেমন বোধ করছেন আপনি?'

'নো প্রবলেম,' বিড়বিড় করলেন ক্যাপো, তবে ভোরের প্রথম আলোয় তাঁকে ক্লান্ত, ম্লান ও বিধ্বস্ত দেখালো। বাবার দিকে তাকিয়ে আতঙ্ক বোধ করলো ক্লডিয়া, তাকেও কি ওরকম দেখাচ্ছে?

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে পড়লেন ক্যাপো। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ক্লডিয়ার দিকে ফিরলো শন, ঠেটে মৃদু হাসি।

'কেমন বোধ করছি জিজ্ঞেস করো না আমাকে,' ভাবলো ক্লডিয়া। 'স্বীকার করার বদলে নর্দমার পানি খেতেও রাজি আছি।'

মাথাটা একটু পিছিয়ে নিলো শন, ভঙ্গিটা প্রশংসাসূচক নাকি সহানুভূতিসূচক ঠিক বুঝতে পারলো না ক্লডিয়া। প্রথম আর তৃতীয় দিনটাই কষ্টকর, বললো শন।

'আমার কোনো অসুবিধা নেই,' আড়ষ্ট কাঁধ দুটো সামান্য ঝাঁকালো ক্লডিয়া। 'চমৎকার আছি। আরো অনেকক্ষণ হাঁটতে পারবো।

'পারবে বৈকি,' ঠোঁট টিপে হাসলো শন। 'তুমি বরং তোমার বাবার একটু যত্ন নাও।' ঝটপট আগুন জ্বাললো জোব, ওদেরকে চা দিয়ে গের পিউমুলা। কাপে চুমুক দিয়ে শন সাবধান করলো, 'কয়েক মিনিটের মধ্যে রওনা হবো আমরা।' ক্লডিয়ার চোখে হতাশা লক্ষ্য করলো ও। তারপর ব্যাখ্যা দিলো, 'আমরা কখনো আগুনের ধারে ঘুমোই না। ধোঁয়া অনেক দূর থেকে দেখা যায়।

আরো পাঁচ মাইল হাঁটলো ওরা, তারপর বিশ্রামের জন্যে থামলো। জায়গাটা উঁচু, অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। ক্লডিয়ার জন্যে শুকনো ঘাস কেটে আনলো শন, ব্যাগটাকে বালিশ হিসেবে ব্যবহার করার পরামর্শ দিলো। শোবার সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়লো সে।

শনের ডাকেই ঘুম ভাঙলো ক্লডিয়ার । প্রচন্ড রাগ হলো তার, এই তো মাত্র ক'মিনিট আগে ঘুমিয়েছে!' চারটে বাজে,' বললো শন, অবিশ্বাস হওয়ায় নিজের হাতঘড়ি দেখলো সে। আরে তাই তো, এরইমধ্যে পাঁচ ঘন্টা পেরিয়ে গেছে! ওর হাতে আরো এক কাপ চা ও ভুট্টার তৈরি কেক ধরিয়ে দিলো শন। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নাও।

তাড়াহুড়ো করে স্লিপিং ব্যাগ গুটিয়ে ছোট্ট আয়নাটা বের করলো ক্লডিয়া। আয়নাটা ফেলে দিয়েছিল শন, ওর চোখকে ফাঁকি দিয়ে কুড়িয়ে রেখেছিল সে। নিজের চেহারা দেখে আঁতকে উঠলো ক্লডিয়া। ক্যামোফ্লেজ ক্রীম শুকিয়ে গেছে, ঘামের রেখাগুলো ক্রিম গায়ে ফুটে আছে স্পষ্টভাবে। চুল আঁচড়ে মাথায় একটা স্কার্ফ জড়ালো সে।

দিনের বাকি সময় কোনো বিরতি ছাড়া হাঁটলো ওরা। ক্লডিয়া ভাবলো, রাতে বোধহয় ঘুমানোর সুযোগ হবে। কিন্তু শনের নির্দেশে সারাটা রাতই হাঁটতে হলো ওদেরকে, দু'ঘন্টা পরপর একবার করে বিশ্রাম, তা-ও অল্প কিছুক্ষণের জন্যে। সকালে চা খেলো ওরা। এমনিতে কফির ভক্ত ক্লডিয়া, কিন্তু লক্ষ্য করছে চা খেলে ক্লান্তি দূর হয়ে যায় দ্রুত।

চা খেতে থামলেও এখানে বিশ্রাম নেয়ার কোনো ইচ্ছে শনের মধ্যে দেখা গেলো না। ক্লডিয়ার ইচ্ছে হলো শুয়ে পড়ে, আর এক পা হাঁটারও শক্তি নেই তার। এই সময়ে শনকে বলতে শুনলো, 'প্লেন থেকে তুকুটেলাকে যেখানে আমরা দেখেছিলাম, ওখানে পৌঁছে ঘুমোবার জন্যে থাকবো না। তবে, আমাদের কারো কারো চোহারা দেখে মনে হচ্ছে...।' কথাটা শেষ করলো না শন, একবার শুধু ক্লডিয়ার দিকে তাকালো।

'নাস্তার পর আরেকটু হাঁটতে পারলে খুশি হই,' মুখে হাসি টেনে বললো ক্লডিয়া, মনে মনে গাল দিলো শনকে, বাস্টার্ড! তুমি ভেবেছো হার মানবো আমি?

ক্লডিয়ার দিকে আরেকবার তাকিয়ে আগুনের ধারে ফিরে গেলো শন। মগে চুমুক দিয়ে মেয়ের দিকে একবার তাকালেন ক্যাপো, বললেন, 'ওর খপ্পরে পড়ো না, মাই ট্রেজার। অন্য কোনো মেয়ে তো ছার, এমনকি তুমিও ওকে সামলাতে পারবে না।'

বাবার দিকে তাকিয়ে থাকলো ক্লডিয়া, রাগে দিশেহারা বোধ করছে, হতভম্ব। ওর খপ্পরে পড়বো? তোমার কি মাথা খারাপ হলো বাবা?' ওকে আমি দু'চোখে দেখতে পারি না!'

'ঠিক সেটাই আমি বোঝাতে চাইছি,' মৃদু শব্দে হাসলেন ক্যাপো।

লাফ দিয়ে সোজা হলো ক্লডিয়া, অকারণ ব্যস্ততার সাথে ব্যাগটা পিঠে ঝোলালো, তারপর তীক্ষ্ণ ও চাপা গলায় বললো, 'শুধু ওকে নয়, ওর মতো আরো পাঁচজনকে সামলাতে পারি আমি- চোখ বন্ধ করে, একটা হাত পিঠের সাথে বাঁধা থাকলেও। কিন্তু আমার রুচি আরো অনেক উন্নত।'

'তোমার জন্যে সেটা শুভ লক্ষণ,' এতো নিচু গলায় বললেন ক্যাপো, ঠিক কি বলেছেন বুঝতে পারলো না ক্লডিয়া।

সেদিন দুপুরের খানিক পর পথ দেখিয়ে ওদেরকে একটা ঘাসবনে নিয়ে এলো মাতাউ, জলমগ্ন বিলের চারধারে মাথা উঁচু করে আছে। এই বিলটাই আকাশ থেকে দেখেছিল ওরা। তুকুটেলার রেখে যাওয়া পায়ের ছাপ দেখে দাঁড়িয়ে পড়লো গোটা দল। 'দেখেছেন?' মাতাউ বললো 'প্লেনের আওয়াজ শুনে এখানে দাঁড়িয়ে পড়ছিল তুকুটেলা।' আরো কয়েকটা ছাপ দেখালো সে। 'এখানে আর এখানে পা ফেলে ঘুরেছে সে, ওপর দিকে তাকাবার জন্যে।' তুকুটেলার অনুকরণে জায়গা বদল করলো সে, ঘাড় বাঁকা করে আকাশের দিকে তাকালো, পিঠটা কুঁজো হয়ে আছে, দু'পাশে হাত তুলে বোঝাতে চাইছে ওগুলো হাতির কান। ক্লান্ত হলেও, তার ভঙ্গি দেখে হেসে উঠলো সবাই। সব ভুলে হাতাতালি দিলো ক্লডিয়া।

'তারপর কি করলো তুকুটেলা?' জানতে চাইলো শন।

সামনে এগিয়ে যাওয়া ছাপগুলোর দিকে হাত লম্বা করলো মাতাউ। 'ছুটলো হাতি। ছুটলো তুকুটেলা। গায়ের জোরে। পায়ের জোরে,' পদ্যের সুরে বলে গেলো সে। 'অনেক দূরে, বহু দূরে।'

'আমার হিসেবে বলে,' ক্যাপোর দিকে তাকালো শন। 'আটচল্লিশ ঘন্টা পিছিয়ে আছি আমরা। এখন আমরা ঘুমোবো, তারমানে আবার যাত্রা শুরুর সময় পিছিয়ে থাকবো পঞ্চান্ন ঘন্টা।

* * *

'জলায় না পৌঁছে থামবে না ও,' ছাপগুলোর আশপাশে হাঁটাহাটি করছে শন। 'বিপদ টের পেয়ে গেছে তুকুটেলা। শিকার করতে হলে আমাদেরকেও ওই জলায় নামতে হবে।'

'কতো দূরে?' জানতে চাইলেন ক্যাপো।

দাঁড়ালো শন, ভালো করে তাকালো বৃদ্ধ ভদ্রলোকের দিকে। 'আশি কিংবা নব্বুই মাইল, ক্যাপো।' তাঁকে সুস্থ বলে মনে হচ্ছে না। গত চারদিনে বয়স যেনো দশ বছর বেড়ে গেছে। গায়ের শার্ট প্রায় সবটাই ভিজে গেছে ঘামে। 'এসো সবাই, এখানেই আমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমাবো। আবার রওনা হবো চারটের সময়।'

বিলের কিনারায়, শক্ত মাটিতে জড়ো হলো দলটা। প্রচণ্ড গরম আর ক্লান্তিতে সবারই খিদে মরে গেছে। ওদের যতোটা না খাবার দরকার তারচেয়ে বেশি দরকার ঘুম। ছায়ায় গা এলিয়ে দিতেই মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়লো ওরা।

শনের ঘুম ভাঙলো অদ্ভুত একটা অনুভূতি নিয়ে, কি যেনো একটা নেই। ঝট্ করে বসলো ও, এরইমধ্যে একটা হাত পৌঁছে গেছে রাইফেলে, চোখে বুলিয়ে তাকালো চারদিকে।

'ক্লডিয়া!' লাফ দিয়ে দাঁড়ালো ও। কোথাও নেই মেয়েটা। যেখানে শুয়েছিল, দশ গজ দূরে, খোলা অবস্থায় পড়ে আছে শুধু ব্যাগটা। শনের ইচ্ছে হলো চিৎকার করে ডাকে। নিজের তৈরি নিয়মের কথা মনে পড়ে গেলো। নিরাপত্তার খাতিরে চিৎকার করা চলবে না। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো শন, শিস দিলো ঝোপ-ঝাড় টপকে সাথে সাথে সামনে চলে এলো পিউমুলা। 'ডোন্ না,' সিনডেবেল ভাষায় বললো শন, 'ডোন্ না কোথায় জানো?'

'ওদিকে,' বিলের দিকে হাত তুললো পিউমুলা।

'তুমি তাকে যেতে দিলে?' কঠিন সুরে বললো শন।

'আমি ভাবলাম ঝোপের আড়ালে যাচ্ছে....,' অজুহাত খাড়া করলো পিউমুলা, '....বিশেষ কোনো কাজে।'

ছুটলো শন। জলহস্তীদের পথ ধরে খানিকদূর এগোবার পরই পানির ছলছল আওয়াজ শুনতে পেলো। সামনে ঘন ঘাসবন, ছোট্ট একটা ডোবার চারধারে মাথাচাড়া দিয়ে আছে। 'মেয়েটা আমাকে পাগল বানিয়ে ছাড়বে!' ঘাসবন থেকে বেরিয়ে ডোবার ধারে এসে দাঁড়ালো।

ডোবাটা একশো গজের মতো চওড়া, অত্যন্ত গভীর, স্থির পানির রঙ গাঢ় সবুজ। দেখতে যতোই কুৎসিত বা কৌতুককর হকো, আফ্রিকার জঙ্গলে জলহস্তীই সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রাণি। সমস্ত হিংস্র পশুরা যতো লোককে মারে, তারচেয়ে বেশি লোক মারা পড়ে জলহস্তীরেদ আক্রমণে। শিকার পাবার জন্যে এই ডোবাটা শুধু জলহস্তীদের জন্যে আদর্শ জায়গা নয়, কুমীরদের জন্যেও তাই।

আর এই ডোবারই কোমর সমান পানিতে একা দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্লডিয়া।

তার ভিজে কাপড়চোপ, শার্ট-প্যান্টি-মোজা, সদ্য ধুয়ে পরিষ্কার করা, ডোবার কিনারায় ঘাসের ওপর শুকোতে দেয়া হয়েছে। শনের দিকে পিছন ফিরে রয়েছে ক্লডিয়া, সামনের দিকে ঝুঁকে মাথায় সাবান দিচ্ছে সে, কালো চুল প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে সাদা ফেনায়।

ক্লডিয়ার পিঠের ফর্সা চামড়া খানিকটা রোদে পোড়া, কোনো খুঁত নেই কোথাও, শুধু শোল্ডার ব্লেডের ওপর বিকিনি স্ট্র্যাপ-এর একটা দাগ রয়েছে। তার পিঠের পাশ দুটো মেহদীন, তবে কোমরটা সুগঠিত, সুন্দর একজোড়া অ্যাথলেটিক পেশীর মাঝকানে শিরদাঁড়ার গিঁটগুলো অস্পষ্ট ফুটে আছে।

'এমন বোকা তো দেখিনি!' প্রায় খেঁকিয়ে উঠলো শন। 'এখানে কি করছো তুমি?'

শনের দিকে ফেরার জন্যে ঘুরলো ক্লডিয়া, হাত দুটো এখনো চুলের ভেতর, গড়িয়ে নেমে আসা ফেনা থেকে বাঁচাবার জন্যে কুচকে রেখেছে চোখ দুটো।

'ও, আচ্ছা, এভাবেই তাহলে সুযোগ নেয়া হয়?' ক্লডিয়ার গলায় তীব্র ঝাঁঝ, কিন্তু বুক ঢাকার কোনো চেষ্টা করলো না। 'আমার আগেই সন্দেহ হয়েছল- তুমি একটা বিকৃত রুচির লোক। সবাইকে বোকা বানাবার জন্যে ভালো মানুষ সেজে থাকো, তাই না?'

'এখুনি উঠে এসো!' নাকি কুমীরের খোরাক হতে চাও?' ক্লডিয়ার কথাগুলো গায়ে লাগলো শনের, তবে যতোই গা-জ্বালা করুক, তার স্তন জোড়া ওকে যেনো সম্মোহিত করে তুললো। মনে মনে স্বীকার করলো ও যা ভেবেছির তার চেয়ে অনেক বেশি সুগঠিত ও সুন্দর ওগুলো।

'হাঁ করে তাকিয়ে আছো, লজ্জা করে না?' শনের উদ্দেশ্যে পাল্টা চিৎকার করলো ক্লডিয়া। 'চোখ সরাও! ভাগো এখান থেকে!' পানির নিচে ডুব দিলো সে, এক মুহূর্তে পর আবার মাথা তুলে সোজা হলো, শরীর বেয়ে গড়িয়ে নামছে মাথার ফেনা। কাঁদের ওপর জড়ো হয়ে রয়েছে সদ্য ধোয়া চুল, চকচক করছে ঠিক যেনো কালো সিল্ক।

'কি বেহায়া লোকরে!' চোখ থেকে ফেনা সরিয়ে আবার বললো সে। 'এখনো দাঁড়িয়ে আছো তুমি?'

'তুমি উঠবে কিনা বলো? এখানে দাঁড়িয়ে তোমার সাথে আমি তর্ক করতে পারবো না।'

'আমার সময় হলে উঠবো, তার আগে নয়। কানে কম শোনো নকি? তোমাকে না আমি চলে যেতে বলেছি?'

ডাইভ দিয়ে সোজা পানিতে পড়লো শন, ক্লডিয়া ওকে এড়িয়ে যাবার আগেই তার একটা হাত ধরে ফেললো।হাতটা পিচ্ছিল হয়ে আছে ফেনায়, তবু তাকে টানতে টানতে কিনারায় নিয়ে এলো ও। মুক্ত হাতটা দিয়ে ঝাপটা মারছে ক্লডিয়া, পা ছুঁড়ে ফুঁসছে রাগে। 'ইউ বাস্টার্ড, আই হেট ইউ!' ছাড়ো আমাকে, ছাড়ো বলছি!'

এক হাতে তাকে অনায়াসে সামলাতে পারলো না। অপর হাতে এখনো ডাবল ব্যারেল রাইফেলটা ধরে আছে ও। ডোবার কিনারায় উঠে ক্লডিয়াকে ছেড়ে দিলো, ঘাসের ওপর থেকে বিজে শার্ট নিয়ে ছুঁড়ে দিলো তার দিকে। 'পরে নাও!'

'তুমি একটা...একটা.. তোমার কোনো অধিকার নেই! এই আচরণ আমি মানবো না! তুমি একটা পিশাচ... আমার হাত মচকে দিয়েছো।' শরীরটা একটু কাত করে বাঁ হতটা শনের দিকে ফেরালো ক্লডিয়া, চামড়ায় সদ্য ফুটে ওঠা আঙুলের লালচে দাগ দেখালো। শার্টটা শরীরের পাশে লম্বা করা হাত থেকে জুলছে। প্রচণ্ড রাগে ও অপমানে থরথর করে কাঁপসে সে।

অদ্ভুত ব্যাপার, শনের চোখ আটকে গেলো তার নাভির ওপর। মেদহীন সমৃণ পেট থেকে এটা যেঁনো অভিযোগ ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে, যেনো সজীব স্থির হয়ে থাকলো শনের দৃষ্টি। অপ্রতিরোধ্য রকম ইরোটিক ওই অঙ্গ।

ওর প্রতিপক্ষ, ক্লডিয়া, এতোই রেগেছে যে নিজের বিবস্ত্র অবস্থা সম্পর্কে সচেতন বলে মনে হলো না। শনের ভয় হলো, ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে মেয়েটা। দ্রুত এক পা পিছু হটলো ও। আর ওই পিছু হটার সময়ই ক্লডিয়ার কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে তাকিয়ে জিনিসটা দেখতে পেলো। বর্শার মাথার মতো আকৃতি, ডোবার সবুজ পানিতে খুদে একটা ঢেউ। নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। ইংরেজি হরফ ভি আকৃতির ঢেউটার মাথায় একজোড়া সবুজ চোখ দেখতে পেলো শন, আশ্চর্য দ্রুত বেগে এগিয়ে আসছে।

খপ করে আবার ক্লডিয়াকে ধরলো শন, ধরলো আহত হাতটাই, হ্যাঁচকা টানে পানির কিনারা থেকে সরিয়ে আনলো নিজের পিছনে, তারপর ছেড়ে দিলো। তাল সামলাতে না পেরে কাদার ওপর পড়ে গেলো ক্লডিয়া, ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলো। কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই শনের। .৫৭৭ এক্সপ্রেস রাইফেলটা তুললো ও, ছুটে আসা কুমীরের দুই চোখের মাঝখানে লক্ষ্যস্থির করলো।

ঘাসবনের গভীর নিস্তব্ধতার ভেতর রাইফেলের বিকট শব্দ অবশ করে দিলো শরীর। ঝাঁক ঝাঁক পাখি তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিয়ে ডানা মেললো আকাশে। গুলিটা কুমীরের চোখ জোড়ার ঠিক মাঝখানেই লেগেছে।

নিজের সাথে ধস্তাধস্থি করে দাঁড়ালো ক্লডিয়া, শনের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে দেখলো, ডোবার পানিতে উল্টে যাচ্ছে একটা কুমীর। সেটার মাখন-হলুদ পেট ঝকঝক করছে, দেখা গেলো মুহূর্তের জন্যে। আবার সোজা হলো কুমীর, তারপর ধীরে ধীরে ডুবে গেলো। সমস্ত রাগ আর আক্রোশ কর্পূরের মতো উবে গেছে মন থেকে, এখনো একদৃষ্টে ডোবার দিকে তাকিয়ে আছে ক্লডিয়া। শরীরটা নিজের নিয়ন্ত্রনে নেই, ভিজে চুল কাঁপড়ে।

'ওহ্, গড!' শনের দিকে ঢলে পড়লো সে, অবসহায় ও অস্থস। 'আমি বুঝিনি।' পানিতে ভেজা শরীরা ঠাণ্ডা লাগলো শনের, সেই সাথে দীর্ঘ ও কোমল। শনকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো ক্লডিয়া।

'কি হলো?' ঘাসবনের ভেতর থেকে চিৎকার করলেন ক্যাপো। 'শন, ঠিক আছো তো? কি ঘটেছে? ক্লডিয়া কোথায়?'

বাবার গলা পেয়ে লাফ দিয়ে শনের কাছ থেকে দূরে সরে গেলো ক্লডিয়া, চেহারায় অপরাধী ভাব, এই প্রথম দু'হাত দিয়ে নিজের নগ্নতা ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করলো

'সব ঠিক আছে, ক্যাপো,' পাল্টা চিৎকার করলো শন। 'বিপদ কেটে গেছে ক্লডিয়ার।'

ছোঁ দিয়ে প্যান্টিটা তুলে নিয়ে ব্যস্ত হাতে পরতে শুরু করলো ক্লডিয়া, কাদার ওপর এক পায়ে লাফালো কিছুক্ষণ। কাদা থেকে শার্টাও তুললো, পরার সময় পিছন ফিরলো শনের দিকে। আবার যখন ওর দিকে ঘুরলো সে, রাগটা নতুন করে ফিরে এসেছে চেহারায়।

'হঠাৎ ভয় পেয়েছিলাম,' শনকে জানালো সে। 'আসলে ঠিক ওভাবে জড়িয়ে ধরতে চাইনি। ব্যাপারটাকে খুব বড় করে দেখো না, বা অন্য কোনো অর্থে নিয়ো না।'

'ঠিক আছে, ডাকি, পরের বার হামলা হলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখবো আমি। হামলাটা কুমীর করুক বা সিংহ, কি এসে যায়।'

'তোমার কোনো অভিযোগ থাকার কথা নয়,' জলহস্তীদের পথ ধরে হাঁটা ধরলো ক্লডিয়া, কাঁধের ওপর দিয়ে শনরে দিকে তাকালো। 'দু'চোখ ভরে দেখে নিয়েছো-আমি লক্ষ্য করেছি, রীতিমতো গিলছিলে, কর্নেল।'

'ঠিক বলেছো। দেখিয়েছো তুমি ভালোই, অস্বীকার করবো না। মন্দ নয়, একটু হয়তো রোগা, তবে মন্দ নয়।' নিঃশব্দ হাসিটা চওড়া হলো শনের, ক্লডিয়ার ঘাড়ের পিছনটা রাগে লালচে হয়ে উঠতে দেখলো ও।

পথ ধরে ছুটে এলেন ক্যাপো, উদ্বেগে কালো হয়ে গেছে চেহারা। মেয়েকে ধরলেন তিনি, তার কিছু হয়নি দেখে আনন্দে আলিঙ্গন করলেন। 'কি হয়েছে, মাই ট্রেজার? তুমি ভালো আছো তো?'

'আপনার আদরের মেয়ে কুমীরের খোরাক হতে চেয়েছিল,' বললো শন। 'ঠিক ত্রিশ সেকেণ্ড পর রওনা হচ্ছি আমরা। গুলির শব্দটা দশ মাইলের মধ্যে সবাই শুনতে পেয়েছে।'

* * *

'অন্তত মুখের কালো দাগগুলো তো ধোয়া গেছে,' তল্পিতল্পা গুটিয়ে রওনা হলো দলটা, দলের সাথে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছে ক্লডিয়া। ভিজে কাপড়গুলো ঠাণ্ডা লাগছে গায়ে, গোসলটা অসম্পূর্ণ হলেও তাজা লাগছে শরীরটা, ঝরঝরে একটা ভাব ফিরে এসেছে। 'কিছুই ক্ষতি হয়নি। শুধু আমাকে দেখে ফেলাটা ছাড়া।' এমনকি সেটাও এখন আর তেমন গুরুত্ব পেলো না। তার নগ্ন শরীরে ওর দৃষ্টি পড়লেও, দৃষ্টিতে নোংরা কিছু ছিলো না। বরং ওর নাকের সামনে মুলো ঝোলাতে পারায় তৃপ্তি ও সন্তোষ বোধ করছে সে। 'দগ্ধে মরো, প্রেমিক প্রবর!' চোখ তুলে শনের পিঠের দিকে ক্লডিয়া, তার সামনে হাঁটছে। 'ওই দেখা পর্যন্তই। অমূল্য সম্পদ, তোমার জন্যে নয়। তবে এরচেয়ে ভালো কিছু জীবনে কখনো দেখবে না তুমি।'

রোদ তো নয়, যেনো আগুন ঝরছে আকাশ থেকে। আধ ঘন্টার মধ্যেই ঘেমে নেয়ে উঠলো ক্লডিয়া। জাম্বেজি উপত্যকার কিনারায় পৌঁছুবার পর গরম যেনো আরো বেড়ে গেলো। হাঁপাতে হাঁপাতে নিচে নামছে ওরা। চারপাশের জঙ্গল থেকে খুদে কালো মোপানি মাছি ছুটে এলো ঝাঁকে ঝাঁকে, মুখ আর চোখের কোণে বসছে, ঢুকে পড়ছে নাক আর কানের ফুটোয়। মাছি তাড়ানো বিরতিহীন একটা চাকরি হয়ে দাঁড়ালো।

এক মাইল দুই মাইল করে এগোচ্ছে ওরা, সেই সাথে নিচের উপত্যকা খুলে যাচ্ছে ওদের সামনে। তারপর এক সময় দিগন্তের কাছে জলজ গাছপালার একটা গাঢ় রেখা দেখা গেলো। বিশাল জাম্বেজি নদীর গতিপথ চিহ্নিত করছে ওই রেখা। ওদের সামনে সারাক্ষণ নাচের ভঙ্গিতে হাঁটছে মাতাউ, এমন একটা ট্রেইল অনুসরণ করেছে সে যা শুধু একা তার চোখেই ধরা পড়বে। ক্লান্তি বা উত্তাপ তাকে কাবু করতে পারেনি। নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে বিশ্রাম নেয়ার সময়ও এদিক সেদিক ঘুরঘুর করে সে, তাই কাছে ডেকে তাকে নিজের পাশে বসাতে হয় শনের।

'কোনো শিকারই চোখে পড়লো না,' বিশ্রামের সময় একাবার মন্তব্য করলেন ক্যাপো, চোখে বাইনোকুলার তুলে সামনেটা দেখছেন। 'মোজাম্বিকে ঢোকার পর একটা খরগোশও দেখিনি।'

কয়েক ঘন্টার মধ্যে এই প্রথম কথা বললেন ক্যাপো। তার ব্যাপারে মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে শন, কথা বলতে শুনে উৎসাহ বোধ করলো। 'এক সময় এই এলাকা বন্য প্রাণিদের অভয়ারণ্য ছিলো। বিশেষ করে হাতি, মোষ আর হরিণ ছিলো অগুনতি। কিন্তু ফ্রেলিমোরা সব মেরে সাফ করে ফেলেছে।'

'কিভাবে?'

'হেলিকপ্টার থেকে মেশিনগানের গুলি ছুঁড়ে। তিনমাসে পঞ্চাশ হাজার মোষ মারে ওরা। ওই তিন মাসে এদিকের আকাশ ঢাকা পড়ে গিয়েছিল শকুনে। মোষ শেষ করার পর জেব্রাগুলোকে কতম করে।'

'মানুষ এতো নিষ্ঠুর হয় কি করে!' চাপা কণ্ঠে বললো ক্লডিয়া।

ক্যাপো দাঁড়াবেন, সাহায্য করার জন্যে একটা হাত বাড়ালো শন। কিন্তু হাতটা সরিয়ে দিলেন বৃদ্ধ, নিজের চেষ্টাতেই উঠে দাঁড়ালেন। তবু আবার রওনা হবার সময় তাঁর পাশে থাকলো শন, ক্লডিয়াকে রাখলো সরাসরি মাতাউর পিছনে। এটা-সেটা নিয়ে গল্প করছে শন, রিকার্ডো তাঁর ক্লান্তির কথা ভুলিয়ে রাখতে চায়। বুশ ওঅর-এর সময়কার কাহিনী বেশ আগ্রহের সাথেই শুনলেন ক্যাপো, দু' একটা প্রশ্নও করেলেন তিনি।

'কমরেড চায়না, মনে হচ্ছে, অত্যন্ত দক্ষ একজন ফিল্ড অফিসার ছিলো,' মন্তব্য করলেন তিনি। 'শেষ পর্যন্ত কি হলো তার? বেঈমানীর জন্যে কোনো সাজা হয়নি? ধরা পড়েনি সে?'

'যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত অ্যাকটিভ ছিলো চায়না। ল্যান্ডমাইন দিয়ে একের পর এক বাস, ট্রাক উড়িয়ে দিয়েছে নিজের বাহিনী নিয়ে। এমনকি, রাশানদের সাথে হাত মিলিয়ে যে ট্যাঙ্ক জোগাড় করেছিলো, সেটা হারিয়ে একেবারে পাগল হয়ে উঠেছিলো সে।'

'যুদ্ধের পরে তার কি হলো?'

'হারারিতে নতুন সরকারে ছিলো কিছুদিনের জন্যে। এরপর একদিন রাজনৈতিক পালা-বদলের সময় হারিয়ে গেছে।'

সন্ধ্যার এক ঘন্টা আগে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থামলো শন। ধোঁয়াহীন আগুন জ্বেলে খাবার তৈরিতে মন দিলো জোব। মাতাউকে একপাশে ডেকে নিয়ে নিচু স্বরে কথা বললো শন। মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালো মাতাউ, ওদের ফেলে আসা পথ ধরে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেলো সে।

শন ফিরে আসার পর মুখ তুলে তাকালেন ক্যাপো, চোখে প্রশ্ন। 'কেউ পিছু নিয়েছে কিনা দেখে আসবে মাতাউ। গুলির শব্দটা হওয়ায় আমি ভয় পাচ্ছি। সীমান্তের কাছে যাদেরকে দেখে এসেছি তারা পিছু নিলো কিনা কে জানে।'

'আপনার কাছে অ্যাসপিরিন আছে, শন?' জানতে চাইলেন ক্যাপো।

ব্যাগ খুলে তিনটে ট্যাবলেট বের করলো শন। 'মাথাব্যথা?'

গরম চা-র সাথে ট্যাবলেটগুলো গিয়ে ফেললেন ক্যাপো। 'হ্যাঁ। যা ধুলো আর গরম, মাথার আর দোষ কি!' ব্যাখ্যা দেয়ার পরও শন ও ক্লডিয়া একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে দেখে রেগে গেলেন তিনি। 'ওভাবে তাকাবার কি আছে? আমি ভালোই আছি।'

'খুশির খবর,' বললো শন। 'খেয়ে নিয়ে ঘুমোবার জায়গা খুঁজতে বেরুবো আমরা।' হেঁটে আগুনের কছে চলে গেলোও, জোবের পাশে বসলো।

'বাবা,' বাপের গা ঘেঁষে বসলো ক্লডিয়া, একটা হাত ধরলো। 'সত্যি করে বলো তো, কেমন লাগছে তোমার?'

'আমাকে নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না।'

'ব্যাপারটা শুরু হয়েছে, তাই না?'

'না,' খুব তাড়াতড়ি জবাব দিলেন তিনি।

'ডাক্তার অ্যান্ড্রুজ বলেছেন, মাথায় ব্যথাও হতে পারে।'

'আরে রোদ!'

'বাবা, আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

'জানি, সোনা আমার, আমি ও ভালোবাসি তোকে।'

'একটা সমুদ্র আর একটা পাহাড়?' জিজ্ঞেস করলো ক্লডিয়া।

'আকাশের সমস্ত নক্ষত্র আর একটা মাত্র চাঁদ।' মেয়ের কাঁধটা এক হাতে জড়িয়ে ধরলেন ক্যাপো। বাপের গায়ে হেলান দিলো ক্লডিয়া।

খাওয়াদাওয়া শেস হতেই আগুন নিভিয়ে দিলো জোব, দলটাকে নিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করলো শন। তুকুটেলার পায়ের ছাপ নরম মাটিতে পরিষ্কার চেনা গেলো, এই পর্যায়ে মাতাউকে ওদের দরকার হলো না। সন্ধ্যার পর রাতের জন্যে থামলো ওরা। 'কাল বিকেলে জলায় পৌঁছুবো আমরা,' স্লীপিং ব্যাগের ভেতর লম্বা হবার পর ক্যাপোর আশ্বাস দিলো শন।

সবাই ঘুমিয়ে যাবার পরও বাবার জন্যে দুশ্চিন্তায় অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকলো ক্লডিয়া। হাত দুটো দু'দিকে মেলে দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন ক্যাপো, নাক ডাকছেন। তারার আলোয় তাঁকে ভালো করে দেখার জন্য কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে মাথাটা একটু তুললো ক্লডিয়া, খেয়াল করলো শনের নিঃশ্বাসের নরম শব্দ হঠাৎ বদলে গেলো। সে নড়ে ওঠায় শনের ঘুম ভেঙ্গে গেছে, আন্দাজ করলো। লোকটার ঘুম বিড়ালের চেয়েও পাতলা, ভাবলো সে । শিকারী তাকে মাঝে-মধ্যে ভয় পাইয়ে দেয়। বাবার কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো সে।

তার ঘুম ভাঙালো শন। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বসলো ক্লডিয়ার ঘুম-জড়ানো গলায় বললো, 'এখনো তো অন্ধকার!'

ক্লডিয়াকে ছেড়ে ক্যাপোর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো শন। 'ক্যাপো, উঠুন!'

'কি ব্যাপার? কি হলো?' কাঁচা ঘুম নষ্ট হওয়ায় বিরক্ত হয়েছেন ক্যাপো।

'এইমাত্র ক্যাম্পে ফিরে এসেছে মাতাউ,' শান্তভাবে ওদেরকে বললো শন। 'আমাদের পেছনে লোক লেগেছে।'

শরীরে ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ পেলো ক্লডিয়া। 'পিছনে লোক রেগেছে? কারা?'

'জানি না।'

'সীমান্তের সেই লোকগুলো নয়তো?' জিজ্ঞেস কররেন ক্যাপো, কথাগুলো এখনো জড়িয়ে যাচ্ছে।

'হতে পারে,' বললো শন।

'কি করবো আমরা?' জানতে চাইলো ক্লডিয়া, গলার স্বরে উদ্বেগ প্রকাশ পাওয়ায় নিজেই অস্বস্তি বোধ করলো।

'ওদের চোখে ধুলো দেবো,' বলালো শন। 'তাড়াতাড়ি করো, এখুনি রওনা হবো আমরা।'

বুট পরেই শুয়েছিল ওরা, তৈরি হতে দু'মিনিটের বেশি লাগলো না। 'মাতাউ আপনাদের সরিয়ে নিয়ে যাবে,' ব্যাখ্যা করলো শন। আমি আর জোব একটা ফলস ট্রেইল তৈরি করবো, লোকগুলো যাতে ওটা ধরেই এগোয়। তারপর, ভোরের আলো ফুটলেই, আরেক পথ ধরে ফিরে আসবো আপনাদের কাছে।'

ক্যাপো কিছু বলার আগে আঁতকে উঠলো ক্লডিয়া। 'আমাদের তুমি একা ফেলে যাচ্ছে?'

'একা কোথায়? তোমাদের সাথে মাতাউ, পিউমুলা আর ডেডান থাকছে।

'কিন্তু আমার তুকুটেলা?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানতে চাইলেন ক্যাপো। 'আপনি কি শিকার অভিযান বাতিল করে দিচ্ছেন, শন?'

'কয়েকজন লোক আর কয়েকটা একে রাইফেলের ভয়ে?' হেসে উঠলো শন। 'চিন্তা করবেন না, ক্যাপো। ওদেরকে ঠিকই খসিয়ে দেবো আমরা। তারপর আবার পিছু নেবো তুকুটেলার।'

* * *

মাতাউর নেতৃত্বে প্রথম দলটা চলে গেলো। ওদের পায়ের চিহ্ন মুছে ফেলছে একজন ট্র্যাকার।

ওরা চলে যাবার পর ক্যাম্পের চারদিকে হাঁটাহাঁটি করলো শন। ও জোব, কখনো সামনে বাড়লো বা পিছু হটলো, আবার কখনো বৃত্ত রচনা করলো। পরিষ্কারছাপ বলে যখন আর খিচু অবশিষ্ট থাকলো না,ক্যাম্প ছেড়ে এক লাইনে রওনা হলো ওরাও। সামনে থাকলো শন, ছুটছে। সম্ভাব্য সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করলো ওরা, ভালো একজন ট্র্যাকারও যেনো বুঝতে না পারে যে এটা আসলে ফল্‌স্ ট্রেইল।

ছুটছে শন, আর ভাবছে। কারা ওরা? সরকারী সৈন্য, পোচার, নাকি স্রেফ ডাকাত? মাতাউকে খুব উদ্বিগ্ন দেখেছে ও। উদ্বিগ্ন হবারই কথা, পিছনের চাপ সযত্নে মুছে ফেলার পরও অনুসরণ করে আসছে লোকগুলো। তারমানে অত্যন্ত অভিজ্ঞ। মাতাউ ওকে জানিয়েছে, বুশ ফাইটারদের মতো ঝাঁক বেঁধে আসছে লোকগুলো, দু'পাশে পাহারা আছে। রাত নামছে, অথচ শনকে সাবধান করা দরকার, তাই ভালো করে দেখার ঝুঁকি নেয়নি মাতাউ, ফিরে এসেছে ক্যাম্পে।

ভোরের প্রথম আলো ফুটলো। সরাসরি দক্ষিণ দিকে ছুটছে ওরা, দু'ভাগ ছোটার গতি কমলো না শনের। অনুসরণরত ট্র্যাকারদের বুঝতে দেয়া চলবে না যে আবার ওরা আলাদা পথ ধরবে।

'সামনে ভালো একটা জায়গা দেখতে পাচ্ছি,' সম্মতি দিয়ে বললো জোব। শনের ফেলে আসা ছাপের ওপর পা ফেলছে সে, একবারও ভুল হচ্ছে না।

'যাও,' বললো শন। সামনে পাশাপাশি অনেক গাছ, ডালগুলো খুব নিচু। গাছতলায় পৌঁচে মাথার ওপর হাত তুললো জোব, লাফ দিয়ে মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়লো। পিছন ফিরে তাকায়নি শন, ছোটার গতিও কমায়নি। এক ডাল থেকে আরেক ডালে, এভাবে অনেক দূরে চলে যাবে জোব, তারপর শক্ত মাটি দেখে নামবে কোথাও, পায়ের কোনো চিহ্ন না রেখে পৌঁছে যাবে নির্দিষ্ট একটা জায়গায়।

আরো বিশ মিনিট ছুটলো শন, বাঁকা একটা পথ ধরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যাচ্ছে। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় পাথুরে একটা ঢাল চোখে পড়লো। ঢাল টপকে এসে যা আশা করেছিল তাই দেখতে পেলো, উপত্যকার সামনে ছোট্ট একটা নদী।

নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে চারদিকে পানি ছিটিয়ে গোসল করলো শন। পানি থেকে উঠলো না, নদীর ওপর ঝুঁকে থাকা গাছের ডাল ধরে ভাটির দিকে কিছুদূর এগোলো। ও যে এভাবে এগিয়েছে তার প্রমাণ রাখার জন্যে কয়েকটা ডালে আঁচড়ের চিহ্ন রাখলো, পাতা ছিঁড়লো কয়েকটা। তারপর ডাল ছেড়ে দিয়ে ফিরতি পথ ধরলো ও পানি থেকে না উঠেই।

যেখানে দিকে পানিতে নেমেছে, ঠিক সেই জায়গায় ফিরে এলো না পারে উঠে সতর্কতার সাথে মুছলো পা দুটো, গলায় ঝোলানো নরম জুতো জোড়া নামিয়ে পরে

নিলো। আগের ছাপগুলোয় পা রেখে পাথুরে ঢালে ফিরে এলো ও তারপর জোবের মতো একই কায়দায় একটা ডাল ধরে ঝুলে পড়লো, মাটি ছেড়ে উঠে পড়লো শূন্যে।

পঞ্চাশ গজ দূরে, একটা পাথরের ওপর নামলো শন। উত্তর দিকে রওনা হয়ে গেলো ও, আন্টি-ট্র্যাকিং পদ্ধতির সাহায্য নিতে ভুললো না। এমনকি মাতাউও ওর ছাপ খুঁজে বের করতে পারবে না, সন্তুষ্টচিত্তে ভাবলো ও।

দু'ঘন্টা পর জোবের সাথে দেখা হলো ওর, এখানেই তার অপেক্ষা করার কথা ছিলো দুপুরের খানিক পর দলের দ্বিতীয় অংশের সাথে মিলিত হলো ওরা, যেখান থেকে দু'ভাগ হয়েছিল তার পাঁচ মাইল উত্তরে।

'আপনাকে দেখে ভালো লাগছে, শন। আমরা চিন্তা করছিলাম,' করমর্দনের সময় বললেন ক্যাপো। এমনকি ক্লডিয়ার সামান্য হাসলো, তার পাশে ধপাস করে শনকে বসতে দেখে।

'এক মগ চা পেলে রাজ্য হারাতেও রাজি আছি।'

ধূমায়িত চা-র মগে চুমুক দিচ্ছে শন, ওর পাশে বসে খুদে ট্র্যাকার মাতাউ কিচিরমিচির শব্দ করছে অনবরত।

'আমাদের ফেলে আসা পিছনের ক্যাম্পটা। দেখতে গিয়েছিল মাতাউ,' ক্যাপো আর ক্লডিয়ার উদ্দেশ্যে ভাষান্তর করলো শন। 'সাহস করে খুব একটা কাছে যায়নি, তবে আড়াল থেকে লোকগুলোকে ক্যাম্পে পৌঁছুতে দেখেছে সে। এবার মাথা গোণার সুযোগ পেয়েছে-বারোজন। ক্যাম্পের চারধারে তল্লাশি চালায় তারা, তারপর টোপ গেলে অর্থাৎ আমাদের তৈরি ফলস ট্রেইল ধরে রওনা হয়।'

'আমরা তাহলে এখন ঝামেলা মুক্ত?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপো।

'তাই মনে হচ্ছে। জোর কদমে হাঁটতে পারলে জলার কিনারায় পৌঁছে যাবো আজ সন্ধ্যা থেকে কাল ভোরের মধ্যে।'

'তুকুটেলার কথা বলুন, শন,' তাগাদা দিলেন ক্যাপো।

'তার ছাপ দেখে আন্দাজ করা যায় ঠিক কোনো দিকে থেকে জলায় নামবে সে। আমরা কিনারা ধরে এগোবো, যতোক্ষণ না তার ছাপ পাই। তবে, অনেক পিছিয়ে পড়েছি আমরা। তাকে হারিয়ে ফেলতে না চাইলে খুব দ্রুত এগোতে হবে আমাদের। আপনি কি পারবেন ক্যাপো?'

'সম্পূর্ণ সুস্থ আমি,' ক্যাপো বললেন। 'পথ দেখান, শন।'

রওনা হবার আগে অবশিষ্ট বোঝা নতুন করে বিলি-বন্টন করলো শন। ক্যাপোর কাছ থেকে বিশ পাউণ্ড চেয়ে নেয়া হলো, সেটা বহন করবে শন নিজে। দশ পাউণ্ড নেয়া হলো ক্লডিয়ার কাছ থেকে বহন করবে জোব। বোঝা হালকা হওয়ায় বাপ-বেটি দু'জনেই আগের চেয়ে স্বচ্ছন্দে হাঁটতে পারলো। ক্লডিয়াকে নিয়ে শনের অবশ্য কোনো দুশ্চিন্তা নেই, ওকে বিস্মিত করে দিয়ে এখনো চঞ্চল হরিণীর

মতো পা ফেলছে সে, চেহারায় তাজা ভাব আগের মতোই অম্লান। এবারও ক্যাপোর পাশে থাকলো শন, মজার মজার গল্প বলে পথ চলার কষ্ট ভুলিয়ে দিতে চাইছে।

খোলা উপত্যকায় পৌঁছুলো ওরা। ওদের সামনে, অনেক দূরে, আকাশের গায়ে স্থির হয়ে থাকা অচল বাষ্প দেখে জলাভূমির আভাস পেলো শন। গায়ের নিচে মাটিতে বালির পরিমাণ বেশি, পায়ের চাপে ডেবে যাচ্ছে।

'চিন্তা করে দেখুন, ক্যাপো,' পথের কষ্ট ভুলিয়ে দেওয়ার জন্যে কথা ঘোরায় শন। 'আপনি সম্ভবত শেষ ব্যক্তি যিনি চিরন্তন পন্থায় ধাওয়া করে হাতি শিকার করছেন, ল্যান্ড রোভারের জানালা দিয়ে গুলি করে নয়। ঠিক কারামোজো বেল কিংবা সামকি স্যামনের মতো!'

কিংবা, 'একজন সেরা শিকারী নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে হাতি শিকার করবে।'

কিন্তু যতোই মজার গল্প বলুক শন, এক ঘন্টার মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন ক্যাপো, পদক্ষেপ এলোমেলো হয়ে গেলো। একবার হোঁচট খেলেন তিনি, শন ধরে না ফেললে আছাড় খেতেন।

'পাঁচ মিনিট বিশ্রাম দরকার, দরকার গরম চা,' ক্যাপোর হাত ধরে ছায়ায় নিয়ে এলো শন।

মগ ভর্তি চা নিয়ে এলো জোব, শনের, দিকে ফিরে জানতে চাইলেন ক্যাপো, 'আরো দুটো ট্যাবলেট হবে, শন?'

'ঠিক আছেন তো, ক্যাপো,' ট্যাবলেটগুলো দিয়ে জানতে চাইলো শন।

'মাথার সেই ব্যথাটা, অন্য কিছু নয়।' কিন্তু শনের চোখের দিকে তাকালেন না ক্যাপো।

ক্লডিয়ার দিকে তাকালো শন, বাবার পাশেই বসে আছে সে। কিন্তুক্লডিয়ার এড়িয়ে গেলো শনের দৃষ্টি।

'তোমরা দু'জন জানো, অথচ আমি জানি না, এমন কিছু আছে নাকি?' শনের গলায় সন্দেহ। তোমাদের দু'জনকেই চোরের মতো লাগছে কেন?' উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে দাঁড়ালো শন, আগুনের দিকে হেঁটে গিয়ে জোবের পাশে বসলো। ভুট্টার ময়দা দিয়ে কেক তৈরি করছে জোব, রাতে খাবে সবাই।

'অ্যাসপিরিন কাজ শুরু করলে ভালো লাগবে তোমার,' বাবাকে নরম সুরে বললো ক্লডিয়া।

'কোনো সন্দেহ নেই। ক্যানসার ব্রেনে পৌঁছুলে অ্যাসপিরিনই তো মহৌষধ,' শান্তকণ্ঠে বলার পর ক্লডিয়ার চেহারায় নীল বেদনা ফুটে উঠতে দেখলেন ক্যাপো, তারপর ঝাঁঝের সাথে তিরস্কার করলেন নিজেকে। 'দুঃখিত। এভাবে কেন বললাম জানি না। নিজেকে করুণা করা আমার স্বভাব নয়।'

'অতিরিক্ত পরিশ্রম,' বললো ক্লডিয়া, বাবার প্রতি মায়ায় গলা বুজে আসছে তার। 'সম্ভবত সেটাই জাগিয়ে তুলেছে ওটাকে। আমাদের ফেরা উচিত, বাবা।'

'না,' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন ক্যাপো, বলার সুরটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তসূচক। 'এ-প্রসঙ্গে আর কোনো কথা হবে না,' সম্মতি দিয়ে মাথা ঝাঁকালো ক্লডিয়া।

'জলাটা আর বেশি দূরে নয়। আমরা হয়তো বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ পাবে,' বললো ক্লডিয়া।

'বিশ্রাম নেয়ার ইচ্ছে নেই আমার,' বললেন ক্যাপো। 'সময় যে আর বেশি নেই, বুঝতে পারছি। যতোটুকু আছে তার এক কণাও নষ্ট করতে চাই না।'

ওদের কাছে ফিরে এলো শন। 'ক্যাপো, আপনি তৈরি? নাকি আরেকটু বিশ্রাম দরকার?'

ঘড়ি দেখলো ক্লডিয়া। এরই মধ্যে আধঘন্টা পেরিয়ে গেছে! তবু আপত্তি করতো ও কিন্তু ক্যাপো বললেন, কিসের বিশ্রাম! ক্লডিয়া লক্ষ্য করলো, বিশ্রাম মাত্র আধ ঘন্টা হলেও বাবার চেহারায় রক্ত ফিরে এসেছে।

রওনা হবার কয়েক মিনিট পর খুশি খুশি গলায় ক্যাপো বললেন, 'জোব যে হ্যামবার্গার তৈরি করলো, গন্ধটা সত্যি দারুণ। খিদেটা চাগিয়ে উঠছে।'

'হ্যামবার্গার মানে ভুট্টার, কেক,' হেসে ফেললো শন। 'আপনাকে হতাশ করার জন্যে দুঃখিত, ক্যাপো।'

'আমাকে বোকা বানাতে পারবে না,' শনের সাথে ক্যাপোও হাসলেন। 'গরুর মাংস আর পেঁয়াজের গন্ধ আমি চিনি।'

'বাবা!' কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে তাকালো ক্লডিয়া, ভুরু কোঁচকালো। হাসি থামিয়ে মনমরা হয়ে গেলেন ক্যাপো।

'দৃষ্টি ও মতিভ্রম দেখা দিতে পারে,' ক্লডিয়াকে সাবধান করে দিয়েছেন ডা. অ্যান্ড্রুজ। 'বিভিন্ন গন্ধ কল্পনা করবেন, চোখের সামনে একটা জিনিস নেই অথচ দেখতে পাবেন।' রোগটা ঠিক কিভাবে বাড়বে সে-সম্পর্কে পরিষ্কার কোনো ধারণা দিতে পারেননি তিনি, তবে বলেছেন যে মাঝে মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকবেন ক্যাপো, তারপর আবার লক্ষণগুলো দেখা দেবে।

সন্ধ্যায় থামলো না ওরা, ফলে চা-ও খাওয়া হলো না, হাঁটতে হাঁটতেই কেক আর পানি খেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হলো সবাইকে। বেশ খানিকটা সময় নষ্ট হয়েছে, সেটা পুষিয়ে নিতে চাইছে শন। 'বিরাট একটা হ্যামবার্গার, সথে গ্লাসভর্তি হুইস্কি আসছে, ক্যাপো,' ঠাট্টা করলো ও! ওর দিকে কটমট করে তাকালো ক্লডিয়া, তবে মুখভর্তি কেক নিয়ে হেসে উঠলেন ক্যাপো।

ওরা কোনো ছাপ অনুসরণ করছে না, কাজেই রাত নামার পরও অনেকক্ষন ধরে হাঁটলো শন। দীর্ঘ, কষ্টকর মাইলগুলো পিছনে ফেলে এলো ওরা, দক্ষিণ আকাশের তারাগুলো জ্বলজ্বল করছে ওদের মাথার ওপর। প্রায় মাঝরাতের দিকে

থামলো দলটা, গুটানো স্লীপিং-ব্যাগ খুলে ভেতররে ঢুকে পড়লো সবাই, কোনো কথা হলো না।

ভোরের আলে ফোটার সাথে সাথে সবার ঘুম ভাঙালো শন। চারদিকের দৃশ্য বদলে গেছে। রাতের অন্ধকারে দেখতে পায়নি ওরা, তবে ভোরের আলোয় গোটা এলাকার ওপর বিশাল জাম্বেজি নদীর প্রভাব সহজেই চোখে পড়লো। বর্ষা মওশুমে দু-কূল ছাপিয়ে প্রবাহিত হয় নদীটা, আশপাশের সমস্ত নিচু এলাকা ডুবে যায়। এখন শুকনো বটে, তবে প্রায় গাছপালা শূন্য। মরা কয়েকটা মোপের ও কাঁটাবহুল অ্যাকেইশা গাছ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শুধু। হাঁটার সময় শুকনো কাদা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। এখনো চোখের আড়ালে, তবে বাতাসে জলাভূমির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। পচা লতাপাতা আর কাদার গন্ধ।

খোলা প্রান্তরে কোনো আড়াল নেই, মনে মনে শঙ্কিত হলো শন। ফ্রেলিমোদের পেট্রোল প্লেন রেনামো গেরিলাদের খোঁজে আসতে পারে এদিকে। তাহলে আর রক্ষে নেই। হাঁটার গতি বাড়াতে চাইলো ও, কিন্তু ক্যাপোর দিকে চোখ পড়তেই বুঝতে পারলো বিশ্রামের জন্য আবার ওদেরকে থামতে হবে।

সামনে থেকে হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলেন ক্যাপো।

তাঁর দিকে ফিরে হাসলো শন। 'সে-ই, আমাদের তুকুটেলা! ছাপটা যেখানে থাকবে বলেছিল মাতাউ, ঠিক সেখানেই পাওয়া গেলো।' ছাপের চারধারে হাঁটাহাঁটি করলো ও, এতোই পরিষ্কার ওগুলো যে সামনের ও পিছনের পায়ের ছাপ আলাদাভাবে চিনতে পারা যাচ্ছে, পিছনের চাপগুলো আরো বেশি গোলা। 'সোজা জলার দিকে যাচ্ছে সে।' কপালে হাত তুলে দূরে তাকালো শন। পেন্সিল দিয়ে দাগ টানার মতো একটা রেখা দেখা যাচ্ছে দূরে, দিগন্তরেখার কাছে এক সারিতে অনেকগুলো গাছ। ওখানে বাঁকা আঙুলের মতো আরেকটা কি যেনো রয়েছে-উঁচু জমি, খোলা প্রান্তরের দিকে বেরিয়ে আছে বেশ খানিকটা।

'কতো পিছিয়ে আছি আমরা?' জানতে চাইলেন ক্যাপো।

'ভাগ্য ভালো যে তুকুটেলার পায়ের ছাপ সোজা ওই গাছগুলোর দিকে এগিয়েছে,' বললো শন। 'খানিকটা হলেও আড়াল পাওয়া যাবে,' ছাপ ধরে এগোবার জন্যে মাতাউকে নির্দেশ দিলো ও। 'আর খুব বেশি দূরে নয়।'

খোলা প্রান্তরে এবার পিঁপড়ের ঢিবি দেখা যাচ্ছে, একেকটা ছোটোখাটো পাহাড়ের মতো উঁচু। ঢিবিগুলোকে পাশ কাটিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে ছাপ। খানিকক্ষণ পর গাছগুলোকে আলাদাভাবে চেনা গেলো। তারপর জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়লো ওরা। এখানে একবার থেমেছে তুকুটেলা, মল ত্যাগ করেছে, ছোটো কয়েকটা গাছ শিকড় সহ উপড়ে খাওয়াদাওয়া সেরেছে। 'বুড়োটা বিশ্রাম নিয়েছে এখানে,' বিড়বিড় করলো মাতাউ। 'বয়স হয়েছে, একটুতেই হাঁপিয়ে যায়।

দেখছেন না, বারবার পা তুলেছে সে? তারমানে এখানে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়েছে সে। তারপর, ঘুম থেকে জেগে, ধুলো মেখেছে গায়ে।'

'কতোক্ষণ ছিলো এখানে সে?' জানতে চাইলো শন।

জবাব দেয়ার আগে মাথাটা এক দিকে কাত করলো মাতাউ। 'কাল বিকেল পর্যন্ত বিশ্রাম নিয়েছে এখানে, সূর্যটা তখন ওখানে ছিলো,' বলে পশ্চিম দিগন্তের খানিকটা ওর দিকে আঙুল তাক করলো সে। 'কিন্তু আবার যখন হাঁটা ধরলো, খুব ধীর গতিতে এগোলো। জলার কছে পৌঁছে নিরাপদ বোধ করছে তুকুটেলা।'

রিকার্ডোকে উৎসাহ দেয়ার জন্যে মাতাউর হিসাবের ওপর রঙ চড়ালো শন। 'তুকুটেলা আমাদের নাগালের মধ্যে চলে এসেছে। সে জলাতীরে চলে যাবার আগেই আমরা তাকে ধরতে পারবো বলে আশা করছি। যদি কোনো কারণে সময় নষ্ট না হয়।'

গাছপালার ভেতর দিয়ে হন হন করে এগোলো মাতাউ। রিকার্ডো ছেড়ে তার পিছু নিলো শন, হাঁটার গতি কমাতে বলবে তাকে। এই সময় হঠাৎ পিছন থেকে একটা চিৎকার ভেসে এলো। চরকির মতো আধপাক ঘুরলো শন।

ফুলে উঠেছে ক্যাপোর মুখ, টকটকে লাল। জ্বলন্ত চোখজোড়া যেনো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। প্রথম যে চিন্তাটা এলো শনের মাথায়, ভদ্রলোক প্রচণ্ড ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু না, উন্মত্তের মতো সামনের দিকটা হাত তুলে দেখাচ্ছেন তিনি, অসম্ভব উত্তেজনায় লম্বা করা হাতটা কাঁপছে তাঁর। 'ওই যে!' কর্কশ, বেসুরো গলায় বললেন তিনি। 'ফর গডস সেক, আপনি দেখতে পাচ্ছেন না?'

আবার ঘুরলো শন, ক্যাপোর হাত অনুসরণ করে তাকালো। 'কি দেখতে পাবো?'

সামনের দিকে তাকিয়ে আছে শন, কাজেই ক্যাপোর কাণ্ড ওর চোখে পড়লো না। ছোঁ দিয়ে পিউমুলার কাঁধ থেকে রিগবিটা তুলে নিলেন তিনি। চেম্বারে কার্টিজ ভরছেন, ধাতব শব্দটা শুনতে পেলো শন।

'ক্যাপো, কি করছেন আপনি?' কয়েক পা এগিয়ে তাকে বাধা দিতে গেলো শন, কিন্তু ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন ক্যাপো। তৈরি ছিলো না শন, পড়ে যেতে যেতে কোনো রকমে তাল সামলালো।

সবাইকে ছাড়িয়ে ছুটে গেলেন ক্যাপো, দাঁড়ালেন, রাইফেল তুললেন কাঁধে লক্ষ্যস্থির করছেন।

'ক্যাপো, না!' ছুটলো শন, কিন্তু ক্যাপোর নাগাল পাবার আগেই গর্জে উঠলো রিগবি। ওপর দিকে লাফ দিলো ব্যারেল, একপা পিছিয়ে এলেন ক্যাপো। 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে?' শন পৌঁছুবার আগে দ্বিতীয় গুলিটাও হয়ে গেলো। বিশাল একটা বেইওব্যাব গাছের কাণ্ড থেকে ভিজে সাদা ছাল গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে

পড়লো চারদিকে। প্রান্তরের ওপর দিয়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এলো গুলির আওয়াজ।

'ক্যাপো!' ছুটে গিয়ে রাইফেলটা আঁকড়ে ধরলো শন, গায়ের জোরে মাজলটা আকাশের দিকে তুললো, কিন্তু তৃতীয় বারও ট্রিগার টেনে দিয়েছেন তিনি।

ধস্তাধস্তি করে রাইফেলটা কেড়ে নিলো শন। 'আশ্চর্য!' সত্যি আপনি পাগল হয়ে গেছেন? একি কাণ্ড করলেন!'

গুলির শব্দে সবারই কানে তালা লেগে গেছে, শনের চিৎকার অস্পষ্ট শোনালো।

'তুকুটেলা,' মুখ নাড়লেন ক্যাপো। 'আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? আপনি আমাকে বাধা দিলেন কেন?' তাঁর মুখ এখনো টকটকে লাল, ম্যালেরিয়ার রোগীর মতো থরথর করে কাঁপছেন। রাইফেলটা নেয়ার জন্যে আবার তিনি হাত বাড়ালেন, পিছিয়ে তাঁর নাগালের বাইরে সরে এলো শন।

'নিজেকে সামলান, ক্যাপো,' রাগে চিৎকার করলো শন, রিগবিটা ছুঁড়ো দিলো জোবের দিকে। 'উনি যেনো ছুঁতে না পারেন,' ক্যাপোর দিকে ফিরলো আবার। 'ঠিক করে বলুন তো, ঘটনাটা কি?' এগিয়ে এসে ক্যাপোর কাঁধ ধরলো। 'গুলির শব্দ কয়েক মাইল পর্যন্ত শোনা যাবে।'

'ছাড়ুন, আমাকে!' ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা কররেন ক্যাপো। 'তুকুটেলাকে আপনি দেখতে পাননি, বলতে চান?'

তাঁর কাঁধ ধরে ঝাঁকালো শন। 'নির্ঘাৎ পাগল হয়ে গেছেন আপনি! ওটা তো একটা গাছ!'

'রাইফেলটা দিন আমাকে!' আবেদন জানালেন ক্যাপো।

তাঁকে ধরে সজোরে গাছটার দিকে ঘোরালো শন। 'ভালো করে দেখুন। কোথায় তুকুটেলা?' ধাক্কা দিয়ে কয়েক পা সামনে ঠেলে দিলো। 'কি দেখছেন?'

ছুটে এলো ক্লডিয়া, বাধা দিলো শনকে। 'ছেড়ে দাও ওকে! দেখছো না বাবা অসুস্থ?

'আসলেও পাগল হয়ে গেছেন!' হাত দিয়ে ক্লডিয়াকে ঠেকালো শন। 'পনেরো মাইলের মধ্যে যতো ফ্রেলিমো আর রেনামো গেরিলা আছে সবাইকে উনি ডেকে পাঠিয়েছেন! একজনও আমরা বাঁচবো না...।'

'ছাড়ো ওকে,' বাবাকে উদ্ধার করার জন্যে আবার সামনে বাড়লো ক্লডিয়া। এবার রিকার্ডোকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এলো শন।

'ঠিক আছে, ডাকি, তোমার জিম্মায় তুলে দিলাম ওঁকে।'

ছুটে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরলো ক্লডিয়া। 'সব ঠিক আছে, বাবা! সব আবার ঠিক হয়ে যাবে!'

গাছটার দিকে তাকিয়ে আছেন ক্যাপো, ছাল ওঠা গা থেকে রস গড়িয়ে নামছে। 'আমি ভাবলাম ওটা...,' দুর্বলভাবে মাথা নাড়লেন তিনি। 'কেন করলাম কাজটা? আমি আসলে...কিন্তু দেখে তখন মনে হচ্ছিলো ওটা তুকুটেলা...!'

'জানি, বাবা, জানি! বাবাকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো ক্লডিয়া। 'শান্ত করো নিজেকে, অস্থির হয়ো না। প্লিজ, বাবা!'

জোব ও হান্টিং টিমের বাকি সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, মন ভালো নেই কারো। অদ্ভুত নাটকটা চোখ বড় বড় করে দেখছে বটে, কিন্তু অর্থ খুঁজে পাচ্ছে না। রাগে মুখ ফিরিয়ে নিলো শন, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে আনতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লেগে গেলো। তারপর মাতাউর দিকে ফিরলো ও। 'তোমার কি মনে হয়, তুকুটেলা এতো কাছে আছে যে গুলির শব্দ শুনতে পাবে?'

'জলাটা কাছেই,' বললো মাতাউ। 'খোলা মাঠ, আওয়াজটাও বাধা পায়নি। বলা কঠিন, শুনতেও পারে।'

'জোব, লোকগুলোক কি শুনতে পেয়েছ?'

'নির্ভর করে আমাদের কতোটা পিছনে রয়েছে ওরা। সময় হলে জানা যাবে, বাওয়ানা।'

'এখানে বিশ্রাম নেবো আমরা। ক্যাপো অসুস্থ বোধ করছেন। চা চড়াও, কি করা হবে পরে ঠিক করবো।'

ফিরে এলো শন, ক্লডিয়া এখনো তার বাবাকে দু'হাতে জড়িয়ে আছে।

'আপনাকে ধাক্কা দেয়ার জন্যে দুঃখিত, ক্যাপো,' শান্তভাবে বললো শন। 'আপনি আমাকে সাংঘাতিক ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।'

'আমি বুঝিনি,' বিড়বিড় করলেন ক্যাপো। 'কিরে খেয়ে বলতে পারতাম ওটা তুকুটেলাই ছিলো। এতো পরিস্কার দেখতে পাচ্ছিলাম..।'

'রোদটাই বোধহয় দায়ী,' বললো শন। 'প্রচণ্ড গরমে মানুষের মাথা ঠিকমতো কাজ করে না,' ক্লডিয়ার দিকে তাকালো ও। 'চলো, তোমার বাবাকে ছায়ায় নিয়ে গিয়ে বসাই।'

বেওঅ্যাব গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসলেন ক্যাপো। ম্লান হয়ে গেছে চেহারা, বিস্ময়ের ভাবটা এখনো স্পষ্ট ফুটে আছে। চোখ বুজলেন তিনি। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা যাচ্ছে ঠোঁটের ওপর, চিবুকের বাঁজে। ক্লডিয়ার দিকে ফিরে পিছু নেয়ার ইঙ্গিত দিলো শন।

'বাবার আচরণ একটুও অবারক করেনি তোমাকে, করেছে কি?' ক্যাপোর কাছ থেকে দূরে সরে এসে অভিযোগ করলো শন। ক্লডিয়া কোনোো কথা বলছে না দেখে আবার বললো, কি রকম মেয়ে তুমি, শুনি? তুমি জানো উনি অসুস্থ, তারপরও এ-ধরনের একটা অভিযানে আসতে দিয়ে?'

ঠোঁট দুটো কাঁপছে ক্লডিয়ার। তার মধু রঙা চোখ দুটো ভেসে গেল। বিস্মিত হলো শন। অনুভব করলো, সমস্ত রাগ পানি হয়ে যাচ্ছে। বিস্ময়টা গোপন করার জন্যে গলার আওয়াজটা শ্লেষাত্মক করে তুলতে হলো। 'এখন আর আমতা আমতা করে কোনো লাভ নেই, ডাকি। তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা উপায় করতে হবে। উনি অসুস্থ একজন মানুষ।'

'বাবা ফিরছেন না,' বিড়বিড় করলো ক্লডিয়া, এতো নিচুস্বরে যে কোনো রকমে শুনতে পেলো শন। চোখ ফেটে পানি গড়াচ্ছে ক্লডিয়ার, তার দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকলো। বড় একটা ঢোক গিললো ক্লডিয়া, তারপর বললো, 'বাবা অসুস্থ নয়, শন,' এই প্রথম শনের নাম ধরে সম্বোধন করলো সে।

'বাবা মারা যাচ্ছে। ক্যানসার। আমরা বাড়ি ছাড়ার আগে একজন বিশেষজ্ঞ শেষ কথা বলে দিয়েছেন। বলেছেন, বাবার ব্রেনও আক্রান্ত হতে পারে।'

দিশেহারা বোধ করলো শন। 'না!' প্রায় গুঙিয়ে উঠলো ও। 'ক্যাপো...না!'

'কেন ওকে আসতে দিয়েছি বুঝতে পারছো না? আমিই বা কেন এলাম? এটাই বাবার শেষ শিকার...আমি চেয়েছি তার পাশে থাকবো।'

চুপ করে থাকলো ওরা, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর আবার বললো ক্লডিয়া, 'ইউ কেয়ার। আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার বাবাকে সত্যি তুমি ভালোবাসো। ব্যাপারটা আমি আশা করিনি।'

'উনি আমার বিশ্বস্ত বন্ধু,' বললো শন, নিজের ভেতর বিষণ্নতার গভীরতা উপলব্ধি করে অবাক হয়ে গেলোও।

'তোমার ভেতর কোমল কিছু থাকতে পারে বলে ভাবিনি,' নরম সুরে বললো ক্লডিয়া। 'আমি হয়তে তোমাকে ভুল বুঝেছি।'

'আমরা দু'জনেই হয়তো পরস্পরকে ভুল বুঝেছি,' বলারো শন, উত্তরে মাথা ঝাঁকালো ক্লডিয়া।

'হয়তো,' বললো সে। 'তবে তোমাকে ধন্যবাধ। আমার বাবার ওপর দরদ আছে তোমার, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ,' ঘুরলো ক্লডিয়া, বাবার কাছে ফিরে যাবে। শন তাকে দাঁড় করালো।

'কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হলো না,' বললো ও। 'কি করা উচিত বলে মনে করো তুমি?'

'ফেরার প্রশ্ন ওঠে না, সাফারি শেষ করবো আমরা,' বললো ক্লডিয়া। 'সমাপ্তিটা যে মধুর হবে না, জানা কথা। কিন্তু বাবাকে আমি কথা দিয়েছি, তার শেষ ইচ্ছেটায় বাধা হবো না।'

'তোমার সাহস আছে,' নরম সুরে ক্লডিয়াকে বললো শন।

'যদি থাকে, সেটাও ওর কাছ থেকে পাওয়া,' বলে বাবার কাছে ফিরে ক্লডিয়া।

এক মগ চা আর দু'জোড়া ট্যাবলেট চাঙা করে তুললো রিকার্ডো। তাঁর আচরণ ও কথাবার্তা আবার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে উঠলো। প্রসঙ্গটা আর তোলা হলো না বটে, তবে সঙ্গত কারণেই মন খারাপ হয়ে আছে সবার।

'আমাদের যেতে হবে, ক্যাপো,' তাঁকে বললো শন। 'এখানে যতোক্ষণ বসে থাকবো, ততই দূরে চলে যাবে তুকুটেলা।'

উঁচু জমি ধরে হাঁটলো ওরা, জলার গন্ধ আগের চেয়ে বেশি করে পেলো নাকে, এলোমেলো বাতাস বয়ে নিয়ে আসছে। 'হাতি জলা পছন্দ করে, তার অনেক কারণের একটা হলো এই বাতাস,' রিকার্ডো ব্যাখ্যা করে বোঝালো শন। 'ওখানের বাতাস সব সময় দিক বদলায়। মানুষের গন্ধ পেয়ে দূরে সরে যায় হাতি, ওগুলোর কাছাকাছি পৌঁছুনো কঠিন হয়ে ওঠে।'

সামনের গাছগুলোর মাঝখানে একটা ফাঁক দেখা গেলো। দাঁড়িয়ে পড়রো শন, ফাঁকাটার ভেতর দিয়ে সবাই ওরা তাকালো। 'পৌঁছে গেছি আমরা, ওই দেখা যাচ্ছে জাম্বেজি জলাভূমি।'

লম্বা ও সরু একটা দ্বীপে যেনো দাঁড়িয়ে আছে ওরা, সামনে জলমগ্ন এলাকা। জলাটা ঢাকা পড়ে আছে আগাছা আর লম্বা ঘাসে। চোখে বাইনোকুলার তুলে জলাভূমিটা পরীক্ষা করলো শন। ঘাস আর নলখাগড়ার যেনো কোনো শেষ নেই, তবে ওর জানা আছে ওগুলোর আড়ালে মাঝে মধ্যেই পাওয়া যাবে গভীর লেগুন ও আঁকাবাঁকা চ্যানেল। অনেক দূরে দিগন্তের কাছাকাছি, কালো রঙের স্তূপ চোখে পড়লো। জলার মাখখানে উঁচু জমি ওগুলো, দ্বীপ। দ্বীপের ওপর খাড়া হয়ে রয়েছে পাম গাছ।

গত মওশুমে বৃষ্টি বলতে গেলে হয়নি, কাজেই জলার বেশিরভাগ জায়গায় পানি হবে কোমর সমান। তবে কাদা হবে খুবই পুরু। এর ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, ভাবতেও ভয় লাগে। শুধু কাদা ও পানি নয়, জলজ আগাছা ও ঘাসই প্রধান বাধা-পায়ের সাথে জড়িয়ে যাবে।

জলায় এক মাইল হাঁটতে যতোক্ষণ সময় লাগবে, ওই একই সময়ে শুকনো মাটিতে পাঁচ মাইল এগিয়ে যাব ওরা। কিন্তু হাতির জন্যে জলা খুব সুবিধের জায়গা। পানি আর কাদা অত্যন্ত প্রিয় তার। লুকিয়ে থাকার জন্যেও জায়গাটা আদর্শ। এই আগাছা আর নলখাগড়া ভেতর পাঁচশো হাতির পাল লুকিয়ে থাকলেও তাদেরকে খুঁজে বের করা ভাগ্যের ব্যাপার। হাতি কোথাও না থেমে মাইলের পর মাইল হাঁটতে পারে, আর জলাটাও বিশাল।

'কিছু না, ধরে নিন আমরা পিকনিক করতে যাচ্ছি, ক্যাপো,' চোখ থেকে বাইনোকুলার নামালো শন। 'আমি এরই মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, জোড়া গজদন্ত আপনার বাড়ির ড্রইংরুমের দেয়ালে ঝুলছে।'

তুকুটেলার পায়ের ছাপ উঁচ জমি থেকে সরাসরি নিচে নেমে গেছে, ঢুকে পড়েছে নলখাগড়ার বনে। পচা গছের পাতা আধ হাত পুরু, পায়ের কোনো ছাপ পড়েনি। 'এখান থেকে তা কোনো ট্রেইল অনুসরণ করা সম্ভব নয়,' কাদার কিনারায় দাঁড়ালেন ক্যাপো, জলার দিকে তাকালেন। 'শুধু শুধু গিয়ে লাভ কি, তুকুটেলাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। কারো পক্ষে সম্ভব নয়,' একমত হলো শন। 'তারমানে, মাতাউ বাদে।'

ওদের পিছনে গাছপালার ভেতর অনেক দিন আগে একটা গ্রাম ছিলো, সন্দেহ নেই গ্রামের লোকগুলো নিশ্চয়ই মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতো। জলাভূমির তীরে এরকম গ্রাম আরো অনেক ছিলো, গেরিলাদের অত্যাচারে লোকজন টিকতে না পেরে গ্রাম খালি করে পালিয়েছে। এটার ইতিহাসও বোধহয় তাই।

গ্রামের ভেতর ঢুকে ঘুর ঘুর করছিল জোব, হঠাৎ শিস দিয়ে শনকে ডাকলো সে তার পাশে দাঁড়িয়ে শনের দেখলো, খাটো ঘাসের ভেতর কি যেনো একটা পড়ে রয়েছে। প্রথমে মনে হলো পুরানো একটা কম্বল। তারপর কম্বলের ভেতর থেকে বেরিয়ে থাকা হাড়গুলো দেখতে পেলো ও। 'কবে?' জানতে চাইলো ও।

'সম্ভত ছ'মাস আগে।'

'মারা গেলো কিভাবে?'

বসে পড়লো জোব, কম্বল সরিয়ে কংকালটা পরীক্ষা করলো। 'খুলির পিছনে গর্ত-বুলেটের গর্ত-সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেছে।' কপালের গর্তটাও দেখতে পেলো শন, তৃতীয় এটা চোখের মতো। খুলিটা রেখে দাঁড়ালো জোব, কয়েক পা এগিয়ে আবার থামলো। 'এখানে আরেকটা।'

'তারমানে রেনামোরা এসেছিল,' বললো শন। 'গ্রামের লোকেরা হয়তো তাদের দলে যোগ দিতে চায়নি, কিংবা যথেষ্ট শুকনো খাবার দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারেনি।'

'অথবা এসেছিল হয়তো ফ্রেলিমোরা, রেনামো গেরিলাদের খোঁজে,' বললো জোব। 'রেনামো বলে সন্দেহ হওয়ায় এ/কে ব্যবহার করেছে।'

'খুঁজলে আরো অনেক লাশ পাওয়া যাবে,' ফেরার পথে বললো শন। 'আগুন থেকে বাঁচার জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গুলি খেয়েছে ওরা। নিয়তি কি নিষ্ঠুর, তাই না?' তারপর নির্দেশ দিলো ও, 'ভালো করে তল্লাশি চালাও, জলার কাছাকাছি ঘাসবনে ডিঙি নৌকো পাওয়া যেতে পারে।'

ক্যাপো ও ক্লডিয়া এক সাথে বসে রয়েছে, ওদের দিকে এগোলো শন। চোখে প্রশ্ন নিয়ে ক্লডিয়ার দিকে তকালো ও।

'বাবা ভালো আছে,' বললো ক্লডিয়া।' এই জায়গাটা কি?'

গ্রামবাসীদের কপালে কি ঘটেছে ব্যাখ্যা করলো শন।

'নিরীহ লোকজনকেকেন ওরা মারবে এভাবে?' ক্লডিয়া হতভম্ব।

'আফ্রিকায় আজকাল কাউকে খুন কারার জন্যে কারণ দরকার হয় না।'

'কিন্তু ওরা তাদের কি ক্ষতি করতে পারে?'

'হয়তো প্রতিপক্ষ গেরিলাদের আশ্রয় দিয়েছিল, সরিয়ে রেখেছিল খাবার, বউ-দের সম্ভ্রম রক্ষা করতে চেয়েছিল।'

জলাভূমির ওপর ধোঁয়াটে আকাশে লাল একটা বল সূর্য, এতো নিচে যে নলখাগড়ার মাথা ছুঁই ছুঁই করছে। 'আমরা রওনা হবার আগে সন্ধে হয়ে যাবে,' বললো শন। 'সান্ত্বনা একটাই, জলায় পৌঁছুবার পর তুকুটেলার গতি অনেক কমে গেছে। খুব বেশি হলে এখান থেকে দু'মাইল সামনে আছে সে।' কথাটা বলার সময় ক্যাপোর গুলি করার ঘটনাটা মনে পড়ে গেলো শনের। কে জানে, তুকুটেলা হয়তো এখনো ছুটছে।

রিকার্ডোর পাশে বসলো ও। বৃদ্ধ ভদ্রলোককে ভালো লাগার মধ্যে ওর আসলে কোনো স্বার্থ নেই। শুধু শিকারের প্রতি আকর্ষণ বোধ করছেন ক্যাপো। সারা দিনে আজ আড্ডায় প্রথম হাসিখুশি দেখালো তাঁকে।

শনের দিকে তাকিয়ে হাসলো ক্লডিয়া, তার হাসিতে কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়লো। তারপর উঠে দাঁড়ালো সে। 'আমার একটা কাজ আছে–ব্যক্তিগত।'

'কোথায় যাচ্ছে তুমি?' দ্রুত জানতে চাইলো শন।

'ছোট্ট খুকির খেলাঘরে,' বললো ক্লডিয়া। 'তুমি অবশ্যই নিমন্ত্রিত নও।'

'বেশি দূরে যয়ো না। আর মনে থাকে যেনো, পানিতে নামা নিষেধ।'

'শুনেছি, বাবা, শুনেছি!' বললো ক্লডিয়া। পোড়া গ্রামের সীমানা পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো সে। সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে শন।

জলার দিকে থেকে হঠা একটা চিৎকার ভেসে এলোম মনোযোগ ছুটে গেলো ওর। এরপর বেশ কিছুক্ষণ ক্লডিয়ার কথা মনে পড়লো না। চিৎকাররের উৎস লক্ষ্য করে জলার দিকে ছুটলো ও, কিনারায় গিয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেলো, দশ ফুট উঁচু নলখাগড়া ঘন ঘণ কাত হচ্ছে এদিক ওদিক, ভেতর থেকে পানির ওপর দাপাদাপির শব্দ বেরিয়ে আসছে। ঝোপ ও কাদার ভেতর কারা যেনো ধস্তাধস্তি করছে বলে মনে হলো তারপর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো জোব। আর মাতাউ,' দু'জন ধরাধরি করে তুলে আনছে ছোট্ট একটা ডিঙি নৌকো। 'ভাগ্য, বাওয়ানা, ভাগ্য!' দু'কান বিস্তৃত হাসি দেখা গেলো মাতাউর মুখে। তার পিঠ চাপড়ে দিলো শন। ডাঙায় তুলে ডিঙিটা পরীক্ষা করলো ওরা। কোথাও কোনো ফুটো নেই।

'একটা লগি যোগাড় করো,' ওদেরকে বললো শন।

ও থামতেই দূর থেকে তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এলো ক্লডিয়ার্ ঝট্ করে শব্দের উৎসের দিকে ঘুরে গেলো সবগুলো মুখ। দ্বিতয়িবার চিৎকার করলো ক্লডিয়া। রাইফেলটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে ছুটলো শন।

'ক্লডিয়া!' চিৎকার করলো ও। 'কোথায় তুমি' জঙ্গল থেকে শুধু ওর প্রতিধ্বনি ব্যঙ্গ করলো ওকে; 'কোথায় তুমি?'....থায় তুমি?... তুমি?'

* * *

দাঁড়ালো ক্লডিয়া, ট্রাউজারটা কোমরে তুললো। বেল্ট বাঁধার সময় লক্ষ্য করলো, আগের চেয়ে দু'ঘর পিছনে হুক আটকালো আঁসাঁট হয়, তা না হলে ঢিলে হয়ে থাকে। ঠোঁটের গর্বিত হাসি নিয়ে নিজের পেটটা দেখলো সে। তার পেট এখন শুধু সমতল বা মেদহীন নয়, রীতিমতো ভেতর দিকে ডেবে গেছে। দীর্ঘ পদযাত্রা আর অপূর্ণ আহার তার কাঠামো থেকে শেষ এক আউন্স চর্বিও ঝরিয়ে দিয়েছে।

গ্রামের দিকে ফিরতি পথ ধরলো ক্লডিয়া। খানিক পর উপলব্ধি করলো, নিরিবিল জায়গার খোঁজে যতোটা চেয়েছিলো তারচেয়ে অনেক দূরে চলে এসেছে সে। আসার পথে তো এতো বড় ঝোপ তার পথরোধ করে দাঁড়ায়নি! তবে কি পথ হারালো?

ঝোপটাকে পাশ কাটাবার জন্যে হাঁটছে ক্লডিয়া, খানিক দূর এগোতে সামনে একটা চওড়া পথ দেখে খুশি হয়ে উঠলো মনটা। পথটা সরাসরি জলার দিকে চলে গেছে, ক্লডিয়া জানে না এই পথে এক সময় জলহস্তীরা আসা-যাওয়া করতো। এলাকার আর সব বন্যপ্রাণির মতো জলহস্তীও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পথটা বহুদিন হলো ব্যবহার করা হয় না।

আরো খানিকদূর এগোবার পর সামনে নলখাগড়ার শুকনো ডাল দেখলো ক্লডিয়া, মাটির ওপর ছড়িয়ে আছে, বলা যায় প্রায় স্তূপ হয়ে। কোনো বাধা নয়। বটে, তবে এভাবে ডালগুলোকে স্তূপ করে রাখার কারণটা বুঝতে পারলো না সে। স্তূপে পা দিয়ে কয়েক পা এগিয়েছে, পায়ের নিচে পড়া ডাল বেঙে গেলো, কিছু বোঝার আগেই পতন শুরু হলো তার। চোকের পলকে স্তূপটা গ্রাস করলো তাকে, গভীর একটা খাদে নেমে যাচ্ছে সে। আর্তনাদ করে উঠলো ক্লডিয়া।

তার জানা নেই, জলহস্তী ধরার একটা পুরানো ফাঁদ পড়ে গেছে সে। ভাগ্য ভালো বলতে হবে, ডাল ভেঙে একটা ডালের গায়ে পড়লো সে, তারপর গড়াতে গড়াতে নেমে গেলো খাদের তলায়। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো শরীরটা, মচকে গেলো পা, মনে হলো হাড়গুলো সব গুঁড়ো গয়ে গেছে। খাদের তলায় স্থির হলো শরীরটা, কাদা-পানির ওপর আঁচড়ে খামচে বসার চেষ্টা করলো, আতঙ্কে আবার চিৎকার বেরিয়ে এলো গলা চিরে।

বাম হাঁটুতে চোট পেয়েছে ক্লডিয়া, ব্যথায় অন্ধকার দেখছে চোখে। 'আমি এখানে!' বলে কয়েকবার চিৎকার করলো, কিন্তু পাল্টা শনের চিৎকার তার কানে ঢুকলো না। ভয়ে থরথর করে কাঁপছে সে, চোক দুটো সজোরে বন্ধ করে রেখেছে। তারপর মনে হলো কে যেনো তার নাম ধরে ডাকছে। 'আমি এখানে!' বলে কেঁদে ফেললো ক্লডিয়া।

' ক্লডিয়া!' খাদের কিনারা থেকে নিচের দিকে উঁকি দিলো শন, চেহারায় একরাশ উদ্বেগ। 'ভয় নেই, আমরা এসে পড়েছি। কোথাও লেগেছে তোমার?'

'হ্যাঁ!' হাঁপাচ্ছে ক্লডিয়া, দাঁড়াবার চেষ্ট করে পারলো না। হাঁটুতে যেনো আগুন ধরে গেছে। কাদার ওপর ধপাস করে পড়ে গেলো সে। 'আমার হাঁটু!'

'অপেক্ষা করো, আমি নামছি,' খাদের কিনারা থেকে সরে গেলো শনের 'মাথা। কয়েকজনের গলা পেলো ক্লডিয়া। বাবা, জোব আর মাতাউ কথা বলছে। খানিক পর সাপের মতো এঁকেবেঁকে নিচে নামলো একটা নাইলন রশি, সেটা ধরে কিনারার থেকে ঝুলে পড়লো শন। কয়েক ফুট বাকি থাকতে রশি ছেড়ে দিলো ও, কাদা-পানির ওপর ঝপাৎ করে পড়লো, ক্লডিয়া পাশে।

'আমি দুঃখিত,' বললো ক্লডিয়া, 'আবার সেই একই কাণ্ড বাধিয়ে বসেছি!'

'এবার অন্তত দোষটা তোমার নয়।' নিঃশব্দে হাসলো শন। 'পা লম্বা করো। গুড। হাঁটু ভাঁজ করতে পারো?' দারুণ! বোঝা গেলো, কোনো হাড় ভাঙেনি। এবার তোমাকে পাতাল থেকে তোলার ব্যবস্থা করা যাক। ' রশির শেষ প্রান্ত একটা লূপ তৈরি করলো শন, লূপটা ক্লডিয়ার মাথার ওপর দিয়ে গলিয়ে বগলের নিচে আটকালো 'জোব, তোলো ওকে!' খাদের ওপর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করলো ও।

'আস্তে-ধীরে হে সাবধানে!'

খাদ থেকে তোলার পরপরই ক্লডিয়ার হাঁটুটা পরীক্ষা করলো শন।

সাবধানে ট্রাউজার গুটিয়ে হাঁটুর পওর তুললো, বললো, 'সেরেছে!' এরইমধ্যে ফুলে বেলুন হয়ে গেছে ক্লডিয়ার হাঁটু। মসৃণ ফর্সা চামড়া ছিঁড়ে গেছে ইঞ্চিখানেক। পা'টা ধরে লম্বা করার চেষ্টা করলো ও। একটু লাগতে পারে।

'উফ্! ব্যথা পেলো ক্লডিয়া। 'লাগছে তো!'

'ঠিক আছে, বোঝা গেলো। মীডিয়াল লিগামেন্ট-ছেঁড়েনি, ছিঁড়লে ব্যথায় কাঁদতে হতো। শুধু বোধহয় মচকে গেছে।'

'তারমানে?'

'মানে, তিন দিন,' বললো শন। 'ওটার ওপর ভর দিয়ে তিন দিন তুমি দাঁড়াতে পারবে না।'

তাকে ধরে দাঁড় করানো হলো। শনের গায়ে হেলান দিয়ে থাকলো ক্লডিয়া, এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'খানিকটা ভর দিয়ে দেখো সহ্য করতে পারো কিনা,' বললো শন। চেষ্টা করতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠলো ক্লডিয়া, ব্যথায় নীল হয়ে গেলো চেহারা।

'অসম্ভব!' পারছি না!'

ঝুঁকলো শন, ক্লডিয়ার নিতম্বের নিচে একটা হাত রাখলো, অপর হাতটা তার কাধে, তারপর বাচ্চা মেয়ের মতো তুলে নিলো বুকের ওপর। গ্রামের দিকে ফিরে যাচ্ছে দলটা।

শনের গায়ে এতো শক্তি, ধারণা চিলো না ক্লডিয়াকে এমন অনায়াস ভঙ্গিতে তুলে নিলো! হাঁটুটা দপ দপ করলেও, শনের বাহুর ওপর ঢিল করে দিলো সে শরীরটা, চোখ বুজে উপভোগ করলো আনন্দঘন অনুভূতিটা। সে যখন ছোট্টটি ছিলো, বাবা তাকে এভাবে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াতো।

ফাঁকা জায়গাটায় ফিরে এসে ক্লডিয়াকে নামালো শন। এক ছুটে ওর ব্যাগটা নিয়ে এলো মাতাউ। নিজের সমস্যার কথা ভূলে মেয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠালেন ক্যাপোও। ফার্স্ট-এইড কিট খুলে পেইন কিলার ট্যাবলেট খেতে দিলো শন ক্লডিয়াকে, তারপর স্ট্র্যাপ দিয়ে হাঁটুর ওপর ইলাস্টিক ব্যাণ্ডেজ বাঁধলো। 'আপাতত আর কিছু করার নেই,' ক্লডিয়াকে বললো ও।

'তিন দিনের কথা বললে কেন তুমি?' জানতে চাইলো ক্লডিয়া।

'এরকম চোট খাওয়া হাঁটু আরো অনেক দেখেছি আমি যদিও সেগুলো অনেক বেশি লোমশ ছিলো, আর এাত সুন্দরও ছিলো না।

'প্রশংসা করা হচ্ছে,' একটা ভুরু একটু উঁচু করলো ক্লডিয়া। 'তুমি নরম হয়ে পড়ছো, মেজর।'

'ওটা ট্রিটমেন্টের অংশ, এবং অবশ্যই আন্তরিকতায় ভরপুর নয়,' আশ্বস্ত করার সুরে বললো না। একমাত্র প্রশ্ন হলো, ডাকি, তোমাকে নিয়ে কি করবো এখন আমরা?'

'এখানে রেখে যাও আমাকে,' সাথে সাথে সমাধান দিলো ক্লডিয়া।

'তুমি কি পাগল হলে?' জিজ্ঞেস করলো শন, ওর কথার প্রতিদ্বনি তুললেন ক্যাপোও।

'সে প্রশ্নই ওঠে না।'

'ব্যাপারটাকে এভাবে দেখো,' শান্ত গলায় যুক্তি দেখালো ক্লডিয়া। 'তিন দিন আমি হাঁটতে পারবো না, এই তিন দিনে তুকুটেলা তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে, বাবা।' একটা হাত তুলে রিকার্ডো কতকত করতে নিষেধ করলো সে।

'আমরা ফিরে যেতে পারি না। তোমরা আমাকে বয়ে নিয়ে যেতো পারো না। আমি হাঁটতে অক্ষম। যেভাবেই দেখো, এখানে আমাকে বসে থাকতে হবে। প্রশ্ন হলো তোমরাও কেন বয়ে থাকবে আমার সাথে?'

'বোকার মতো কথা বলবি না, তোকে এখানে একা রেখে যাওয়া সম্ভব নয়।'

'না, সম্ভব নয়,' একমত হলো ক্লডিয়া। 'কিন্তু আমাকে পাহারা দেয়ার জন্যে একজন থাকতে পারে।'

'শন,' আবেদন জানালো ক্লডিয়া। 'বাবাকে বোঝাও তুমি। বোঝাও তো কষ্ট করার পর সুযোগটা হারানো কোনো মানে হয় না। তোমাদের যাওয়াই উচিত।' শনের চোখে সরাসরি তাকিয়ে আছে ক্লডিয়া, সেখানে প্রশংসার ভাব লক্ষ্য করে গর্বে ভরে উলো বুকটা তার।

'আসলে,' নরম গলায় বললো শন, ' ক্লডিয়ার কথায় যুক্তি আছে।'

'বাবাকে বোঝাও, মাত্র ক'টা দিনের ব্যাপার, শন। তুকুটেলাকে আমি বাবার হাতে তুলে দিতে চাই...,' শেষ উপহার হিসেবে, বলতে যাচ্ছিলো ক্লডিয়া, শেষ মুহূর্তে কোনো রকমে সামলে নিলো,' বিশেষ উপহার হিসেবে।'

'এ আমি নিতে পারি না, মাই ট্রেজার,' বিড়বিড় করে বলরেন ক্যাপো। কর্কশ শোনালো তাঁর গলা, মনের ভাব গোপন করার জন্যে মাথাটা নিচু করে রাখলেন।

'বাবাকে যেতে বাধ্য করো না, শন,' জেদ করলো ক্লডিয়া। 'বলো জোব আমার পাহারায় থাকবে। সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকবো আমি ওর কাছে।'

'ক্যাপো, আরেকবার চিন্তা করে দেখবেন? জিজ্ঞেস করলো শন। 'তবে, সিদ্ধান্তটা আপনাদের, আমার তরফ থেকে কিছু বলার নেই'

'শন, আমরা একা কথা বলতে পারি?' জিজ্ঞেস করলো ক্লডিয়া, উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে বাবার দিকে ফিরলো সে। 'আমার পাশে এসে বসো, বাবা,' পাশের মাটিতে হাত চাপড়ালো সে। দাঁড়ালো শন, হেঁটে চলে গেলো আরেকদিকে। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

এক ঘন্টা কেটে গেলো। জোবের সাথে বসে আছে শন। অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। এমন সময় ওদের দিকে এগিয়ে এলেন রিকোর্ডো 'ঠিক আছে, শন,' বললেন তিনি। ক্লডিয়ার জেদই টিকলো। কাল সকালে তাহলে রওনা হবো আমরা, কেমন? আর জোব, আমার মেয়ের ওর খেয়াল রাখবে তো?'

'অবশ্যই রাখবো, সাহেব,' শনের পাশ থেকে উঠলে দাঁড়ালো জোব। 'আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, বাওয়ানা। ফিরে এসে দেখবেন ডোন্ না বহাল তবিয়তে আছেন।'

* * *

চাঁদের আলোয় পথ দেখে পোড়া গ্রামটা ছেড়ে কয়েকশো মিটার পিছিয়ে এলো ওরা, ঝোপ ঝাড়, আর গাছপালার ভেরত ক্যাম্প ফেললো। চারটে গাছের সাথে চাদরের কোণ বেঁধে আশ্রয় তৈরি করা হলো ক্লডিয়ার জন্যে। মেডিকেল কিটটা রেখে যাচ্ছে শন, রেখে যাচ্ছে বেশিরভাগ খাবার ও অন্যান্য বোঝা। হালকা রাইফেলটা থাকবে জোবের কাছে। ডেডানের কাছে কুড়াল ও ছুরি। ক্লডিয়াকে পাহারা দেবার জন্যে ডেডানাকেও রেখে যাচ্ছে শন।

'উঁচু জায়গাটায় ডেডানকে পাহারায় পাঠাও। ফ্রেলিমো বা রেনামো গেরিলারা এলে ওদিক থেকেই আসবে। বিপদ টের পাওয়া মাত্র মেয়েটাকে জলায় নিয়ে যাবে, লুকিয়ে রাখবে কোনো একটা দ্বীপে,' শেষবারের মতো জোবকে নির্দেশ দিলো শন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হেঁটে এলো ক্যাপোর কাছে। মেয়ের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন ভদ্রলোক।

'আপনি, রেডি, ক্যাপো?'

তাড়াতড়ি উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপো, পিছন ফিরে একবারও না তাকিয়ে মেয়ের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন।

'আবার কোনো বিপদ বাধিয়ো না,' ক্লডিয়াকে বললো শন।

'তুমিও বাধিয়ো না,' মুখ তুলে শনের দিকে তাকালো ক্লডিয়া। 'আর শন, বাবার ওপর খেয়াল রেখো।'

ক্লডিয়ার সামনে উবু হয়ে বসে হাতটা বাড়িয়ে দিলো শন। ক্লডিয়া কোনো পুরুষ হলেও বিদায় নেয়র মুহূর্তে ঠিক এভাবেই হাত বাড়ালো ও। কৌতুককর কিছু বলার চেষ্টায় মাথা খাটালো, কিন্তু তেমন কিছু খুঁজে পেলো না। তার বদলে বললো, 'ঠিক আছে, তাহলে?'

শনের হাতটা ধরে সামান্য ঝাঁকালো ক্লডিয়া, মৃদু চাপ দিলো। 'ঠিক আছে, তাহলে,' বললো সে। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সোজা হয়ে শন্, সোজা হেঁটে গেলো জলার কিনারায়। ওখানে ওর জন্যে ডিঙি নিয়ে অপেক্ষা করছে তিনজন মাতাউ, পিউমুলা ও ক্যাপো।

ডিঙির মাথায় বসলো মাতাউ, ক্যাপো আর শন কোলের ওপর রাইফেল নিয়ে মাঝখানে। পিছনের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে পিউমুলা, মাতাউর ইশারা পেলেই লগি ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যাবে ডিঙিটাকে।

তীর থেকে রওনা হয়ে কয়েক সেকেণ্ড এগোবার পরই আফ্রিকারন নলখাগড়া ঢেকে ফেললো ওদেরকে। সরু ডাল চোখেমুখ ঝাপটা মারলো। জলার খুদে মাকড়সা নলখাগড়ার একানে সেখানে জাল বুনে রেখেছে, জড়িয়ে গেলো গলায়, হাতে আর মুখে। ঠাণ্ডায় হি হি করছে ওরা। তারপর হঠাৎ করে খোলা একটা লেগুনে বেরিয়ে এলো ডিঙি, ঘন কুয়াশায় বেশিদূর দেখা যায় না, তবে ডানা ঝাপটানোর অস্বাভাবিক শব্দ শুনে বোঝা গেলো পানির ওপর কয়েক হাজার হাঁস আর পাখি আছে।

জিনিস-পত্র কমই হলে কি হবে, চারজনকে ঠাঁই দেয়ার পর ডিঙিতে আর এক ইঞ্চি জায়গাও অবশিষ্ট নেই হঠাৎ- কেউ নড়লেই কলকল করে পানি উঠছে। পানির সেঁচা সার্বক্ষণিক একটা চাকরি হয়ে দাঁড়ালো।

নলখাগড়ার মাথার ওপর সূর্য উঠলো, তবে কুয়াশায় ঢাকা। ওয়াটার লিলি পাপড়ি মেললো, সূর্যের দিকে মুখ করে। দু'বার কুমির দেখতে পেলো ওরা। পানির ওপর শুধু নাক তুলে শুয়ে আছে, আকারে বিরাট। ডিঙিটাকে আসতে দেখে পানির তলায় ডুব দিলো।

বেলা যতো বাড়লো, পাল্লা দিয়ে বাড়লো তাপ, দরদর করে ঘামতে শুরু করলো ওরা। কোথাও কোথাও পানি মাত্র কয়েক ইঞ্চি গভীর, কাদায় নেমে ডিঙিটাকে ঠেলতে হলো, যতোক্ষণ না আরেকটা লেগুন বা গভীর স্রোত পাওয়া যায়। মাঝে মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেলো কাদায়। কোথাও কোথাও পানির ওপর জেগে আছে কাদা, সে-সব জায়গায় বিশাল পায়ের ছাপ রেখে গেছে তুকুটেলা। -

সারাদিন ডিঙি নিয়ে এগোবার পর রাত নামলো আবার। ডিঙিতে একজন মাত্র লম্বা হতে পারবে। রাতে ঘুমোবার সুযোগ পেলেন একা শুধু ক্যাপো, বাকি সবাই কোমর পর্যন্ত কাদায় ডুবে বসে থাকলো, ডিঙির গায়ে হেলালন দিয়ে, বিশ্রাম পেলো ততোটুকুই মশার কালো মেঘ যতোটুকু সদয় হলো ওদের ওপর।

ভোরে কাদা থেকে ওঠার পর শন দেখলো, ওর খালি পা জোঁকে ঢাকা পড়ে গেছে, রক্ত চুষে ঢোল হয়ে আছে একেকটা। কোনো কোনোটি উপরে উঠে কামড়ে ধরে ঝুলছে ওর অন্ডথলি থেকে। ধীরে ধীরে কেটে ফেললো শন ওগুলোর মাথা।

'হেই শন, এই প্রথম বোধহয় তোমার *ওটা* চোষার অপরাধে কাউকে দন্ড দিলে!' হেসে উঠে বললেন রিকার্ডো।

* * *

লগিটা কাদার ভেতর গেঁথে শক্ত করে ধরে থাকলো শন, সেটা বেয়ে তরতর করে উঠে গেলো মাতাউ। সামনেটা ভালো করে দেখে একটু পরই নেমে এলো সে। 'দ্বীপটা দেখতে পেয়েছি, বাওয়ানা। খুব কাছে চলে এসেছি আমরা। দুপুরের আগেই পৌঁছে যাবো। তুকুটেলা যদি আমাদের দেখা না পায়, ওই দ্বীপেই থাকবে।

এই এলাকার ওপর দিয়ে প্লেন দিয়ে দু'একবার আসা-যাওয়া করেছে শন, ম্যাপও দেখেছে, জানে জাম্বেজি নদী আর জলার মাঝখানে একের পর এক অনেকগুলো দ্বীপ আছে।

লগি ঠেলে ওদেরকে প্রথম দ্বীটার পৌঁছে দিলো মোজেজ। ঝোপে-ঝাড় আর জলজ আগাছা এতো ঘন যে পানির ওপর ঝুলে আছে ডালপালা। তীরে পৌঁছবার জন্যে পানিতে নেমে ঠেলতে হলো ডিঙিটাকে। ডাঙায় উঠে কাপড়চোপড় শুকাতে দেয়া হলো, চারদিকটা ঘুরে দেখে আসতে গেলো মাতাউ। ফিরে এসে শনকে বললো সে, 'হ্যাঁ, কাল আমরা যখন গ্রাম ছাড়ছি, সে-সময় এই দ্বীপে ছিলো সে। আজ সকালে সূর্য ওঠার সময় চলে গেছে।'

'কোনো দিকে গেছে?'

'কাছাকাছি আরো একটা বড় দ্বীপ আছে।'

রিকার্ডোকে চা খাওয়ানো হলো। তারপর মাতাউকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো শন। দ্বীপের উত্তর কিনারা ধরে খানিক দূর যাবার পর থামলো ওরা, দ্বীপের সবচেয়ে লম্বা গাছের মগভালে উঠে গেলো শন, মাটি থেকে ষাট ফুট ওপরে ধোঁয়াটে দিগন্তরেখা দেখতে পেলো ও। অনেকট দূরে বয়ে চলেছে মূল জাম্বেজি নদী, এাত চওড়া যে অপরদিকের তীর চোখে পড়ে না। খরস্রোতা নদী, ডিঙি নিয়ে পা হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। জলা আর নদীর মাঝখানে একের পর এক আরো অনেকগুলো দ্বীপ রয়েছে চোখে বাইনোকুলার তুললো শন। কয়েকটা জলহস্তী ও কুমীর চোখে পড়লো শুধু, দ্বীপগুলোয় আর কোনো প্রাণি আছে বলে মনে হলো না। তুকুটেলার কোনো চিহ্ন দেখা গেলো না। ওর পাশের ডালে বসে রয়েছে মাতাউ, চোখাচোকি হতে মাথা ঝাঁকালো সে।

'তুকুটেলা সামনে আছে, আমি জানি,' বললো সে।

রিকার্ডোর কাছে ফিরে এলো ওরা। রাতে ভালো ঘুম হওয়ায় তাজা হয়ে উঠেছেন ভদ্রলোক, হেঁটে বেড়াচ্ছেন, শিকারের নেশা আবার তাঁকে অস্থির করে তুলেছে।

চ্যানেল পার হয়ে পরবর্তী দ্বীপে চলে এলো ওরা। শন গাছে উঠলো, মাতাউ গেলো তুকুটেলার ছাপ খুঁজতে। পনেরো মিনিটের মধ্যে ফিরে এলো সে, কথা বলার জন্যে শনও নামলো গাছ থেকে। সংক্ষেপে রিপোর্ট করলো মাতাউ, 'পাশের দ্বীপে, বাওয়ানা।

পরের দ্বীপে ডিঙি ভিড়তেই তুকুটেলার ছাপ দেখতে পেলো ওরা, কাদায় দাঁড়িয়ে গাছের ডালপালা ভেঙেছে সে। 'কোনো শব্দ নয়,' সবাইকে সতর্ক করে

দিলো শন, তারপর খুব সাবধানে ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে সামনে এগোলো। সামনে পড়রো কয়েকটা নারকেল গাছ। ঝাঁকিয়ে দিয়ে প্রচুর ডাব পেড়েছে তুকুটেলা, সামান্যই খেয়েছে, তারপর পায়ের ছাপ ফেলে চলে গেছে দ্বীপের আরেক প্রান্তে। ছাপগুলো পানিতে নেমে গেছে দেখে হতাশ হলো শন।

মাতাউকে পাঠালো শন, ডিঙিটা এদিকে নিয়ে আসবে। রিকার্ডোকে নিয়ে ফিরে এলো সে, ডিঙিতে উঠলো শন। লগি ঠেলে ডাঙা থেকে সরে এলো পিউমুলা।

কোনো শব্দ না করে পরবর্তী দ্বীপে পৌছুলো ওরা। এখানে বিষ্ঠার স্তূপ দেখা গেলো। 'কাছে, খুব কাছে, ফিসফিস করে বললো মাতাউ্ রেল্টের সাথে আটকানো কার্ট্রিজে হাত চলে গেলো শনের ডাবল ব্যারেল রাইফেলে কার্ট্রিজ বদল করলো ও। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ক্যাপো, নিঃশব্দে হাসলেন, রিগবির সেফটি ক্যাচঅন করলেন তিনি, তারপর অফ করলেন, বারবার। ছাপ ধরে সতর্কতার সাথে এগোলো দলটা, কেউ ভুলেও কোনো শব্দ করছে না। কিন্তু হতাশ আবার গ্রাস করলো, পানিতে নেমে গেছে তুকুটেলা। জলা পেরিয়ে এলে ডিঙি, কাদার ওপর নেমে সেটাকে ঠেলতে হলো, নতুন আরেক দ্বীপের তীরে উঠে এলো দলটা। দ্বীপের শেষ মাথার কাছাকাছি সামনে পড়লো নলখাগড়ার পাঁচিল, ওদের পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচিলে গা এক জায়গায় ডেবে আছে, ওখান দিয়েই ভেতরে ঢুকেছে তুকুটেলা। কাত হয়ে থাকা এটা ডাল কাঁপতে কাঁপতে সোজা হচ্ছে, ফিরে আসছে নিজের জায়গায়। নিশ্চয়ই এখুনি এই পথ দিয়ে গেছে তুকুটেলা।

এক চুল নড়লো না কেউ। নলখাগড়ার বনে হি হি করছে বাতাস। কান খাড়া করলো ওরা।

তারপর শোনা গেলো। শব্দটা যেনো দূর থেকে ভেসে আসা গুরু-গম্ভীর মেঘ ডেকে ওঠার শুধু শান্তি ও তৃপ্তি বোধ করলে এরকম আওয়াজ করে হাতি। শনের হিসেবে, খুব বেশি হলে ওদের কাছ থেকে একশো গজ দূরে রয়েছে তুকুটেলা। ক্যাপোর হাত ধরে কাছে টানলো ও। তাঁর কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে বললো, 'বাতাসের ওপর খেয়াল রাখতে হবে।' শুঁড় দিয়ে পানি টানার আওয়াজ পেলো ওরা, নিজেকে ঠাণ্ডা করার জন্যে কাঁধে পানি ঢালছে তুকুটেলা। শুঁড়ের কালো ডগাটা নলখাগড়ার মাথার ওপর এক পলকের জন্যে দেখতে পেলো।

উত্তেজনায় জিভ শুকিয়ে গেছে শনের, গলা থেকে শব্দ বেরুতে চাইছে না। কর্কশ, বেসুরো স্বরে বললো, 'পিছু হটো!' সতর্কতার সাথে, এক পা একপা করে পিছিয়ে এলো ওরা। ক্যাপোর হাত ধরে আছে শন। ঝোপের ভেতর ঢুকেই রাগত: ভঙ্গিতে ফিসফিস কররেন তিনি, 'কি হলো, কাছেই তো ছিলাম!'

'বেশি কাছে,' বললো শন 'সামনে নলখাগড়া, গুলি করবেন কিতাবে বাতাস একটু ঘুরলেই টার্গেটকে হাওয়া হয়ে যেতে দেখবেন। বাগে পেতে হলে পরবর্তী দ্বীপে যেতে দিতে হবে তুকুটেলাকে।'

আরো পিছিয়ে এলো ওরা, নিরাপদ দূরত্বে সরে এসে শাখা বহুল এটা গাছ বাছাই করলো শন, রিকার্ডোকে সাহায্য করলো ওপরে উঠতে। নলখাগড়ার বনের দিকে তাকাতেই তুকুটেলাকে দেখতে পেলো ওরা। জলা পেরিয়ে সামনের দ্বীপে চলে যাচ্ছে সে, গভীর পানিতে উঁচু হয়ে আছে শুধু তার বিশাল পিঠের খানিকটা অংশ। এক সময় দ্বীপে উঠলো তুকুটেলা, তার বিশাল আকৃতি, যেনো একটা সচল পাহাড়, সম্মোহিত করে তুললো ওদেরনকে। দু'জনেই ওরা অভিজ্ঞ শিকারী, কিন্তু এ-ধরনের অভিজ্ঞতা আগে কখনো হয়নি। দুনিয়ার আর কোনো মানুষ এতো বড় প্রাণী আর কখনো দেখবে না। মনে হলো, এই মুহূর্তটির জন্যে ওরা যেনো সারাজীবন অপেক্ষা করে ছিলো। তুকুটেলাকে শিকার করতে না পারলে বেঁচে থাকায় যেনো কোনো আনন্দ নেই। মাথা তুলে প্রাচীন হাতি সামান্য একটু ঘুরলো, মুহূর্তের জন্যে আইভরি দুটো দেখতে পেলো ওরা। সারা শরীরে পুলকের ঢেউ বয়ে গেলো, ফিসফিস করে ক্যাপো বললেন, 'কি সুন্দর!'

শন কিছু বললো না, যোগ করার আর কিছু থাকলে তো।

দ্বীপের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলো তুকুটেলা, নলখাগড়ার বন গ্রাস করলো তাকে।

গাছ থেকে নেমে এলো ওরা। ডিঙিতে চলে বসলো সবাই। লগি ঠেলে এগোতে নিষেধ করলো শন, দূর থেকে দেখা যাবে। হাতগুলোকে বৈঠার কাজে ব্যবহার করলো ওরা।

সামনের দ্বীপে পৌঁছে রিকার্ডোকে ডাঙায় নামতে সাহায্য করলো শন কেউ কোনো শব্দ করছে না। 'লোড চেক করুন,' ফিসফিস করলো শন। ক্যাপো বোল্ট টানলেন প্রায় কোনো শব্দ না করে।

নলখাগড়ার বনে একটা পথ তৈরি করেছে তুকুটেলা, সেটা ধরে এক লাইনে এগোলে ওরা। সামনে রয়েছে মাতাউ। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো সে।

আচমকা ডালপালা ভাঙার জোরালো শব্দ ভেসে এলো সামনে থেকে। উঁচু গাছপালার মাথা ঝাঁকি খেলো, যে প্রচণ্ড ঝড় শুরু হয়েছে। রাইফেল তুললেন ক্যাপো, তাঁর কাঁধে হাত রেখে বাধা দিলো শন।

তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেছে তুকুটেলা, খাবার সময় ভেঙেচুরে সব তছনছ করাই তার স্বভাব। মাত্র তিশ কদম দূরে ডালপালা ভাঙছে সে কিন্তু ধূসর চামড়ার আভাস পর্যন্ত পাচ্ছে না ওরা।

রিকার্ডোর হাত এখনো ছাড়েনি শন। তাঁকে নিয়ে ধীরে ধীরে সামনে বাড়লো সে, প্রতিবার এক পা করে। দশ পা এগিয়ে থামলো শন। রিকার্ডোকে ঠেলে দিলো সামনের দিকে, তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে হাত লম্বা করে দেখালো।

প্রথম কয়েক সেকেণ্ড কিছুই দেখতে পেলেন না ক্যাপো। নলখাগড়ার বনে শুধু ছায়া দেখতে পাচ্ছেন। তারপর আবার কান ঝাপটালো তুকুটেলা, বনের ফাঁকে তার

চোখ দেখতে পেলেন তিনি। ছোট একটা ভেঁজা চোখ, কালের আঁচড় লেগে ঝাপসা নীলচে একটা ভাব ফুটে আছে, চোখের নিচে অশ্রুর ধারা যেনো বিপুল জ্ঞান ও অশেষ বিষণ্নতার প্রতীক।

ক্যাপো অনুভব করলেন, তার পিঠে টোকা দিলো শন। গুলি করতে বলছে। কিন্তু গুলি করবেন কি, তাঁর অনুভূতি ও চিন্তার জগতে আশ্চর্য একটা বিপ্লব ঘটে গেছে। রিকার্ডো যেনো তাঁর শরীর থেকে বেরিয়ে এসেছেন, ভেসে আছেন শূন্যে, মানুষ ও পশুটাকে পালা করে দেখেছেন, মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন দুটো মৃত্যু, এবং নিদারুণ বিয়োগ ব্যথা গ্রাস করে ফেললো তাঁকে, কেড়ে নিলো সমস্ত শক্তি।

তাঁর পিঠে আবার টোকা দিলো শন, আগের চেয়ে জোরে। পনেরো ফুট দূরে তুকুটেলা, এখনো নলখাগড়ার ভেতর গাঢ় একটা ছায়ার মতো, স্থির। শন জানে, হঠাৎ স্থির হওয়া মানে বিপদের আভাস পেয়ে গেছে হাতি। ইচ্ছে হলো ক্যাপোর কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে দেয়, চিৎকার করে ওঠে, 'গুলি করুন!' কিন্তু তাহলে আর তুকুটেলাকে নাগালের মধ্যে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু শন যা ভয় করেছিল তাই ঘটলো। তুকুটেলাকে যেনো চোখের পলকে ছিনিয়ে নেয়া হলো, ঘন কুয়াশার ভেতর হঠাৎ গায়েব হয়ে গেলো সে। চোখে দেখেও বিশ্বাস করা যায় না, এতো বড় প্রাণি এতো ক্ষিপ্রবেগে কিভাবে নড়ে উঠতে পারে।

ক্যাপোর হাত ধরে ছুটলো শন। কাঁটাঝোপে লেগে ছিঁড়ে গেলো চামড়া, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই ওর। এতো জোরে চেপে ধরেছে, কব্জিতে ব্যথা পাচ্ছেন ক্যাপো। ও নিশ্চিত, সামনের দ্বীপে পৌঁছুবার চেষ্টা করবে তুকুটেলা। খোলা চ্যানেল পেরুবার সময় আরকটা সুযোগ পাবে ওরা। রিকার্ডোকে বাধ্য করবে দূর থেকে গুলি করতে। তাছাড়া কোনো উপায় নেই এখন। দূর থেকে গুলি করে তুকুটেলাকে প্রথমে পঙ্গু করে নিতে হবে।

পিছন থেকে চিৎকার করলো মাতাউ। কি বললো বোঝা গেলো না। বোধহয় সাহায্য চাইছে। ইতস্তত করে দাঁড়িয়ে পড়লো শন। কান পাতলো। এমন একটা কিছু ঘটছে যা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, যে ঘটনার জন্যে তৈরি নয় শন।

ঝোপ-ঝাড় ভাঙার আওয়াজ পেলো শন, খেপে ওঠা হাতির চিৎকার ভেসে এলো। কিন্তু শব্দগুলো আসছে পিছন থেকে, যেদিকে অদৃশ্য হয়ে গেছে তুকুটেলা সেদিক থেকে নয়। মুহূর্তের জন্যে ব্যাপারটা বোধগম্য হলো না শনের, তারপর আসল ঘটনা উপলব্ধি করতেই ঘাড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে গেলো চুল।

কোনো হাতির কাছ থেকে যা কখনো আশা করা যায় না, ঠিক তাই করেছে তুকুটেলা। পালায়নি সে, ঘুর পথে ওদের পিছনে চলে গেছে, যাতে বাতাসে ওদের গন্ধ পায়।

ঘন ঝোপ ভেদ করে ছুটে আসছে এখন। খুঁজছে ওদের।

'পালাও, মাতাউ, পালাও!' চিৎকার করলো শন। বাতাসের উল্টো দিকে ছোটো!' আকাশ ছোয়া একটা সেগুন গাছের দিকে ঠেলে দিলো রিকার্ডোকে। 'উঠুন, জলদি!' নিচের ডালগুলো নাগালের মধ্যেই, অনায়াসে উঠে যেতে পারবেন ক্যাপো। মাতাউর দিকে ছুটলো শন, তাকে বাঁচাতে হবে।

ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে তীরবেগে ছুটলো শন, রাইফেলটা আড়াআড়িভাবে বুকের কাছ ধরে আছে। গোটা বনভূমি কাঁপিয়ে বিরতিহীন চিৎকার করছে উন্মত্ত তুকুটেলা।

কাছে চলে আসছে দানবটা, কালো পাথরের একটা ধস যেনো। অকনস্মাৎ একটা ঝোপ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে শনের সামনে দাঁড়ালো। মাতাউ বিপদ যতোই গুরুতর হোক, শনকে পাশে নিয়ে মোকাবিলা করবে সে। বাতাসের উল্টো দিকে দৌড় দিয়েছে পিউমুলা, কিন্তু মাতাউ সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো, কখন সে তার মালিকের পাশে দাঁড়াতে পারবে।

মাতাউকে দেখেই, ছোটার মধ্যে দিক বদল করলো শন, পিছু নেয়ার ইঙ্গিত দিলো তাকে।

তুকুটেলার পথ থেকে একপাশে সরে গেলো ওরা, একশো কদম ছুটে থামলো, পাশে মাতাউ। তুকুটেলা ওদের গন্ধ পাচ্ছে না, বাতাসের উল্টোদিকে চলে এসেছে ওরা। আরেক পাশে রয়েছে পিউমুলা, অনেক দূরে, তার গন্ধও পাবার কথা নয়। বনভূমি স্থির, নিস্তব্ধ হয়ে গেলো।

শন অনুভব করলো, একেবারে কাছাকাছি কোথাও রয়েছে তুকুটেলা। ওদের মতোই স্থির দাঁড়িয়ে আছে সে, শুধু লম্বা শুঁড়টা ঘন ঘন কুঁচকে উঠছে গন্ধ পাবার আশায়। এরকম হাতি আর বোধহয় জন্মায়নি, যে বুদ্ধি ও পরিকল্পনার সাহায্যে শিকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

তারপর আবার শব্দ শোনা গেলো। কিন্তু এ-ধরনের শব্দ আশা করেনি শন। কোনো শিকারীই আশা করে না। মানুষের একটা গলা। জোর গলায় উদাত্ত আহবান জানাচ্ছে রিকার্ডো মনটেরোর ভরাট গলা।

'তুকুটেলা, আমরা দু'জন ভাই!' তুকুটেলাকে ডাকছেন তিনি। 'গত যুগের যা কিছু অবশিষ্ট আছে, আমরা দু'জন তারই সারবস্তু! এসো ভাই আমার, দ্বিধা করো না, কেন না আমাদের নিয়তি এক সুতোয় বাঁধা। তুমিই বলো, তোমাকে আমি কিভাবে খুন করতে পারি?'

শুনতে পেয়ে আবার চিৎকার ছাড়লো তুকুটেলা। বন-বাদাড় চুরমার করে ক্ষিপ্রগতি এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো ধেয়ে এলো সে বাতাসে মানুষের গন্ধ পেয়ে, দিক নির্ণয়ে আর কোনো অসুবিধা নেই।

সেগুন গাছে আসলে ওঠেনইনি ক্যাপো। গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি, এখনো তাই আছেন। চোখ দুটো বন্ধ করে রেখেছেন। মাথার ব্যথাটা এমন হঠাৎ করে শুরু হলো, যেনো মগজে কেউ গরম ছুরি চালিয়েছে। বন্ধ চোখের

ভেতর নক্ষত্রের বিস্ফোরণ দেখতে পাচ্ছেন। হাতের রিগবিটা ছেড়ে দিলেন। সরে এলেন গাছের কাছ থেকে, অন্ধের মতো হাতড়াতে হাতড়াতে তুকুটেলাকে খুঁজছেন। 'ভাই আমার, এসো এক হই আমরা!' তাঁর সামনে মড়মড় করে ভেঙে পড়ছে গাছপালা। বিস্ফোরিত হলো সামনের ঝোপ, বেরিয়ে এলো প্রকাণ্ড দানব।

ক্যাপোর উদ্দেশে ছুটছে শন, প্রাণের মায়া না করে তুকুটেলার নাগালের মধ্যে চলে আসছে ও। তুকুটেলা ও ক্যাপোর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। সামনেই, কিন্তু দু'জনের একজনকেও দেখতে পাচ্ছে না। 'এদিকে!' চিৎকার করলো ও। 'এদিকে, তুকুটেলা! এসো, এদিকে এসো!' কিন্তু বৃথাই, রিকার্ডোকে দেখতে পাবার পর আর কোনো দিকে ফিরবে না তুকুটেলা।

হঠাৎ চোখ মেলে তাকালেন ক্যাপো। শুঁড় তুলে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে তুকুটেলা, তার দাঁত দুটো উঁচু হয়ে রয়েছে আকাশের দিকে, কিন্তু ক্যাপো, সেদিকে তাকিয়ে সানন্দে হেসে উঠলেন। দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন তুকুটেলার দিকে। 'এসো, ভাই, এসো!' তারপর হঠাৎ আকাশের দিকে মুখ তুললেন রিকোর্ডো, নিমেষে তাঁর মনে পড়ে গেলো আফ্রিকার এই জঙ্গলে কয়েকশো প্রাণিকে হত্যা করেছেন তিনি। 'ক্ষমা করো, ইশ্বর,' চিৎকার করলেন ক্যাপো। 'আমি যে পাপী।'

সামনের ঝোপ থেকে তুকুটেলার মাথার পিছনটা উঁচু হতে দেখলো শন, ওর দিকে পুরোপুরি পিছন ফিরে রয়েছে। ক্যাপোর গলা পেলো, কিন্তু কি বললেন বুঝতে পারলো না। আন্দাজ করলো, তুকুটেলার দাঁত আর শুড়ের সরাসরি নিচে রয়েছেন তিনি।

দাঁড়িয়ে পড়লো শন, কাঁধে তুললো .৫৭৭ এক্সপ্রেস রাইফেল। এই পজিশন থেকে তুকুটেলার ব্রেনে গুলি করা প্রায় অসম্ভব, কারণ তার উঁচু কাঁধ বাধা হয়ে রয়েছে। টার্গেটটা পাকা একটা আপেলের চেয়ে বড় নয়, সেটাও আবার বিশাল হাড়সর্বস্ব খুলির আবরণের ভেতর লুকানো। অভিজ্ঞতা ও ভাগ্যের ওপর নির্ভর করতে হবে শিকারীকে।

ট্রিগার টেনে দিলো শন। কয়েক সেকেণ্ড কিছুই ঘটলো না। তারপর মাটিতে বুক দিয়ে পড়ে গেলো তুকুটেলা, থরথর করে কেঁপে উঠলো মাটি যেনো ভূমিকম্প শুরু হয়েছে, গাছপালার ডাল থেকে রাশ রাশ পাতা ঝরে পড়লো শনের মাথায়। তুকুটেলাকে ঢেকে ফেললো ধুলোর একটা ঘন মেঘ। তার মাথা সামনের দিকে ঝুঁকলো।

তুকুটেলার ডানদিকের দাঁতটা ক্যাপোর পেটে ঢুকে গেলো, কিডনি ছিঁড়ে শিরদাঁড়া ভেঙে ডগাটা, বেরিয়ে এলো কোমরের সামান্য ওপরে। এতো সাধের গজদন্ত, যেগুলো পাবার জন্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন রিকার্ডো মনটেরো, দু'হাতে টাকা ঢেলেছেন, সেই গজদন্তই এই মুহূর্তে তাঁকে গেঁথে রেখেছে মাটির সাথে। দাঁতটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন তিনি। কোনো ব্যথা অনুভব করছেন

না, পেটের নিচে কোনো অনুভূতি নেই, এমনকি মাথাতেও নেই কোনো ব্যথা। শুধু সামনেটা অন্ধকার হয়ে আসছে। আলো একেবারে নিভে যাবার আগে শনের মুখটা চোখের সামনে ভাসতে দেখলেন তিনি।

'ক্যাপো! ক্যাপো!' যেনো বহুদূর থেকে ভেসে আসছে শনের গলা। কথা বলার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করলেন রিকার্ডো মনটেরো।

'ও তোমাকে ভালোবাসে। আমার মেয়েটাকে দেখো তুমি, শন!'

কর্নেল রিকার্ডো মনটেরোর এই ছিলো শেষ কথা। পরমুহূর্তে অনন্ত অন্ধকারে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেললেন তিনি।

* * *

শনের প্রথম সচেতন চিন্তা ছিলো হাতির দাঁতে গাঁথা রিকোর্ডোর দেহ ছাড়িয়ে আনা। পরবর্তিতে দাঁতের বেড় দেখে সেই চিন্তায় ক্ষান্ত দিলো ও। ভয়াবহ আঘাত থেকে রক্ত বেরোচ্ছিলো তখনো। হাতে সেই রক্তের ছোপ পরে গেলো শনের। রিকার্ডো মনটেরো মারা গেছেন।

ধীরে, পিছিয়ে আসে শন। ওর মতো দশজন মিলেও ক্যাপোর শরীর ছাড়াতে পারবে না প্রাণঘাতি গজদন্তের মালা থেকে। তার শরীর ভেদ করে মাটিতে গেঁথে গেছে দাঁতজোড়া।

মৃত্যু এক করে দিয়েছে মানব আর জন্তুকে। হঠাৎ শন অনুবাধন করে– কতোটা মানানসই হয়েছে ব্যাপারটা। না, এই জোড়াকে বিচ্ছিন্ন করবে না ও।

বন থেকে বেরিয়ে ওর পাশে এসে দাঁড়ায় মাতাউ আর পিউমুলা।

'যাও!' খেঁকিয়ে উঠে শন। 'ক্যানোতে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করো।'

'আইভরি?'

'যাও, বলছি!'

ধীরে চলে যায় ওরা দুজন।

চোখ দুটো তখনো খোলা রিকোর্ডোর। আলতো করে বুজিয়ে দেয় শন। এরপর স্কার্ফটা দিয়ে তার চিবুকটা ভালো করে বেঁধে দেয়। এমনকি, মৃত্যুও রিকোর্ডো মনটেরো সৌন্দর্য কেড়ে নিতে পারে নি। হাতির মাথায় হেলান দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে শন।

'সঠিক সময়ে ব্যাপারটা ঘটে গেলো, ক্যাপো,' বলে চলে সে। 'না হয় ওই রোগটা আপনাকে পাগল করে দিতো। আপনার মতো একজন মানুষ তার সমস্ত কর্মতৎপরতা সমেত মারা গেলো– এ-ই সঠিক। ভাগ্যবান আপনি– অন্তত ধুঁকে ধুঁকে মরে যান নি। প্রার্থনা করি, আমিও যেনো একই রকম ভাগ্যবান হই।'

বিশাল গজদন্তে ধীরে হাত বোলাতে থাকে শন। অমূল্য সম্পদ।

'এগুলো আপনারই থাক, ক্যাপো,' ও বলে। 'আপনার কবরের ফলক হিসাবে থাকবে। ঈশ্বর জানেন– চরম মূল্য দিয়েছেন আপনি এর জন্যে।'

এরপর, উঠে দাঁড়িয়ে বন থেকে রিকার্ডোর রিগবিটা তার পাশে এনে দাঁড় করিয়ে রাখে শন। 'একজন যোদ্ধা তার অস্ত্র নিয়েই কবরে যাবে!' বিড়বিড় করে বলে সে। কিন্তু কেমন করে এই খোলা আকাশে ওর ক্যাপোকে পঁচতে রেখে যাবে শন? কাছের ঝোপ থেকে ডালা পালা কেটে এনে তার মুখটা ঢেকে দিলো ও।

এরপর আরো ডাল পালা দিয়ে রিকোর্ডোর দেহ আর হাতির মাথাটা ঢেকে দিলো। .৫৭৭ টা কাঁধে ঝুলিয়ে ফিরে যাবার জন্যে তৈরী হলো শন কোর্টনি।

'কোনো আফসোস নেই, ক্যাপো।' বিদায় নেওয়ার ভঙ্গিতে বলে সে। 'আপনার মতো একজন মানুষের জন্যে শেষদিন পর্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ ছিলো জীবন। শান্তিতে ঘুমান।'

ক্যানোর উদ্দেশ্যে হাঁটতে থাকে শন।

* * *

লগি ঠেলছে পিউমুলা, নৌকার গায়ে লেগে খসখস আওয়াজ করছে নলখাগড়া। করো মুখে কথা নেই।

নৌকার মাঝখানে কুঁজো হয়ে বসে রয়েছে শন, বাম হাতের তালুতে চিবুক ঠেকিয়ে। অসাড় লাগছে নিজেকে ওর, বিষণ্নতা ছাড়া আর কোনো অনুভূতি নেই। কোলের ওপর পরে থাকা ডান হাতটার দিকে তাকারো, নখে রক্ত লেগে রয়েছে এখনো। 'ক্যাপোর রক্ত,' ভাবলো ও, হাতটা পানিতে ডোবালো।

'ও তোমাকে ভালোবাসে,' বলে গেছেন ক্যাপো। মৃত্যুপথযাত্রী একজন লোকের কথা, ক্যানস্যারের কারণে যার দৃষ্টি ও মতিভ্রম ঘটছিল ঘন ঘন। হাতটা তুললো শন। রক্তটুকু ধুয়ে গেছে। পানি থেকে একটা ওয়াটার লিলি তুলে নিলো ও, গন্ধটা শুঁকরো, কল্পনা করলো ক্লডিয়াকে। মেয়েটা অপরূপ সুন্দরী, কিন্তু ভয়ানক জেদি। কার কথা বলে গেলেন ক্যাপো? নিজের মেয়ে ক্লডিয়ার কথাই কি? কিন্তু তা কি করে সম্ভব? আচার-আচরণে ক্লডিয়া তো অমন হাজার বার জানিয়ে দিয়েছে, শনকে দু'চোখে দেখতে পারে না সে।

মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালো শন। সূর্য অস্ত গেছে। একটু পরেই অন্ধকার নামবে। শন চোখ নামাবার আগে সন্ধ্যাতারা হয়ে আকাশে ফুটে উঠলো শুক্রগ্রহ, আশ্চর্য তার উজ্জ্বলতা। তারপর এক এক করে মুখ দেখাতে শুরু করলো অন্যান্য তারারা।

নক্ষত্র দিয়ে সাজানো কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে ক্লডিয়ার কথা কল্পনা করলো শন। বিস্ময়ের ছোট একটা ঝাঁকি অনুভব করলো ও-আশ্চর্য, কল্পনাতেও কতো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও মেয়েটাকে! মধু রঙা চোখের তারায় ঝিক করে উঠলো দুষ্ট হাসি। ঠোঁটের কোণ বেঁকে আছে ব্যঙ্গাত্মক হাসিতে। হঠাৎ করে মেয়েটাকে আবার দেখতে পাবার একটা ব্যাকুলতা অনুভব করলো শন। ব্যাকুলতাটাকে স্বীকৃতি দেয়ার পরপরই শুরু হলো উদ্বেগ।

' ক্লডিয়াকে একা রেখে এসে মারাত্ম ভুল করেছি আমি,' ভাবলো ও। 'কতো কিছুই তো ঘটতে পারে এটা আফ্রিকা।'

তারপর ভাবলো, 'চিন্তার কিছুই নেই, ওর সাথে জোব আছে। নিজের প্রাণ দিয়ে হলেও ক্লডিয়াকে যে-কোনো বিপদ থেকে রক্ষা করবে সে।'

তবু অস্থিরতা কমলো না। রাতের বিশ্রামের জন্যে প্রস্তুতি নিলো পিউমুলা, পানি থেকে তুলে ফেললো লাগি। শন বললো, 'আমাকে দাও।' খাওয়াদাওয়া সেরে ডিঙির মাঝখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকলো পিউমুলা আর মাতাউ, গভীর রাত পর্যন্ত একাই লগি ঠেললো শন। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে যেতে হবে ক্লডিয়ার কাছে। মাঝে মধ্যে মুখ তুলে তারাগুলোর দিকে তাকালো ও প্রতিবারই যেনো ওগুলোর মাঝখানে ক্লডিয়ার হাসিমাখা মুখটা পলকের জন্যে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেলো।

দু'দিন ধরে বিশ্রামের সময়টা ও থেমে থাকলো না ডিঙি। চব্বিশ ঘন্টায় তিন কি চার ঘন্টা ঘুমালো শন, বাকি সময়টা লগি ঠেলা। ওর দেখাদেখি ঘুমের সময় কমিয়ে আনলো মাতাউ আর পিউমুলা। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে জেগেই নলখাগড়ার বনে ক্লডিয়ার ছায়া মতো কি যেনো দেখতে পেলো শন।

তৃতীয় দিন লগিটাকে কাদার ভেতর শক্ত করে আটকালো ও, ধরে থাকলো, সেটা বেয়ে তরতর করে ডগায় উঠে গেলো মাতাউ। বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে সামনের দিকে হাত লম্বা করলো সে। বিকেলের দিকে সর্বশেষ নলখাগড়ার বনের ভেতর ঢুকলো ওরা। খানিক পর ডাঙায় ভিড়লো ডিঙি, আগুনে পুড়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া গ্রামটার কাছে।

লাফ দিয়ে ডাঙায় উঠলো শন, ধ্বংসাবশেষের ভেতর দিয়ে হন হন করে এগোলো, দৌড়োবার ইচ্ছেটাকে কোনোরকমে দমিয়ে রেখেছে। 'এটা কোনো পাহারা হলো!' ভাবলো ও। 'দেখা হোক জোবের সাথে! কারো চোখে ধরা না পড়ে আমরা যদি পৌঁছুতে পারি, তাহলে... বাধা পড়লো চিন্তায়। সামনেই দেখা যাচ্ছে ডালপালা ও লতাপাতা দিয়ে ওদের তৈরি ক্লডিয়ার আশ্রয়। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো শন।

পরিবেশটা বড় বেশি শান্ত। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করে দিলো শনকে। এখানে কি যেনো একটা মিলছে না। ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়লো ও, দ্রুত কয়েকটা গড়ান দিয়ে আড়ালে সরে এলো, .৫৭৭-টা ধরে আছে সামনে।

শুয়ে থেকে কান পাতলো শন। নিস্তব্ধতা এতোই গাঢ় যে একটা ভারি বোঝার মতো লাগছে। জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে টিয়া পাখির সুর নকল করলো ও, সংকেতটা চিনতে পারবে জোব।

পাল্টা সাড়া পাওয়া গেলো না।

হামাগুড়ি দিয়ে সামনে বাড়লো শন, তারপর আব্বার স্থির হলো। ওর ঠিক মুখের সামনে, ঘাসের ভেতর, কি যেনো একটা চকচক করছে। জিনিসটা কুড়িয়ে নিলো ও, সেই সাথে ভয়ে শুকিয়ে গেলো অন্তরাত্মা।

ওটা ৭.৬২ কারট্রিজের একটা খালি খোসা। সোভিয়েত রাশিয়ার তৈরি, এ/কে ফরটিসেভেন অ্যাসল্ট রাইফেলে ব্যবহার করা হয়। নাকের সাথে ঠেকিয়ে পাউডার গন্ধ শুঁকলো শন। অতি সম্প্রতি ব্যবহার করা হয়েছে। আশপাশে দ্রুত চোখ বুলালো ও, ঘাসের ভেতর আরো কয়েকটা খালি শেল দেখতে পেলো, তারমানে তুমুল বন্দুক যুদ্ধ হয়েছে এখানে।

সামনে খোলা জায়গা, তারপর একটা ঝোপ। একটা গড়ান দিয়ে দাঁড়ালো শন, এঁকেবেঁকে ছুটলো, লুকিয়ে থাকা বন্দুকরীরা যাতে লক্ষ্য-স্থির করতে না পারে। ঝোপের কিনারায় পৌঁছে আবার ডাইভ দিলো ও, ঘাসের ওপর পড়ে গড়িয়ে দিলো শরীরটা। স্থির হতেই কয়েক গজ সামনে ঝোপের ভেতর একটা লাশ দেখতে

পেলো। লোকটার পিঠ গত করে বেরিয়ে এসেছে একটা মাত্র বুলেট, ক্ষতের মুখে ভন ভন করছে মাছি। লাশের গায়ে কোনো কাপড় নেই।

'জোব!' গলার ভেতর থেকে হাহাকারের মতো বেরিয়ে এলো শব্দটা, ক্রল করে লাশের পাশে চলে এলো শন। ক্ষতটার চারপাশের রক্ত শুকিয়ে গেছে। চব্বিশ ঘণ্টা আগে মারা গেছে সে, আন্দাজ করলো ও। মাথাটা ধরে নিজের দিকে ফেরালো, দেখলো অচেনা লোক।

দাঁড়ালো শন। 'জোব!' চিৎকার করলো ও। ' ক্লডিয়া!' চিৎকারটায় হতাশ ও মরিয়াভাব ফুটে উঠলো। ক্লডিয়ার জন্যে তৈরি করা আশ্রয়টা খালি পড়ে রয়েছে। 'জোব' চারদিকে উন্মত্তে মতো তাকালো ও। ' ক্লডিয়া!'

ঝোপের আরেক দিকে আরো একটা লাশ দেখতে পেলো শন। ছুটলো সেদিকে। এ-ও অচেনা এক লোক, বুলেটের আঘাতে মাথার খুলি উঠে গেছে। এরইমধ্যে ফুলতে শুরু করেছে পেট। পরনে কোনো কাপড় নেই। 'একজোড়া বেজন্মাকে খতম করেছো?' তিক্ত কণ্ঠে বললো শন। 'নাইস শূটিং, জোব!'

শনের পিছুপিছু এসেছে মাতাউ, ক্লডিয়ার আশ্রয়টা পরীক্ষা করছে সে। ছোট্ট একচালাটা থেকে বেরিয়ে এসে বৃত্ত রচনা করে ঘুরতে শুরু করলো, নিজের কাজে সম্পূর্ণ মগ্ন, কখনো দ্রুত সামনে বাড়ছে,কখনো সতর্কতার সাথে এক দুই পা পিছু হটছে। একধারে দাঁড়িয়ে আছে শন ও পিউমুলা, মাতাউর কাজ দেখছে, হাঁটাহাঁটিকরে লক্ষণ ও ছাপগুলো নষ্ট করতে চাইছে না। কয়েক মিনিট পর ওদের কাছে ফিরে এলো সে।

'সেই আগের দলটাই, যারা আমাদের পিছু নিয়েছিল। পনেরো জন। প্রথম এচালাটাকে ঘিরে ফেরে, তারপর একসাথে ছুটে এসে হামলা চালায়। ওই দু'জনেকে ৩০/০৬ রাইফেল দিয়ে গুলি করে জোব্' শনের হাতে কারট্রিজের খালি কেস ধরিয়ে দিলো মাতাউ্ 'ধস্তাধস্তি হয়েছে বটে, তবে শেষ পর্যন্ত ওদেরকে নিয়ে গেছে তারা।

'আর মেমসাহে...?' কি শুনতে হবে ভেবে আতংকবোধ করলো শন।

সোয়াহিলি ভাষায় জবাব দিলো মাতাউ। 'হ্যাঁ, ওঁকেও তারা ধরে নিয়ে গেছে; এখনো খোঁড়াচ্ছেন তিনি, তবে তারা সাহায্য করছে, দু'পাশে একজন করে লোক আছে। মেমসাহে সারাক্ষন ধস্তাধস্তি করছেন। আহত হয়েছে জোব, ডেডানও জখম হয়েছে। আমার ধারণা, ওদের হাত বাঁধা হয়েছে। এলোমেলোভাবে পা ফেলছে ওরা,' লাশগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলো সে। 'ইউনিফর্ম, বন্দুক আর বুট খুলে নিয়েছে,' ঘাসবনের দিকে হাত তুললো। 'ওদিকে গেছে।'

'কখন?' জানতে চাইলো শন।

'কাল, সকালে সম্ভবত ভোরের দিকে ক্যাম্পে হামলা চালায় ওরা।'

শনের গম্ভীর, মনে মনে চিৎকার করছে, 'ক্লডিয়া, খোদার কসম, তোমার কোনো ক্ষতি করলে ওদের আমি জ্যান্ত কবর দেবো!'

'ইতিমধ্যে অনেক দূরে চলে গেছে ওরা,' বললো মাতাউ, আসলে তাগাদা দিলো শনকে।

'ধাওয়া!' বললো শন। 'শুরু করো!'

ডিঙি থেকে জিনিস-পত্র আনার জন্যে ছুটলো পিউমুলা। পিঠে প্যাক তুললো শন, শোল্ডার-স্ট্র্যাপ ঠিকমতো আটকাবার জন্যে ঘন ঘন কাঁধ ঝাঁকালো, আগেই দৌড়াতে শুরুকরেছে। সারারাত লগি ঠেলার ক্লান্তি কখন দূর হয়ে গেছে টেরই পেলো না। প্রচণ্ড রেগে আছে, শিরায় ও পেশীতে গরম রক্ত ও বিপুল শক্তি অনুভব করছে।

প্রথম এক মাইল ঝড়ের বেগে ছুটলো ওরা। শত্রুপক্ষের পায়ের ছাপ খুব একটা স্পষ্ট নয়। পথে কোথাও ওত পেতে থাকতে পারে তারা, অ্যান্টি-পারসোনেল মাইন ফেলে রেখে যেতে পারে, তবু সতর্ক হবার ধৈর্য নেই শনের। বিপদের লক্ষণ দেখতে পাবার দায়িত্ব মাতাউর ওপর ছেড়ে দিয়েছে ও।

শনের চোখের সামনে শুধু ক্লডিয়ার ছবিটা ভাসছে।

পনেরোজন, বলেছে মাতাউ। পনেরোজন নিগ্রো গেরিলা ফাইটার। কতোদিন কোনো নারীদেহ ছুঁতে পায়নি। ক্লডিয়ার ফর্সা, সুন্দর শরীরটা তাদেরকে উন্মাদ করে তুলবে। হত্যা নয়, বন্দী করতেই চেয়েছিল ওরা। জোব ও ডেডান সম্ভত রাইফেলের বাঁটের দু'চারটে বাড়ি খেয়েছে। শনের আসল উদ্বেগ ক্লডিয়াকে নিয়ে। আহত পা নিয়ে ওকে তারা হাঁটতে বাধ্য করছে। মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে পা-টার, হয়তো চিরকাল খোঁড়াতে হবে মেয়েটাকে। অবশ্য যদি বেঁচে থাকে।

বাঁচিয়ে রাখবে বলে মনে হয়? কেন বন্দী করেছে তার ওপর নির্ভর করে। শ্বেতাঙ্গ একটি মেয়েকে জিম্মি করে হয়তো পশ্চিমা কোনো সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চায়। নির্ভর করে কাদের হাতে বন্দী হয়েছে ক্লডিয়া তার ওপর। রেনামো, ফ্রেলিমো নাকি কোনো ফ্রি-ল্যান্স ডাকাত? নির্ভর করে দলটার নেতা বা কমান্ডারের ওপর। যেদিক থেকেই দেখা হোক, ক্লডিয়া যে ভয়ানক বিপদে পড়ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

শত্রুরা কি বুঝবে, ধাওয়া করা হবে তাদের? গ্রামের চারপাশে পায়ের ছাপ দেখে লোক সংখ্যা জানতে পারবে তারা। চারজনকে অনুপস্থিত দেখবে। হ্যাঁ, ধরে নেবে পিছু ধাওয়া করা হবে। ফলে উত্তেজিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে থাকবে তারা।

নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে ক্লডিয়া শান্ত থাকবে বলে মনে হয় না। শন যেনো পরিষ্কার দেখতে পেলো লোকগুলোর সাথে তর্ক করছে ক্লডিয়া, মাবক এবং আইনগত অধিকারের প্রশ্ন তুলছে, অমান্য করছে তাদের নির্দেশ। উদ্বিগ্ন হলেও নিঃশব্দে হাসলো শন। শত্রুরা হয়তো ভেবেছে সুন্দর একটা পুতুলকে বন্দী করেছে তারা, কিন্তু অচিরেই টের পাবে ওটা পূর্ণ -বয়স্কা বাঘিনী।

হাসিটা ম্লান হয়ে গেল ক্লডিয়াকে চেনে শন, তার কণ্ঠস্বরই বিপদ ডেকে আনবে। শত্রুদের লিডার যদি দুর্বল প্রকৃতির হয়, তাকে এমন খোঁচা মারবে ক্লডিয়া

যে লোকটা নিজের সম্মান বাঁচাবার জন্যে বাধ্য হয়ে একটা কিছু ঘটাবে। হয়তো মারবে, কিংবা রেপ করবে। আফ্রিকার দস্তুরই এই পুরুষদের কাছে নতি স্বীকার করতে হবে মেয়েদের। অন্যথা হলে চরম শাস্তি নেমে আসবে কপালে। 'অন্তত এবারের মত জিভটাকে সামলে রাখো, ডাকি,' নিঃশব্দে আবেদন জানালো শন।

সামনে ছোটার গতি কমালো মাতাউ, তারপর দাঁড়িয়ে পড়লো একটা হাত তুলে চারপাশটা দেখালো সে। 'এখানে ওরা বিশ্রামের জন্যে থেমেছিল।' একজোড়া গাছের তলায়, ধুলোর ওপর আধপোড়া সিগারেট পড়ে রয়েছে। গাছের ডাল ভাঙা হয়েছে, ভাঙা ডাল থেকে পাতা ছেঁড়া হয়েছে। ছেঁড়া পাতার বোঁটা দেখে সময়ের হিসেবে বের করলো মাতাউ। 'কাল সকালে।'

'ডাল কেন ভাঙা হলো? পাতা কেন ছেঁড়া হয়েছে? জিজ্ঞেস করলো শন।

'গাছে ডাল দিয়ে মেমসাহেরবের জন্যে স্ট্রেচার তৈরি করেছে ওরা, স্ট্রেচারে পাতা বিছিয়ে শোয়ার ব্যবস্থা করেছে,' ব্যাখ্যা করলো মাতাউ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো শন। পায়ে ব্যথা নিয়ে হাঁটতে পারছিল না ক্লডিয়া, পিছিয়ে পড়ছিল দলটা। ক্লডিয়াকে গুলি না করে বয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। তারমানে, বন্দিনী হিসেবে ক্লডিয়ার মূল্য দিচ্ছে শত্রুপক্ষ।

আবার ছুটলো ওরা। পায়ের ছাপ খোলা প্রান্তরে বের করে আনলো ওদেরকে। এদিকে ছাপগুলো স্পষ্ট। পনেরো জন লোক এবং তাদের বন্দীরা পদচিহ্ন গোপন করার কোনো চেষ্টাই করেনি। দক্ষিনদিকে গেছে তারা। খানিক পর মাতাউ রিপোর্ট করলো, ডেডান ও জোবকে ক্লডিয়ার স্ট্রেচার বইতে বাধ্য করা হয়েছে। মনে মনে খুশি হলো শন। জোব আর ডেডান তাহলে সুস্থই আছে বলা যায়। শন জানে, দলটার গতি মন্থর করে তোলার জন্যে সম্ভাব্য সব কৌশলই খাটাবে জোব, পিছন থেকে ওরা যাতে তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে পারে।

শনের ধারণা একটু পরই সত্যি প্রমাণিত হলো। বিস্ময়সূচক একটা আওয়াজ করে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো মাতাউ আঙুল দিয়ে সামনেটা দেখালো। নরম মাটিতে এলোমেলো অনেকগুলো দাগ দেখলো ওরা। স্ট্রেচার নামিয়ে এখানে ধুলোর ওপর লুটিয়ে পড়েছিল জোব, শত্রুরা তাকে ঘিরে ফেলে, টানা-হেঁচড়া করে দাঁড় করায় আবার। 'গুড ম্যান,' ছোটার গতি না কমিয়ে প্রশংসা করলো শন, সেই সাথে উদ্বিগ্ন হলো। বেশি বাড়াবাড়ি করলে নিজের বিপদ ডেকে আনবে জোব। অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা খেলা খেলছে সে।

সামনে ওরা ধীর গতি, আড়ষ্ট একটা দল। শনের আশা হলো, রাত নামার আগেই তাদেরকে ধরে ফেলতে পারবে। কিন্তু ওদের তিনজনের সাথে একটা মাত্র .৫৭৭ রয়েছে, আর পনেরো জন গেরিলা ফাইটারের কাছে রয়েছে একটা করে এ/কে অ্যাসল্ট রাইফেল।

এখন পর্যন্ত কোনো ফাঁদ চোখে পড়েনি। কারা ওরা, অনভিজ্ঞ ডাকাত? নাকি ধারণা করতে পারেনি যে পিছু নেয়া হবে? এমন হতে পারে যে লোকগুলোর কাছে

অ্যান্টি-পারসোনেল মাইন নেই। কিংবা জে জানে, একেবারে হয়তো শেষ সময়টায় চমকে দেয়ার কথা ভেবে রেখেছে।

আবার একবার থামলো মাতাউ। 'এখানে কাল রাতে ওরা রান্না করেছে,' ইঙ্গিতে ক্যাম্প-ফায়ার দেখালো সে। উচ্ছিষ্ট খাবারগুলো এখনো ঢেকে রেখেছে পিঁপড়ের দল। আধপোড়া সিগার ও সিগারেট দেখতে পেলো ওরা।

'সার্চ,' নির্দেশ দিলো শন। 'জোব মেসেজ রেখে যাবার চেষ্টা করবে।' তল্লাশি শুরু করলো মাতাউ ও পিউমুলা, হাতঘড়িতে সময় দেখলো শন। দৌড় শুরু করার পর তিন ঘন্টা পেরিয়ে গেছে। দিনের আলো এখনো অনেকক্ষণ থাকবে। সন্ধের আগেই বোধহয় ধরা যাবে লোকগুলোকে।

'এখানে মেমের স্ট্রেচার নামানো হয়েছি,' মাটিতে দাগগুলো দেখালো মাতাউ। আরেক জায়গায় আঙুল তাক করলো। 'এখানে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন।'

ক্লডিয়ার পায়ের ছাপগুলো পরীক্ষা করলো শন। হাঁটার সময় একটা পা ঘষা খেয়েছে ধুলোর ওপর। 'কিছু পেলে তুমি?' মাতাউকে জিজ্ঞেস করলো ও। 'জোব কোনো মেসেজ রেখে যায়নি?'

'না,' মাথা নাড়লো মাতাউ।

এই প্রথম পানি খাওয়ার অনুমতি দিলো শন্ ওর হাত থেকে একটা করে সল্ট ট্যাবলেট নিলো ওরা। পাঁচ মিনিট পর আবার শুরু হলো অনুসরণ। এক ঘন্টা ছোটার পর থামলো, এখানটায় ঘুমোবার জন্যে থেমেছিল শত্রুরা। যেখানে রান্না করে খাওয়াদাওয়া সেরেছে সেখানে ঘুমোয়নি, এ-থেকে বোঝা যায়, ট্রেনিং পাওয়া লোক ওরা।

'আবার সার্চ করো,' নির্দেশ দিলো ও।

কয়েক মিনিট পর মাতাউ জানারো, 'কিছুই পেলাম না'

মনে মনে হতাশ হলো শন। আবার ছোটার নির্দেশ দিতে যাবে, হঠাৎ কি মনে করে জিজ্ঞেস করলো, 'মেমসাহেব কোথায় ঘুমিয়েছিল?'

'ওখানে,' বলে হাত তুলে জায়গাটা দেখালো মাতাউ। গাছের পাতা কুড়িয়ে এনে কেউ একটা বিছানা তৈরি করে দিয়েছিল ক্লডিয়াকে, সম্ভবত জোব। পাতার স্তূপটা ডেবে আছে, কোথাও কোথাও ট্যাপ্টা লাগলো বিছানাটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো শন, সতর্কতার সাথে পাতাগুলো তুলে ভেতরে কিছু আছে কিনা দেখলো।

কিছুই পাওয়া গেলো না। শেষ ক'টা পাতা উল্টে দাঁড়াতে যাবে, হঠাৎ একটা বোতাম দেখতে পেলো ও। ওটা কুড়িয়ে নিয়ে সোজা হলো, দেখলো ক্লডিয়ার ডেনিম জিন্স-এর বোতাম ওটা, গায়ে কোম্পানীর নাম লেখা রয়েছে। 'ডাকির বোতাম, বোঝা গেলো। কিন্তু কোনো মেসেজ পাচ্চি না..।' আবার বসলো শন, বোতামটা যেখানে পড়েছিল সেই জায়গার ধুলো-মাটি সরালো ভেতরে কিছু আছে কিনা দেখার জন্যে। বোতামটা ক্লডিয়া মার্কার হিসেবেও ব্যবহার করে থাকতে পারে।

খুশিতে নেচে উঠলো শনের মন। দু'ইঞ্চি মাটির নিচে সিগারেটের একটা খালি প্যাকেট পাওয়া গেলে। আঁকাবাঁকা হরফে ক্লডিয়া লিখেছে, 'পনেরো জন রেনামো। সাবধান, তোমাদেরকে ওরা আশা করছে।' তারমানে শত্রুদের আলোচনা ক্লডিয়া বা জোব শুনে ফেরেছে। তারপর ক্লডিয়া লিখেছে, 'বাকি সব ঠিক আছে। সি।'

'সাবাস, ডার্কি!' শুধু প্রশংসা নয়, মনে মনে এই প্রথম স্বীকার করলো শন, মেয়েটাকে তার ভালো লাগতে শুরু করেছে।

'রেনামো,' মাতাউ আর পিউমুলাকে বললো ও। 'তোমাদের ধারণাই ঠিক পনেরো জন। ওরা জানে আমরা পিছনে লেগে আছি। সামনে আমবুশ থাকার কথা।' দু'জনই ওরা গম্ভীর হয়ে থাকলো। হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালো শন। 'সন্ধের আগেই ওদেরকে আমরা ধরতে পারবো।'

আরো এক ঘন্টা ছোটার পর রেনামোদের প্রথম অ্যামবুশটা দেখতে পেলো ওরা। খোলা প্রান্তরের ওপর দিয়ে এগোচ্ছে দলটা, বর্ষার মওসুমে এলাকাটা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। ট্রেইল-এর পাশে, খোলা প্রান্তর যেখানে উঁচু মাটির ওপর বনভূমির সাথে মিশেছে, চারজন লোক উপুড় হয়ে শুয়েছিল। অ্যামবুসের জন্যে অত্যন্ত আদর্শ জায়গা সরু উপত্যকার ওই মুখ, খোলা প্রান্তরটা সামনে থোকায়। ওরা পৌঁছুবার কিছুক্ষণ আগে চলে গেছে তারা। হালকা আর. পি. ডি. মেশিন গানের দোপায়া ধুলোর ওপর দাগ রেখে গেছে। গেরিলাদের জন্যে কাজের অস্ত্র ওটা। শত্রুরা পরিজিশেন থাকার সময় ওরা যদি এসে পড়তো, মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সাঙ্গ হতো খেলা।

আর. পি. ডি.-র ক্রুরা নির্দিষ্ট একটা সময় ওদের জন্যে অপেক্ষা করেছে। তাদের সময়জ্ঞান নিখুঁত। মূল দলের সাথে নির্দিষ্ট দূরত্ব ঠিক রাখার জন্যে ক্যাম্প তুলে আবার রওনা হয়েছে তারা, তবে পথে আবার কোথাও থামবে অ্যামবুশ পাতার জন্যে। তাদের চলে যাওয়া আর ওদের পৌঁছুনোর মধ্যে সময়ের ব্যবধান খুবই কম।

'দু'পাশে থাকতে হবে আমাদের,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও নির্দেশ দিলো শন। 'অ্যামবুশ পাতা হয়েছে সামনে, সাবধান,' এগোবার গতি অনেক কমে যাবে ওদের। এখন আর সন্ধের আগে শত্রুদের ধরা সম্ভব নয়।

তিনজন খুবই কমলোক। ছাপ ধরে একা শুধু জাদুকর মাতাউকে এগোতে হলো, দু'পাশে থাকলো শন আর পিউমুলা। তিনজনের সাথে একটা মাত্র আগ্নেয়াস্ত্র। পনেরো জন দক্ষ বুশ ফাইটারের বিরুদ্ধে লড়তে হবে ওদের, তাদের রয়েছে অটোমেটিক রাইফেল, জানে পিছু নিয়েছে ওরা। 'এ আত্মহত্যারই নামান্তর,' মনে মনে বললো শন, হাঁটার গতি দ্রুত করার ঝোঁকটাকে অনেক কষ্টে দমিয়ে রাখলো।

মাঝখান থেকে শিস দিলো মাতাউ এই মুহূর্তে শনের দৃষ্টিপথে নেই সে। যদিও সতর্ক-সংকেত নয়, তবু ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়লো শন, সতর্কতার সাথে নিজের

দু'দিক ও সামনেটা ভালো করে পরীক্ষা করলো, তারপর সোজা হলো আবার, দ্রুত পায়ে চলে এলো মাতাউর কাছে।

ট্রেইল-এর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে মাতাউ, চেহারায় উদ্বেগ। কথা না বলে আঙুল তাক করে ছাপগুলো দেখালো সে। সাথে সাথে তার উদ্বেগের কারণটা ধরতে পারলো শন। 'কোত্থেকে এলো ওগুলো?' ওর কণ্ঠে যতোটা না। প্রশ্নের তারচেয়ে বেশি প্রতিবাদ সুর। পরিস্থিতিটা ওদের বিরুদ্ধে আরো কয়েক গুণ বৈরী হয়ে উঠেছে। এই প্রথম হতাশার একটা ভারি বোঝা অনুবব কররো শন নিজের ভেতর। রেনামোদের মূল দলটার সাথে আরো বড় একটা দল মিলিত হয়েছে। প্রথমবার চোখ বুলিয়েই মনে হলো পুরো এক কোম্পানী পদাতিক বাহিনী।

'ক'জন?

হিসাবটা মেলাতে পারলো না মাতাউ। ছাপগুলো এলোমেলো, একটার ওপর একটা পড়েছে। নাকটানলো সে, খক খক করে কেশে কফ ফেললো মাটিতে। তারপা দু'হাতের সবগুলো আঙুল খাড়া করে দেখালো শনকে, আঙুলগুলো চারবার ভাজ করলো, চারবার সোজা করলো।

'চল্লিশজন?

ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে ওপর-নিচে মাথা ঝাঁকিয়ে একটা হাতের সবগুলো আঙুল আবার সোজা করলো মাতাউ।

'চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ!' বোতলের ছিপি কুলে এক ঢোক পানি খেলো শন। বোতলের পানি সুপের মতো গরম, ঢোক গোলার আগে গারগল করলো বার কয়েক।

'সংখ্যাটা পরে আমি জানাবো,' বললো মাতাউ। 'আলাদা করে সবগুলোকে চিনতে হবে আগে, কিন্তু এখন...।' নাক ঝাড়লো সে, ব্যর্থ হওয়ায় লজ্জা পাচ্ছে।

'কতোটা পিছনে আমরা?'

আঙুলটাকে ঘড়ির কাঁটার মতো করে আকাশের গায়ে ঘোরালো মাতাউ।

'তিন ঘন্টা,' অর্থ উদ্ধার করলো শন। 'রাতের আগে তাহলে ধরা যাচ্ছে না।'

রাত নামার পর থামলো ওরা, শন বললো, খেয়ে নিয়ে অপেক্ষা করবো, যতোক্ষণ না চাঁদ ওঠে।' কিন্তু চাঁদ যখন উঠলো, এতোই ম্লান যে আকৃতিটা পর্যন্ত ঘোলাটে। ছাপ দেখার জন্যে আরো আলোর দরকার। আন্দাজের ওপর নির্ভর করে এগোবার কথা ভাবলো শন, কিন্তু সেটা বোকামি হয়ে যাবে ভেবে বাতিল করে দিলো চিন্তাটা। দিনের পর দিন ছুটছে ওরা, ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে সবাই। অন্ধকার রাতে সতর্ক হবার সুযোগ কম, রেনামোদের প্রহরীরা ওদের শব্দ পেয়ে যেতে পারে। কিংবা হয়তো শত্রুদের পাশ কাটিয়ে সামনে চলে যাবে, কিন্তু টের পাবে না। 'আমরা ঘুমাবো,' বললো শন। রেনামোরা জানে তাদেরকে অনুসরণ করা হচ্ছে, ছোটো একটা দলকে ওদের খোঁজে পাঠাতে পারে তারা।

ট্রেইল ধরে অনেকটা পিছিয়ে এলো ওরা, তারপর দূরের একটা কাঁটাবনের ভেতর ঢুকলো। রাতের জন্যে পাহারার ব্যবস্থা করার চেয়ে কাঁটাবনে আশ্রয় নেয়া অনেক বেশি নিরাপদ ও বাস্তব। ঘুম সবারই দরকার, পাহারা দেয়ার মতো লোক নেই।

রাতটা ঠাণ্ডা, জড়াজড়ি করে শুয়ে পরস্পরের উত্তাপ পেতে চেষ্টা করলো ওরা। ঘুমিয়ে পড়েছে শন, এই সময় মাতাউ বিড় বিড় করে বললো, 'ওদের মধ্যে একজন আছে...।'

চোখ না মেলেই জিজ্ঞেস করলো শন, 'কি বলছো?'

'রেনামোদের মধ্যে একজন আছে যাকে আমি আগেও দেখেছি।'

'ওদের একজনকে চেনো তুমি?' পুরোপুরি সজাগ হলো শন।

'আমার তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু অনেক দিন আগের কথা, কোথায় দেখেছি মনে করতে পারছি না।'

মাতাউর জন্যে ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য, কারণ কারো পায়ের ছাপ একবার দেখলে সারাজীবন মনে রাখতে পারে সে। তাকে জাদুকর বলার এটাও একটা কারণ। 'ঘুমোও,' পরামর্শ দিলো শন। 'হয়তো স্বপ্নের ভেতর নামটা তোমার মনে পড়বে।'

শন স্বপ্ন দেখলো ক্লডিয়াকে। অন্ধকার বনের ভেতর দিয়ে নগ্ন ছুটছে সে। গাছগুলো কালো, কোনো ডালে একটাও পাতা নেই, ডালগুলো বাঁকা ও পরস্পরের সথে জড়ানো। এক পাল নেকড়ে ধাওয়া করছে ক্লডিয়াকে। শনের নাম ধরে চিৎকার করছে সে। রাতে মতোই কালো নেকড়েগুলো, চকচকে সাদা দাঁত, বেরিয়ে থাকা জিভ টকটকে লাল। ক্লডিয়া প্রাণভয়ে ছুটছে,তার মুখের চামড়া চাঁদের মতো আলোকিত। তার কাছে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে শন, কিন্তু কে যেনো ওর পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে রেখেছে, শত্যে চেষ্টা করেও তুলতে পারছে না। ক্লডিয়ার নাম ধরে চিৎকার করতে চাইলো ও, কিন্তু মুখের ভেতর জিভটা যেনো সীসার তৈরি বলে মনে হলো, গলা থেকে কোনো শব্দ বেরুলো না।

ঘুম ভাঙালো কাঁধে ধাক্কা খেয়ে। 'উঠে পড়ুন, বাওয়ানা,' বললো মাতাউ। 'আপনি কাঁদছেন, গোঙাচ্ছেন-রেনামোরা শুনে ফেলবে যে!'

ঝট্ করে উঠে বসলো শন। ঠাণ্ডায় দুই পায়ের পেশী অবশ হয়ে গেছে বলে মনে হলো, স্বপ্নের আতঙ্কটা এখনো ওকে ছেড়ে যায়নি। বাস্তব জগতে ফিরে আসতে আরো কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগলো।

'আর একটু পর আলো ফুটবে,' ফিসফিস করলো মাতাউ ; এরই মধ্যে বনের পাখিরা ডাকাডাকি শুরু করেছে।

'চলো, রওনা হই,' উঠে দাঁড়ালো শন।

সূর্য এখনও দিগন্তের কাছাকাছি, ঘাসের ডগায় শিশির লেগে রয়েছে, শুকনো একটা নদীর তলায় এসে পৌঁছুলো ওরা। ভোরের প্রথম আলো উঠতেই রেনামোরা রওনা হয়েছে, খুব বেশি দূর যেতে পারেনি তারা। নদীর শুকনো তলায়, বালির

ওপর, ক্লডিয়ার পায়ের ছাপ দেখতে পেলো মাতাউ। 'হাঁটতে আগের চেয়ে কম কষ্ট হচ্ছে ওঁর,' শনকে জানালো সে। 'পা-টা ভালো হয়ে যাচ্ছে, তবে জোব আর ডেডান এখনো ওঁকে বয়ে নিয়ে চলেছে। স্ট্রেচার থেকে এখানে একবার নেমেছিলেন উনি।'

আশপাশে আরে অনেক পায়ের ছাপ দেখা গেলো, সেগুলোর পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো মাতাউ। শনের চোখে সব দাগই সমান, কিন্তু মাতাউর কাছে নয়। একজোড়া বিশেষ ছাপের প্রতি গভীর মনোযোগ দিতে দেখা গেলো তাকে। বুটের সোল-এর কিনারায় নকশা। 'ওকে আমি চিনি,' বিড়বিড় করলো সে।

' লোকটার হাঁটার ভঙ্গি আমার পরিচিত...,' হতাশায় মাথা নাড়তে নাড়তে সরে গেলো সে।

এরপর ওরা চরম সতর্কতার সাথে সামনে এগোলো। ক্রমশ উঁচু হয়ে গেছে ট্রেইল, উপত্যকার কিনারা ধরে। কিছুক্ষণের মধ্যে পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে গেলো ওরা। ব্রেনামোদের যে-ই নেতৃত্ব দিক, লোকটার জানা আছে কোথায় সে তার দলকে নিয়ে যাচ্ছে।

শত্রুদের পিছনে পাহারাদার থাকবে, যে-কোনো মুহূর্তে তাদের সাথে দেখা হয়ে যাবে বলে ধারণা করছে শন। হয়তো দেখা হবে না, তার আগেই আর.পি.ডি. মেশিন-গানের ব্রাশ ফায়ারে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে তিনজন। প্রতি মিনিটে ছ'শো রাউণ্ড গুলি বেরোয় ওগুলো থেকে।

পাহাড়ের যে-কোনো বোল্ডারের আড়ালে, মাটির যে-কোনে ভাঁজে লুকিয়ে থাকতে পারে শত্রুরা, এগোবার আগে খুঁটিয়ে দেখে নিতে হলো দু'পাশ আর সামনেটা। দ্রুত এগোবার জন্যে অস্থির হয়ে আছে শনের মন, তবু বেঁচে থাকার স্বার্থে ঝোঁকটা দমন করলো ও। বাঁক ঘুরে আরেকটা ছোটো পাহাড়ের নিচে চলে এলো ওরা, সামনে পড়লো ঝাঁকড়া-মাথা কিছু গাছ, তারপর ফাঁকা খানিকটা জায়গা। শেষ প্রান্তে একটা খাদ, খাদের দু'দিকে খাড়া পাহাড়। 'ওখানেই আছে ওরা,' বিড়বিড় করলো শন। 'সন্দেহ নেই, আমাদের জন্যে ওত পেতে অপেক্ষা করছে।'

ছাপগুলো সরাসরি খাদের দিকে চলে গেছে। দু'পাশে পাহাড়ের পাথুরে গা লালচে। খাদের তলায় গাছপালা নেই বললেই চলে অথচ দু'পাশে ঘন জঙ্গল। প্রকৃতি স্বয়ং একটা ফাঁদ তৈরি করে রেখেছে, হত্যাযজ্ঞের জন্যে আদর্শ জায়গা।

খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে চোখে বাইনোকুলার তুললো শন। খাদটা একটা উপত্যকায় গিয়ে মিশেছে। কাঁটাঝোপ আর হলুদ ঘাসের ভেতর, অনেক দূরে, নড়াচড়ার আভাস পেলো ও। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর লোকগুলোকে দেখতে পেলো। এক লাইনে এগোচ্ছে দলটা। প্রায় সবাই বাঘ সেজে রয়েছে, অর্থাৎ বাঘের ডোরাকাটা ক্যামোফ্লেজ ইউনিফর্ম আর জায়ঙ্গল হ্যাট পরে আছে। তবে কিছু

লোককে ডেনিক ও খানি কাপড়ে দেখা গেলো। লাইনের মাথাটা এরইমধ্যে পৌঁছে গেছে উপত্যকার শেষপ্রান্তে, গাছগাছালির ভেতর। তিন মাইল দূরে হলেও মাথাগুলো গুনতে পারলো শন। তবে বারোটার বেশি নয়।

স্ট্রেচারটা মাঝখানে, চারজন লোক বহন করছে সেটা। ক্লডিয়ার কাঠামোটা দেখার চেষ্টা করলো শন, কিন্তু বাইনোকুলার অ্যাডজাস্ট করার আগেই স্ট্রেচার সহ লোকগুলো অদৃশ্য হয়ে গেলো গাছের আড়ালে।

চোখ থেকে বাইনোকুলার নামালো শন, রুমাল দিয়ে লেন্স মুছলো। মাতাউ আর পিউমুলা পাথরের স্তূপ আর ঝোপের আড়ালে বসে আছে, পিউমুলার চোখে বিনকিউলার। নিজেরটা আবার চোখে তুলে ঝোপ ঢাকা খাড়া পাহাড়ের গা পরীক্ষা করলো শন। অ্যামবুশের জন্যে জায়গাটা আদর্শ সন্দেহ নেই। খাদ বেয়ে নামতে চেষ্টা করলে বা পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠতে চাইলে শত্রুরা অনায়াসে গুলি করে মেরে ফেলবে ওদের।

'ক'জনকে দেখলে?' বাইনোকুলার না নামিয়েই জিজ্ঞেস করলো শন। 'উপত্যকার শেষ মাথায় ওরা কি সব ক'জন পৌঁচেছে?'

'আমি মাত্র কয়েকজনকে দেখলা,' বললো পিউমুলা।

মাতাউ বললো, 'উপত্যকা নয়, হাঁ করা কুমীর। ওরা চায় মুখটার ভেতর মাথা গলাই আমরা।'

চোখ দুটোকে বিশ্রাম দিতে বারবার বাইনোকুলার নামালো শন। দশ মিনিট ধরে উপত্যকার দু'পাশের পাহাড়ের গা পরীক্ষা করার পর ক্ষীণ, তিক্ত হাসি ফুটলো ওর ঠোঁটে। হয় কোনো ফিল্ড-গ্লাসে নয়তো কোনো হাতঘড়ির লেন্সে রোদ লাগায় ঝিক করে উঠেছে আলো। ওদের সন্দেহ তাহলে সত্যি। রেনামোদের একটা অংশ ওদের অপেক্ষায় ওত পেতে আছে ওখানে।

একটা বোল্ডারের পিছনে চিন্তা করতে বসলো শন। ক্লডিয়ার ছবিটা বার বার ভেসে উঠলো চোখের সামনে, চিন্তায় বাধা সৃষ্টি করছে। এই পরিস্থিতিতে অনুসরণ করা বোকামি। মুখ তাকালো ও, মাতাউ আর পিউমুলা পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। দু'জনেই আশা করছে, অন্যান্য সব বারের মতো এবারও নিশ্চয়ই সমস্যার সমাধান বের করবে শন।

রেনামোরা দক্ষিণ আফ্রিকার কাছ থেকে সমর্থন ও সাহায্য পায়, এই তথ্যের সূত্র ধরে শন ভাবলো, কূটনৈতিক উপায়ে ক্লডিয়াকে উদ্ধার করা যায় কিনা। ধারণাটা মনে ধরলো ওর। পেড়ুলা আর পিউমুলারকে চিউইউই-তে ফেরত পাঠাতে হবে। ওখান থেকে রীমার সাথে রেডিওর সাহায্যে যোগাযোগ করবে তারা। রীমার কাছে কর্নেল রিকার্ডো মনটেরো ও ক্লডিয়ার সমস্ত তথ্য লেখা আছে। ক্যাপো মারা গেছেন, রীমাকে এ-কথা জানানোর দরকার নেই। রীমাকে নির্দেশ দিতে হবে সে যেনো মার্কিন দূতাবাসকে জানায় ক্যাপো ও ক্লডিয়া রেনামোদের হাতে বন্দী

হয়েছে। আশা করা যায় মার্কিন দূতাবাস দ্রুত ব্যবস্থা নেবে, কারণ ক্যাপো একজন বিশিষ্ট আমেরিকান নাগরিক। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করলে তারা রেনামোদের সাথে যোগাযোগ করতে দেরি করবে না। ভাগ্য ভালো হলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে সমাধান হয়ে যাবে সমস্যার।

এরপর নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলো শন। রেনামোদের দলটাকে অনুসরণ করবে ও, সুযোগের সন্ধানে থাকবে। মাতাউ ও পিউমুলার পাশে চলে এলো ও।

বিড়বিড় করে মাতাউ বললো, 'মনি পড়েছে!' তার চেহারায় চাপা উত্তেজনা। 'আমার মনে পড়েছে!'

অবাক হয়ে তাকালো শন। 'কি মনে পড়েছে?'

'রেনামোদের লিডার,' বললো মাতাউ। 'কাল আপনাকে বললাম না একজনের পায়ের ছাপ আমি চিনতে পেরেছি? লোকটার নাম মনে করতে পারছি এখন।'

'কে সে?' শনের গলায় সন্দেহ।

'যুদ্ধের সময় আমরা শত্রুদের একটা ট্রেনিং ক্যাম্পে হামলা চালিয়েছিলাম, আপনার মনে আছে, বাওয়ানা? নদীর শুকনো তলায় পাখি শিকারের মতো করে মেরেছিলাম ওদেরকে? একজন বন্দীর কথা মনে আছে আপনার, আমাদের সাথে হাঁটতে রাজি হচ্ছিলো না? আপনি গুলি করে তার কান উড়ি দেন?' খক খক করে হাসতে শুরু করলো মাতাউ।

'কমরেড চায়না?'

'চায়না।'

'কি বলছো! তা কি করে হয়? অসম্ভব!' মাথা নাড়লো শন।

হাসি চাপার জন্যে দু'হাতে মুখ ঢাকলো মাতাউ আঙুলের ফাঁক দিয়ে হাসির সাথে বেরিয়ে এলো শব্দগুলো, 'চায়না...চায়না...কমরেড চায়না...!'

মাতাউর দিকে তাকিয়ে আছে শন, কিন্তু দৃষ্টি চলে গেছে অনেক দূরে, অতীতে। কমরেড চায়না বেঈমান হলেও, শনের মনে গভীর একটা দাগ কেটেছিল। দীর্ঘদেহী, সুদর্শন; বীরোচিত সমস্ত গুনের সমাবেশ ঘটেছে লোকটার মধ্যে। একবারই মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে তাকে দেখেছে শন, কিন্তু আজও ভুলতে পারেনি। বন্দী হওয়া সত্ত্বেও লোকটার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের কোনো অভাব ছিলো না। চোখ দুটোই বলে দেয়, অত্যন্ত বুদ্ধিমান। এতো বছর পর কমরেড চায়না নিঃসন্দেহে আরো অভিজ্ঞ, আরো দক্ষ হয়ে উঠেছে নিজের পেশায়।

হাসতে হাসতে অসুস্থ হয়ে পড়ার অবস্থা হলো মাতাউর, হেঁচকি তুলছে সে পেট আর গলা চেপে ধরে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে। হেঁচকি তোলার ফাঁকে এখনো হাসছে সে। 'তোমরা চিউইউইয়ে ফিরে যাচ্ছো,' ওদেরকে বললো শন। মাতাউর হাসি ও হেঁচকি দুটোই থেমে গেলো রাজ্যের হতাশা ও অবিশ্বাস দেখা গেলো তার চেহারায়। তার চোখের দিকে তাকাতে পারলো না শন। অভিযোগ আর অভিমান উথলে উঠছে চোখ জোড়া থেকে।

ব্যাগ থেকে কাগজ-কলম বের করে রীমাকে একটা চিঠি লিখলো শন। চিঠিটা পিউমুলার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো, 'এটা ক্যাম্পের শেফকে দেবে। বলবে চিঠিটা যেনো রীমাকে পড়ে শোনানো হয়। খুব জরুরী। মাতাউ তোমাকে পথ দেখিয়ে ফিরিয়ে আনবে আবার্ যাবার পথে কোথাও কোনো কারণে দেরি করবে না। বুঝতে পেরেছো?'

'জ্বী, বাওয়ানা,' মাথা ঝাঁকালো পিউমুলা।

দাঁড়ালো শন, পিউমুলাকে আলিঙ্গন করলো। 'যাও তাহলে। এখুনি রওনা হও।'

আলিঙ্গন মুক্ত হয়েই ঢাল বেয়ে ছুটলো পিউমুলা। একবারও পিছন ফিরে তাকালো না।

অবশেষে বাধ্যহলো শন, মাতাউর দিকে তাকাতে। ব্যাঙের আকৃতি নিয়ে মাটির ওপর বসে আছে সে, যেনো নিজেকে অসম্ভব ছোটো করে ফেলতে চাইলে যাতে শনের চোখে ধরা না পড়ে। 'যাও!' কড়া সুরে নির্দেশ দিলো শন 'পিউমুলার পক্ষে একা পথ চিনে চিউইউই পৌঁছানো সম্ভব নয়। যাও!'

মাথা নিচু করলো মাতাউ, আহত পশুর মতো গুঙিয়ে উঠলো। থর করে কাঁপছে শরীরটা।

'কি হলো, আমার কথা শুনতে পাচ্ছো না?'

মুখ তুললো মাতাউ, চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠেছে। ঠোঁট দুটো কাঁপছে, কোনো শব্দ বেরুলো না। শনের ইচ্ছে হলো তাকে বুক জড়িয়ে ধরে আদর করে।

কিন্তু তা করলে ওর দুর্বলতা টের পেয়ে যাবে মাতাউ, গোঁ ধরবে না যাবার। 'দাঁড়াও!' কর্কশ স্বরে নির্দেশ দিলো শন।

কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়ালো মাতাউ। শনের নির্দেশ অমান্য করার সাহস তার নেই।

'ঘোরো!' দৌড় দাও!'

কাতর চোখে শনের দিকে তাকিয়ে থাকলো মাতাউ্ ঘুরলো না, পিছু হটলো এক পা।

'ঘোরো!' আবার ধমক দিলো শন।

ঘুরলো এবার মাতাউ, কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে শনের দিকে তাকালো, দাঁড়িয়ে পড়লো। শনের মুখেকি যেনো খুঁজছে সে, যেনো এখনো আশা করছে বসের মন নরম হবে।

'যাও!' হুঙ্কার ছাড়লো শন। অবশেষে ছোট্ট মানুষটা হাল ছেড়ে দিলো, ঢাক বেয়ে নেমে যাচ্ছে ধীর পায়ে। ঢালের নিচে পৌঁছে একবার থামলো সে, পিছন ফিরে তাকালো, মালিকের চেহারায় যদি ক্ষীণ উৎসাহ বা দুর্বলতা দেখতে পায়।

ইচ্ছে করেই তার দিকে পিছন ফিরলো শন, চোখে বাইনোকুলার তুলে সামনের উপত্যকার দিকে তাকালো্ কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দৃশ্যটা ঝাপসা হয়ে গেলো,

দৃষ্টি পরিষ্কার করার জন্যে ঘনঘন চোখের পাতা মিটমিট করলো ও। অনিচ্ছোসত্ত্বেও ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালো একবার। মাতাউ অদৃশ্য হয়ে গেছে। খুশি হতে পারলো না শন, বুকটা যেনো খালি হয়ে গেছে।

কয়েক সেকেণ্ড পর আবার চোখে বাইনোকুলার তুললো শন। উপত্যকাটা লম্বা, মুকের দু'পাশেই লালচে পাথরের গা যতোদূর দৃষ্টি যায় বিস্তৃত হয়ে আছে, কোথাও কোনো ছেদ পড়েনি। পাহাড় দুটো খুব বেশি উঁচু নয়, কোথাও কোথাও মাত্র কয়েকশো ফুট। তবে পাহাড়ের গা খাড়া, কোথাও কোথাও গা থেকে বেরিয়ে আছে পাথর, ঝুলে আছে শূন্যে। কাছাকাছি একাধিক ঝুল-পাথর থাকায় মাখকানে তৈরি হয়েছে সুড়ঙ্গ ও গুহার আকৃতি।

উপত্যকায় ঢোকার মুখটা যেনো হাতছানি দিয়ে ডাকছে। দু'পাশের পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠা সম্ভব নয়। কিন্তু উপত্যকায় ঢোকা মানে সরাসরি শত্রুর অ্যামবুশে পড়া। যদিও তারা ওত পেতে আছে আরো বেশ খানিকটা সামনে।

যেভাবে হোক, সিদ্ধান্ত নিলো শন, দুটো পাহাড়ের যে-কোনো একটায় চড়তে হবে ওকে। প্রথমে ঢাল বেয়ে খাদে নামতে হবে, তারপর উপত্যকার মুক থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে হবে। চোখে বাইনোকুলার তুরে উপত্যকার মুখটা আবার পরীক্ষা কররো ও।

সিকি মাইল দূরে, উপত্যকার ডানদিকের মুখের কাছে, সম্ভব্য একটা রুট দেখতে পেলো শন। ওখানটায় লম্বা একটা পাথরের থাম অবলম্বনের মতো কাত হয়ে রয়েছে, দেখতে অনেকটা ফায়ার-এস্কেপ-এর মতো। ওটা ধরে উঠতে পারলো পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে আসা শূন্যে ঝুলে থাকা পাথরগুলো এড়ানো সম্ভব। চিমনি আকৃতির লম্বা থামটার ওপরেই রয়েছে একটা কার্নিস, দু'দিকে বেশ অনেক দূরে চলে গেছে। কর্নিস থেকে সম্ভাব্য দুটো পথে পাহাড়ের মাথায় ওঠা যেতে পারে। একটা সরু ফাটর, চিমনির মতো দেখতে সেটাও। দ্বিতীয়টা হলো পাহাড়ের ওপর আকাশের গায়ে ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে। গাছটার মোটা শিকড়গুলো লালচে পাথরের গা বেয়ে নিচের দিকে নেমে এসেছে, যেনো জড়াজড়ি করে রয়েছে কয়েকটা বিশাল অজগর সাপ। ওই শিকড়গুলো পাহারের মাথার উঠতে মইয়ের কাজ দেবে।

হাতঘড়ির দিকে তাকালো শন। দিনের আরো ফুরোতে এখনো বাকি আছে তিন ঘন্টা। অ্যান্টি-ট্র্যাকি পদ্ধতি ব্যবহার করে বেশ অনেকটা পিছিয়ে এলো ও, ঢাল থেকে নেমে কাঁটাঝোপের ভেতর শুয়ে পড়লো, রাইফেলটা থাকলো কোলের ওপর। ঘুম আসতে দেরি হলো না।

* * *

মুখে ঠাণ্ডা বাতাস লাগায় ঘুম ভেঙে গেলো শনের। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, গোধূলির ম্লান আলোয় পাহাড়ের চূড়া অস্পষ্ট হয়ে আসেছে। জুতোর ফিতে বেঁধে ঢক ঢক করে খানিকটা পানি খেলো ও, দেখলো বোতলটা এখনো অর্ধেকে মতো ভরা .৫৭৭-এর ব্রীচ খুলে কার্তুজ বদল করলো, তারপর মুখে আর হাতের উল্টোপিঠে কালো ক্যামোফ্লেজ ক্রীম ঘষলো। প্রস্তুতি শেষ করে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলেও।

খাদের মুখে দাঁড়িয়ে বিশ মিনিট অপেক্ষা করলো শন। দিনের শেষ আলো পাহাড়ের গা, চূড়া আর সামনের উপত্যকাটা দেখে নিলো ভালো করে। সব আগের মতো আছে, কিছুই বদলায়নি। পাহাড়ের গায়ে বেছে নেয়া পাথটা মনের পদায় ভালো করে গেঁথে নিলো ও। গাঢ় হলো সন্ধ্যার অন্ধকার, খাদে নেমে এসে পাহাড়ের নিচে দাঁড়ালো ছোটো ব্যারেলের রাইফেলটা ব্যাকপ্যাক আর স্লিপিং ব্যাগের সাথে নাইলন কর্ড দিয়ে বেঁধে নিলো, কাঁধের একদিকে বেরিয়ে থাকলে বাঁট, আরেক দিকে মাজল, ফলে বোঝাটা হয়ে দাঁড়ালো আড়ষ্ট আর ভারসাম্যহীন। পাহাড়ের গায়ে হাত রাখলো শন, মসৃণ পাথর এখনো গরম হয়ে আছে।

সাথে পিটন নেই, পাহাড়ে চড়ার উপযোগী বুট নেই, রশি নেই। তবু ঝুঁকিটা নিতে হবে শনকে। একদল হিংস্র পশুর হাতে বন্দী হয়ে আছে ক্লডিয়া; যেভাবে হোক উদ্ধার করতে হবে তাকে। পাহাড়ে চড়ার অভিজ্ঞতা আছে শনের, তবে রাতের অন্ধকারে কাজটা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভবই বলা যায়।

পায়ের গোড়ালি আর হাতের আঙুলের ওপর ভরসা। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে গিয়ে আবিষ্কার করলো, পিছন থেকে হেলান দিয়ে থাকতে হচ্ছে ওকে, তা না হলে পিঠের বোঝটা ডানে-বাঁয়ে কাত হয়ে পড়তে চায়। প্রথম দিকে পা বা হাত রাখার গর্তগুলো নিরেট লাগলো। কিন্তু তারপরই পাহাড়ের গা ফুলে গেছে, গর্ত ও ফাটলগুলো ঢালু, হাত ও পা পিছলে বেরিয়ে আসতে চায়। যতোটা সম্ভব কম সময়ের জন্যে ওগুলোকে ব্যবহারকরলো শন, তাড়াতাড়ি আরেক গর্তে সরিয়ে নিলো হাত বা পা। চেষ্টা করলো শরীরের ভার যতোটা সম্বব কম চাপাতে। নতুন কোনো গর্তে হাত রাখতে না রাখতে মনে হলো, আঙুলের চাপে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে কিনারা। সত্যি সত্যি গুঁড়িয়ে যাবার আগেই আরেক গর্তে হাত রাখলো। বেশ কয়েকবার এমন হলো, মাথার ওপরে কি আছে দেখা গেলো না, আন্দাজের ওপর নির্ভর করে উঠতে হলো ওকে। মাটি থেকে একশো ফুট ওপরে কার্নিসটা, কোথাও একবারও না থেমে উঠে এলো শন। ঘেমে গোসল হয়ে গেছে।

বাইনোকুলার দিয়ে দেখায়র সময় এতোটা সরু মনে হয়নি কার্নিসটাকে। খুব বেশি হলে নয় ইঞ্চি চওড়া। পিঠে বোঝা, কাঁধের দু'দিক থেকে বেরিয়ে আছে রাইফেল, ফলে পাথরের দিকে পিছন ফেরা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো' কাজেই

কার্নিসটাকে বেঞ্চ হিসেহে ব্যবহার করার সুযোগ হলো না অর্থাৎ বসতে পারলো না শন।

পাহাড়ের খাড়া গায়ে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হলো ও। *পাহারের* গা বেয়ে ওঠার সময় যতোটা না কষ্ট হয়েছিল তারচেয়ে বেশিকষ্ট হচ্ছে কার্নিসে দাঁড়িয়ে থাকতে। একপাশে সরে যেতে শুরু করলো ও, নিজেকে সোজা রাখার জন্যে হাত দুটো দু'দিকে মেলে দিলো, ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মতো দেকালো ওকে, আঙুলগুলো পাথরের গায়ে ফোকর বা গর্ত খুজছে। কর্কশ পাথরে বারবার ঘষা খেলো নাকের ডগা।

কার্নিস ধরে এগোলো শন, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে; বিনকিউলারে দেখা খাড়া ফাটলটার নাগাল পেতে হবে ওকে। সম্ভাব্য দুটো রুট -এর মধ্যে থেকে এটাকেই প্রথম বেছে নিয়েছে ও। অভিজ্ঞতা থেকে জানে, ঘাসের চাপড়া, গাছের ডাল বা শিকড় পাহাড়ে ওঠার জন্যে বিশ্বস্ত নয়।

পনেরো মিনিট এগোবার পর বিপদটা দেখতে পেলো শন। সরু হয়ে যাচ্ছে কার্নিস। গোড়ালি রাখার জায়গা পাচ্ছিলো না, এখন শুধু কোনো রকমে আঙুল রাখার জায়গা থাকছে। পিঠে ভারি বোঝা থাকায় ভারসাম্য ঠিক রাখতে গিয়ে প্রচণ্ড চাপ পড়ছে উরুর ওপর, থরথর করে কাঁপছে পেশী। আরো দশ ফুট এগোলো শন, এরপর পাহাড়ের গা ফুলতে শুরু করেছে। পিছন দিকে আরো খানিকটা হেলে পড়তে বাধ্য হলো ও, তলপেট সেঁটে থাকলো পাথরের গায়ে, ভয় হচ্ছে একটু এদিক-ওদিক হলেই পড়ে যাবে। খাদের তলা মাত্র একশো ফুট নিচে, কিন্তু পড়লে বাঁচার কোনো উপায় নেই।

পায়ের ওপর চাপ অসহ্য হয়ে উঠলো। ফিরে যাবে কিনা ভাবলো শন। গাছের শিকড় ধরে ওঠার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু ওদিকেও সুবিধে হবে কিনা বলা কঠিন। স্থির হতে চাইলো, অন্তত পা দুটোকে বিশ্রাম দেয়া দরকার দরকার মনের শান্ত ভাবটা ফিরিয়ে আনা। কিন্তু জানে, এখানে স্থির হওয়া মানে আত্মবিশ্বাসের বারোটা বাজানো, পরাজয় বোধই ডেকে আনবে নিশ্চিত মৃত্যুকে।

আরো খানিকটা এগোলো শন। ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে আছে শিরদাঁড়া। পায়ের পেশী অসার লাগছে। ভয় হলো, যে-কোনো মুহূর্তে ভাঁজ হয়ে যাবে হাঁটু। তারপর হঠাৎ বাম হাতের আঙুলের ডগায় ফাটলটা পেয়ে গেলো। মনে হলো, কেউ যেনো সিরিঞ্জের সাহায্যে সাহস আর আশা ঢোকালো ওর শিরায়। থেমে গেলো পেশীর কাঁপুনি, আরো খানিকটা এগোতে পারলো ফাটলটার ওপর নাচানাচি করছে আঙুলগুলো। না, ফাটলটা যথেষ্ট চওড়া নয়, ভেতরে কাঁধ ঢোকানো যাবে না। চওড়া তো নয়ই, ক্রমশ আরো সরু হয়ে গেছে।

যতোটা সম্ভব ফাটলের ভেতরে হাত ঢোকালো শন, আঙুল গুটিয়ে মুঠো পাকালো, মুঠোটা আটকালো ফাঁকের ভেতর। এতোক্ষণে হাতের ওপর শরীরের ভর

চাপাতে পারলো ও, পিঠ আর পা দুটোকে বিশ্রাম দেয়া গেলো। হিসহিস করে নিঃশ্বাস ফেলছে ও, ঘামের ধারাগুলো শরীর বেয়ে নেমে যাচ্ছে। ক্যামোফ্লেজ ক্রীম ধুয়ে গেছে আগেই, চোখে লেগে জ্বালা করছে, ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টি।

ঘন ঘন চোখ মিটমিট করে মাথা তুললো শন। রাতের আকাশে গায়ে পাহাড়ের মাথা দেখতে পেয়ে বিস্মিত হলো ও। দেখতে পেলো, পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে ফাটলটা।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো শন, এতোক্ষণ খেয়াল করেনি পুব দিগন্ত থকে আকাশে উঠে এসেছে চাঁদ। চাঁদের আলোয় নিজের বনভূমিকে মনে হলো ধূসর কুয়াশায় ঢাকা।

ফাটলে হাত আটকে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। ওপরে উঠতে হবে ওকে। খালি হাতটা তুললো শন, প্রথম হাতের খানিকটা ওপরে, ফাটলের ভেতর মুঠো আটকালো। এরপর একটা পা তুলে ভাঁজ করলো, কার্নিস থেকে তিন ফুট ওপরে ফাটলের ভেতর ঢুকিয়ে দিলো আঙুলগুলো। পা-টা সোজা করলো ও, ফাটলের ভেতর ভালোভাবে আটকে গেলো গোড়ালি। এবার শরীরের ভর চাপালো ওটার ওপর। একই ভাবে দ্বিতীয় পা-ও ঢুকলো ফাটলে। এভাবে হাত ও পায়ের সাহায্যে ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করলো ও। শরীরটা বিপজ্জনকভাবে ঝুলে থাকছে বটে, তবে পায়ের ওপর থেকে চাপটা কমে গেছে, পিঠের বোঝাটাও ভারসাম্য রক্ষায় বিঘ্ন সৃষ্টি করছে না।

চূড়াটা দেখতে পাচ্ছে শন, মাথা থেকে মাত্র একশো ফুট উঁচুতে। অনুভব করলো, ফাটলটা চওড়া হতে শুরু করেছে। হাত ও পা এখন আর ওটায় আটকানো যাচ্ছে না। একটা পা হড়কে গেলো, পাথরের গায়ে ঘষা খেলো সশব্দে, পিছলে নেমে যাচ্ছে, তারপর আবার আটকালো।

শরীরটা ঘোরাবার চেষ্টা করলো শন, ইচ্ছে ফাটলের ভেতর একটা কাঁধ ঢোকাবে। কিন্তু রাইফেলে ব্যারেল পাহাড়ের গায়ে ঠেকে গেলো, ঘুরতে বাধা দিলো ওকে। কয়েক সেকেণ্ড ঝুলে থাকলো শন, অনেক কষ্টে আবার আগের পজিশেনে ফিরে এলো। পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে, মাথার ওপর হাত তুলে ফাটলের ভেতরটা হাতড়ালো, ধরার মতো কিছু একটা দরকার। কিন্তু হতাশ হতে হলো ওকে, ভেতরটা সমৃণ।

এভাবে আর বড় জোর পনেরো সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে ও। মুধু পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর ওই পায়ের ওপরই ভরসা, ওটা ফাটল থেকে সরে গেলে নিজেকে পাহাড়ের গায়ে ধরে রাখার আর কোনো উপায় নেই। পরিষ্কার বুঝতে পারলো কি করা উচিত, কিন্তু ওর সমস্ত ইন্দ্রিয় বিরোধিতা করছে। 'করো,' নিজের গলা চিনতে পারলো না শন, এতোই কর্কশ, 'নাহয় মরো!'

ব্যাক-প্যাক রিলিজ করার বাকলটা ওয়েস্টব্যাণ্ড-এ, হ্যাঁচকা টান দিয়ে সেটা খুলে ফেললো শন। একটা হাত সোজা করলো, পিছনদিকে নিয়ে গিয়ে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিলো স্ট্র্যাপটা, ভাঁজ করা কনউয়ের উল্টোদিকে আটকে গেলো সেটা। পিঠের বোঝা একদিকে কাত হয়ে পড়ায় ওর গোটা শরীর দুলতে শুরু করলো, পাহাড়ের গায়ে ঝুলে থাকার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হলো ওকে।

ফাটলের ভেতর মাথা গলালো শন, চেষ্টা করলো মাথার পিছন দিক আর চিবুক ফাঁকটার ভেতর শক্তভাবে আটকাতে। মনে হলো, আটকেছে। ঘাড়ের পেশীগুলো যতোটা সম্ভব শক্ত করে সোজা করলো হাত দুটো। হাত গলে নেমে গেলো স্ট্রাপ।

পিঠ থেকে খসে পড়লো বোঝাটা, হারিয়ে গেলো অন্ধকারে। অকস্মাৎ ভারমুক্ত হয়ে ঝাঁকি খেলো শন, ফাটল থেকে পিছলে বেরিয়ে আসছে মাথা, পায়ের আঙুলগুলোও পিছলে গেলো। উন্মত্ত হয়ে উঠলো শন, খালি হাত দুটো দিয়ে ফাটলের কিনারা ধরে ফেলে একেবারে শেষ মুহূর্তে পতনটা ঠেকালো।

পাথর আঁকড়ে ঝুলে আছে ও, শুনতে পাচ্ছে পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে বাড়ি খেতে খেতে নেমে যাচ্ছে বোঝাটা। শক্ত পাথরে লেগে ঘন্টাধ্বনির মতো আওয়াজ করছে রাইফেল, শব্দটা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে চারদিক থেকে, রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করে দিচ্ছে। পাহাড়ের নিচেপড়লো বোঝাটা, তারপরও অনেকক্ষণ শোনা গেলো শব্দগুলোর প্রতিধ্বনি।

আরবার শরীরটা ঘোরাবার চেষ্টা করলো শন। এবার ফাটলের ভেতর একটা কাঁধ ঢোকাতে পাররো। হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে ও। এতোক্ষণে বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ হয়েছে। অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাওয়া অবশ হয়ে গেছে স্নায়ু। তারপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এলো নিঃশ্বাস, আতঙ্কের বদলে রক্তে ছড়িয়ে পড়লো পরিচিত ও উপভোগ্য অ্যাড্রেনালিন। এখনো বেঁচে আছে, উপলব্ধি করে ভাগ্যের প্রতি কৃতজ্ঞবোধ করলো শন।

'আবার তুমি কিনারা থেকে ফিরে এসেছো, শন কোর্টনি,' বিড়বিড় করলো ও। মনে মনে স্বীকার করলো, যতো বেশি আতঙ্ক ততোবেশি রোমাঞ্চ।

কিন্তু রোমাঞ্চের অনুভূতিটা বেশিক্ষণ টিকলো না, মনে পড়ে গেলো নিজের অবস্থার কথা। ব্যাগটা নেই। রাইফেলটা নেই। পানির বোতল, স্লীপিং ব্যাগ ও খাবার দাবারও হারিয়েছে। আছে শুধু পকেটের জিনিসগুলো, খুদে ইমার্জেন্সী প্যাক ও বেল্টে আটকানো হান্টিং-নাইফটা 'আগে পাহাড়েরমাথায় উঠি, তারপর বিষয়টা নিয়ে ভাবা যাবে, ফিসফিস করলো শন। ফাটলের ভেতরে একট কাঁধ আটকে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে ওঠা যেতে পারে, যদিও হাঁটু আর আঙুলের চামড়া বলতে কিছু থাকবে না।

ধীরে ধীরে চওড়া হতে শুরু করলো ফাটলটা। এক সময় পুরোদস্তুর একটা চিমনির আকৃতি নিলো। গোটাশরীর ভেতরে ঢোকাতে পারায় ওঠার গতি বেড়ে গেলো শনের। চিমানমনির মাথায় ভাঁজ খেয়ে আছে পাথর। মাথার একট দিক ক্ষয়ে গেছে, তবে পা রাখার মতো একটা জায়গা পাওয়া গেলো। সেটার ওপর দাঁড়ালো শন।

পাহাড়-প্রাচীরের মাথা এখনো দশ ফুট ওপরে। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে পুরেপুরি সোজা হলো শন, হাত দুটো মাথার ওপর লম্বা কররো, কিন্তু তারপরও পাচিলের মাথা নাগালের বাইরে থেকে গেলো। মাথার ওপর কোনো ফাটল নেই, পাথরের গা এখানে মসণ, একটা গর্ত পর্যন্ত নেই। চূড়ায় পৌছুতে হলে লাফ দিয়ে কিনারা ধরতে হবে ওকে।

ছোট্ট কার্নিসে পা দুটো শক্ত করলো শন, হাঁটু ভাঁজ করে নিচু হলো, লাফ দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবে লাফ দেয়ার জন্যে যতোটা নিচু হওয়া দরকার, নিচু হতে চেষ্টা করলে মুখে ঠেকে যাচ্ছে পাথর, পিছন দিকে অসম্ভব হলে পড়ছে পিঠ।

গভীর একটা শ্বাস টানলো শন, তারপর চার হাত পায়ের সাহায্যে সোজা ওপর দিকে লাফ দিলো। লাফটা দিলো আড়ষ্ট ভঙ্গিতে, তবে কিনারা ছাড়িয়ে ওপরে উঠলো দুটো হাতই। মুহূর্তের জন্যে পিছলে নেমে আসতে শুরু করলো ওগুলো, তারপর আঙুলগুলো আটকালো। পাহাড়ের গায়ে পা দুটো আঁচড়াআঁচড়ি শুরু করলো, কিনারা থেকে সামান্য ওপরে উঠলো চিবুক। চাঁদের আলোয় দেখলো, ভুল হয়েছে ওর, পাহাড়ের মাথায় উঠছে না। এটা আরো একটা কার্নিস, তবে চওড়া। কার্নিসের পর আবার খাড়া হযে রয়েছে পাহাড়ের গা।

বিশ্রী একটা গন্ধ ঢুকলো নাকে। চিনতে পারলো শন, ইঁদুরের বিষ্ঠা। কার্নিসটায় অনেক গর্ত আছে,পাহাড়ী, ইঁদুরের কলোনি। আবার পাথরে গায়ে পা আঁচড়ে শরীরটা উঁচু করলো ও, কার্নিসের কিনারায় একটা কনুই আটকালো আবার উঠতে যাবে, স্থির হয়ে গেলো শরীরটা।

রাতের নিস্তব্ধতা তীব্র হিসহিস শব্দে ভেঙে গেলো। যেনো ভারি কোনো টায়ার থেকে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে। চাঁদের আলোয় সামনে পড়ে থাকতে দেখে পাথরের একটা স্তূপ বলে মনে হয়েছিল যেটাকে, ধীরে ধীরে আকৃতি বদলাচ্ছে সেটা। মনে হলো বদলে যাচ্ছে স্তূপটা, গড়াতে শুরু করেছে।

প্রচণ্ড আতঙ্কের সাথে উপলব্ধি করলো শন, ওটা একটা সাপ। এরকম জোরালো হিসহিস শব্দ শুধু কোনো অ্যাডারই করতে পারে। একমাত্র অ্যাডার এতো বড় হতে পারে।

কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে সাপট। প্যাঁচগুলো চাঁদের আলোয় চকচক করছেরভীতিক আকৃতি পেলো ঘাড়, চাঁদের আলো পড়ায় মনে হলো ঝিক করে ওঠা চোখটা বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে একবার মটকালো। বিশাল চ্যাপ্টা মাথা কোদাল আকৃতির

তারমানে অ্যাডার প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ ও বিপজ্জনক এটা গোটা আফ্রিকায় এটার মতো বিষধর সাপ আর নেই।

নেমে আসতে পারে শন, ছোট্ট পাথরটার ওপর আবার দাঁড়াবার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু ঝুঁকিটা নিয়ে গিয়ে যদি পাথরে পা রাখতে ব্যর্থ হয়? সরাসরি খসে পড়তে হবে নিচে। তারচেয়ে বুকে সাহস বেঁধে দেখা যাক কি হয়।

পা দুটো শূন্যে, ঝুলে আছে কার্নিসে কনুই ধাধিয়ে, বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে আছে হিংস্র সরীসৃপের দিকে। সোবল মারার জন্যে স্থির হলো অ্যাডার, শনের মুখ থেকে দু'ফুট দূরে। ও জানে, শরীরের পুরোটা দৈর্ঘ্য এক ঝটকায় লম্বা করতে পারে অ্যাডার, সাত ফুট বা তারও বেশি। এখন সামান্য একটু নড়লেই ঘটনাটা ঘটবে।

দুই হাতে ঝুলে আছে শন, শরীরের প্রতিটি পেশী আড়ষ্ট, তাকিয়ে আছে সাপটার দিকে, ওটাকে শান্ত ও কাবু করতে চাইছে মনের জোর আর ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে। সেকন্ডেগুলো অসহ্য ধীরগতিতে বয়ে যাচ্ছে। 'এস' আকৃতিতে একটু যেনো ঢিল পড়লো। তবে ওর মনের ভুলও হতে পারে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে, বাম হাতটা পিছলে গেল, আঙুলগুলো ঘষা খেলো পাথরে, সেই সাথে ছোবল দিলো অ্যাডার, ঠিক কামারের হাতুড়িমারার ভঙ্গিতে।

ঝট করে মাথাটা একপাশে সরিয়ে নিলো শন, বক্সার যেমন ঘুসি এড়াবার জন্যে সরিয়ে নেয়। সাপটার ঠাণ্ডা, আঁশবহুল নাক ওর কণ্ঠায় বাড়ি খেলো, সেই সাথে ঘাড় আর কাঁধে প্রচণ্ড একটা টান অনুভব করলো ও, এতোই জোরালো যে পাথর থেকে ছুটে গেলো একটা হাত, শরীরটা ঘুরে গেলো আধ পাক। কার্নিসের দিকে পাশ ফিরে রয়েছে ও শরীরটা শুধু বাম হাতের ওপর ঝুলছে।

শন বুঝতে পারলো, সাপটা হয় ওর কাঁধে নয়তো গলায় ছোবল মেরেছে। বিষের তীব্র জ্বালা অনুভব করার জন্যে অপক্ষায় আছে। ওর গায়ে আটকে রয়েছে অ্যাডার, ওর শরীরের সামনে ঝুলছে, দীর্ঘ দেহটা মোচড় খাচ্ছে অনবরত, বিস্ফোরনের মতো হিসহিস শব্দ করছে ওর কানে। খোলসের ঠাণ্ডা স্পর্শ ওর খালি গায়ে ঘষা খাচ্ছে।

বিষম আতঙ্কে চিৎকার করতে চাইলো শন। চাবুকের মতো বাড়ি খেলো অ্যাডার ওর গায়ে এক হাত ঝুলে থাকা শরীরটা প্রতিটি বাড়ির সাথে ঝাঁকি খেলো, হিসহিস শব্দটা যেনো কালা করে দেবে শনকে। কার্নিস ধরে হাতটা পিছলে নেমে আসছে, অনুভব করলো ও। গলায় জড়িয়ে থাকা হিংস্র সাপটার তুলনায় নিচে খসে পড়ার বিপদটাকে তাৎপর্যহীন বলে মনে হলো।

ঠাণ্ড তরল কি যেনো গড়াচ্ছে ওর গলা ও চিবুকে, অনুভব করলো শন। খোলা জ্যাকেটের ভেতর দিয়ে নেমে যাচ্ছে ধারাটা। পরম স্বস্তির সাথে উপলব্ধি করলো ও, লক্ষ্য ভেদকরতে পারেনি অ্যাডার, ছোবলটা ওর গায়ে লাগেনি, এবং সাপটা ওর জ্যাকেটের কলারে আটকে গেছে। অ্যাডারে দাঁত দু'ইঞ্চি লম্বা, বাঁকানো হুকের

মতো। ঠিক হুকের মতোই শনের খাকি সুতী কাপড়ে আটকে গেছে দাঁত, প্রচণ্ড মোচড় খাওয়ার কারণে দাঁত থেকে বেরিয়ে আসছে বিষ, ভিজে যাচ্ছে গলা, গড়িয়ে নামছে নিচে।

সাপটা মাংসে দাঁত বসাতে পারেনি, এই উপলব্ধি শনের মধ্যে বিপুল শক্তি এনে দিলো। কার্নিস থেকে ধীরে ধীরে পিছলে নেমে আসছিল হাত, থেমে গেলো সেটা। ডান হাতটা এখনো খালি ওর, সেটা তুলে অ্যাডারের ঘাড় চেপে ধরলো, চ্যাপ্টা হীরক আকৃতির মাথার ঠিক পিছনটা। শনের একট বাহুর মতো মোট সাপের শরীর, কোনো রকমে ধরা গেলো। কর্কশ খোলসের নিচে পেশীর প্রচণ্ড শক্তি অনুভব করলো ও।

টান দিয়ে সাপটাকে ছাড়াতে চেষ্টা করলো, কিন্তু মোটা কাপড়ে দাঁতগুলো বড়শির মতো আটকে গেছে। যতো টান দিলো শন ততোই ফোঁসফোঁসানি বেড়ে গেলো অ্যাডারের। এরপর শনের বাহুটা পেঁচিয়ে ধরলো সাপ। গায়ের সমস্ত শক্তি ব্যবহার করছে শন, ঝুলে আছে মাত্র এক হাতে, অপর হাতটা দিয়ে অ্যাডারকে টানছে। হাঁ হয়ে আছে সাপের মুখ, মুখ থেকে দাঁতগুলো ভেঙে আনলো ও। বিসের সাথে গলগল করে বেরিয়ে এলো গাঢ় রক্ত। সাপটাকে সজোরে ছুঁড়ে মারলো শন ছোট একটা দোল খেয়ে ডান হাত দিয়ে কার্নিসের কিনারা ধরে ফেললো।

আতঙ্ক ও ক্লান্তিতে ফোঁপাচ্ছে শন। নিজেকে শান্ত করে কার্নিসের ওপর উঠতে পুরো আঁধ মিনিট লেগে গেলো। পাথুরের মেঝেত হাঁটু গেড়ে বসলো ও, কাঁধ ঝাঁকিয়ে গা থেকে খুলে ফেললো জ্যাকেটটা। জ্যাকেটের সামনের অংশ বিষ লেগে ভিজে আছে।অ্যাডারের একটা ভাঙা দাঁত মোটা কলারের ভেতর আটকে রয়েছে।

আবার পরার আগে জ্যাকেটা ধোয়া দরকার। ভাঁজ করে বেল্টের সাথে আটকে রাখলো ওটাকে। পানির কথা মনে পড়ায় প্রচণ্ড পিপাসা অনুভব করলো ও। বোঝার সাথে পানির বোতলটাও ফেলে দিয়েছে, মনে পড়ে গেলো। কাল দুপুরের মধ্যে যেভাবে হোক পানি খুঁজে বের করতে হবে ওকে। তবে এই মুহূর্তের জরুরী কাজ হলো পাহাড়ের খোলা গা থেকে আড়ালে সরে যাওয়া।

দাঁড়ালো শন, ঘামে ভেজা উদোম গায়ে রাতের ঠাণ্ডা বাতাস লাগলো। যে কার্নিসটায় দাঁড়িয়ে আছে, এখান থেকে চূড়ায় ওঠা খুবই সহজ। তবু, সাবধানে ও ধীরে ধীরে উঠলো শন। চূড়ায় উঠে শুয়ে পড়লো। কয়েক মিনিট বিশ্রাম নেয়ার পর মাথা তুললো ও। চূড়ার ওদিকে কি আছে দেখছে।

হালকা মেঘে ঢাকা পড়ে আছে চাঁদ, বেশি কিছু দেখতে পেলো না শন। পাহাড় চূড়াটা মোটেও চওড়া নয়। উপত্যকার দু'ধারে ঘন হয়ে জন্মানো ঝোপ আর গাছ পাহাড় — প্রাচীরের গা বেয়ে প্রায় মাথা পর্যন্ত উঠে এসেছে, খানিক সামনের কালো একটা পাঁচিল দেখে বুঝতে পারলো শন। বনভূমি আর ওর মাঝখানে ফাঁকা পাথুরে জায়গাটুকু চল্লিশ গজের বেশি চওড়া নয়। তবে ঘাসগুলো হাঁটু সমান লম্বা।

মাথা নিচু করে ছুটলো শন, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব জঙ্গলের ভেতর গা ঢাকা দেয়া দরকার। বনভূমির কাছাকাছিও পৌঁছায়নি, মাত্র অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়েছে, এই সময় আঘাত হানলো আলোটা।

দাঁড়িয়ে পড়লো শন, যেনো পাথরের একটা দেয়ালে বাড়ি খেয়েছে। নিজের অজান্তেই হাত দুটো উঠে এলো চোখে, তীব্র আলোয় ধাঁধিয়ে গেছে ওগুলো পরমুহূর্তে ডাইভ দিয়ে ঘাসের ভেতর পড়লো ও।

উজ্জ্বল আলোয় প্রতিটি বোল্ডারের পিছনে লম্বা ছায়া দেখা গেলো। ধূসর ঘাসের ভেতর ছড়িয়ে পড়লো সাদা আভা। মাথা তুলতে সাহস হলো না শনের মাটির সাথে মুখটা চেপে পড়ে থাকলো। তীব্র সাদা আলোর ভেতর নগ্ন লাগছে নিজেকে, অসহায় বোধ করছে।

কিছু ঘটবে, অপেক্ষা করছে শন, কিন্তু নিস্তব্ধতা জমাট বেঁধেই থাকলো। এমনকি রাতজাগা পাখিরাও কোনো শব্দ করছে না। এরকম আশ্চর্য নিস্তব্ধতার ভেতর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা কণ্ঠস্বরটা অলৌকিক লাগলো কানে, ইলেকট্রিক বুলহর্ন কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে আওয়াজটাকে, যান্ত্রিক ও ভৌতিক করে তুলেছে। 'গুড ইভনিং, কর্নেল কোর্টনি।' ভাষাটা ইংরেজী হলেও, সুরে আফ্রিকান টান আছে। 'আপনার প্রশংসা না করে পারি না। পাঁচিলের গোড়া থেকে মাথায় উঠতে সময় নিয়েছেন আপনি মাত্র সাতাশ মিনিট।'

নড়লো না শন, তবে পরাজয় ও অপমানে অসুস্থ বোধ করলো। ওকে নিয়ে খেলছে ওরা।

'তবে চুপিসারে ওঠার ব্যাপারে আপনি কোনো প্রশংসা পেতে পারেন না পাহাড়ের গা থেকে কি ছুঁড়ে ফেললেন বলুন তো? টিনের মগের মতো আওয়াজ করছিল ওটা।' বুলহর্নে হাসলো লোকটা। এবার, কর্নেল কোর্টনি, ইতিমধ্যে আপনি যদি যথেষ্ট বিশ্রাম পেয়ে থাকেন, দয়া করে দাঁড়াবেন কি? ভালো কথা, হাত দুটো মাথার ওপর তুলতে যেনো ভুল না হয়।'

নড়লো না শন।

'আই বেগ অব ইউ, স্যার। আমার এবং আপনার সময় নষ্ট করবেন না, প্লিজ।'

তবু নড়লো না শন, উন্মত্তের মতো চিন্তা করছে ফিরতি পথ ধরে ছুটবে কিনা, চূড়া থেকে নেমে যাবার চেষ্টা করবে কিনা।

'বেশ। বোঝা যাচ্ছে, বাস্তব পরিস্থিতিটা আপনাকে জানানো দরকার।' এরপর কয়েক সেকেণ্ডের বিরতি। দুর্বোধ্য আঞ্চলিক ভাষায় ফিসফিস করলো কেউ।

ব্রাশ ফায়ারের বিস্ফোরণ শনের দু'জন সামনের মাটি ক্ষতবিক্ষত করে দিলো। কালো গাছগুলোর ভেতর মাজল ফ্ল্যাশ দেখলো শন, আর.পি. ডি. মেশিন-গানের আওয়াজ চিনতে পারলো। ঘাসের ভেতর কুয়াশার মতো ছড়িয়ে পড়লো হলুদ ধুলো।

ধীরে ধীরে দাঁড়ালো শন। আলোটা সরাসরি ওর মুখে ফেলা হয়েছে, তবু চোখ ঢাকার বা মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কোনো চেষ্টা করলো না। 'হাত দুটো মাথা ওপরে, কর্ণেল প্লিজ।'

নির্দেশটা পালন করলো শন। উদোম গা সাদা আলোয় চকচক করছে।

'আপনি সুস্থ-সমর্থ আছেন দেখে আমার খুশি লাগছে, কর্নেল।'

জঙ্গলের কিনারা থেকে কালো একজোড়া ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এলো। আলো এড়িয়ে একটা বৃত্ত রচনার ভঙ্গিতে দু'দিকে হাঁটা ধরলো তারা, শনের পিছনে পৌঁছুতে চায়। চোখের কোণ দিয়ে শন দেখলো, বাঘের ছাপমারা ইউনিফর্ম পরে আছে তারা, হাতের অটোমেটিক রাইফেল ওর দিকে তাক করা।

খানিক পর পিছনে পায়ের আওয়াজ পেলো ও, কিন্তু এরপর যা ঘটলো তো আশা করেনি। শিরদাঁড়ার ওপর রাইফেলের বাঁট দিয়ে সজোরে আঘাত করা হলো, পড়ে গেলো শন। বুলহর্ণ থেকে আঞ্চলিক ভাষায় কড়া সুরে কিছু বলা হলো, আর কোনো আঘাত করা হলো না শনকে। দু'পাশে দাঁড়িয়ে লোক দু'জন টেনে তুললো ওকে। তাদের একজন দ্রুত সার্চ করে হান্টিং-নাইফ, ইমার্জেন্সী প্যাক ও বেল্টটা খুলে নিলো। তারপর পিছু হটলো তারা, রাইফেল দুটো ওর পেটের দিকে তাক করে ধরে আছে।

আলোর উৎসটা ঝাঁকি খেতে শুরু করলো, ওটা নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে একজন। শন দেখলো, লোকটার হাতে ধরা রয়েছে আলোর উৎস, পোর্টেবল ব্যাটল লাইটস, ভারি রিচার্জেবল ব্যাটারির কেসটা পিঠের সাথে বাঁধা। লোকটার সামান্য পিছনে, ছায়ার ভেতর, বুলহর্ন হাতে আরেকজন লোক আসছে। আলোটা চোখ-ধাঁধানো হলেও শন দেখতে পেলো লোকটা লম্বা, একহারা, হাঁটার ভঙ্গিতে বাঘের মতো একটা গর্ব ও জৌলুস আছে। 'বহুকাল পর আবার আমাদের দেখা হলো, কর্নেল কোর্টনি।' কাছাকাছি চলে এসেছে, বুলহর্ন ব্যবহার করার দরকার হলো না, তার গলাটা চিনতে পারলো শন।

'হ্যাঁ, অনেকদিন পর', বললো শন।

'আপনাকে জোরে কথা বলতে হবে।' শনের সামনে থেকে কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে পড়লো লোকটা, সকৌতুকে একটা হাত রাখলো কানের পাশে। 'আপনি জানেন, একটা কানে আমি শুনতে পাই না।'

শনের চোখে ক্ষীণ বিদ্রূপ, ঠোঁটে বাঁকা হাসি।

'কাজটা আমার অসমাপ্ত রাখা ঠিক হয়নি', বললো ও। 'আপনার অপর কানটারও যত্ন নেয়া উচিত ছিলো।'

'অতীত নিয়ে অবশ্যই আমরা আলোচনা করবো', বললো কমরেড চায়না। হাসলো সে, যতোটুকু মনে পড়ে তারচেয়ে বেশি সুদর্শন লাগলো তাকে শনের চোখে। 'কিন্তু কি জানেন, আপনি আমাকে দেরি করিয়ে দিয়েছেন। হেডকোয়ার্টার

থেকে বেশিক্ষণ বাইরে থাকার উপায় নেই আমার। আলোচনা পরে হবে, আমি কথা দিচ্ছি। আপাতত আপনাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে। আমার লোকরা আপনার যত্ন নেবে।'

ঘুরলো কমরেড চায়না, আলোর পিছনে হারিয়ে গেলো। তার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করতে ইচ্ছে করলো ওর। কমরেড চায়না এমন এক প্রকৃতির লোক যার কাছে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করা বোকামি হবে। কোনো রকম দূর্বলতা টের পেলেই সেটার সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করবে সে। 'মূল দলের সাথে শিগীগর দেখা হবে', নিজেকে সান্ত্বনা দিলো ও।

'নিজের চোখেই দেখতে পাবো ক্লডিয়া আর জোব কেমন আছে।'

* * *

একজন সার্জেন্টের অধীনে দশজন গেরিলা থাকলো শনের পাহারায়। বাছাই করা লোক তারা, একহারা ও শক্ত-সমর্থ, শনের দেখা দুঃস্বপ্নের সেই নেকড়েগুলোর মতোই। সময় নষ্ট না করে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়া হলো শনকে এরপর কি করতে হবে। ওকে মাঝখানে নিয়ে ছুটলো তারা দক্ষিণ দিকে। শত্রুরা কেউ ওর সাথে কোনো কথা বললো না। ছুটন্ত পায়ের হালকা শব্দ, নিঃশ্বাসের ফোঁস ফোঁস আর ইকুইপমেন্টের খসখসে আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শোনা গেলো না। রাতের বাতাসে লোকগুলোর ঘামের গন্ধ পেলো শন। এক ঘন্টা ছোটার পর থামার সংকেত দিলো সার্জেন্ট।

একজন গার্ডের বেল্টে বাঁধা পানির বোতলটায় টোকা দিলো শন। লোকটা সার্জেন্টের সাথে কথা বললো শাঙ্গানি ভাষায়। ভাষাটা শন বোঝে, কিন্তু ভান করলো বোঝে না। লোকটার প্রশ্নের উত্তরে সার্জেন্ট বললো, 'দাও, পানি দাও। তুমি জানো ওকে সুস্থ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন *এনকোসি*।'

পানি খেতে খেতে শন ভাবলো, *এনকোসি* মানে নিশ্চয়ই কমরেড চায়না। ওকে সুস্থ রাখার নির্দেশ দিয়ে গেছে সে। খানিকটা স্বস্তি বোধ করলো ও। মাত্র কয়েক মিনিটের বিরতি, তারপর আবার শুরু হলো ছোটা।

ভোর হয়ে গেলো, শন ভাবলো এবার বোধহয় থামবে ওরা, দেখা হবে মূল দলটার সাথে। কিন্তু তারপরও মাইলের পর মাইল পেরিয়ে এলো ওরা, থামার কোনো লক্ষণ নেই সার্জেন্টের মধ্যে। পথের সামনে পায়ের ছাপ খোঁজার চেষ্টা করলো শন, কিন্তু নেই। তারমানে মূল দলটা অন্য কোনো রুট ধরে গেছে।

অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও সতর্ক মনে হলো শনের সার্জেন্ট লোকটাকে। দলের দু'পাশে লোক রেখেছে সে, আশঙ্কা করছে ফ্রেলিমোরা অ্যামবুশ পেতে রেখেছে সামনে কোথাও। তবে যতোটা না জঙ্গলকে ভয় পাচ্ছে সে, তারচেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছে আকাশকে। গোটা দলকে সারাক্ষণ গাছপালার নিচে আড়াল পাবার চেষ্টা করতে দেখলো শন। ফাঁকা জায়গায় বেরুতে বাধ্য হলো কয়েকবার, কিন্তু তার আগে জঙ্গলের কিনারায় দাঁড়িয়ে আকাশটাকে দেখে নিলো ভালো করে। জায়গাটুকু পেরুবার সময় ছোটার গতি বেড়ে গেলো।

প্রথম দিন সকালে টার্বো এয়ারক্রাফট এঞ্জিনের আওয়াজ পেলো শন। অস্পষ্ট, অনেক দূর থেকে ভেসে এলো। আওয়াজটা পাবার সাথে সাথে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নির্দেশ দিলো সার্জেন্ট, পড়িমরি করে আড়াল নিলো সবাই। শনের দু'পাশে একজন করে ট্রুপার শুয়ে থাকলো, এঞ্জিনের আওয়াজ মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ওর মাথা আর মুখ মাটির সাথে চেপে ধরে রাখলো তারা।

ওদের এই বিমান হামলার ভয় দেখে মনে মনে বিস্মিত হলো শন। ওপর যতোদূর জানা আছে, ফ্রেলিমোদের এয়ারফোর্স এতো দুর্বল যে গ্রাহ্য না করলেও চলে। কিন্তু রেনামোদের আচরণ দেখে ঠিক উল্টোটা মনে হচ্ছে।

দুপুরে থামলো ওরা। রান্না করার জন্যে আগুন জ্বাললো একজন ট্রুপার, কাজ শেষ হতেই নিভিয়ে ফেললো। খেতে বসার জন্যে আরো কয়েক মাইল এগিয়ে আবার থামলো ওরা। খাবারের সমান ভাগ দেয়া হলো শনকে। ভুট্টা দিয়ে তৈরি কেক, টিনের মাংস। 'আরো নেবেন নাকি?' শাঙ্গানি ভাষায় শনকে জিজ্ঞেস করলো সার্জেন্ট। শন ভান করলো, তার কথা বুঝতে পারছে না ও। নিজের লোকদের দিকে ফিরে হাসলো সার্জেন্ট, ওই একই ভাষায় বললো, 'ওর সামনে কথা বলতে অসুবিধা নেই।' খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর একজোড়া হাতকড়া বের করলো সে, শন আর নিজের কব্জিতে আটকালো সেগুলো। কয়েকজন লোককে পাহারায় থাকতে বলে বাকি সবাইকে ঘুমোবার নির্দেশ দিলো সে।

শুলো বটে শন, শরীরটা ক্লান্তও, কিন্তু ঘুম এলো না। কমরেড চায়না ওকে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে। একসময় রবার্ট মুগাবের মার্ক্সিস্ট যানলা আর্মির একজন কমিসার ছিলো লোকটা, কিন্তু রেনামোরা কমিউনিস্ট বিরোধী একটা দল, তাদের একজন নেতা হয় কি করে সে? তাছাড়া, কমরেড চায়না ইয়ান স্মিথের রোডেশিয় আর্মির পক্ষ নিয়ে লড়েছে, সীমান্তের এপারে অর্থাৎ আরেক দেশের গৃহযুদ্ধের সাথে তার কি সম্পর্ক? তবে কি চায়না আসলে ভাড়াটে সৈনিক, যুদ্ধটাকে পেশা হিসেবে নিয়েছে? মোজাম্বিকের গৃহযুদ্ধটাকে নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করতে চায়?

তারপর এলো ক্লডিয়ার চিন্তা। কমরেড চায়না ওকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে চায়, তাহলে নিশ্চয়ই ক্লডিয়াকেও বাঁচিয়ে রাখতে চাইবে। কিন্তু ওকে বাঁচিয়ে রাখতে চাওয়ার কারণ কি? সময় হলে ঠিকই জানা যাবে। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লো শন।

ঘুম ভাঙলো পিঠে ব্যথা নিয়ে। শিরদাঁড়ার ওপর মাংস ফুলে উঠেছে ইতিমধ্যে। তবু রেহাই পাওয়া গেলো না, সার্জেন্টের নির্দেশে সন্ধ্যার খানিক আগেই আবার ছুটতে হলো। মাইলখানেক ছোটার পর ব্যথা ও আড়ষ্ট ভাবটুকু দূর হয়ে গেলো, সবার সাথে তাল মেলাতে কোনো অসুবিধা হলো না শনের।

গভীর রাত পর্যন্ত বিরতি না নিয়ে ছুটলো ওরা। খাওয়ার জন্যে থামলো একবার। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলো লোকগুলো, শনের উপস্থিতি গ্রাহ্য করলো না।

'যুদ্ধের সময় লোকটা নাকি সিংহের ভূমিকা পালন করেছে। শোনা কথা, ও নাকি নিজের হাতে *এনকোসির* কান ফুটো করে। শরীরটাও একজন বীরের কিন্তু বুকের ভেতর সাহস? তা-ও কি একজন বীরের?'

'তাহলে পরীক্ষা করে দেখতে হয়', পরামর্শ দিলো একজন।

আবার ছোটা শুরু হলো। আগুনে ভস্মীভূত দুটো গ্রামকে পাশ কাটালো ওরা। শেষ গ্রামটার দিকে হাত তলে ইঙ্গিত করলো শন, জিজ্ঞেস করলো 'রেনামো?'

'নো! নো!' সাথে সাথে প্রতিবাদের সুরে বললো সার্জেন্ট। 'ফ্রেলিমো! ফ্রেলিমো!' তারপর নিজের বুকে হালকা ঘুসি মারলো। 'রেনামো', চেহারায় গর্ব ফুঠে উঠলো। 'আমি রেনামো!'

বাকি সবাই চিৎকার করে উঠলো, 'রেনামো! রেনামো!'

'যাক, ভালো', স্বস্তির হাসি হাসলো শন।

'ফ্রেলিমো। ব্যাঙ ব্যাং, ঠা-ঠা-ঠা!' গুলি করার ভঙ্গি করলো সার্জেন্ট, তার দেখাদেখি বাকি সবাইও শত্রুনিধনের মূক অভিনয় শুরু করে দিলো।

এরপর শাঙ্গানি ভাষায় সার্জেন্ট তার লোকদের জিজ্ঞেস করলো, 'লোকটা ছুটতে পারে, সন্দেহ নেই, মানুষ খুনও করতে পারে বলে শুনেছি, কিন্তু ও কি হেনশও মারতে পারে?'

শাঙ্গানি ভাষায় হেনশও মানে বাজপাখি। গত পাঁচ দিন ধরে ওদের মুখে এই শব্দটা বহুবার শুনেছে শন। প্রতিবার উচ্চারণ করার সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেনো খুঁজছে লোকগুলো, চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠেছে। এখনো ঠিক তাই করলো সার্জেন্ট। 'জেনারেল কমরেড চায়নার অবশ্যই তাই ধারণা,' আবার বললো সে। 'কিন্তু তাঁর ধারণা সত্যি কিনা কে জানে!'

ইতিমধ্যে দলটার সাথে স্বাভাবিক একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে শনের। হাত-ইশারায় ভাব বিনিময়ে করে ও, ওর মূকাভিনয়ে গেরিলারা কৌতুক বোধ করে। বন্দী হলেও, শন লক্ষ্য করেছে, ওর প্রতি লোকগুলোর একটা শ্রদ্ধাবোধ আছে।

এরপর দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু করলো শন। ছোটার গতি ধীরে ধীরে বাড়লো ও। দেখাদেখি সার্জেন্ট ও তার লোকেরাও ওর সাথে তাল মেলাবার জন্যে গতি বাড়ালো। এক সময় শনের গতি দাঁড়ালো ঝড়ের মতো। বললো, 'দেখা যাক কে জেতে।'

'ঠিক আছে', রাজি হলো সার্জেন্ট।

আগেই দলের বাকি লোকজন পিছিয়ে পড়েছে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে তাদেরকে এগিয়ে আসার নির্দেশ দিলো সার্জেন্ট। অল্প সময়ের জন্যে আবার গোটা দল এক হলো। কিন্তু কয়েক মাইল ছোটার পর দেখা গেলো প্রতিযোগিতায় লেগে রয়েছে শনকে নিয়ে মাত্র তিনজন। সার্জেন্টের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছুটছে শন, কিন্তু যখনই গতি বাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলো, দেখাদেখি সার্জেন্টও গতি বাড়িয়ে দিলো। পাহাড়ী পথ খাড়াভাবে উঠে গেছে, প্রথম বাঁকটায় শনকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলো সার্জেন্ট, তবে সরল বিস্তৃতিতে পৌঁছে সার্জেন্টকে পাশ কাটালো শন।

যে যার সর্বশক্তি ব্যবহার করে ছুটছে এখন। একবার সার্জেন্ট এগিয়ে থাকছে, একবার শন। ইতিমধ্যে তৃতীয় লোকটা অনেক পিছিয়ে পড়েছে।

হঠাৎ করে পথ থেকে সরে গেলো শন, লাফ দিয়ে বোল্ডারগুলোকে টপকালো, সামনের বাঁক না ঘুরে সংক্ষিপ্ত রুট ধরে আবার ফিরে এলো পথে, সার্জেন্টের পঞ্চাশ ফুট সামনে। রাগে চিৎকার করে উঠলো সার্জেন্ট, পরের বাঁকের কাছাকাছি পৌঁছে

সে-ও এবার শনের কৌশল অবলম্বন করলো, এগিয়ে থাকা শনকে ধরে ফেললো। এরপর দু'জনেই পথ ছেড়ে সরাসরি চূড়ার দিকে ছুটলো ওরা।

সার্জেন্টকে তিন ফুট পিছনে রেখে চূড়ায় উঠলো শন, পাথুরে মাটির ওপর আছাড় খেয়ে পড়লো, গড়িয়ে দিলো শরীরটাকে। চিৎ হয়ে শুয়ে হাঁপাচ্ছে, ঘন ঘন ওঠানামা করছে বুক। এক মিনিট পর বসলো শন, তাকালো সার্জেন্টের দিকে, চেহারায় অনিশ্চিত ভাব।

হঠাৎ গলা ছেড়ে হেসে উঠলো শন। এক সেকেণ্ড ইতস্তত: করার পর সার্জেন্টও শুরু করলো। দলের বাকি সবাই এসে দেখলো, দু'জনেই ওরা পাগলের মতো হাসছে।

এক ঘন্টা পর আবার শুরু হলো দৌড়। পথ ছেড়ে বোল্ডার টপকে ছুটছে দলটা, শনকে পাশে নিয়ে। দিক বদলে পশ্চিম দিকে যাচ্ছে ওরা।

শন উপলব্ধি করলো, পরীক্ষায় পাস করেছে ও।

* * *

সন্ধ্যার আগেই রেনামোদের স্থায়ী ঘাঁটিতে পৌঁছলো ওরা। ঘাঁটির পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে চওড়া একটা নদী। নদীতে বালির ছোটো ছোটো চর আর বোল্ডার দেখা গেলো, স্রোত তেমন জোরালো নয়। ট্রেঞ্চ আর গুহার মুখে গাছের গুঁড়ি ও বালির বস্তা ফেলে আড়াল তৈরি করা হয়েছে। মর্টার আর হেভী মেশিনগান রয়েছে সারি সারি, উত্তর দিকে মুখ করা। ঘাঁটির পরিবেশ দেখে শনের ধারণা হলো, সম্ভবত গোটা একটা ডিভিশন ঠাঁই নিয়েছে এখানে। নদী ও ডিফেন্স লাইন পেরিয়ে এলো ওরা, শনকে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো ট্রুপাররা। ট্রুপারদের সরিয়ে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো চশমা পরা একজন অফিসার। সার্জেন্ট তাকে স্যালুট করলো, জবাবে অফিসার তার মেরুন রঙের বেরেটে হাতের স্টিকটা ছোঁয়ালো একবার।

'কর্নেল কোর্টনি', চলনসই ইংরেজীতে বললো সে, 'আপনি যে আসছেন তা আমরা জানি, আমাদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। আজ রাতটা আপনি আমাদের সাথে কাটাবেন। অফিসার্স মেসে আপনাকে অতিথি হিসেবে পাবার জন্যে অপেক্ষা করছি আমি।'

সার্জেন্ট সহ দলের সবাই বিস্মিত হলো, শনও কম অবাক হয়নি। জোর করে ধরে এনে এ যেনো জামাই আদর। অফিসারের নির্দেশে সাবান আর তোয়ালে এনে দেয়া হলো শনকে। নদীতে নেমে গোসল করলো শন, কাপড় ধুলো, তারপর ভিজে কাপড় পরেই সার্জেন্টের সাথে ঢুকলো একটা ট্রেঞ্চে, একজন ট্রুপার ওর জন্যে আয়না আর চিরুনি নিয়ে অপেক্ষা করছিল।

অফিসার্স মেসটা মাটির তলায় একটা গুহার ভেতর। টেবিল আর চেয়ার ছাড়া কোনো আসবার নেই। ডিনারে অংশগ্রহণ করলো শনকে নিয়ে মোট তিনজন দু'জন ট্রুপার থাকলো পাহারায়, পরিবেশন করলো অন্য একজন ট্রুপার। মেজর ছাড়াও একজন ক্যাপ্টেনকে দেখলো শন। বড় একটা পাত্রে করে স্টু আনা হলো, সাথে ভুট্টার তৈরি পরিজ, চিংড়ি মাছের কাটলেট, আর বড় একটা কেক। চিউইউই ত্যাগ করার পর এতো ভালো খাবার চোখেও দেখেনি শন। সবশেষে এলো মেটাল ক্যানে ভরা বিয়ার, ক্যানের গায়ে লেখা রয়েছে মেড ইন সাউথ আফ্রিকা।

ডিনারে বসে গল্প জুড়ে দিলো মেজর। কথা বলার ফাঁকে শনকে এটা-ওটা খাবার জন্যে সাধাসাধি করলো। একসময় জিম্বাবুইয়ে স্বাধীনতা প্রসঙ্গ তুললো সে। যুদ্ধ সে-ও করেছে, তবে আয়ান স্মিথের বাহিনীর পক্ষে, কথাটা গর্বের সাথেই বললো। কমরেড চায়নার অন্ধ ভক্ত, এ-কথা জানাতেও ভুললো না। জেনারেল দল বদল করায় সে-ও হারারে ছেড়ে চলে এসেছে মোজাম্বিকে। লোকটার মন জয় করার জন্যে শন বললো, নিজের স্বার্থেই মানুষ যুদ্ধ করে, কাজেই দল বদলের মধ্যে খারাপ কিছু নেই। ওর কথায় ভারি খুশি হলো মেজর। কথা প্রসঙ্গে আরো বললো

শন, রেনামোদের বিরুদ্ধে তার কোনো বিদ্বেষ বা শত্রুতা কখনো ছিলো না, এখনো নেই।

আফ্রিকার এদিকটায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অনেক দিন থেকেই লেগে আছে। কারণটা জানা আছে শনের। জিম্বাবুই পুরোপুরি স্থলবেষ্টিত একটা দেশ, বাইরের দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্যে রয়েছে মাত্র দুটো রেলপথ। একটা দক্ষিণ আফ্রিকার, অপরটা মোজাম্বিকের ভেতর দিয়ে গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে জিম্বাবুইয়ের সম্পর্ক স্বভাবতই ভালো নয়, হারাতে তাই আমদানি রফতানির জন্যে নির্ভর করে মোজাম্বিকের ওপর। দ্বিতীয় রেল পথটা জিম্বাবুই থেকে মোজাম্বিক বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃতও বটে। দক্ষিণ আফ্রিকার সমর্থন নিয়ে রেনামো গেরিলারা সেই রেললাইনের ওপর ঘন ঘন হামলা চালিয়ে ওটাকে অকেজো করে দিচ্ছে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মুগাবে মোজাম্বিকের ফ্রেলিমো সরকারের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলেন। যুদ্ধের পর প্রতিদান দিতে দেরি করেননি তিনি, ফ্রেলিমো গেরিলাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। ফলে পর্তুগীজদের থেকে মুক্তি পেয়েছে মোজাম্বিক। এখন আবার বিপদের দিনে মুগাবে ফ্রেলিমো সরকারের কাছ থেকে সাহায্য নিচ্ছেন, রেলপথটাকে রেনামো গেরিলাদের হামলা থেকে রক্ষা করার জন্যে। রেললাইনটা অকেজো হয়ে থাকায় শুধু যে জিম্বাবুইয়ের আমদানি-রফতানি বন্ধ হয়ে গেছে তাই নয়, বিশ্বব্যাংকও তাদের বরাদ্দ করা ফাণ্ড হস্তান্তর করতে রাজি হচ্ছে না।

রেনামোদের হামলা থেকে রেললাইন বাঁচাবার জন্যে ফ্রেলিমো সরকার সৈন্য মোতায়েন করেছে, কিন্তু তাতে কোনো কাজ হচ্ছে না দেখে জিম্বাবুই সরকার নিজেদের দশ হাজার সৈন্যকে পাঠিয়েছে তাদের সাহায্যে। শন শুনেছে, এই খাতে দৈনিক এক মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করছে মুগাবে সরকার।

বন্দী শনের সাথে রাজনৈতিক কোনো বিরোধ নেই দেখে অত্যন্ত খুশি হলো মেজর। বিদায়ের সময় পরস্পরের সাথে কোলাকুলি করলো ওরা। শনের পকেটে অনেকগুলো বিয়ারের ক্যান ভরে দিলো অফিসার। শাঙ্গানি গার্ডদের কাছে ফিরে এসে বিয়ারগুলো তাদের মধ্যে বিলি করলো শন।

সকালে ওর ঘুম ভাঙালো শাঙ্গানি সার্জেন্ট। ভোর অন্ধকার থাকতে আবার বেরিয়ে পড়লো ওরা। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে ছুটছে। পথে ছোটোখাটো ঘাঁটি দেখলো ওরা। কাল রাতেই মেজরের কাছ থেকে জেনেছে শন, গোটা এলাকায় ছড়িয়ে আছে রেনামোরা। প্রতিটি ঘাঁটিতে লাইট ফিল্ড আর্টিলারি রয়েছে, বালির বস্তা দিয়ে আড়াল করা। গেরিলারা সবাই হাসিখুশি, খাওয়া-পরার কোনো অসুবিধা নেই।

বিকেলের দিকে ট্রেনিং এরিয়ায় পৌঁছুলো ওরা। অল্প-বয়েসী ছেলেমেয়েরাও রাইফেল চালানো শিখছে। একটা লম্বা গুহার ভেতর ব্ল্যাকবোর্ড আর একগাদা

তরুণ-তরুণীকে দেখা গেলো, রণকৌশলের সাথে সাথে রাজনৈতিক দীক্ষাও দেয়া হচ্ছে।

ট্রেনিং এরিয়ার পিছনে ছোটো আকৃতির কিছু পাহাড় দেখা গেলো। কাছাকাছি আসার পর ধরা পড়লো, প্রতিটি পাহাড়ের গোড়ায় পাথর কেটে প্রবেশপথ তৈরি করা হয়েছে। শনের ধারণা করলো, রেনামোদের হেডকোয়ার্টারে চলে এসেছে ওরা। গুহামুখগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে আকাশ থেকে দেখা যাবে না। পাহাড়ের আশপাশে ট্রুপাররা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, থমথম করছে সবার চেহারা, দেখেই বোঝা যায় এরা অভিজ্ঞ সৈনিক।

ওদের কাগজ-পত্র পরীক্ষা করা হলো। প্রবেশ পথ দিয়ে একটা পাহাড়ের ভেতর ঢুকলো ওরা। পাথর কেটে সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে, করিডরে নেমে এলো। সিলিঙে নগ্ন বালব জ্বলছে, দূর থেকে ভেসে আসছে জেনারেটরের মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জন।

তিন-চারবার বাঁক নিয়ে কমিউনিকেশন রুমে ঢুকলো শন। একবার চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারলো, রেডিও ইকুইপমেন্টগুলো অত্যাধুনিক। পুরো একটা দেয়াল জুড়ে সাঁটা রয়েছে উত্তর ও মধ্য মোজাম্বিক প্রদেশের মানচিত্র।

ম্যাপটা খুঁটিয়ে দেখছে শন, ওর এসকর্ট হাত ধরে টান দিলো। কমিউনিকেশন রুম থেকে ছোট্ট একটা প্যাসেজে বেরিয়ে এলো ওরা। সামনে দেখা গেলো পর্দা ঢাকা একটা দরজা। প্রহরীরা পিছনে দাঁড়িয়ে থাকলো, এসকর্ট অনুমতি চাইলো ভেতরে ঢোকার।

ভেতরে ঢুকে হাসলো শন। 'কমরেড চায়না', বললো ও 'কি আশ্চর্য, আপনি!'

'এ ধরনের সম্বোধন অচল হয়ে গেছে, কর্নেল কোর্টনি। এখন থেকে আপনি আমাকে স্যার অথবা জেনারেল বলে ডাকবেন।'

পুরোদস্তুর সামরিক ইউনিফর্ম পরে বড় একটা ডেস্কের ওধারে বসে আছে কমরেড চায়না। কোমরে ঝুলছে হোলস্টার, অষ্টোমেটিক পিস্তলের বাঁটটা আইভরির। বেশ আড়ম্বরের সাথেই মার্কসবাদ থেকে পুঁজিবাদে সরে আসছে লোকটা। 'জানতে পারলাম, রেনামোদের ওপর আপনার নাকি বিশেষ কোনো বিদ্বেষ নেই। শুনে ভালোই লাগলো আমার', চায়নার বলার সুরটা তিক্ত, অস্বস্তি বোধ করলো শন।

জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি জানলেন কি করে?'

ইঙ্গিতে দেয়ালের দিকটা দেখিয়ে দিলো জেনারেল চায়না। ওখানে একটা ভি-এইচ-এফ রেডিও সেট রয়েছে। 'মেজর তাকাউইরার সাথে একটা রাত কাটিয়েছেন আপনি, তাই না? ওটা আমার পরামর্শ ছিলো।'

'আসলে কি ঘটছে, বলবেন কি, জেনারেল? বন্ধু রাষ্ট্র আমেরিকা আর দক্ষিণ আফ্রিকার তিনজন সম্মানিত নাগরিককে আপনি আটক করেছেন কেনো?'

জেনারেল চায়না হাসলো। 'মুখ খুললেই আপনার প্রশংসা করতে হয়। এতো তাড়াতাড়ি মেসেজ পাঠালেন কিভাবে? হ্যাঁ, মার্কিন সরকারের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়েছি আমরা — লিসবনে আমাদের প্রতিনিধির কাছে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। স্বভাবতই তাদের অভিযোগ অস্বীকার করেছি, ভান করেছি এ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না।'

শন কিছু বলার আগে টেলিফোনের রিসিভার তুলে পর্তুগীজ ভাষায় কি যেনো নির্দেশ দিলো জেনারেল চায়না। রিসিভার নামিয়ে রেখে দরজার দিকে তাকালো সে। তার দেখাদেখি শনও।

দু'মিনিট পর পর্দা সরে গেলো, ভেতরে ঢুকলো তিনটে মেয়ে। দু'জন কালো, হাতে এ/কে ফরটিসেভেন রাইফেল। তাদের মাঝখানে পরিষ্কার খাকি শার্ট আর ঢিলোঢালা শর্টস পরা আরেকজন রয়েছে— ক্লডিয়া মনটেরো।

প্রথমেই লক্ষ্য করলো শন, রোগা হয়ে গেছে ক্লডিয়া। মাথায় টান টান হয়ে আছে চুল, পিছনে খোঁপা। রোদে ঝলসে তামাটে হয়ে গেছে চামড়া। মুখটা সরু হয়ে যাওয়ায় চোখ দুটো বিশাল লাগছে। তার চোয়াল আর চিবুক যে এতো সুন্দর, আগে কখনো লক্ষ্য করেনি শন। মেয়েটাকে দেখামাত্র মনে হলো বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড যেনো থেকে গেছে, তারপর আবার দ্রুতবেগে সচল হলো। ' ক্লডিয়া!' ডাক শুয়ে একটা ঝাঁকি খেলো ক্লডিয়ার শরীর, ঝট করে ফিরলো শনের দিকে। সমস্ত রক্ত নেমে গেলো মুখ থেকে, ত্বকের রঙ হয়ে উঠলো ফ্যাকাসে।

'ওহ্, মাই গড', বিড়বিড় করলো ক্লডিয়া। 'এতো ভয় পেয়েছি যে বিশ্বাসই হচ্ছে না...', থেমে গেলো সে, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকলো ওরা, অন্তত দশ সেকেণ্ড এক চুল নড়লো না কেউ। তারপর টলে উঠলো ক্লডিয়ার শরীর, যেনো শনের দিকে এগোতে চাইছে। ওর নাম উচ্চারণ করলো, 'শন।' আসলে অস্পষ্ট, গুড়িয়ে ওঠার মতো শব্দ বেরুলো গলা থেকে। দুটো হাত তুললো সে, মিনতি প্রকাশের ভঙ্গিতে তালু দুটো ওপর দিকে। চোখে ফুটে রয়েছে বেদনা আর শঙ্কা। দু' পা এগিয়ে তার কাছে পৌঁছুলো শন, ওর বুকে আছাড় খেয়ে পড়লো ক্লডিয়া, চোখ বুজে গালটা ওর খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ঘষলো। দু'হাত দিয়ে শনকে জড়িয়ে ধরছে সে, এতো জোরে যে শ্বাস নিতে কষ্ট হলো শনের।

'ডার্লিং', ফিসফিস করলো শন, ক্লডিয়ার চুলে হাত বুলালো। 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মাথাটা পিছিয়ে নিলো ক্লডিয়া, শনের চোখের দিকে তাকালো। ফাঁক হয়ে আছে ঠোঁট, কাঁপছে। মসৃণ ত্বকে আবার রক্ত ফিরে এসেছে। কি এক উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো মুখ, হলুদ টোপাজের মতো চকচক করছে চোখ দুটো।

'তুমি আমাকে ডার্লিং বললে!' ফিসফিস করলো সে।

মাথা নিচু করে তাকে চুমো খেলো শন।

ডেস্কের পিছন থেকে কর্কশ গলায় নির্দেশ দিলো জেনারেল চায়না। 'মেয়েটাকে এবার নিয়ে যাও!'

ক্লডিয়াকে পিছন থেকে ধরলো একজন গার্ড, শনের আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে নিলো তাকে। ছোট্ট একটা চিৎকার বেরিয়ে এলো ক্লডিয়ার গলা থেকে, গা ঝাঁকিয়ে নিজেকে মুক্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করলো। দ্বিতীয় একজন গার্ড কোমরের হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে, তাক করলো শনের বুকে। ক্যানভাসের পর্দা দুলছে, ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে ক্লডিয়ার চিৎকার। 'ইউ বাস্টার্ড', দাঁতে দাঁত চাপলো শন।

'আমার যা জানার দরকার ছিলো তা জেনেছি', সহাস্যে বললো জেনারেল চায়না। 'একজন পেশাদার শিকারীর ওপর এতোটা দুর্বল হওয়ার কথা নয় কোনো ক্লায়েন্টের। মেয়েটার সাথে আপনার সম্পর্ক বোঝা গেলো।'

'আমি আপনার মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেলবো, ওর যদি না কোনো ক্ষতি করেন ওর। আপনার প্রেমিকার ক্ষতি করতে যাবো? এটুকু কি আমি বুঝি যে মেয়েটা অত্যন্ত মূল্যবান একটু ঘুঁটি? আপনিও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আপনার সাথে আমার যে দর কষাকষি হবে, তাতে ওর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকছে?'

নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকলো শন। তারপর বললো, 'ঠিক আছে, চায়না। কি চান আপনি?'

'গুড। এই প্রশ্নটা শোনার জন্যেই এতোক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম আমি। বসুন, কর্নেল কোর্টনি', ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখালো জেনারেল। 'চা দিতে বলি, কেমন?

চা আসার অপেক্ষায় রয়েছে ওরা, ডেস্কের কাগজ-পত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো জেনারেল। খস খস করে কয়েকটা কাগজে সই করলো সে, কয়েক পড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলো। নিজেকে শান্ত করার সময় পেলো শন। একজন ট্রুপার চা নিয়ে এলো, ইতিমধ্যে ডেস্কের কাজ শেষ করেছে জেনারেল।

ওরা একা হওয়ার পর মগে চুমুক দিলো জেনারেল, স্থির দৃষ্টিতে আছে শনের দিকে। 'প্রথমে ব্যাপারটা ছিলো স্রেফ প্রতিশোধ। কারণ আপনি আমার অঙ্গহানি ঘটিয়েছেন', খালি হাতটা দিয়ে কানটা ছুঁলো সে। 'প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছে জাগবে, সেটাই স্বাভাবিক, আশা করি আপনিও তা স্বীকার করবেন।'

কথা বললো না শন।

'আপনি যে চিউইউই কনসেশনে শিকার করছেন, আমি জানতাম। কয়েক বছর আগে লাইসেন্সটা পান আপনি, তখন আমি মুগাবে সরকারের একজন কর্মকর্তা ছিলাম। আপনি জানেন না, শিকার করার অনুমতিটা আপনার অজান্তে আমিই আপনাকে দিই। কেন জানেন? আপনাকে আমি বর্ডারের কাছাকাছি নাগালের মধ্যে রাখতে চেয়েছিলাম, যাতে উপযুক্ত সময়ে প্রতিশোধ নিয়ে পারি।'

মৃদু হাসলো শন। বললো, 'আপনার চরিত্র বড় অদ্ভুত, জেনারেল। আজ কমরেড, পরদিন ক্যাপিটালিস্ট। আজ মার্কসিস্ট সরকারের কর্মকর্তা, কাল রেনামোদের সমরনায়ক।'

'মার্ক্সীয় আদর্শ আসলে কোনোদিনই আমাকে উদ্বুদ্ধ করেনি। আমি মুগাবের সাথে হাত মিলিয়েছিলাম আয়ান স্মিথের সাথে আমার বন্ধুত্বের কথাটা মানুষকে ভুলিয়ে দেয়ার জন্যে।'

'কিন্তু এতো থাকতে রেনামোদের সাথে ভিড়লেন কি মনে করে?'

'কারণ ছাড়া কি কেউ কিছু করে? আমাকে রেনামোদের দরকার, আমারও ওদেরকে দরকার। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতি অনুগত সরকার গঠনে রেনামোদের আমি সাহায্য করছি, দক্ষিণ আফ্রিকা আর মোজাম্বিক এখন জিম্বাবুইয়ের ওপর একযোগে চাপ সৃষ্টি করতে পারবে। ওদের সাহায্য নিয়ে জিম্বাবুইয়ের বর্তমান সরকারকে উৎখাত করতে পারবো আমি। মুগাবে বিদায় নিলে...।'

'এক ঢিলে মুগাবেকেও বিদায় করা যাবে, সেই সাথে জেনারেল চায়না বনে যাবেন প্রেসিডেন্ট চায়না, তাই না? স্বীকার করতে হবে, আপনার স্বপ্নগুলো টেকনিকালার।'

'প্রশংসা করার জন্যে ধন্যবাদ, কর্নেল কোর্টনি।'

'কিন্তু আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে আমার কি সম্পর্ক? বললেন, প্রতিশোধ নিতে চান। তাহলে আমাকে এতো খাতির করা কেন?'

'মধ্য প্রদেশের প্রায় সবটুকু দখল করে নিয়েছি আমরা, রেনামোরা, শুধু বড় শহরগুলো বাদে। খাদ্য উৎপাদনের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি, ফলে ফ্রেলিমোদের নির্ভর করতে হচ্ছে বিদেশী সাহায্যের ওপর। কিন্তু সম্প্রতি একটা ঘটনা ঘটেছে, যে-কারণে পরিস্থিতি আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে।'

'কি ঘটনা?'

চেয়ার ছেড়ে ওয়াল-ম্যাপের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো জেনারেল চায়না। রেনামোদের দখল করা এলাকাগুলো শনকে দেখালো সে। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'অ্যান্টি-গেরিলা অপারেশন সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে। বলুন তো কি সে জিনিস যাকে আমরা সবচেয়ে বেশি ভয় করি?'

ইতস্তত না করে জবাব দিলো শন, 'হেলিকপ্টার গানশিপ।'

ডেস্কের পিছনে ফিরে এসে চেয়ারটায় আবার ধপ করে বসে পড়লো জেনারেল চায়না। 'তিন সপ্তা আগে রাশিয়ানরা ফ্রেলিমোদের পুরো এক স্কোয়াড্রন হিন্দ হেলিকপ্টার সাপ্লাই দিয়েছে।'

মৃদু শব্দে শিস দিল শন। 'হিন্দ! আফগানিস্তানে ওগুলোকে ফ্লাইং ডেথ বলা হয়।'

'এখানে বলা হয় হেনশও — বাজপাখি।'

'কিন্তু আফ্রিকার কোনো এয়াফোর্সের এমন ক্ষমতা নেই যে হিন্দ হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে পারবে।'

'ভাড়াটে টেকনিশিয়ান আর পাইলট আনা হয়েছে। ফ্রেলিমোদের লক্ষ্য ছ'মাসের মধ্যে রেনামোদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে।'

'তা কি পারছে?'

'হ্যাঁ', গম্ভীর সুরে বললো জেনারেল চায়না। 'পারছে। এরইমধ্যে আমাদের নড়াচড়া কমিয়ে দিয়েছে ওরা। কোনো গেরিলা আর্মির যদি নড়াচড়ার সুযোগ না থাকে, ধরে নিতে হবে পরাজয় হয়েছে তাদের। এখানে আমরা গর্তের ভেতর লুকিয়ে আছি ভেড়ার মতো, বীরের মতো নয়। একমাস আগেও যে সাহস আর উৎসাহ ছিলো আমাদের, তার দু'আনাও অবশিষ্ট নেই। সগর্বে সামনে তাকাবার বদলে আতঙ্কে কুঁকড়ে রয়েছে আমার লোকজন, সারাক্ষণ আকাশের গায়ে চোখ বুলাচ্ছে।'

'আমার ধারণা সমাধান একটা আপনি পেয়ে যাবেন, জেনারেল', বললো শন।

'পেয়ে যাবো কি, এরইমধ্যে পেয়ে গেছি', জানালো জেনারেল চায়না। 'সমাধানটার নাম শন কোর্টনি।'

'এক স্কোয়াড্রন হিন্দ-এর বিরুদ্ধে আমি?' হেসে উঠলো শন। 'আমার ওপর আপনার আস্থা দেখে ভালোই লাগছে, তবে দয়া করে আমাকে বাদ দিয়ে চিন্তা করুন।'

মাথা নাড়লো জেনারেল চায়না। 'আপনাকে বাদ দেয়া সম্ভব নয়, কর্নেল কোর্টনি। আপনি যাতে আমার প্রস্তাবে রাজি হন তার ব্যবস্থা আগেই করেছি আপনার ক্লডিয়ার আমার হাতে বন্দী।'

'ঠিক আছে, খুলে বলুন কি চান আপনি।'

'কালো ট্রুপারদের ভাষা বোঝে, গায়ের রঙ সাদা– অর্থাৎ শেতাঙ্গ, এমন একজন লোকের সাহায্য দরকার আমার। আপনাকে ছোট্ট একটা গ্রুপের সাথে কাজ করতে হবে। গ্রুপের সদস্য সংখ্যা হবে, এই ধরুন, দশজন।

'শাঙ্গানি এসকর্ট!' জেনারেল চায়নার চাতুর্য ধরা পড়ে গেলো শনের কাছে। 'সেজন্যেই আমাকে ওদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন আপনি!'

'হ্যাঁ, আমি আশা করেছিলাম আপনি ওদের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারবেন। আপনি আমাকে হতাশ করেননি। ওদের সাথে কথা বলে দেখেছি আমি। কাজটা যতো বিপজ্জনকই হোক, আপনি নেতৃত্ব দিলে ওরা অন্ধের মতো অনুসরণ করবে আপনাকে।'

জেনারেল চায়নার প্রস্তাবে রাজি হবার ভান করছে শন, আসলে পরিস্থিতিটা বোঝার জন্যে সময় পেতে চাইছে ও। 'দশজন শাঙ্গানি যথেষ্ট নয়, আরো দু'জনকে দরকার হবে আমার।'

'জানি। আপনার দু'জন ম্যাটাবেল সঙ্গী', সাথে সাথে রাজি হলো জেনারেল চায়না।

জোব ও ডেডান সম্পর্কে খবর নেয়ার এই-ই সুযোগ। 'কোথায় আছে তারা? সুস্থ তো?'

'সম্পূর্ণ সুস্থ। এখানেই।'

'ওদেরকে আমি দেখতে চাই। কথা বলতে চাই। তার আগে আর কোনো আলোচনা নয়।'

প্রথমে রাজি হলো না জেনারেল চায়না, তবে শনের জেদের কাছে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে হলো তাকে।

'দেখা যখন হচ্ছেই, ওদের বলুন যে বিশেষ একটা কাজে আপনার সাথে তাদেরকেও থাকতে হবে। আপনারা সহযোগিতা করুন, কথা দিচ্ছি, বিনিময়ে আপনাদের সবাইকে আমরা ছেড়ে দেবো।'

'আপনি খুবই দয়ালু', শনের ঠোঁটে কাষ্ঠহাসি।

টেলিফোনের রিসিভার তুলে পর্তুগীজ ভাষায় নির্দেশ দিলো জেনারেল চায়না। 'চুক্তির সবগুলো শর্ত পরে ব্যাখ্যা করবো', শনকে বললো সে। পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলো একজন লেফটেন্যান্ট। 'এই ভদ্রলোককে ম্যাটাবেল বন্দীদের কাছে নিয়ে যাও', নির্দেশ দিলো সে। 'দশ মিনিট কথা বলতে দিয়ো, তারপর আবার এখানে ফিরিয়ে আসবে।'

তিনজন গার্ড পাহাড়ের তলা থেকে চোখ ধাঁধানো রোদে বের করে আনলো শনকে। কাঠের থাম ও কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা প্রিজন ব্যারাক, মাটির তৈরি একটাই মাত্র লম্বা ঘর, গোটা এলাকা ক্যামোফ্লেজ নেট দিয়ে মোড়া। গেটের তালা খুলে দিলো একজন গার্ড, ভেতরে ঢুকলো শন।

ঘরের মাঝখানে বড় একটা চুলো, একটা পাতিলে কি যেনো সেদ্ধ হচ্ছে। দু'দিকে দুটো কম্বল দেখা গেলো, একটায় শুয়ে রয়েছে ডেডান। অপরটায় বসে আছে জোব, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে চুলোর গনগনে আগুনের দিকে। 'আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, বন্ধু', সিনডেবেল ভাষায়, মৃদুকণ্ঠে বললো শন। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো জোব, ধীরে ধীরে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো আনন্দের হাসি।

'আমিও আপনাকে দেখতে পাচ্ছি', বললো সে, তারপর পরস্পরকে আলিঙ্গন করলো ওরা, পরস্পরের পিঠ চাপড়ে দিলো। লাফ দিয়ে দাঁড়ালো ডেডান, দু'কান পর্যন্ত বিস্তৃত হলো হাসি, শনের একটা হাত খামচে ধরলো।

'আপনার এতো দেরি হলো কেন, বাওয়ানা?' জানতে চাইলো জোব। 'তুকুটেলাকে পেয়েছিলেন? আমেরিকান ভদ্রলোক কোথায়? ওরা আপনাকে ধরলো কিভাবে?'

'সব পরে শুনো', বললো শন। 'হাতে অনেক জরুরী কাজ রয়েছে। কমাণ্ডার চায়নার সাথে কথা হয়েছে তোমাদের? ইনলোজেনে ওকে আমরা গ্রেফতার করেছিলাম, চিনতে পেরেছো?'

'হ্যাঁ, কান-কাটা শয়তান। ব্যাটার হাত থেকে আমাদের মুক্তি পাওয়ার উপায় কি, বাওয়ানা?'

'এখুনি কিছু বলা যাচ্ছে না। আমাদেরকে দিয়ে একটা কঠিন কাজ করিয়ে নিতে চায় সে।'

'কি কাজ?' জিজ্ঞেস করলো জোব, পরমুহূর্তে চমকে দরজার দিকে তাকালো সবাইকে সচকিত করে দিয়ে বাইরে হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠলো। ট্রুপাররা চিৎকার করছে, ছোটাছুটির শব্দ ভেসে এলো।

দরজার দিকে ছুটে গেলো শন, উঁকি দিয়ে দেখলো প্রিয়জন ব্যারাকের গেট হাঁ হাঁ করছে, যে-যেদিক পারছে ছুটে পালাচ্ছে গার্ডরা, কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে তাক করছে আকাশের দিকে। ছুটতে ছুটতে হুইসেল বাজাচ্ছে লেফটেনন্যান্ট। 'এয়ার' রেইড', শনের কাঁধের পিছন থেকে বললো জোব। 'ফ্রেলিমো গানশিপ।

এঞ্জিনের আওযাজ পেলো শন, দূর থেকে ভেসে আসছে, অস্পষ্ট। তবে দ্রুত কাছে চলে আসছে হেলিকপ্টার। 'জোব!' তার হাত আঁকড়ে ধরলো ও। 'তুমি জানো কোথায় রেখেছে ওরা ক্লডিয়াকে?'

'ওদিকে', খোলা দরজা দিয়ে হাত বের করে বললো জোব। 'এটার মতোই আরেকটা ব্যারাকে।'

'গেট খোলা, গার্ডরা চলে গেছে', বললো শন। 'পালাবার এই সুযোগ ছাড়া যায় না!'

'আমরা একটা সেনাবাহিনীর মাঝখানে রয়েছি! তাছাড়া হেলিকপ্টারগুলোকে এড়াবো কিভাবে? যাবোই বা কোথায়?'

'তর্ক করো না। এসো আমার সাথে!' গেটের দিকে ছুটলো শন, জোব ও ডেডান অনুসরণ করলো ওকে।

বাইরেটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে, ট্রেঞ্চ ও বাংকারের ভেতর মুখ লুকিয়েছে রেনামোরা। অবশ্য অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গানের পিছনে গানাররা রয়েছে, বালির বস্তার আড়ালে, সবার চোখ আকাশের দিকে। পোর্টেবল আর.পি. জি. রকেট-লঞ্চার নিয়ে একটা নিচু পাহাড়ের দিকে ছুটছে একদল লোক, আকাশের দিকে মুখ করে ওদেরকে পাশ কাটালো। উঁচু জায়গা থেকে গুলি ছুঁড়লে বেশি কাজ দিতে পারে, তবে শন জানে আর.পি.জি. ইনফ্রা-রেড সন্ধানী নয়, মাটি থেকে আকাশের লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত হানার ক্ষমতা ওগুলোর খুবই কম। রেনামোরা নিজেদের নিয়ে এতোই ব্যস্ত যে ওদেরকে খেয়ালই করলো না। শন এমনকি চারদিকে ভালো করে তাকালোও না। সামনে একটা কাঁটাতারের বেড়া দেখতে পেলো ও। মেয়েদের

কারাগারও ক্যামোফ্লেজ নেট দিয়ে মোড়া। দেখে মনে হলো, এখান থেকেও পালিয়েছে গার্ডরা।

জোব আর ডেডান কাঠের একটা থাম ধরে ঝাঁকাতে শুরু করলো, কিন্তু সেটা কখন ধরাশায়ী হবে তারজন্যে অপেক্ষা না করে কাঁটাতারের বেড়া বেয়ে ওপরে উঠে এলো শন। হাতের তালুতে কাঁটা বিঁধলো, ছাল উঠে গেলো হাঁটুর, বেড়ার মাথা থেকে লাফ দিয়ে প্রিজন ব্যারাকের ভেতর নামলো শন। লম্বা ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করলো ও, ' ক্লডিয়া!'

ইতিমধ্যে কাছে চলে এসেছে হিন্দ হেলিকপ্টার, এঞ্জিনের গর্জনে কান পাতা দায়। ঘরের ভেতর থেকে সাড়া দিলো ক্লডিয়া। 'আমি এখানে!'

'দরজার সামনে থেকে সরে যাও!' ছুটে এলো শন, এক পাল্লার কবাটে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারলো। প্রথমবার কিছুই হলো না, শক্ত কাঠের কবাট শুধু কেঁপে উঠলো। পরপর আরো তিনবার কাঁধের ধাক্কা দিয়ে কব্জা ঢিলে করে ফেললে শন। চারবারের বার চৌকাঠ থেকে আলাদা হয়ে গেলো কবাট।

ঘরের এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ক্লডিয়া। ভাঙা দরজা দিয়ে শনকে ঢুকতে দেখে ছুটে এসে ওর বুকে আছড়ে পড়লো। 'কি ঘটছে, শন?'

'আমরা পালাচ্ছি! রোদে বেরিয়ে এসে শন দেখলো, কাঠের একটা থাম ইতিমধ্যে ধরাশায়ী হয়েছে, কাঁটাতারের বেড়া টপকে প্রিয়জন ব্যারাক থেকে বেরুতে ওদের কোনো অসুবিধাই হলো না। 'নদীর দিকে চলো!' নির্দেশ দিলো ও 'যদি ভেসে থাকার উপায় করা যায়, ঘাঁটি ছেড়ে পালাতে পারবো!' ওদের চারদিকে স্মল আর্মসের গুলি হচ্ছে। হেভী মেশিনগান থেকেও বিরতিহীন গুলিবর্ষণ চলছে। তবে সমস্ত শব্দ ছাপিয়ে উঠলো হিন্দ হেলিকপ্টারের গর্জন। শুধু এঞ্জিনের গর্জন নয়, হেলিকপ্টারের নাকে বসানো গাটলিং টাইপ, মাল্টিব্যারেলড্ কামান থেকে অনবরত গোলা বর্ষিত হচ্ছে। কামানগুলোয় ব্যবহার করা হয় ১২.৭ এমএম বুলেট, জানে শন।

নদীর দিকে ছুটছে ওরা, এখনো সামান্য খোঁড়াচ্ছে ক্লডিয়া। এই মুহূর্তে ছোটো একটা জঙ্গলের ভেতর থাকলেও, ওদের সামনে ফাঁকা একটা জায়গা দেখা গেলো। ফাঁকা জায়গাটা ধরে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে রেনামোদের একটা ছোটো দল। আটজন তারা, প্রত্যেকের সাথে একটা করে মোবাইল রকেট লঞ্চার। ছুটছে তারা, আকাশের দিকে মুখ।

রেনামোদের দলটা দু' শো মিটার দূরে, এই সময় ওদের চারধারের মাটি অকস্মাৎ বিস্ফোরিত হলো। অনেক যুদ্ধ দেখেছে শন, কিন্তু এ-ধরনের অভিজ্ঞতা আগে কখনো হয়নি ওর। মাটি যেনো গলে গেলো, মনে হলো তরল পদার্থে পরিণত হয়েছে, ধুলোর কুয়াশা ওখানে টগবগ করে ফুটছে ১২.৭ এমএম কামানোর বিরতিহীন গোলার আঘাতে।

শুধু লোকগুলো নয়, আশপাশের গাছ ও ঝোপগুলো পর্যন্ত ধুলোর ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো। গোলার তুমুল ঝড় থামার পর দেখা গেলো পড়ে রয়েছে শুধু গাছের মাথাহীন কাণ্ড। মাটির চেহারা হয়েছে সদ্য হাল দেয়া জমির মতো, সেই জমিতে ছড়িয়ে রয়েছে লোকগুলোর অবশিষ্টাংশ। দেখে মনে হলো ওদেরকে কোনো মেশিনের সাহায্যে ছিন্নভিন্ন করা হয়েছে।

এখনো ক্লডিয়ার হাতটা শক্ত করে ধরে আছে শন, পথ ছেড়ে লম্বা ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটছে ওরা। মাথার ওপর গাছের ডালপালা থাকায় হেলিকপ্টারের গানার ওদেরকে দেখতে পায়নি। শনের দেখাদেখি জোব ও ডেডানও গাছের আড়ালে চলে এসেছে।

মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেলো একটা হিন্দ, গাছের মগডাল থেকে খুব বেশি হলে পঞ্চাশ ফুট ওপরে। খোলা জায়গাটার ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় হঠাৎ করে সেটাকে পুরোপুরি দেখতে পেলো শন। বিস্ময়ের ধাক্কাটা ঘুসির মতো লাগলো ওকে। এই প্রথম একটা হিন্দ হেলিকপ্টার দেখছে ও, ধারণা করেনি কোনো মেশিন এতোটা কুৎসিত হতে পারে দেখতে। অসম্ভব লম্বা ওটা, প্রায় পঞ্চাশ ফুট।

বিকৃত চেহারার একটা দানবের মতো লাগলো ওটাকে। সবুজ আর খয়েরি রঙ গায়ে, যেনো কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত। আর্মারড গ্লাসের ফুলে থাকা জোড়া বুদবুদ অশুভ চোখের মতো, ওগুলোর চকচকে ভাব দেখে গা শিরশির করে উঠলো শনের। ঘাসের ভেতর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো ও, ক্লডিয়াকে নিজের পাশে শুইয়ে দিয়ে পিঠে একটা হাত রাখলো তাকে আগলাবার ভঙ্গিতে।

গানশিপের বিশাল কাঠামোর নিচে ঝুলে রয়েছে কয়েকটা রকেট পড, ওদের বিহ্বল দৃষ্টি সামনে শূন্যে স্থির হলো মেশিনটা, আধপাক ঘুরলো, কদর্য ও ভোঁতা নাকটা নিচু করে রকেট ছুঁড়লো কয়েকটা।

সাদা ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়লো বাতাসে, নদীর ওপারে লক্ষ্যভেদ করলো, বালির বস্তা দিয়ে আড়াল করা বাংকারগুলো বিস্ফোরিত হলো চোখের পলকে। আগুন, ধোঁয়া আর ধুলোর স্তম্ভ তৈরি হলো কয়েকটা।

গানশিপের রোটর তীক্ষ্ণ আওয়াজ করছে। দু'হাতে কান ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলো ক্লডিয়া। 'ওহ্ গড! ওহ্ গড!'

নতুন টার্গেটের খোঁজে ধীরে ধীরে ঘুরলো হিন্দ, আবার আতঙ্কে কুঁকড়ে গেলো ওরা। ওদের কাছ থেকে সরে গেলো ওটা, নদীর কিনারা ধরে এগোলো, এগোবার পথে সামনে যা পড়লো ধ্বংস করে দিলো সব। 'লেট'স গো!' হিন্দের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠলো শনের চিৎকার, হাত ধরে ক্লডিয়াকে দাঁড় করালো ও। ওর আগে আগে ছুটলো জোব আর ডেডান, গানশিপ কামানের গোলায় চষা জমি নরম আর ঝুরঝুরে লাগলো পায়ের তলায়। লাশগুলোকে পাশ কাটাবার সময় না থেমে একটা আর.পি. জি. লঞ্চার তুলে নিলো জোব, দ্বিতীয়বার সংগ্রহ করলো ফাইবারগ্লাস

ব্যাক-প্যাক-ওটায় রয়েছে আর. পি. জি-তে ব্যবহারযোগ্য ফিন লাগানো তিনটে প্রজেকটাইল। ক্লডিয়া খোঁড়াচ্ছে, ফলে জোব আর ডেডানের চেয়ে প্রায় একশো ফুট পিছিয়ে পড়েছে শন।

নদীর কিনারায় পৌঁছুলো জোব ও ডেডান। পাড়টা খাড়া, পাথরবহুল, কয়েকটা গাছের ডাল পানির ওপর ঝুলে রয়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে শন আর ক্লডিয়ার দিকে তাকালো জোব, চোখে উদ্বেগ, কারণ এখনো ওরা দু'জন ফাঁকা জায়গায় রয়েছে। হঠাৎ বিকৃত হয়ে উঠলো জোবের চেহারা, তীক্ষ্ণস্বরে সাবধান করলো শনকে, ফাইবারগ্লাস প্যাকটা পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে আর.পি. জি-র খাটো ব্যারেলটা কাঁধে তুললো, লক্ষ্যস্থির করলো শনের মাথার ওপর আকাশে।

শন মুখ তুলে তাকালো না, জানে তাকাবার সময় নেই। আওয়াজটা কানে ঢুকলেও, ওটা যে দ্বিতীয় একটা হিন্দ-এর আওয়াজ, — বুঝতে পারেনি ও। ছুটছে ওরা সরু ও শুকনো একটা নালার পাশ ঘেঁষে। চিলের মতো ছোঁ দিয়ে ক্লডিয়াকে দু'হাতে তুলে নিলো শন, তাকে বুকে নিয়ে লাফ দিলো নালায়। ছ'ফুট নিচে নালার তলা, মাটিতে পড়ার সময় মনে হলো দাঁতগুলো সব ভেঙে গেছে। ওরাও নালায় পড়লো, সেই সাথে নালার কিনারা চুরমার হয়ে গেলো কামানের গোলায়। শরীরের নিচে থরথর করে কেঁপে উঠলো মাটি। নালার কিনারা থেকে ধস নামলো, মাটির নিচে চাপা পড়ে গেলো দু'জন, জ্যান্ত কবর হলো। আর্তনাদ বেরিয়ে এলো ক্লডিয়ার গলা চিরে, ধুলো আর মাটির স্তর ভেঙে উঠে বসার জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করলো নিজের সাথে, কিন্তু শন তাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রাখলো। 'স্থির হও, নড়ো না', হিসহিস করে বললো ও। 'পাজী মেয়ে, বিপদ ডেকে আনছো তুমি!' সরে গেলো হিন্দ, আবার ফিরে এলো, সরাসরি নালার ওপর শূন্যে স্থির হলো, ওদেরকে খুঁজছে। কামানের মাল্টি-ব্যারেল ঘোরাচ্ছে গানার।

মাথাটা সামান্য ঘোরালো শন, চোখের কোণ দিয়ে ওপরে তাকালো। ধুলোর ভেতর প্রথমে কিছুই দেখতে পেলো না। ঝাপসা ভাবটা কেটে যেতে দেখলো, ওদের সরাসরি পঞ্চাশ ফুট ওপরে স্থির হয়ে রয়েছে হিন্দ। গানার ওদের, বিশেষ করে ক্লডিয়ার, সাদা চামড়া লক্ষ্য করেছে, সেজন্যেই অন্যান্য টার্গেট গুরুত্ব পাচ্ছে না তার কাছে। শুধু মাটিতে চাপা পড়ায় ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না সে।

'লাগাও, জোব', প্রার্থনার মতো উচ্চারণ করলো শন। 'শয়তানটাকে ফেলে দাও!'

নদীর পাশে নিচু পাহাড়, সেই পাহাড়ের গায়ে রয়েছে জোব। মাটিতে একটা হাঁটু গাড়লো সে। আর.পি.জি. ওর প্রিয় অস্ত্র। ওর কাছ থেকে মাত্র পঞ্চাশ ফুট দূরে শূন্যে স্থির হয়ে রয়েছে হিন্দ।

পাইলটের বুদবুদটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে জোব, বুদবুদের কিনারা থেকে বারো ইঞ্চি নিচে লক্ষ্যস্থির করলো সে, ট্রিগার টেনে দিলো। সাদা ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে

গেলো তার কাঁধ, ছুটে গেলো রকেট, আঘাত করলো স্থির করা লক্ষ্যের কয়েক ইঞ্চি ওপরে, আর্মারড গ্লাস বুদবুদ ঠিক যেখানে ক্যামোফ্লেজড্ মেটাল ফিউজিল্যাজের সাথে মিলিত হয়েছে।

প্রচণ্ড শক্তিতে বিস্ফোরিত হলো রকেট, আঘাতটা কোনো লোকোমোটিভ ট্রেনের এঞ্জিনে লাগলে সহস্র টুকরো হয়ে যেতো সেটা। মুহূর্তের জন্যে হিন্দের সামনেটা শিখা আর ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেলো, উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো জোব, লাফ দিয়ে সোজা হলো, আশা করছে আকাশেই বিস্ফোরিত হবে যন্ত্রদানবটা।

তার বদলে লাফ দিয়ে আরো ওপরে উঠে গেলো হিন্দ, ধোঁয়া সরে যাবার পর চোখ ভরা অবিশ্বাস নিয়ে জোব দেখলো ফিউজিলাজের কোনো ক্ষতিই হয়নি। রঙ করা যন্ত্রটার গায়ে শুধু কালো একটা দাগ ফুটেছে।

জোবের নড়ার শক্তি নেই, দেখতে পেলো হিন্দের কুৎসিত নাকটা তার দিকে ঘুরছে। আর.পি. জি. লঞ্চার ফেলে দিয়ে পাহাড়ের গা থেকে লাফ দিলো সে, বিশ ফুট ওপর থেকে সরাসরি পড়লো পানিতে, পরমুহূর্তে যে গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে ছিলো সেটার সমস্ত ডাল কামানোর গোলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। কামানের গোলা বিশাল করাতের কাজ করলো, বিরাট গাছের মোটা কাণ্ড দু'ফাঁক হয়ে গেলো, শিকড় ছিঁড়ে ঝপাৎ করে পড়ে গেলো পানিতে।

সরে গেলো হিন্দ, ওপরে উঠছে, নদীর কিনারা ধরে রওনা হলো নতুন শিকারের সন্ধানে।

হামাগুড়ি দিয়ে সোজা হলো শন, বাতাসের অভাবে হাঁপাচ্ছে, গলায় ধুলো যাওয়ায় অনবরত কাশছে। 'তুমি ঠিক আছো তো, ক্লডিয়া?' কর্কশ গলায় জানতে চাইলো ও। কয়েক সেকেণ্ড কথা বলতে পারলো না ক্লডিয়া, বালি ঢুকে করকর করছে চোখ, চোখের পানিতে ধুয়ে যাচ্ছে মুখের ধুলো। 'নদীতে নামতে হবে আমাদের।' নালার ওপরে ওঠার জন্যে ক্লডিয়ার হাত ধরে টানলো।

নিচু পাহাড়টার গায়ে উঠে এলো ওরা। 'লাফ দাও!' ক্লডিয়ার পিঠে মৃদু ধাক্কা দিলো শন। ইতস্তত না করে পানিতে লাফিয়ে লাফিয়ে পড়লো সে। তার পা পানি ছোঁয়ার আগে শনও লাফ দিলো।

পানির ওপর মাথা তুললো শন, ওর পাশেই ভেসে রয়েছে ক্লডিয়া মাথা। মেয়েটার মুখের ধুলো ধুয়ে গেছে, চোখে সেঁটে রয়েছে ভেজা ও চকচকে চুল।

দু'জন একসাথে বিশাল গাছটার কাছে পৌঁছুলো ওরা। ডাল আর পাতার আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। গাছের আড়ালে আগেই পৌঁছেছে জোব ও ডেডান। চারজন গা ঘেঁষে থাকলো ওরা, ওদের মাথার ওপর সবুজ পাতার আচ্ছাদন। 'আমার লক্ষ্য ব্যর্থ হয়নি', যেনো নালিশ করলো জোব। 'আমার রকেট সরাসরি ওটার নাকে গিয়ে লাগলো। কিন্তু কিছুই হলো না!'

'টাইটানিয়াম আর্মার প্লেট', হাতের তালু দিয়ে চোখ-মুখ থেকে পানি মুছে বললো শন। 'কনভেনশনাল ফায়ার ওটার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। পাইলটের ককপিট আর এঞ্জিন কমপার্টমেন্ট একেবারে নিরেট। হিন্দকে আসতে দেখলে একটা কাজই করার আছে তোমার, ছুটে পালাও, লুকিয়ে পড়ো', চোখ থেকে ভেজা চুল সরালো ও। 'তবে আমাদের ওপর থেকে লুকিয়ে পড়ো',। 'তবে আমাদের ওপর থেকে গানারের দৃষ্টি সরিয়ে দিয়েছো তুমি। সরাসরি আমাদেরকে লক্ষ্য করে কামান দাগতে যাচ্ছিলো ব্যাটা', সাঁতরে ক্লডিয়ার কাছে চলে এলো শন।

ঠোঁট ফোলালো ক্লডিয়া। 'তুমি আমাকে ধমক দিয়েছো', গলার স্বরে অভিমান। 'রীতিমতো চোখ গরম করে কথা বলেছো। আমাকে তুমি পাজি মেয়ে বলেছো।'

'মরার চেয়ে অপমানিত হওয়া কি ভালো নয়?' নিঃশব্দে হাসলো শন।

মুচকি হেসে ক্লডিয়া বললো, 'স্যার, এটা কি একটা আমন্ত্রণ বা প্রস্তাব? তোমার দ্বারা খানিকটা অপমানিত হতে আমার বোধহয় আপত্তি নেই।'

পানির তলা দিয়ে ক্লডিয়ার কোমরটা একহাতে জড়িয়ে ধরে নিজের দিকে টানলো শন। 'মাই গড, আমরা আর সময় পেলাম না!'

শনের গায়ে সেঁটে এলো ক্লডিয়া। 'তুমি চলে যাবার পরই উপলব্ধি করলাম ব্যাপারটা — অপছন্দ করতে করতে কখন যেনো পছন্দ করে ফেলেছি!'

'আমিও তাই', স্বীকার করলো শন। 'তার আগে পর্যন্ত মনে হয়েছে তোমাকে আমি কোনো দিন সহ্য করতে পারবো না। তারপর টের পেলাম, তোমার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছি আমি।'

'সত্যি?' বিপুল আগ্রহ ও প্রত্যাশা নিয়ে শনের চোখে চোখ রাখলো ক্লডিয়া। 'সত্যি তুমি আমার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিলে? আর একবার বলো না!'

'পরে', ক্লডিয়াকে আলিঙ্গন করলো শন। 'আগে আমাদের বাঁচার চেষ্টা করতে হবে', তাকে ছেড়ে ডালপালার ভেতর দিয়ে জোবের কাছে চলে এলো ও 'পাড়টা দেখতে পাচ্ছো, জোব?'

মাথা ঝাঁকালো জোব। 'দেখে মনে হচ্ছে ফিরে গেছে হিন্দুগুলো। বাংকার থেকে বেরিয়ে আসছে রেনামোরা।'

পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলো শন। নদীর তীর ধরে রেনামো সৈনিকরা সতর্কতার সাথে আসা যাওয়া করছে। 'পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করছে ওরা আমরা যে পালিয়েছি, বুঝতে সময় নেবে। ওদের ওপর চোখ রাখো।'

গাছটার আরেক দিকে চলে এলো শন, থামলো ডেডানের পাশে, নদীর অন্য তীরের দিকে তাকিয়ে আছে সে। 'কি দেখছো, ডেডান?'

'নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত ওরা', বলে একটা হাত তুলে দেখালো ডেডান। নদীর কিনারা ধরে একদল রেনামো স্ট্রেচার নিয়ে ছুটোছুটি করছে, নিহত ও আহত সঙ্গীদের সরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। কামানের গোলায় ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে বালির

বস্তা দিয়ে তৈরি পাঁচিল ও আড়ালগুলো, আরেকদল লোক মেরামত করছে সেগুলো। নদীর দিকে কারো খেয়াল নেই।

স্রোতের সাথে শুধু এই একটা গাছই নয়, আরো অনেক রকম আবর্জনা ভাসছে-খালি তেলের ড্রাম, ডালপালা তক্তা ও বাঁশ। পানিতে শুধু একটা গাছ থাকলে খুব তাড়াতাড়ি সেটা ওদের নজরে পড়তো। 'সন্ধ্যা পর্যন্ত ওদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারলে বাঁচার একটা আশা আছে', বললো শন। 'স্রোতের সাথে ভেসে যাবো ঘাঁটির বাইরে। চোখ খোলা রাখো, ডেডান।'

'জ্বী, স্যার।'

পানিতে যতোটা সম্ভব কম আলোড়ন তুলে ক্লডিয়ার কাছে ফিরে এলো শন। সাথে সাথে ওর দিকে হাত বাড়ালো ক্লডিয়া। 'তুমি আমাকে ছেড়ে এক মুহূর্তের জন্যেও কোথাও যেতে পারবে না!' ফিসফিস করে বললো সে। 'সত্যি, শন? তখন যা বললে?'

'তোমার জন্যে ব্যাকুল হই কিনা?'

'হ্যাঁ?'

'হই।'

শনের হাতটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরলো ক্লডিয়া, চোখ দুটো চকচক করছে। 'আরো ব্যাখ্যা করে বলতে পারো না? আরো সুন্দর ভাষায়? আরেকবার চেষ্টা করে দেখো না, প্লিজ!' তার চেহারায় মিনতি ফুটে উঠলো।

'তোমাকে আমার আশ্চর্য ভালো লাগে। তোমার মতো মেয়ে আগে কখনো দেখিনি আমি।'

'চলবে, তবে আরো কি যেনো শুনতে চাই আমি।'

'তোমাকে আমি ভালোবাসি', স্বীকার করলো শন।

'হ্যাঁ–ঠিক এই কথাটাই শুনতে চাইছিলাম। আমিও ভালোবাসি– তোমাকে।' শনকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলো ক্লডিয়া, জোব আর ডেডানের উপস্থিতি গ্রাহ্যের মধ্যে আনছে না। পানির নিচে দুটো শরীর জোড়া লেগে গেলো।

শনের কোনো ধারণা নেই; কতোক্ষণ ধরে পরস্পরকে আদর করলো ওরা। হঠাৎ বাধা দিলো জোব। 'আমরা তীরের দিকে সরে যাচ্ছি', বললো সে।

সামনে নদীটা বেঁকে গেছে, স্রোতের টানে গাছটা পাড়ের দিকে এগোচ্ছে। পায়ের নিচে ডুবো চরা, লাগাল পেলো শন। 'পা দিয়ে ধাক্কা দাও বালিতে, গভীর পানির দিকে সরে যেতে হবে।' নির্দেশ পালন করলো জোব ও ডেডান, বাঁক ঘুরে স্রোতের মধ্যে পড়লো গাছটা।

কাজটা করতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠলো শন, শান্তভাবে পানি কেটে ওর পাশে চলে এলো ক্লডিয়া, দু'জনের মাথার ওপর সবুজ পাতার ছাউনি। 'শন', বললো সে, তার চেহারা ও গলার স্বর বদলে গেছে। 'কথাটা তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করিনি, আসল

কারণ জবাবটা আমি শুনতে চাই না।' শনকে ছেড়ে দিয়ে বড় করে নিঃশ্বাস ফেললো সে। 'বাবা, আমার বাবা?'

জবাবটা কিভাবে দেবে ভাবছে শন, তার আগে ক্লডিয়াই আবার কথা বললো, 'বাবা তোমার সাথে ফিরে আসেনি, তাই না?'

মাথা নাড়লো শন, ভেজা চুল ওর মুখটা প্রায় ঢেকে রেখেছে।

'বাবা কি তার তুকুটেলাকে পেয়েছিল?' নরম সুরে জানতে চাইলো ক্লডিয়া।

'পেয়েছিলেন', ছোট্ট করে জবাব দিলো শন।

'আমি খুশি', বললো ক্লডিয়া। 'আমি চেয়েছিলাম বাবার জন্যে ওটা হোক আমার শেষ উপহার।' গাছের ডাল ছেড়ে দু'হাত দিয়ে শনের গলাটা জড়িয়ে ধরলো সে, শনের গালে গাল ঠেকালো, যাতে ওর চেহারাটা দেখতে না হয়, তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'আমার বাবা কি মারা গেছেন, শন? বিশ্বাস করার আগে তোমার মুখ থেকে শুনতে হবে আমাকে।'

খালি হাতটা দিয়ে ক্লডিয়াকে শক্ত করে ধরলো শন, উত্তর দেয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিলো। 'ইয়েস, মাই ডার্লিং। রিকার্ডো মনটেরো মারা গেছেন — ঠিক যেভাবে চেয়েছিলেন, একজন পুরুষ মানুষের মতো। তিনি তাঁর হাতিকেও সাথে করে নিয়ে গেছেন। তুমি কি সব কথা শুনতে চাও, ক্লডিয়া?'

'না!' ঘন ঘন মাথা নাড়লো ক্লডিয়া। 'এখন নয়। হয়তো কোনোদিন জানতে চাইবো না। বাবা মারা যাওয়ায় আমার একটা অংশ, আমার জীবনের একটা পরিচ্ছেদ চিরকালে জন্য হারিয়ে গেলো শন।'

ক্লডিয়া তার বাবার জন্যে নিঃশব্দে কাঁদছে, শন তাকে কোনো সান্ত্বনা দিতে পারলো না। ক্লডিয়া ফোঁপাচ্ছে, শনের গায়ে সেঁটে থাকা শরীরটা ঝাঁকি খাচ্ছে গন ঘন। শনকে ধরে ঝুলে আছে সে। তাকে আলতো করে চুমো খেলো শন, ক্লডিয়ার চোখের জল লোনা লাগলো। কিছুক্ষণ পর, ধীরে ধীরে, শান্ত হলো ক্লডিয়া, ধরা গলায় বললো, 'তোমার সাহায্য পাওয়ায় নিজেকে আমি সামলে রাখতে পারছি। তুমি আর বাবা...তোমাদের মধ্যে কতো মিল। তোমার প্রতি এতো আকর্ষণ বোধ করার পেছনে সেটাই বোধহয় প্রধান কারণ।'

'ধরে নিচ্ছি এটা একটা কমপ্লিমেন্ট।'

'কমপ্লিমেন্ট হিসেবেই বলা। বলিষ্ঠ ও কঠিন পুরুষদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করার আমার এই রুচি বাবার অবদান।'

ওদের সাথে ভাসছে, প্রায় নাগালের মধ্যেই, একটা লাশ। বাঘের ছাপ মারার ক্যামোফ্লেজড ড্রেসে বাতাস আটকে থাকায় ফুলে আছে। মুখটা কচি, সম্ভবত পনেরো ষোলো বছরের একটা কিশোর। ক্ষতগুলো পানিতে ধুয়ে প্রায় রক্তশূন্য হয়ে পড়েছে, ওগুলো থেকে ধোঁয়ার মতো লালচে একটা ভাব বেরিয়ে এসে মিশে যাচ্ছে সবুজ পানিতে, তবে ওইটুকুই যথেষ্ট।

প্রথমে অমসৃণ, গিঁটবহুল মাথাগুলো দেখতে পেলে শন, রক্তের গন্ধ পেয়ে স্রোতের সাথে দ্রুত ভেসে আসছে। কুৎসিত নাক থেকে বুদবুদ ও ছোটো ছোটো ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছে, এদিক ওদিক নড়ছে লম্বা লেজ। একজোড়া কুমীর পুরস্কারের লোভে পরস্পরের সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

দুটোর মধ্যে একটা লাশের কাছে পৌঁছে পানি থেকে মাথা উঁচু করলো চোয়াল দুটো যথাসম্ভব ফাঁক হলো, হলুদ উঁচু-নিচু দাঁতের সারি দেখা গেলো ভেতরে, লাশের একটা হাত ঢুকে গেলো চোয়ালের মাঝখানে। মাংসে দাঁত বসার আওয়াজটা পরিষ্কার শুনতে পেলো ওরা, মট্ মট্ করে ভেঙে যাচ্ছে হাড়। গুঙিয়ে উঠে অন্য দিকে তাকালো ক্লডিয়া।

প্রথম কুমীর লাশটাকে পানির তলায় নিয়ে যাবার সময় পেলো না, তার আগেই পৌঁছে গেলো দ্বিতীয় কুমীর। এটা প্রথমটার চেয়ে আকারে বড়। পৌঁছেই বিশাল চোয়াল হাঁ করে লাশের পেট কামড়ে ধরলো। শুরু হলো টানাটানি।

কুমীরের দাঁত এতো ধারালো নয় যে মাংস ও হাড় সরাসরি ভেদ করতে পারে। লাশটাকে চেপে ধরা চোয়ালের ভেতর নিয়ে লেজের সাহায্যে পানিতে মোচড় খেতে লাগলো ওগুলো, চারপাশে ছড়িয়ে পড়লো সাদা ফেনা, লাশটাকে ছিঁড়ে ফেলছে, খুলে নিচ্ছে একটা করে অঙ্গ। হাড় থেকে মাংস ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার শব্দ শুনে রী রী করে উঠলো শনের শরীর।

আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে আবার তাকালো ক্লডিয়া, লাশের একটা বিচ্ছিন্ন হাত মুখে নিয়ে দ্বিতীয় কুমীরটা ঠিক সেই মুহূর্তে পানি থেকে মাথা উঁচু করলো, ঘন ঘন ঢোক গিলে হাতটাকে গলায় ঢোকাবার চেষ্টা করছে। ক্রীম রঙের গলার বাইরেটা ফুলে উঠলো, ভেতর দিয়ে পেটে নেমে যাচ্ছে হাত। পরমুহূর্তে আরো মাংসের আশায় আবার চোয়াল খুললো সে।

লাশের টুকরো-টাকরা নিয়ে লড়াই করছে কুমীর দুটো, ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে ওদের কাছ থেকে। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো শনের বুক থেকে। ক্লডিয়াকে উদ্ধার করার সময় ওর পা ও হাঁটু কেটে-ছিঁড়ে গেছে, রক্তও কম বেরোয়নি। লাশটা ছিলো বলে এ-যাত্রা বেঁচে গেলো ও।

'ঈশ্বর, একি বীভৎস দৃশ্য দেখালে!' বিড়বিড় করলো ক্লডিয়া। 'সারাজীবন ভয় পাবো আমি।'

'এটা আফ্রিকা', তাকে ধরে আছে শন, চেষ্টা করছে সাহস যোগাবার। 'তবে আমি যখন আছি, তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'হবে কি, শন? তোমার কি মনে হয়, এখান থেকে আমরা প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবো?'

মিথ্যে আশ্বাস দিতে রাজি হলো না শনের মন। 'কোনো নিশ্চয়তা দেয়া যাচ্ছে না, ক্লডিয়া।'

বড় করে শ্বাস টানার সময় শরীরটা কেঁপে উঠলো ক্লডিয়ার। শনের বাহুবন্ধের ভেতর থেকেই পিছন দিকে হেলান দিলো সে, সরাসরি ওর চোখে তাকালো। 'দুঃখিত, শন। একটা বাচ্চা মেয়ের মতো আচরণ করছি আমি। তোমাকে আবার পেয়েছি, এতেই আমার ধন্য হওয়া উচিত। এ-জীবনে আর কখনো যদি দেখা না হতো, কি করার ছিলো আমার?' জোর করে হাসলো সে, বোঝাতে চাইলো মনোবল হারায়নি। 'আজকের দিনটা বাঁচি এসো, কেমন? কাল কি হবে ভেবে নাইবা মন খারাপ করলাম।'

'এইতো ঠিক কথা!', পাল্টা হাসলো শন। 'যাই ঘটুক না কেন, এটা সত্য হয়ে থাকবে: ক্লডিয়া মনটেরো নামের আশ্চর্য একটা মেয়েকে আমি ভালোবেসেছিলাম।'

'এবং বিনিময়ে তার ভালোবাসা পেয়েছিলে', বলে শনকে চুমো খেলো ক্লডিয়া। দীর্ঘ চুম্বন, উষ্ণ এবং চোখের পানিতে ভেজা — এর মধ্যে কাম-লোলুপতার ছিটেফোঁটাও নেই, আছে ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি, পরস্পরের প্রতি অঙ্গীকার — ভয়ঙ্কর অনিশ্চিত একটা জগতে এটাই যেনো একমাত্র সত্য ও সঠিক কাজ।

শন এমনকি নিজের শারীরিক উত্তেজনা সম্পর্কেও সচেতন নয়। তারপর হঠাৎ ওর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে বললো ক্লডিয়া, 'আমি তোমাকে এই মুহূর্তে চাই! এখুনি! অপেক্ষা করতে রাজি নই...পারবো না। ওহ্ গড, শন, মাই ডার্লিং, আমরা এই মুহূর্তে বেঁচে আছি ও পরস্পরকে ভালোবাসছি এরচেয়ে মহান ও পবিত্র আর কি হতে পারে? রাত নামার আগেই আমরা মারা যেতে পারি, তাই না? তাহলে কেন পরস্পরকে আমরা বঞ্চিত করবো? আমাকে ভালোবাসো, শন, প্লিজ !'

পাতাবহুল আশ্রয়ের চারদিকে দ্রুত চোখ বুলালো শন। ফাঁক-ফোকর দিয়ে নদীর তীর দেখতে পাচ্ছে ও। রেনামোদের বাংকার ও ট্রেঞ্চ চোখে পড়লো না, নদীর পরে ধরে দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলোর নিচে বালির বস্তা দিয়ে তৈরি কোনো পাঁচিলও নেই। আফ্রিকার বৈকালিক নিস্তব্ধতায় ভারি একটা ঝিমানোর ভাব রয়েছে। ওদের কাছাকাছি রয়েছে জোব ও ডেডান, যদিও ভাসমান গাছের উল্টোদিকে ও আড়ালে, ওদের শুধু মাথার পিছনটা দেখা যাচ্ছে মাঝে মধ্যে। দু'জনেই নদীর পার লক্ষ্য করছে গভীর মনোযোগের সাথে, ওদের দিকে খেয়াল নেই।

ক্লডিয়ার। মধু রঙা চোখ দুটোর দিকে তাকালো শন। তাকে পাবার ইচ্ছে হলো ওরও। ইচ্ছেটা এতোই প্রবল যে নিজেকে বঞ্চিত করার কথা ভাবতে পর্যন্ত সাহস হলো না।

'শন,' আকুল স্বরে ক্লডিয়া বলে, 'আর একবার বলো, তুমি আমাকে ভালোবাসো?'

'ভালোবাসি!' বলে, ক্লডিয়ার ঠোঁটে চুমো খায় শন। জরুরী, উন্মত্ত, কামতপ্ত চুমো।

'তাড়াতাড়ি, শন!' পানির নীচে ক্লডিয়ার হাত ওদের পোশাক ছিঁড়ে ফেলছে। একহাত দিয়ে তাকে ধরে কাপড়গুলো পানিতে ভেসে যাওয়া থেকে ঠেকালো শন।

নিজের বুশ জ্যাকেটের সামনের অংশ খুলে, অন্তর্বাস ছাড়িয়ে নগ্ন, ভেজা শরীরটা চেপে ধরে ক্লডিয়া। ঠান্ডা পানিতে চকচক করছে ওর বুক জোড়া। বৃন্তগুলো দৃঢ়, যেনো পাকা আঙুর ওগুলো।

ক্লডিয়ার খাকি শর্টের বেল্ট ধরে টেনে খুলে ফেলে শন, ক্লডিয়া নিজেও পা ছাড়িয়ে আনে ওটা থেকে। কোমড়ের নীচে পুরো পুরি নগ্ন এখন ও। উন্মত্ততার সাথে শনের ট্রাউজারের সামনের অংশটা খুলে ওর দৃঢ় অঙ্গ বের করে আনে ক্লডিয়া।

'ওহ্ শন!' রুদ্ধশ্বাসে বলে মেয়েটা। 'কি বিশাল! কি দারুণ শক্ত ওটা!'

পানির নীচে হাল্কা আর দ্রুত ওরা। লম্বা পা জোড়া দিয়ে শনের কোমড়ে আঁকড়ে ধরে থাকলো ক্লডিয়া। কিন্তু পানির নীচে কাজটা সহজ হলো না। বারবার পিছলে গেলো শন। এরপর নিজেই নীচু হয়ে শনকে ভিতরে নিয়ে নিলো মেয়েটা। এক মুহূর্তের জন্যে চোখদুটো বড়ো বড়ো হয়ে উঠলো ওর, যেনো ভীষণ কিছু একটা ঘটে গেছে ওর অভ্যন্তরে। ঠান্ডা পানির চরম বিপরীত শনের উন্মত্ততা যেনো আগুন গরম; ওর ভিতরটা ভ'রে গেছে সূর্যালোকে। জোরে গুঙিয়ে উঠে শন।

জোব এবং ডেডান চমকে ফিরে তাকায়। তারপর লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু ক্লডিয়া আর শনের কোনো খেয়াল নেই কিছু নিয়েই।

খুব দ্রুতই শেষ হয়ে গেলো ব্যাপারটা। যেনো ম্যারাথন দৌড় দৌড়েছে– অনবরত হাঁপাচ্ছে ক্লডিয়া।

স্বর ফিরে পেয়ে শন বলে, 'দু:খিত... এতো তাড়াতাড়ি.. মানে..অপেক্ষা করতে পারি নি... তোমার কি..?'

'তোমার অনেক আগেই পেয়েছি আমি,' তৃপ্তির হাসি ক্লডিয়ার ঠোঁটে, 'ঠিক যেনো মোটর গাড়ি একসিডেন্টের মতো– দ্রুত কিন্তু সর্বনাশী!

ক্লডিয়ার পা ও হাত তারপরও অনেকক্ষণ জড়িয়ে থাকলো শনের গায়ে। ফিসফিস করে বললো সে, 'এখন আমি তোমার, আর তুমি আমার। আজ যদি মারাও যাই, আমার কোনো দুঃখ নেই — তোমাকে আমি পেয়েছি।'

'আমার বাঁচার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে দিয়েছো তুমি', ক্লডিয়ার চোখে চোখ রেখে হাসলো শন। 'এবার এগুলো পরে নাও, ডার্কি', কাপড়গুলো ক্লডিয়াকে ফিরিয়ে দিলো ও। 'খবর নিয়ে দেখি বাস্তব দুনিয়ায় কি ঘটছে।'

ডুব সাঁতার দিয়ে জোবের কাছে চলে এলো শন। 'কি দেখছো?' জিজ্ঞেস করলো।

'আমরা বোধহয় ডিফেন্স লাইনকে পিছনে ফেলে এসেছি', বললো জোব, যেনো ইচ্ছে করেই শনের দিকে তাকালো না।

শনের সন্দেহ হলো, ওর আর ক্লডিয়ার কাণ্ডটা জোব বোধহয় টের পেয়ে গেছে। আশ্চর্য, তবু লজ্জা বা বিব্রতকর কোনো অনুভূতি মনে জাগলো না। গভীর ও তীব্র প্রেম এখনো ওকে মাতাল করে রেখেছে, জীবনটাকে সার্থক এবং নিজেকে বিজয়ী মনে হচ্ছে ওর। 'সন্ধ্যার অন্ধকারে গাছটাকে নিয়ে পারে ভিড়বো আমরা', রোলেক্সের ওপর চোখ বুলালো ও। সূর্য ডুবতে এখনো প্রায় দু'ঘন্টা। 'চোখ খোলা রাখো', একই কথা বলার জন্যে ডেডানের পাশে মাথা জাগালো ও।

সূর্য ডোবার মুহূর্তে পানির রঙ দাঁড়ালো গাঢ় গোলাপি। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো শন, তারপর নির্দেশ দিলো, 'এবার পারে ভিড়বো আমরা।'

ভাসমান গাছটাকে তীরের দিকে টেনে আনার চেষ্টা করলো ওরা। গাছটা ভারি, এলোমেলোভাবে ছড়ানো ডালপালা চোখে-মুখে লেগে বাধা দিচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠলো ওরা চারজন।

দিগন্ত থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো সূর্য, অপরিশোধিত তেলের মতো কালচে হয়ে গেলো পানির রঙ। নদীর পাড়ে সার সার দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলোর গাঢ় কাঠামো দেখতে পেলো ওরা। দক্ষিণ তীর এখনো ত্রিশ মিটার দূরে। 'এ-টুকু আমরা সাঁতরে পার হবো', সিদ্ধান্ত নিলো শন। 'সবাই একসাথে থাকো। অন্ধকারে আলাদা হয়ো না। সবাই তৈরি তো?'

এক জায়গায় জড়ো হলো সবাই, একটাই ডাল ধরে আছে প্রত্যেকে। ক্লডিয়ার কব্জি ধরার জন্যে হাত বাড়ালো শন, নির্দেশ দেয়ার জন্যে মুখ খুললো, কিন্তু তারপরই বন্ধ করলো, শোনার জন্যে একপাশে কাত করলো মাথাটা।

হঠাৎ করে সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা চরমার করে দিয়ে ভেসে এলো আউটবোর্ড মটরের আওয়াজ। শব্দ শুনেই বোঝা গেলো, তীরবেগে ছুটে আসছে। 'সেরেছে!' তিক্ত কণ্ঠে বিড়বিড় করলো শন, চোখ চলে গেলো তীরের দিকে। মাত্র ত্রিশ মিটার দূরে হলেও মনে হলো ত্রিশ মাইল।

বাঁকের আড়ালে রয়েছে রেনামোদের পেট্রোল বোট, আওয়াজটা কখনো বাড়ছে কখনো কমছে। রেনামোদের ডিফেন্স লাইনের দিক থেকেই আসছে ওটা। ডালপালার আড়ালে মাথাটা টেনে নিলো শন, ফাঁক দিয়ে দেখলো ওদের পিছনে আলোকিত হয়ে উঠছে তীরের গাছগুলো।

'রেনামো পেট্রোল বোট', বিড়বিড় করলো জোব। 'আমাদের খুঁজছে ওরা।'

শনের হাতটা আরো শক্ত করে ধরলো ক্লডিয়া, আর কেউ কোনো কথা বললো না।

'এখানেই লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করবো আমরা', বললো শন। 'তবু বোধহয় ধরা পড়তে হবে। এদিকে আলো আসতে দেখলেই পানির নিচে ডুব দেবে।'

স্পটলাইটের তীব্র আলোয় নদীর দুই তীর দিনের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। পালা করে আলো ফেলা হচ্ছে। আলোর আভায় জলযান আর ক্রুদের আবছাভাবে দেখতে পেলো ওরা। আঠারো ফুট লম্বা ইয়ামাহা আউটবোর্ড, চিনতে পারলো শন, পঞ্চান্ন ঘোড়ার। সবগুলো লোককে দেখা গেলো না, তবে আট বা নয়টা মাথা গুনলো শন। বো-র কাছে একটা লাইট মেশিন-গান বসানো হয়েছে। পোর্টেবল সার্চলাইট হাতে একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে বোটের মাঝখানে।

এরপর সরাসরি ভাসমান গাছটার ওপর পড়লো সার্চলাইটের আলো। এক সেকেণ্ড ইতস্তত : করে সরে গেলো বটে, তারপরও কয়েক সেকেণ্ড কিছু দেখতে পেলো না ওরা, আলোর তীব্রতায় ধাঁধিয়ে গেছে চোখ। দশ সেকেণ্ড পর আবার ফিরে এলো আলোটা, এবার নড়লো না। শাঙ্গানি ভাষায় কি যেনো একটা নির্দেশ দিলো, শুনতে পেলো শন। ওদের দিকে মুখ ফেরালো বোট, সার্চলাইটের আলো এখনো স্থির হয়ে আছে গাছের ওপর।

চারজনই ওরা পানির তলায় ডুবলো, পানির ওপর ভেসে আছে শুধু নাকের ফুটো।

বোটের হেলমসম্যান বন্ধ করে দিলো এঞ্জিন। কালো রাবারের তৈরি জলযান স্রোতের সাথে ধীরগতিতে ভেসে যাচ্ছে। কাছাকাছি, মাত্র বিশ ফুট দূরে এটা। ডালপালার ভেতর দিয়ে ভেতরে উঁকি-ঝুঁকি মারছে সার্চলাইটের আলো।

মুখের সামনে আড়াল থাকলেও ফাঁক-ফোকর দিয়ে ক্লডিয়ার চামড়া দেখতে পেলে চিনতে ভুল করবে না রেনামোরা। 'মুখ ফিরিয়ে রাখো', বিড়বিড় করলো শন, পানির নিচে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো তাকে। শন নিজেও বোটটার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

'কেউ নেই ওখানে', শাঙ্গানি ভাষায় বললো কেউ।

'চক্কর দাও ওটাকে ঘিরে!' হুকুমের সুরে বললো আরেকজন, শাঙ্গানি সার্জেন্টের গলাটা চিনতে পারলো শন।

বোটের পিছনে সাদা ফেনা ছড়িয়ে পড়লো, গাছটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে রেনামোরা।

বোট ঘুরছে, সেই সাথে আরো ঘন ডালপালার আড়ালে সরে যাচ্ছে ওর চারজন। সার্চলাইটের আলো স্থির হওয়ামাত্র পানির নিচে ডুব দিলো, চেষ্টা করলো নিঃশ্বাস না ফেলার, তারপর আবার মাথা তুললো শ্বাস নেয়ার জন্যে।

বিপজ্জনক লুকোচুরি খেলাটা যেনো অনন্তকাল ধরে চলছে। তারপর একটা গলা শোনা গেলো, 'ধ্যেৎ, কেউ নেই ওখানে। আমরা শুধু শুধু সময় নষ্ট করছি।'

'ভালো করে দেখতে হবে, চক্কর দিতে থাকো', নির্দেশ দিলো সার্জেন্ট। এক মিনিট পর আবার তার গলা পেলো শন, 'গানার, গাছটার মাঝখানে এক পশলা গুলি করো তো দেখি।'

ছ্যাঁৎ করে উঠলো শনের বুক।

ধরা দেয়ার জন্যে চিৎকার করতে যাবে ও, কিন্তু তার সময় পাওয়া গেলো না। তৈরি হয়েই ছিলো গানার, নির্দেশ পাওয়ামাত্র ট্রিগার টেনে ধরলো সে। আর.পি.ডি. লাইট মেশিন-গানের মাজল্ ফ্ল্যাশ ঝলসে উঠলো, ভাসমান গাছের গায়ে প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করলো এক পশলা বুলেট। ওদের মাথার ওপর ডালগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো, ঝরে পড়লো একগাদা পাতা, গাছের ছাল ছিটকে গেলো চারদিকে, ছলকে উঠলো চারপাশের পানি। লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ বুলেটগুলো বাতাস শিস কেটে ছুটে গেলো আরেক দিকে।

ক্লডিয়াকে পানির তলায় টেনে নিয়েছে শন, তবু ওদের মাথার ওপর পানিতে বুলেট লাগার শব্দগুলো শুনতে পেলো। যতোক্ষণ সম্ভব পানির নিচে থাকলো, এক সময় মনে হলো ফুসফুসে কেউ অ্যাসিড ঢেলে দিয়েছে। অবশেষে বাধ্য হয়ে বাতাস টানার জন্যে পানির ওপর মাথা তুলতে হলো ওকে।

শন ও ক্লডিয়া একই সাথে মাথা তুললো। ওদের তিন ফুট সামনে মাথা তুললো ডেডানও। সার্চলাইটের উজ্জ্বল আভায় তার মাথাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। উলের মতো তার কোঁকড়ানো ছোট্ট দাড়ি থেকে পানি ঝরছে, কুচকুচে কালো মুখে চোখ দুটো যেনো আইভরির তৈরি বল, মুখটা হাঁ হয়ে আছে, পান করার ভঙ্গিতে বাতাস টানছে।

বুলেটটা লাগলো তার কানের সামান্য ওপরে। ঝাঁকি খেলো মাথাটা। নিখুঁতভাবে দু'ফাঁক হয়ে গেলো খুলি। নিজের অজান্তে চিৎকার করলো সে, যদিও অস্পষ্ট গোঙানির মতো একটা আওয়াজ বেরুলো শুধু। মাথাটা বুকের ওপর নেতিয়ে পড়লো, পানির নিচে তলিয়ে গেলো শরীর।

দ্রুত হাত বাড়িয়ে ডেডানের একটা বাহু ধরে ফেললো শন, টেনে পানির ওপর তুললো, তা না হলে স্রোতের সাথে ভেসে যেতো। ঘাড়ের ওপর মাথাটা নড়বড় করছে, চোখের তারা উল্টে যাওয়ায় শুধু সাদা অংশটুকু দেখা গেলো।

অস্পষ্ট হলেও, বোটের ক্রুরা ডেডানের গোঙানি শুনতে পেয়েছে। শাঙ্গানি সার্জেন্ট উল্লাসে চিৎকার করলো, নির্দেশ দিলো, 'একটা গ্রেনেড ছোঁড়ার জন্যে তৈরি হও', তারপর ওদেরকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসুন।' আপনাদেরকে দশ সেকেণ্ড সময় দিলাম।'

'জোব, সাড়া দাও', হাল ছেড়ে দিয়ে নির্দেশ দিলো শন। 'বলো বেরিয়ে আসছি আমরা।'

ম্যাটাবেল আর শাঙ্গানিরা পরস্পরের ভাষা বোঝে। চিৎকার করে জোব বললো, আর যেনো গুলি করা না হয়।

ডেডানের শরীরটা পানির ওপর ভাসিয়ে রাখার জন্যে শনকে সাহায্য করলো ক্লডিয়া, তাকে নিয়ে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। আলোয় ধাঁধিয়ে গেলো চোখ, তবে বোট থেকে কয়েক জোড়া হাত লম্বা হলো, ওদেরকে ওপরে উঠতে সাহায্য করলো রেনামোরা।

পানিতে চোবানো বিড়ালছানার মতো কাঁপছে ওরা, বোটের মাঝখানে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকলো। ইতিমধ্যে ডেডানকে শুইয়ে দেয়া হয়েছে, তার মাথাটা নিজের কোলের ওপর তুলে নিলো শন। ডেডানের জ্ঞান নেই কোনো রকমে শ্বাস ফেলছে। ক্ষতটা পরীক্ষা করার জন্যে আলতোভাবে মাথাটা ঘোরালো শন।

এক মুহূর্তের জন্যে কি দেখছে চিনতে পারলো না ও। লম্বা ক্ষতটা থেকে সাদাটে ও চকচকে কি যেনো বেরিয়ে এসেছে।

শনের পাশে হঠাৎ করে থরথর করে কেঁপে উঠলো ক্লডিয়া। কাঁদো-কাঁদো গলায় ফিসফিস করলো সে, 'শন, ওটা ওর...ওটা ওর...।' শব্দটা উচ্চারণ করতে পারলো না সে, তবে এতোক্ষণে শন বুঝে ফেলেছে জিনিসটা কি।

সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় ক্ষতের মুখ গলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে মগজ।

শাঙ্গানি সার্জেন্ট নির্দেশ দিলো, নাক ঘুরিয়ে ফিরতি পথে রওনা হলো বোট।

ডেডানের মাথাটা কোলে নিয়ে ডেকে বসে থাকলো শন। কিছুই করার নেই ওর, শুধু তার কব্জি ধরে ক্রমশ দুর্বল হতে থাকা পালস অনুভব করা ছাড়া। তারপর এক সময় পালস পাওয়া গেলো না আর।

'ও মারা গেছে', বললো শন। জোব কিছু বললো না, মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলো ক্লডিয়া।

অনেকক্ষণ পর রেনামো লাইনে পৌঁছুলো বোট, তখনো ডেডানের মাথাটা কোলে নিয়ে বসে আছে শন। এঞ্জিন বন্ধ হলো, বোট ধাক্কা খেলো তীরে, এতোক্ষণে এই প্রথম মুখ তুললো শন। কেরোসিন ল্যাম্পের আলোয় তীরে দাঁড়ানো মূর্তিগুলোকে ভৌতিক লাগলো ওর।

শাঙ্গানি সার্জেন্টের নির্দেশে দু'জন রেনামো শনের কোল থেকে তুলে নিলে ডেডানের লাশ। নদীর তীরেই, কাদার মধ্যে, কবর দেয়া হলো তাকে। আরেকজন রেনামো শক্ত করে ক্লডিয়ার হাত চেপে ধরে টেনে নিয়ে চললো। নিজেকে ছাড়াবার জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করলো ক্লডিয়া, রেনামো ট্রুপার তার এ/কে তুলে বুকের মাঝখানে বাঁট দিয়ে মারতে গেলো। লাগলো না, ঠিক আগের মুহূর্তে ট্রুপারের হাতটা ধরে ফেললো শন।

'কুত্তার বাচ্চা, আবার যদি ওর গায়ে হাত তুলিস, টেনে ছিঁড়ে আনবো তোর জিভ', শাঙ্গানি ভাষায় হিসহিস করে উঠলো ও। শাঙ্গানি ট্রুপার হকচকিয়ে গেলো, যতোটা না হুমকি তারচেয়ে ভাষাটা অবাক করেছে তাকে। শনের পাশ থেকে গলা ছেড়ে হেসে উঠলো শাঙ্গানি সার্জেন্ট।

'জিভটা বাঁচাতে চাইলে ওর কথা মনে রেখো', ট্রুপারকে বললো সে। শনের দিকে ফিরে নিঃশব্দে মুচকি হাসলো, বললো, 'আপনি তাহলে আমাদের ভাষা জানেন তারমানে আমাদের সব কথাই আপনি বুঝতে পেরেছেন! কথা দিচ্ছি, এ-ধরনের ভুল আর করবো না।'

* * *

ওদের কাপড়চোপড় ভিজে আছে, এলোমেলো হয়ে আছে চুল, ঠাণ্ডায় কাঁপছে সবাই, বন্দী একজন ক্রীতদাসের মতো ঠেলা-গুঁতো দিয়ে বাংকারে ঢোকানো হলো সবাইকে, দাঁড় করানো হলো জেনারেল চায়নার ডেস্কের সামনে। একবার তাকিয়েই টের পেলো শন, লোকটা রাগে ফুঁসছে।

ঝাঁড়া প্রায় এক মিনিট শনের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো জেনারেল চায়না। তারপর বললো, 'মেয়েলোকটাকে আরেক ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়া হবে এখান থেকে অনেক দূরে। আমি অর্ডার না দেয়া পর্যন্ত তার সাথে আর দেখা হবে না আপনার।'

মুখের চেহারা নির্লিপ্ত করে রাখলো শন, তবে তীক্ষ্ণস্বরে প্রতিবাদ জানালো ক্লডিয়া। শনের গায়ের কাছে সরে এসে ওর একটা বাহু আঁকড়ে ধরলো সে, যেনো শাস্তিটা এড়াবার জন্যে আশ্রয় চাইছে। ক্লডিয়ার উদ্বেগ লক্ষ্য করে সন্তুষ্ট হলো কমরেড চায়না, শান্তকণ্ঠে বললো, 'এখন থেকে ওকে আর বিশেষ মর্যাদাও দেয়া হবে না পারে। তাকে রাখাও হবে ছোট্ট একটা মাটির ঘরে, একা।' তার ডেস্কের পিছনে, দেয়াল ঘেঁষে, দাঁড়িয়ে রয়েছে ইউনিফর্ম পরা দুই কালো তরুণী, তাদের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকালো সে।

এবার এগিয়ে এলো মহিলা সার্জেন্ট। ক্লডিয়ার হাত দুটো শোল্ডার ব্লেড পর্যন্ত উঁচু করলো সে, ব্যথায় কঁকিয়ে উঠলো ক্লডিয়া, পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হলো। হ্যাণ্ডকাফ জোড়া ঠিকমতো পরানো হয়েছে কিনা পরীক্ষা করলো সার্জেন্ট। ইস্পাতের বাঁধন ক্লডিয়ার কব্জির ওপর চেপে বসেছে, তবু সন্তুষ্ট হলো না সে। চাবি ঘুরিয়ে বাঁধনটা আরো শক্ত করলো, আবার ককিয়ে উঠলো ক্লডিয়া।

'এতো আঁটো, অসহ্য ব্যথা লাগছে আমার!'

'হ্যাণ্ডকাফ ঢিলে করতে বলুন', চিৎকার করলো শন।

জবাবে এই প্রথম হাসলো জেনারেল চায়না, হেলান দিলো চেয়ারে। 'কর্নেল কোর্টনি, আমি নির্দেশ দিয়েছি, মেয়েলোকটা যাতে পালাতে না পারে। সার্জেন্ট ক্লারারা শুধু তার দায়িত্ব পালন করছে।'

'রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। মাংস কেটে ঘা হয়ে যাবে ওখানে। গ্যাংগ্রিন হলে হাতটা কেটে ফেলে দিতে হবে।'

'সেটা হবে ওর দুর্ভাগ্য', বললো জেনারেল চায়না। 'তবে আমি নাক গলাবো না। যদি না...।'

'যদি না...কি?' দাঁতে দাঁত চেপে জানতে চাইলো শন।

'যদি না আমার সাথে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেয়া হয়। সেইসাথে আপনাকে কথা দিতে হবে, দ্বিতীয়বার পালাবার চেষ্টা করবেন না।'

ক্লডিয়ার হাত দুটোর দিকে তাকালো শন। এরইমধ্যে ওগুলো ফুলতে শুরু করেছে, বদলে গেছে চামড়াও রঙ।

'গ্যাংগ্রিন অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা ব্যাপার। তাছাড়া, বন্দীদের আমরা চিকিৎসার সুবিধে দিতে অভ্যস্ত নই। তেমন কিছু যদি ঘটে, আমরা বড়জোর একটা করাত ধার দিতে পারি, হাতটা কেটে ফেলার জন্যে।'

'ঠিক আছে', ভারি গলায় বললো শন। 'আমি কথা দিচ্ছি।'

'পূর্ণ সহযোগিতা?'

'হ্যাঁ।'

কমরেড চায়নার নির্দেশে হ্যাণ্ডকাফ খানিকটা ঢিলে করা হলো। তারপর বললো সে, 'নিয়ে যাও ওকে।' মহিলা ট্রুপার ও সার্জেন্ট ধরলো তাকে, টেনে হিঁচড়ে দরজার দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

'দাঁড়াও', চিৎকার করলো শন, কিন্তু ওকে তারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনলো না। দরজার দিকে পা বাড়ালো ও, পিছন থেকে দশাসই শাঙ্গানি সার্জেন্ট ওর হাত দুটো শক্ত করে ধরে ফেললো।

দরজার বাইরে থেকে ক্লডিয়ার চিৎকার ভেসে এলো, 'শন! শন!'

'আমি ভালোবাসি তোমাকে!' চিৎকার করে বললো শন, হাত দুটো ছাড়াবার জন্যে ধস্তাধস্তি করছে সার্জেন্টের সাথে। 'চিন্তা করো না, ডার্লিং, সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে মুক্ত করার জন্যে যা করার সব আমি করবো।' কথাগুলো নিজের কানেই ফাঁপা শোনালো। হতাশায় দুর্বল বোধ করলো ও, ঢিল পড়লো পেশীতে।

শনকে ধরা সার্জেন্টের হাত দুটো শিথিল হলো, কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো শন, তারপর জেনারেল চায়নার দিকে তাকালো। 'ইউ বাস্টার্ড!'

'দেখতে পাচ্ছি ঠাণ্ডা মাথায় আলোচনা করার মতো অবস্থায় নেই আপনি', বলে হাতঘড়ি দেখলো জেনারেল চায়না। 'তাছাড়া, রাতও অনেক হয়েছে। আপনাকে শান্ত হওয়ার সুযোগ দেয়া উচিত।' সার্জেন্টের দিকে ফিরলো সে, শাঙ্গানি ভাষায় বললো, 'নিয়ে যাও ওদেরকে', ইঙ্গিতে শন আর জোবকে দেখালো। 'খেতে দাও, শুকনো কাপড় দাও, কম্বল আর চাদর দাও। লক্ষ্য রাখবে, রাতটুকু যাতে ভালো করে ঘুমাতে পারে। কাল সকালে নিয়ে আসবে আমার কাছে।

স্যালুট করলো সার্জেন্ট, ওদেরকে নিয়ে দরজার দিকে এগোলো।

'ওদেরকে দিয়ে কাজ করাবো আমি', পিছন থেকে সতর্ক করলো চায়না 'লক্ষ্য রাখবে, যেনো বহাল তবিয়তে থাকে।'

* * *

একটা বাংকারে শুতে দেয়া হলো ওদেরকে। বিছানায় ছারপোকা ভরা, তবু মড়ার মতো ঘুমালো শন, এমনকি ক্লডিয়ার চিন্তাও ওকে জাগিয়ে রাখতে পারলো না। বাংকারের ভেতর একজন রেনামো ট্রুপার পাহারায় থাকলো। সকালে ওদের ঘুম ভাঙালো শাঙ্গানি সার্জেন্ট। তখনো ভালো করে ভোর হয়নি।

হাতে কিছু কাপড়চোপড় নিয়ে বাংকারে ঢুকেছে সার্জেন্ট, সেগুলো শনের কোলের ওপর ফেলে বললো, 'পরে নিন।'

বিছানায় উঠে বসে গা চুলকাচ্ছে শন। 'তোমার নাম কি?' জানতে চাইলো ও।

'আলফনসো হেনরিক মাবাসা', সগর্বে বললো সার্জেন্ট।

শাঙ্গানি ভাষায় মাবাসা মানে মুগুর। 'শত্রুদের জন্যে লোহার মুগুর আর তাদের স্ত্রীর জন্যে মাংসের মুগুর?' চোখ মটকে জিজ্ঞেস করলো শন, লোকটার সাথে একটা সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়।

শনের প্রশ্ন শুনে আনন্দে ও গর্বে হাসতে শুরু করলো সার্জেন্ট।

শনের দিকে অবাক হয়ে তাকালো জোব। আগে কখনো শন এ-ধরনের আদি রসাত্মক ঠাট্টা করেছে বলে মনে পড়লো না তার। 'বাওয়ানা, ভোর পাঁচটায় আপনার কি মতিভ্রম ঘটলো?'

শন শুনে পেলো, বাংকারের বাইরে মাথা বের করে দিয়ে কৌতুকটা অন্যান্য ট্রুপারদের শোনাচ্ছে সার্জেন্ট আলফনসো।

কাপড়লো পুরানো, তবে পরিষ্কার। শন পরলো বাঘের ছাপ মারা ব্যাটল ড্রেস, সুতী কাপড়ের একটা মিলিটারী ক্যাপও জুটলো কপালে। ডিম, রুটি আর মাখন দিয়ে নাস্তা সারলো ওরা। 'চা কই?' জানতে চাইলো ও।

হেসে উঠে পাল্টা প্রশ্ন করলো সার্জেন্ট আলফনসো, 'আপনি কি এটাকে মাপুটোর পোলানা হোটেল পেয়েছেন?'

ভোর হচ্ছে, ওদেরকে পথ দেখিয়ে নদীর তীরে নিয়ে এলো সে। হিন্দ গানশিপ কাল যে ক্ষতি করে গেছে, অফিসারদের নিয়ে তা দেখতে এসেছে কমরেড চায়না।

'আমাদের ছাব্বিশ জন নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে বাহান্ন জন', শনকে জানালো সে। 'আরো খারাপ খবর হলো, আতঙ্কে পালিয়েছে ত্রিশ জন। এভাবে চলতে থাকলে যুদ্ধ করার মতো থাকবে না কেউ।' ইংরেজীতে কথা বলছে সে, ভাষাটা তার লোকেরা ভালো বলে মনে হলো না। 'যেভাবে হোক, ওই কিলার মেশিনগুলোকে ঠেকাতে হবে।'

'কাল হিন্দগুলোকে অ্যাকশনের মধ্যে দেখেছি আমি', বললো শন। 'ক্যাপটেন জোব আপনাদের আর.পি. জি.-র সাহায্য একটা রকেটও ছুঁড়েছিল, সরাসরি লাগে ওটা।'

আগ্রহের সাথে জোবের দিকে তাকালো জেনারেল চায়না। 'কি ঘটলো?'

'কিছুই ঘটলো না', জবাব দিলো জোব। 'কোনো ক্ষতিই হয়নি।'

'গোটা মেশিনটাই টাইটেনিয়াম আমার প্লেট দিয়ে মোড়া', বললো চায়না। মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালো সে। 'এই সমস্যার সমাধান কি, কর্নেল কোর্টনি? আপনি আমাকে কোনো পরামর্শ দিতে পারেন না?'

'হিন্দকে ঠেকাবার একটাই মাত্র অস্ত্র আছে, আমি যতোদূর জানি', বললো শন। 'আমেরিকানরা কৌশলটা ব্যবহার করে ভালো ফল পেয়েছে আফগানিস্তানে।'

'কি কৌশল?' জানতে চাইলো জেনারেল, তার ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসি।

'ওদের স্টিংগার মিসাইলে কিছু পরিবর্তন আনা হয়, যাতে আমার প্লেট ভেদ করতে পারে। বিস্তারিত কিছু আমি জানি না', শেষ কথাটা তাড়াতাড়ি যোগ করলো ও, জানে নিজেকে একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে জাহির করা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

'ঠিক বলেছেন আপনি, কর্নেল কোর্টনি। মডিফোয়েড স্টিংগারই হলো হিন্দের বিরুদ্ধে একমাত্র অস্ত্র। ওটাই আপনার কাজ, ওই কাজের ওপরই নির্ভর করছে আপনাদের মুক্তি। আমি চাই, আপনি আমাদেরকে কয়েকটা স্টিংগার মিসাইল এনে দেবেন।

নদীর তীরে স্থির পাথর হয়ে গেলো শন, তাকালো জেনারেল চায়নার দিকে, তারপর হাসতে শুরু করলো। 'অবশ্যই, কোনো ব্যাপারই নয়। আপনি কি স্বপ্ন দেখছেন, চায়না?'

হাসলো জেনারেল চায়নাও। 'আপনি বলবেন, স্টিংগার শুধু অ্যাঙ্গোলায় আছে, আর আছে আমেরিকা ও ইউরোপে, এই তো? কিন্তু আপনাকে আমি বলছি, স্টিংগার এখানেই আছে, আমাদের খুব কাছাকাছি ওগুলো শুধু তুলে আনতে হবে আপনাকে।'

মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেলো শনের। 'কি আজেবাজে বকছেন!'

'আমাদের ট্রেনিং ক্যাম্পে হামলা করেছিলেন, মনে আছে, কর্নেল কোর্টনি? ইনলোজেনে?' নিজের অজান্তেই চায়না তার ফুটো কানটা স্পর্শ করলো।

'হামলাটা আপনারা করেছিলেন গ্র্যাণ্ড রীফ থেকে। তখনকার রোডেশিয়ার এয়ারবেস ছিলো ওটা। হ্যাঁ, ওখানে আছে। না, আমি ভুল করছি না।'

'কিন্তু তা কি করে সম্ভব? মার্কসিস্ট মুগাবেকে আমেরিকানরা স্টিংগার দেবে কেন?'

'কেন দেবে সেটা তাদের ব্যাপার, তবে ব্রিটেনের মাধ্যমে দিয়েছে। আমি চাই আপনি জিম্বাবুইয়ে যান, স্টিংগারগুলো আমাকে এনে দেন।'

'এতো কথা আপনি কেমন করে জানেন?'

'ভুলে যাবেন না, আমি জিম্বাবুয়ের মন্ত্রী ছিলাম!'

কয়েক সেকেণ্ড কথা বলতে পারলো না শন। অবশেষে জানতে চাইলো, 'আমি যদি অক্ষমতা প্রকাশ করি গ্রান্ড রীফ থেকে মিসাইল গুলো এনে দিতে?'

'তাহলে আমিও আপনাদের মুক্তি দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করবো।'

'আর বিনিময়ে?'

'যদি স্টিংগারগুলো এনে দেন? মিসাইল পাওয়া মাত্র মিস মনটেরোর হ্যাণ্ডকাফ খুলে দেয়া হবে। তাকে ভালো জায়গায় সরিয়ে আনা হবে, সেখানে দু'একদিন পর পর তার সাথে আপনি দেখাও করতে পারবেন। একান্তে।'

'আমরা ছাড়া পাবো না?'

'পাবেন', বললো কমরেড চায়না। 'আমার আরো একটা কাজ করে দিলে তবে আগে মিসাইলগুলো চাই আমার।'

'আরো একটা কাজ মানে?'

হাত তুলে বাধা দিলো চায়না। 'ব্যস্ত হবেন না। প্রথম কাজটা শেষ করুন, তারপর দ্বিতীয় কাজটার কথা শুনবেন। মিসাইলগুলো আগে। তারপর নতুন করে দর কষাকষি হবে।'

কি বলা যায় ভাবছে শন, জেনারেল চায়না হেসে উঠলো।

'যতো দেরি করবেন, কর্নেল কোর্টনি, ততোই মিস মনটেরোর কষ্ট বাড়বে। মিসাইলগুলো না পাওয়া পর্যন্ত আমি তার হাতের হ্যাণ্ডকাফ খুলবো না। ওটা পরেই খেতে হবে তাকে, হাঁটতে হবে, ঘুমাতে হবে, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে হবে। আমার পরামর্শ হলো, ওগুলো আনার জন্যে এখুনি আপনি প্ল্যান করতে বসে যান। আসুন আমার সাথে।'

ওদেরকে নিয়ে নিজের কমাণ্ড বাংকে ফিরে এলো জেনারেল চায়না। একজন আর্দালি সাথে সাথে কেটলি ভরা চা নিয়ে নিলো। জোবকে নিয়ে জেনারেল চায়নার ডেস্কের পিছনে চলে এলো শন, বড় ওয়াল-ম্যাপের সামনে দাঁড়ালো। মোজাম্বিক ও জিম্বাবুই সীমান্তের প্রতিটি উপত্যকা ও পাহাড় ভালো করে চেনা আছে ওর, ম্যাপ দেখার কোনো দরকার নেই। 'বর্ডার পোস্ট থেকে গ্র্যাণ্ড রীফ এয়ার ফোর্স বেস বিশ কিলোমিটার', বিড়বিড় করে বললো জোব। 'ট্রাকে করে গেলে পনেরো মিনিট লাগবে। হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়।'

'প্ল্যান তৈরি করতে বলেছেন, কিন্তু আপনি কি আমাদের পরিবহনের ব্যবস্থা করতে পারবেন?' ম্যাপে চোখ রেখে জানতে চাইলো শন।

'কিছুদিন আগে জিম্বাবুই সেনাবাহিনীর তিনটে ইউনিমগ ট্রাক দখল করি আমি, কাগজ-পত্র সহ', বললো রেনামে জেনারেল। 'ওগুলো আমরা জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে রেখেছি। আমি চাই আপনারা জিম্বাবুই সৈনিকের ছদ্মবেশ নিয়ে সীমান্ত পেরুবেন।'

'বর্ডার পোস্টে মিলিটারী ট্রাফিক খুব বেশি হবার কথা।'

'হবে', সায় দিলো জেনারেল চায়না।

'আমার সাথে যারা যাবে তাদের প্রত্যেকের জন্যে জিম্বাবুই আর্মির ইউনিফর্ম লাগবে। কিন্তু আমি কি পরবো? ভেতরে ঢোকার পথ করে নিতে হবে আমাদের একটাও গুলি না করে।'

'আমার কাছে একজন ব্রিটিশ ফিল্ড অফিসারের ইউনিফর্ম আছে', নরম গলায় বললো কমরেড চায়না। 'নির্ভেজাল কাগজ-পত্রও আছে।'

'ব্রিটিশ ফিল্ড অফিসার? মানে?'

'তিনমাস আগের কথা। ভিলা ডি ম্যানিকার কাছে আমরা একটা জিম্বাবুই কলামকে আক্রমণ করি। ওদের সাথে একজন ব্রিটিশ অবজারভার ছিলো, বেচারা ক্রসফায়ারে পড়ে মারা যায়। গার্ডস রেজিমেন্টের একজন মেজর ছিলো সে, হারারে দূতাবাসে সামরিক অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিল, অন্তত তার কাগজ-পত্র সেই কথাই বলে। আমার ধারণা ওটা আপনার গায়ে হবে।'

'ঠিক আছে, তা-ও না হয় হলো, একজন ব্রিটিশ মেজরের ছদ্মবেশ নিলাম। কিন্তু তারপর? এয়ারফোর্স বেসের গেটে পৌঁছে বললাম, ঢুকতে দাও, অমনি ওরা আমাদেরকে ঢুকতে দিলো, এরকম কিছু ঘটবে কি?'

'না', শনের সাথে একমত হলো জেনারেল চায়না। 'তা ঘটবে না। সেজন্যেই বেসের ভেতর আমাদের যে লোকটা আছে তাকে আমরা কাজে লাগাবো বলে ভেবেছি। আমার আত্মীয় সে। সিগন্যালে আছে, ওয়ারেন্ট অফিসার, গ্র্যাণ্ড রীফ কমিউনিকেশন সেন্টার-এর সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড। জিম্বাবুই হাই কমাণ্ডের একটা সিগন্যাল নকল করবে সে। মেসেজে বলা হবে, ব্রিটিশ সামরিক অ্যাটাশে স্টিংগার মিসাইলগুলো পরিদর্শনের জন্য আসছেন। তারমানে গেটের গার্ডরা আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করবে।'

'বেসের ভেতরে যদি আপনার লোক থাকে, তার জানার কথা ঠিক কোথায় রাখা হয়েছে স্টিংগারগুলো', বললো জোব।

'জানে বৈকি। তিন নম্বর হ্যাঙ্গারে আছে ওগুলো, বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয়টায়।'

'ভেতরে ঢুকলাম, কিন্তু বেরুবো কিভাবে? স্টিংগারগুলো ট্রাকে তুলবো কিভাবে? আপনি নিশ্চয়ই আশা করছেন না যে জিম্বাবুই সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করবো আমি বা জোব?'

'যুদ্ধ করবেন কি করবেন না, সেটা আপনাদের সমস্যা', গম্ভীর সুরে বললো জেনারেল চায়না। 'নিজের মুক্তির জন্যে মানুষ তো বন্ধুকেও খুন করে, করে না? আপনার বেলায় শুধু নিজের মুক্তির প্রশ্ন নয়, প্রিয়তমার মুক্তির প্রশ্নও জড়িত। তবে,

আপনাকে আমি আরো একটা মূল্যবান তথ্য দিতে পারি, দেখুন হয়তো যুদ্ধ না করেও মিসাইলগুলো এনে দিতে পারবেন।'

'কি তথ্য?'

'বিমানে করে মাঝে মধ্যেই স্টিংগার নিয়ে যাওয়া হয় ওখান থেকে', বললো জেনারেল চায়না। 'আগামী সপ্তায়ও কয়েকটা স্টিংগার নিয়ে যাওয়া হবে বলে খবর আছে আমার কাছে। ঠিক সময়মতো যদি পৌঁছুতে পারেন, লোড করা একটা প্লেন হাইজ্যাক করা আপনার দ্বারা অসম্ভব বলে আমি মনে করি না।'

'হিন্দ বা ফাইটার প্লেন ধাওয়া করবে', বললো জোব।

'তা করবে,' একমত হলো কমরেড চায়না, শনের দিকে তাকালো। 'আপনি একজন দক্ষ পাইলট, আপনার জানা আছে যে হারকিউলিস বিমানের গতি হিন্দের চেয়ে বেশি। ফাইটার প্লেন নয়, আপনারদেকে প্রথমে ধাওয়া করবে হিন্দ, কারণ ফাইটার প্লেনগুলোর অবস্থা খুব সুবিধের নয় ওদের। তাছাড়া, এয়ার বেসটা থেকে রেনামোদের বিরুদ্ধে বেশিরভাগ সময় হিন্দকেই ব্যবহার করা হচ্ছে। খানিকদূর এসে জঙ্গলে নামবেন আপনারা, পাংগুয়ে নদীর তীরে তারপর ট্রাকে তুলবেন মিসাইলগুলো, গিরিখাদের ভেতর ঢুকে পড়বেন। গিরিখাদ থেকে বেরিয়ে আবার জঙ্গলে ঢুকবেন, পৌঁছে যাবেন রেনামো লাইনে।' প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করার সময় ম্যাপের সাহায্য নিলো সে।

এরপর ব্রিটিশ মেজরের ইউনিফর্ম ও কাগজ-পত্র দেখতে চাইলো শন।

ইউনিফর্মটা একটু ঢিলে হলেও, গায়ে দেয়ার মতো। কাগজ-পত্রেও কোনো খুঁত পেলো না শন। মেজর ভদ্রলোকের নাম ছিলো গ্যাভিন ডাফি। তিক্ত হাসি ফুটলো শনের ঠোঁটে। 'এবার, যারা আমার সাথে থাকবে, তাদের দেখতে চাই ওদেরকে আপনার বলে দিতে হবে যে নেতৃত্ব দেবো আমি।'

'আসুন আমার সাথে, কর্নেল কোর্টনি', ওদেরকে নিয়ে বাংকার থেকে বেরিয়ে এলো কমরেড চায়না। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আবার ওরা নদীর কিনারায় এসে দাঁড়ালো।

'সার্জেন্ট আলফনসোর নেতৃত্বে দশজন লোক আছে, কিন্তু বেসে ডাইভারশন্যাল অ্যাটাকের জন্যে আরো বেশি লোক লাগবে আমার', বললো শন। 'অন্তত আরো একটা ডিটাচমেন্ট...।' হঠাৎ চুপ করে গেলো ও, চারদিকে ছুটোছুটি শুরু হয়েছে দেখে।

'হিন্দ!' চিৎকার করলো জেনারেল চায়না। 'টেক কভার!' গাছপালার ভেতর বালির বস্তা লক্ষ্য করে ছুটলো সে। ওখানে একটা ১২.৭ এমএম অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান রয়েছে, জোড়া ব্যারেল। হিন্দের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হবে ওটা, তাই আরেক দিকে ছুটলো শন, অন্য কোনো আড়াল দরকার ওর।

পথের উল্টোদিকে, লম্বা ঘাসের ভেতর, একটা ট্রেঞ্চ দেখতে পেয়ে সেদিকে ছুটলো ও। লাফ দিয়ে ট্রেঞ্চে পড়েছে, জোবের সাথে, এমন সময় আরো একজন ধপাস করে নামলো ভেতরে। ঠিক এই সময় মাথার ওপর চলে এলো হিন্দ গানশিপ।

প্রথম কয়েক সেকেণ্ড লোকটাকে চিনতে পারলো না শন। লোকটা বললো, 'আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, বাওয়ানা।'

'তুমি! মাতাউ!' দেখেও যেনো বিশ্বাস হচ্ছে না শনের। 'তোমাকে না আমি চিউইউয়ে ফেরত পাঠিয়েছিলাম? এখানে তুমি কি করছো?'

'আপনার হুকুম মতো চিউইউয়ে গিয়েছিলাম, বাওয়ানা', এক গাল হেসে বললো মাতাউ। 'তারপর আপনার খোঁজে আবার ফিরে এসেছি।'

'কেউ দেখেনি তোমাকে?' সোয়াহিলি ভাষায় জানতে চাইলে শন। 'রেনামোদের ঘাঁটির ভেতর দিয়ে হেডকোয়ার্টারে ঢুকে পড়েছো, কারো চোখে ধরা না পড়ে?'

'মাতাউ কখনো কারো চোখে ধরা পড়ে না, যদি না সে ধরা পড়তে চায়।'

ওদের নিচে থরথর করে কেঁপে উঠলো মাটি, রকেট আর অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গানের বিরতিহীন আওয়াজের মধ্যে পরস্পরের উদ্দেশ্যে চিৎকার করতে হলো ওদেরকে। 'কতোক্ষণ আগে এসেছো তুমি এখানে?' জানতে চাইলো শন।

'কাল', বললো মাতাউ, চেহারায় ক্ষমাপ্রার্থনার ভাব। মাথার ওপর আঙুল খাড়া করলো সে। 'কাল ওই মেশিনগুলো যখন হামলা করলো, এখানেই ছিলাম আমি। দেখলাম, নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আপনারা। নদীর কিনারা ধরে আপনাদের পিছু নিই, দেখলাম একটা গাছকে আপনারা বোট হিসেবে ব্যবহার করছেন। একবার ভাবলাম আমিও লাফ দিই পানিতে, কিন্তু কুমীরের ভয়ে...।'

'তুমি জানো মেমসাহেবকে কোথায় নিয়ে গেছে ওরা?'

'কাল রাতে নিয়ে যেতে দেখেছি', ক্লডিয়ার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ দেখালো না মাতাউ। 'কিন্তু আমি ঠিক করি, আপনার জন্যে অপেক্ষা করবো।'

'কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে খুঁজে বের করতে পারবে?' জানতে চাইলো শন।

'আপনি জানেন, এ-ধরনের কাজ মাতাউর জন্যে কোনো সমস্যা নয়', দাঁত বের করে হাসলো মাতাউ। 'আফ্রিকার যেখানেই নিয়ে যাক, আমি ঠিকই পৌঁছে যাবো সেখানে।'

পকেট থেকে নোটবুক আর পেন্সিল বের করে ক্লডিয়ার উদ্দেশ্যে দু'লাইন লিখলো শন। প্রথমে ভালোবাসার কথা জানালো। তারপর লিখলো, ধৈর্য হারাবে না, নিজেকে সুস্থ রাখো, আমি তোমাকে ঠিকই মুক্ত করবো। কাগজটা ছিঁড়ে

মাতাউর হাতে ধরিয়ে দিলো। 'এটা তাকে দেবে। তারপর ফিরে আসবে আমার কাছে।'

কাগজটা ভাঁজ করে লেংটির কোঁচায় গুঁজে রাখলো মাতাউ, সাগ্রহে তাকিয়ে থাকলো শনের দিকে, আরো যেনো কি শুনতে চায়।

'আমি যে ঘরে কাল রাতে শুয়েছিলাম, ওটা দেখেছো?' জিজ্ঞেস করলো শন।

'আজ সকালে ওটা থেকে আপনাকে বেরুতে দেখেছি।'

'ওখানে দেখা করবে আমার সাথে, ডাকাতের দল যখন ঘুমিয়ে থাকবে।' আকাশের দিকে তাকালো শন। হামলাটা তীব্র হলেও বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। এঞ্জিন আর গোলাগুলির আওয়াজ দূরে সরে যাচ্ছে, তবে ধুলো আর ধোঁয়ার মেঘ ভাসছে এখনো ওদের ট্রেঞ্চের ওপর।

'এবার তুমি যাও, মাতাউ', বললো শন। সাথে সাথে লাফ দিয়ে সোজা হলো মাতাউ, তার একটা হাত ধরে মৃদু চাপ দিলো শন। হাতটা বাচ্চা ছেলের মতো সরু। 'দেখো, ওদের হাতে ধরা পড়ো না', সোয়াহিলি ভাষায় সাবধান করে দিলো।

মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলো মাতাউ, যেনো শনের উদ্বেগ দেখে কৌতুক বোধ করছে সে। আরেক লাফে ট্রেঞ্চের কিনারায় উঠলো সে, চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলো শন, মাতাউকে সরে যাবার সময় দিলো, তারপর জোবকে নিয়ে বেরিয়ে এলো ট্রেঞ্চ থেকে। শেল আর রকেটের আঘাতে আশপাশের গাছপালা ন্যাড়া হয়ে গেছে, নদীর ওপারে দাউদাউ করে জ্বলছে একটা অ্যামুনিশন স্টোর, ভেতরে বিস্ফোরিত হচ্ছে আর.পি. জি. রকেট আর ফসফরাস গ্রেনেড, আকাশের দিকে খাড়া হয়ে রয়েছে সাদা ধোঁয়ার স্তম্ভ।

ওদের সাথে মিলিত হবার জন্যে। সরু পথ ধরে হেঁটে আসতে দেখা গেলো জেনারেল চায়নাকে, তার ইউনিফর্মে ধুলো-বালি লেগে রয়েছে।

'এখানে আমাদের পজিশন পুরোপুরি অরক্ষিত হয়ে পড়েছে', বললো সে, রাগে লালচে হয়ে উঠেছে তার কালো চেহারা। 'যখন ইচ্ছে হামলা চালাচ্ছে ওরা, অথচ কিছুই আমরা করতে পারছি না।'

'আপনার উচিত লোকদের নিয়ে হিন্দগুলোর রেঞ্জের বাইরে চলে যাওয়া।'

'তা সম্ভব নয়', মাথা নাড়লো কমরেড চায়না। 'তার অর্থ দাঁড়াবে, রেললাইনের ওপর দখল বজায় রাখতে সমর্থ নই আমরা। মেইন রোডগুলোও অরক্ষিত হয়ে পড়বে ফলে ফ্রেলিমো পদাতিক বাহিনী আক্রমণ করতে উৎসাহী হয়ে উঠবে।'

'সেক্ষেত্রে পড়ে পড়ে মার খান', কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো শন।

'মিসাইলগুলো এনে দিন আমাকে, হিস হিস করে বললো চায়না। 'যতো তাড়াতাড়ি পারেন।' ওদেরকে পাশ কাটিয়ে হন হন করে এগোলো সে। তার পিছু

নিয়ে নদীর তীরে, বাংকার কমপ্লেক্সে চলে এলো শন ও জোব। চল্লিশজন রেনামো, পুরো এক কোম্পানী গেরিলা, প্যারেড গ্রাউণ্ডে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে। বোঝা গেলো, আগেই ওদেরকে জড়ো হবার নির্দেশ দিয়েছিল জেনারেল চায়না। প্রথম সারিতে সার্জেন্ট আলফনসো ও তার শাঙ্গানি গেরিলাদের দেখতে পেলো শন। এগিয়ে এসে কমরেড চায়নাকে স্যালুট করলো সার্জেন্ট।

সংক্ষেপে গেরিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলো জেনারেল চায়না। জানালো, বিশেষ একটা অপারেশনে শন কোর্টনির নেতৃত্ব মেনে নিতে হবে তাদেরকে। গেরিলারা কেউ কোনো কথা বললো, না, ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থাকলো শনের দিকে। হাসি দেখা গেলো শুধু শাঙ্গানি সার্জেন্টের মুখে।

* * *

সেদিনই শনের দেয়া তালিকা অনুসারে গেরিলা দলটাকে অস্ত্র সরবরাহ করা হলো, পরার জন্যে দেয়া হলো জিম্বাবুই সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম। কমিউনিকেশন রুমে বসে প্ল্যান করতে বসলো ওরা — জেনারেল চায়না, সার্জেন্ট আলফনসো ও শন। পরদিন সকালে রেইডিং পার্টির প্যারেড অনুষ্ঠিত হলো, পরিদর্শক হিসেবে থাকলো জেনারেল চায়না। গেরিলাদেরকে অপারেশনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিলো শন। এক ঘন্টা পর ওর নেতৃত্বে রওনা হলো দলটা।

প্রত্যেকের সাথে ভারি বোঝা রয়েছে, তবু সার্জেন্ট আলফনসো সবাইকে দৌড়াতে বাধ্য করলো। রাত নামার আগেই রেনামো লাইন ছেড়ে শত্রু এলাকায় ঢুকে পড়লো ওরা। ফ্রেলিমোদের এলাকা, ঝাঁকের আকৃতি বদল করার নির্দেশ দিলো শন। রাতভর চলার মধ্যে থাকলো ওরা, দশ মিনিট পর পর দু'মিনিটের বিশ্রাম। ভোর হবার আগে প্রায় চল্লিশ মাইল পেরিয়ে এলো। আর কয়েক মাইল এগোলেই একটা উপত্যকা পাওয়া যাবে, সেখানেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে রেনামোদের দখল করা ইউনিমগ ট্রাকগুলো।

কিন্তু উপত্যকায় পৌঁছুনোর আগেই আকাশে হিন্দ গানশিপ দেখা গেলো। গানাররা দেখতে পায়নি, লম্বা ঘানবনে গা ঢাকা দিয়েছে ওরা। এই সময় শনের পাশে উদয় হলো জাদুকর মাতাউ।

'মেমসাহেবের সাথে দেখা করেছো?' জানতে চাইলো শন।

'মেমসাহেবকে খুব খারাপ অবস্থায় রাখা হয়েছে। তিনি শুধু কাঁদছেন।'

'কোথায় রাখা হয়েছে তাকে?'

'যেখানে পৌঁছুতে হলে নদীর উজান পথে, বারো ঘন্টা হাঁটতে হবে। আরো অনেক মেয়েকে বন্দী করে রাখা হয়েছে, তবে মেমসাহেবকে রাখা হয়েছে ছোট্ট একটা মাটির খুপরিতে, একা। খুপরির ভেতর ছুঁচোদের বসবাস। হাতে হ্যাণ্ডকাফ থাকায় সেগুলোকে তিনি তাড়াতে পারছেন না।

গম্ভীর হলো শন। 'চিঠিটা তাকে দিয়েছো?'

'ঘর থেকে চব্বিশ ঘন্টায় মাত্র একবার বের করা হয় মেমসাহেবকে। বাথরুম সারার জন্যে জঙ্গলে বসতে দেয়া হয়।' অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে মাথা নাড়লো মাতাউ। 'না, হ্যাণ্ডকাফ খোলা হয় না। তাকে শুধু শুকনো রুটি খেতে দেয়া হয়, পানি দেয়া হয় না। বাথরুম সারার জন্যেও পানির কোনো ব্যবস্থা নেই। জঙ্গলে বসার জন্যে যাচ্ছিলেন, তখন আমি তাঁর সাথে দেখা করে চিঠিটা দিই।'

'কেউ তোমাকে দেখেনি?'

'মাতাউকে কেউ দেখতে পায় না, যদি না মাতাউ কাউকে ইচ্ছে করে দেখা দেয়।'

আবার এঞ্জিন ও রোটরের আওয়াজ পেলো শন, রেনামো লাইনের ওপর হামলা সেরে ফিরে আসছে হিন্দগুলো। কাছে এসে আবার দূরে সরে গেলো শব্দটা, দক্ষিণ দিকে। হিন্দের রেঞ্জ খুব বেশি নয়, ভাবলো ও, নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও

থেকে টেক-অফ করে ওগুলো। 'মাতাউ, ওগুলোর আস্তানা খুঁজে বের করতে পারবে তুমি?' জানতে চাইলো ও।

'খোজাখুঁজির কাজে মাতাউর জুড়ি নেই।'

'যাও তাহলে', নির্দেশ দিলো শন। 'জায়গাটা বার করো খুঁজে। ওখানে ট্রাক থাকবে, কড়া পাহারা থাকবে। দেখো, ধরা পড়ো না।'

ঘাসবনে সোজা হলো মাতাউ, তার কাঁধে একটা হাত রাখলো শন। 'জায়গাটা খুঁজে পেলে জেনারেল চায়নার ক্যাম্পে চলে যাবে তুমি, পাঙ্গুয়ে নদীর কাছে। ওখানে তোমার সাথে আমার দেখা হবে।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে ক্যাঙ্গারুর মতো লাফ দিলো মাতাউ, হারিয়ে গেলো ঘাসবনের ভেতর। মাতাউ চলে যেতেই ক্লডিয়ার কথা মনে পড়লো শনের। তার ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। কিন্তু কিছুই করার নেই ওর।

'আরেকটু ধৈর্য ধরো, ডাকি', বিড়বিড় করলো শন। 'আমি অবশ্যই তোমার কাছে ফিরবো — যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

* * *

ট্রাকগুলো অক্ষত অবস্থাতেই পাওয়া গেলো। সামনের ট্রাকটায় থাকলো জোব, মাঝখানেরটায় আলফনসো, একজন শিক্ষানবিশকে নিয়ে পিছনেরটায় শন। দিনের বেলা ট্রাক চালাতে তেমন কোনো অসুবিধা হলো না, তবে রাতে এগোবার গতি কমে গেলো, ফ্রেলিমোদের ভয়ে হেডলাইট জ্বালতে নিষেধ করলো শন।

একটা শুকনো নালার তলা ধরে এগোচ্ছে ওরা। মাঝরাতের দিকে নালা থেকে উঠে এলো তিনটে ট্রাক। ঘুরপথে এগোলো ওরা, সীমান্ত পেরুলো ভোর রাতের দিকে, জিম্বাবুই সৈনিকদের টহল এড়িয়ে। সীমান্ত থেকে আট মাইল ভেতরে ছোট্ট একটা শহর উমতলী, ওখানকার একটা বার-এ দেখা হবার কথা জেনারেল চায়নার ভাগ্নে কুথবার্টের সাথে।

কুথবার্টে প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য ও পাসওয়ার্ড যোগান দিলো ওদেরকে, কিন্তু ধরা পড়ার ভয়ে ওদের সাথে থাকতে চাইলো না। বার-এ দশ বারোটা মেয়েকে পাওয়া গেলো, এয়ার ফোর্স বেসের দিকে রওনা হবার সময় তাদেরকে নিজের ট্রাকে তুলে নিলো আলফনসো। এরা সবাই কলগার্ল, সৈনিকদের মনোরঞ্জন করার অভিজ্ঞতা আছে।

কুথবার্টের দেয়া তথ্যগুলো সত্যি বলেই মনে হলো শনের। বেস-এর বাইরে থেকেই দেখতে পেলো ও, একটা দাঁড়িয়ে রয়েছে হ্যাঙ্গারের সামনে। হ্যাঙ্গার থেকে বেরিয়ে এসে হারকিউলিসের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে ট্রাক। তারমানে স্টিংগার মিসাইল লোড করা হচ্ছে।

বিমান ঘাঁটিতে সশস্ত্র সৈনিকরা ঘোরাফেরা করছে। তাদের দৃষ্টি অন্য দিকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে ঘাঁটিতে পিছন দিকে চলে গেলো আলফনসো। আগে থেকে ঠিক করা নির্দিষ্ট সময়ে ঘাঁটির গেটে হাজির হলো শন ও জোব, নিজেদের ট্রাক নিয়ে। ইতিমধ্যে শিক্ষানবিশ ড্রাইভারের হাতে ট্রাক তুলে দিয়েছে শন। ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল গেটের গার্ডরা, পাসওয়ার্ড বলতে তারা কিছু সন্দেহ করলো না, ভেতরে ঢুকতে দিলো ট্রাকগুলোকে।

ওরাও ভেতরে ঢুকলো, সেই সাথে ঘাঁটির পিছনে শুরু হলো তুমুল গোলাগুলি। এরপর কাজটা পানির মতো সহজ হয়ে গেলো শনের জন্যে। হ্যাঙ্গারের সামনে পৌঁছুলো ওরা, ঘুসি মেরে হারকিউলিসের পাইলটকে অজ্ঞান করলো, তাকে হ্যাঙ্গারের ভেতর রেখে উঠে বসলো ককপিটে। ইতিমধ্যে। মিসাইলগুলো লোড করা হয়েছে। লোডারদের অজ্ঞান করলো রেনামো গেরিলারা। প্রত্যেকের মুখে তুলো ভরে টেপ দিয়ে আটকে দেয়া হলো। বিমান নিয়ে আকাশে উঠলো শন। অবিশ্বাস্যই বটে, একটাও গুলি না ছুঁড়ে ভাগ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ও।

কিন্তু ফেরার সময় ধাওয়া করলো হিন্দ গানশিপ। ভাগ্যের সহায়তা ও মেধার সাহায্যে এবারও জয়ী হলো শন। হিন্দের চেয়ে হারকিউলিসের গতি অনেক বেশি,

এটাকে কাজে লাগালো ও। স্টিংগার মিসাইল সম্পর্কে আগে থেকেই ধারণা ছিলো ওর, ব্যবহার বিধি লেখা ম্যানুয়্যাল হাতে আসায় আরো সুবিধে হলো।

অনেকগুলো ম্যানুয়্যাল পেলো ও, তার মধ্যে একটা শিরোনাম,

'স্টিংগার
গাইডেড মিসাইল
সিস্টেম/টার্গেট
সিলেকশন অ্যাণ্ড
রুলস অভ
এনগেজমেন্ট/
অপারেশনাল
রিপোর্ট।'

এতে বলা হয়েছে মিসাইলগুলো কোনো কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তার ফলাফলই বা কি হয়েছে। আরেকটা ম্যানুয়্যালের শিরোনাম,

'স্টিংগার গাইডেড মিসাইল সিস্টেম/ পোস্ট মডিফিকেশন সফটঅয়্যার।'

পালিয়ে আসছে ওরা, পাঙ্গুয়ে নদীর ওপর একটা এক্সপেরিমেন্ট করলো শন, বাধ্য হয়েই। হিন্দগুলো রাশিয়ার তৈরি, চালাচ্ছে ভাড়াটে শ্বেতাঙ্গ পাইলট, কোনোরকম অপরাধবোধ স্পর্শ করলো না ওকে। যখন দেখলো কোনোমতেই পিছু ছাড়ছে না, একের পর এক এ/টি-টু সোয়্যাটার মিসাইল ছুঁড়ছে ওদেরকে লক্ষ্য করে, ওটাকে আকাশ থেকে ফেলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলো সে। আফ্রিকার আকাশ থেকে এই প্রথম একটা হিন্দ গানশিপ ভূপাতিত হলো।

পাঙ্গুয়ে নদীর কিনারা ধরে আরো বিশ কিলোমিটার এগোবার পর জঙ্গলে নিয়ে নামলো ওরা। এখানেই ওদের সাথে মিলিত হবার কথা আলফনসো বাহিনীর। টাকে পানিতে ডুবিয়ে দিলো শন, শত্রুরা ওটাকে দেখতে পেলে ওদের অবস্থান আন্দাজ করতে পারবে। লোকজন কম, অথচ থেকে নামানো হয়েছে ছত্রিশটা বড় আকারের কাঠের বাক্স। কি করা যায় ভাবছে শন। আলফনসোর জন্যে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলো ও।

কিন্তু বারো ঘন্টা অপেক্ষা করার পরও আলফনসো বাহিনী পৌঁছুলো না। শন ধরে নিলো, যুদ্ধে তারা মারা গেছে অথবা বন্দী হয়েছে। অগত্যা বেশিরভাগ বাক্স

মাটির ভেতর পুঁতে রাখার নির্দেশ দিলো ও, মাত্র দশটা বাক্স নিয়ে রওনা হলো রেনামো লাইনের দিকে।

ফেরার পথে ধরা পড়ে গেলো দলটা। ভাগ্য এবারও ওদের পক্ষে। ধরা পড়েছে ওরা রেনামোদের হাতেই। জানা গেলো, ফ্রেলিমোদের আক্রমণে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে জেনারেল চায়না, আর মাত্র ছ'মাইল দূরেই তার হেডকোয়ার্টার। রেনামোদের মেজর, তাকাউইরার সাথে দেখা হলো শনের। তাকে পিছনে ফেলে আসা মিসাইলগুলোর অবস্থান ম্যাপ এঁকে দেখিয়ে দিলো ও, সেগুলো উদ্ধার করার দায়িত্ব পেয়ে গর্ব অনুভব করলো মেজর। তার বিশ্বাস, শুধু মাটি খুঁড়ে ওগুলো বের করে আনতে পারলেই তার পদোন্নতি ঘটবে।

বিজয় শোভাযাত্রা নিয়ে হেডকোয়ার্টারে প্রবেশ করলো শন, ওদের সাফল্যের কাহিনী আগেই পৌঁছে গেছে। রাস্তার দুই পাশে উৎফুল্ল রেনামোরা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে শনের সাথে করমর্দনের জন্যে, রঙিন পতাকা উড়িয়ে যুদ্ধের গান ধরেছে মহিলা গেরিলারা।

নতুন তৈরি কমাণ্ড বাংকারের সামনে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল জেনারেল চায়না। তার পরনে সদ্য ভাঁজ ভাঙা ইউনিফর্ম, পিতলের পদকগুলো ঘষে-মেজে চকচকে করা হয়েছে। মাথার ক্যাপ কাত হয়ে রয়েছে একদিকে, প্রায় ঢেকে দিয়েছে একটা চোখ।

'আমি জানতাম আপনি আমাকে হতাশ করবেন না, কর্নেল কোর্টনি', পরিচয়ের পর এই প্রথম মনে হলো শনের, চায়নার হাসিটা কৃত্রিম নয়।

'সার্জেন্ট আলফনসো আর তার ত্রিশজন গেরিলাকে হারিয়েছি আমরা', গম্ভীর সুরে বললো শন। 'বাধ্য হয়ে তাদেরকে আমরা ফেলে এসেছি।'

'না! না, কর্নেল!' শনের কাঁধ চাপড়ে আদর করলো জেনারেল চায়না। 'আলফনসো নিরাপদেই বেরিয়ে এসেছে। সেন্ট মেরিন মিশনে পৌঁছেছে সে, মাত্র তিনজন লোক মারা গেছে। এইমাত্র তার সাথে রেডিওতে কথা হয়েছে আমার। কাল সন্ধের মধ্যে এখানে পৌঁছে যাবে বলে আশা করছি।' পোর্টাররা তার পায়ের কাছে কাঠের বাক্সগুলো নামিয়ে রাখছে, সেগুলোর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকালো জেনারেল। 'এবার আসুন দেখা যাক কি এনেছেন আপনি আমার জন্যে। অ্যাই, বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছো কেন তোমরা? খোলো ওগুলো তাড়াতাড়ি খোলো!'

ছেলেমানুষের মতো এরকম উত্তেজনা কোনো গেরিলা কমাণ্ডারের কাছ থেকে আশা করা যায় না। বিশেষ করে জেনারেল চায়নার কাছ থেকে তো নয়ই, কারণ কঠিন নির্লিপ্ত ও শীতল একটা ভাব ছাড়া তার চেহারায় আর কিছু দেখা যায় না।

সাদা কাঠের বাক্সগুলোকে জড়িয়ে আছে স্টীলের পাত, খুলতে গলদঘর্ম হয়ে উঠলো পোর্টাররা। দেরি হচ্ছে দেখে ধৈর্য হারিয়ে ফেললো চায়না, পোর্টার ও

অফিসারদের ঠেলা দিয়ে সরিয়ে নিজেই হাত লাগালো কাজে। উত্তেজনা ও পরিশ্রমে একটু পরই ঘেমে গোসল হয়ে গেলো সে।

অবশেষে খোলা গেলো একটা বাক্স। ভেতরে কি আছে দেখে উল্লাসে নেচে উঠলো স্টাফরা।

মিসাইল টিউব সহ স্টিংগার লঞ্চার পুরোপুরি সংযোজিত অবস্থায় রয়েছে। আই.এফ. ইন্টারোগেটর আলাদাভাবে একটা এনভেলপে রাখা হয়েছে, ছোট্ট তারাটা কনসোল হেড- এ ঢুকিয়ে দিলেই হয়। চারটে অতিরিক্ত টিউব দেখা গেলো, প্রতিটিতে একটা করে মিসাইল। মিসাইল ছোঁড়ার পর খালি টিউব ফেলে দিতে হবে, আবার তুলে নিতে হবে নতুন টিউব। প্রতিটি টিউবের সাথে রয়েছে একটা করে ষোলো পাউণ্ডের মিসাইল।

হাসি ও নাচ এক সময় থামলো, ভিড় করে সামনে বাড়লো জেনারেল স্টাফরা, জিনিসগুলো তারা পরীক্ষা করবে। সবার মধ্যেই আড়ষ্ট একটা ভাব দেখা গেলো, যেনো পাথরের তলায় এইমাত্র একটা কাঁকড়া বিছে আবিষ্কার করেছে তারা, ভয় পাচ্ছে যে-কোনো মুহূর্তে কামড়ে দেবে।

ধীরে ধীরে মাটিতে একটা হাঁটু গেড়ে নিচু হলো জেনারেল চায়না, সংযোজিত একটা লঞ্চার অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ফোম থেকে তুলে নিলো সে। বিদঘুটে আকৃতির অস্ত্রটা কাঁধে তুলছে, স্টাফরা বিহ্বলদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। মিসাইল টিউবটা তার পিছনে লম্বা হয়ে থাকলো, আর অ্যান্টেনা সহ কনসোলটা তার প্রায় পুরো চেহারা ঢেকে দিলো। কনসোল-এর এইমিং স্ক্রীনে গভীর মনোযোগের সাথে তাকালো সে, ট্রিগারড্ পিস্তলের স্টকটা মুঠোর মধ্যে ধরলো।

আকাশের দিকে স্টিংগার তাক করলো জেনারেল চায়না, প্রশংসা ও উৎসাহ সূচক শব্দ বেরিয়ে এলো স্টাফদের গলা থেকে। 'ফ্রেলিমোদের বাজপাখিকে আসতে দাও এবার!' গর্বের সাথে বললো সে। 'ওগুলোকে আমরা আগুনে জ্বলতে দেখবো।' গলা থেকে হেলিকপ্টার আর মেশিন-গানের আওয়াজ ছাড়লো সে, যেনো একটা বাচ্চা ছেলে খেলছে; আকাশে চক্কর দিতে থাকা কাল্পনিক হিন্দ গানশিপগুলোকে লক্ষ্য করে একের পর এক মিসাইল ছোঁড়ার ভঙ্গি করলো। 'বুম-বাম! ব্রুম-ব্রুম, সুইশ!'

'বুম-বুম!' ব্যঙ্গ করলো শন। দেখাদেখি অফিসারাও আওয়াজ নকল করার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়লো। তারপর কে যেনো রণসঙ্গীত ধরলো, রেনামোদের অত্যন্ত প্রিয়। প্রায় দুশো লোক যোগ দিলো কোরাসে। এক সময় তা-ও স্তিমিত হয়ে এলো, একজন অফিসারের হাতে লঞ্চারটা ধরিয়ে দিয়ে শনের সাথে করমর্দনের জন্যে এগিয়ে এলো জেনারেল চায়না।

'সহস্র অভিনন্দন, কর্নেল কোর্টনি!' শনের পিঠ চাপড়ে দিলো সে। 'আপনি আমাদের যে উপকার করেছেন তার কথা চিরকাল মনে রাখবে রেনামোরা। আপনি আমাদের অস্তিত্ব রক্ষায় সাহায্য করেছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।'

'শুনে খুশি হলাম, কমাণ্ডার চায়না', ঠাণ্ডা সুরে বললো শন। 'কিন্তু শুধু মুখে বললে চলবে না, কাজেও কিছুটা দেখান।'

'ও, হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম — মাফ করবেন', বিনয় ও ভদ্রতা দেখাতে কসুর করলো না জেনারেল চায়না। 'আপনার সাথে দেখা করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে একজন।'

শনের নিঃশ্বাস মাঝপথে থেমে গেলো, মোচড় দিয়ে উঠলো বুকের ভেতরটা। 'কোথায় সে?'

'আমার বাংকারে, কর্নেল', বললো জেনারেল চায়না, গাছপালার ভেতর সযত্নে লুকানো বাংকারের প্রবেশপথটা হাত তুলে দেখিয়ে দিলো সে।

উত্তেজিত সৈনিকদের ভিড় ঠেলে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এলো শন, বাংকারের মুখে পৌঁছে মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকলো, তারপর আর ধৈর্য ধরতে পারলো না, প্রতি লাফে তিনটে করে ধাপ টপকে নেমে এলো নিচে।

রেডিও রুমে রয়েছে ক্লডিয়া, দেয়াল ঘেঁষে ফেলা লম্বা একটা বেঞ্চে বসে আছে, দু'পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুজন মহিলা গেরিলা। দেখামাত্র তার নামটা শনের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো। ধীরে ধীরে পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালো ক্লডিয়া, অপলক তাকিয়ে আছে ওর দিকে, অবিশ্বাসে সাদা হয়ে আছে চেহারা। তার মুখ আর চোয়ালের হাড় পদ্যরাগের মতো গাঢ়। এগিয়ে আসছে শন, ক্লডিয়ার কব্জির ওপর চোখ পড়লো, ফুলে লাল হয়ে আছে মাংস — সাথে সাথে সীমাহীন আনন্দের সমান হয়ে উঠলো রাগের মাত্রা। এক ঝটকায় তাকে নিজের বুকে টেনে নিলো শন, অসম্ভব রোগা আর ভঙ্গুর লাগলো শরীরটা, যেনো সময়ের আগে বেড়ে ওঠা ছোট্ট একটা মেয়ে। এক মুহূর্ত নড়লো না ক্লডিয়া, তারপরই প্রবল আবেগে শনের গলাটা জড়িয়ে ধরলো দু'হাতে, বুকের সাথে সজোরে পিষে ফেলতে চাইলো ওকে। তার শক্তি অনুভব করে বিস্মিত হলো শন। ক্লডিয়ার ঘাড়ের গভীরে গাল ঘষার সময় টের পেলো থরথর করে কাঁপছে শরীরটা।

পরস্পরকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো ওরা, অনেকক্ষণ কোনো কথা বললো না বা নড়লো না। তারপর শন অনুভব করলো, ওর শার্টের সামনের দিকটা ভিজে যাচ্ছে।

'কেঁদো না, প্রিয়।' দু'হাতের তালুতে ধরে ক্লডিয়ার মুখটা তুললো শন, আঙুল দিয়ে চোখের জল মুছে দিলো।

'আমি আনন্দে কাঁদছি', চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বললো ক্লডিয়া, হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে চেহারা। 'তুমি ফিরে এসেছো, আর কিছু চাই না আমি। এরপর যাই ঘটুক না কেন, আমার কোনো দুঃখ নেই।'

ক্লডিয়ার হাত দুটো ধরে নিজের মুখের সামনে তুললো শন, ফুলে ওঠা কব্জিতে আলতোভাবে চুমো খেলো।

'এখন আর ওরা আমার ওপর অত্যাচার করতে পারবে না', বললো ক্লডিয়া, পরম বিশ্বাসে শনের কাঁধে মাথা রাখলো সে। মহিলা গেরিলা দু'জনের দিকে তাকালো শন। চোখ গরম করে বললো, 'বেরিয়ে যাও তোমরা।'

কথা না বলে মাথা নিচু করলো দুই তরুণী, কিন্তু বেঞ্চ ছেড়ে উঠলো না। পিস্তলের বাঁটে হাত দিলো শন, বললো, 'মরতে চাও নাকি?'

একযোগে লাফিয়ে উঠলো তরুণীরা, পড়িমরি করে বেরিয়ে গেলো কামরা থেকে ক্লডিয়ার দিকে ফিরলো শন, এই প্রথম চুমো খেলো তার ঠোঁটে। চুমোটা দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হলো, তারপর এক সময় ক্লডিয়া ফিসফিস করলো, 'ওরা যখন হ্যাণ্ডকাফ খুলে হাত-মুখ ধোয়ার সুযোগ দিলো তখনই বুঝলাম তুমি ফিরে আসছো।'

'বাস্টার্ড! অসহায় একটা মেয়ের ওপর অত্যচার করার শাস্তি ওদের পেতেই হবে। তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি...।'

'না, শন। মাথা গরম করো না। আবার আমরা এক হতে পেরেছি, এটাই আসল কথা। এরইমধ্যে সব ভুলে গেছি আমি।'

আর মাত্র কয়েক মিনিট একা থাকার সুযোগ হলো ওদের, ঝড়ের বেগে রেডিও রুমে ঢুকলো জেনারেল চায়না, সাথে একদল অফিসার, এখনো তারা সবাই হাসছে। শন আর ক্লডিয়াকে পথ দেখিয়ে নিজের প্রাইভেট অফিসে নিয়ে এলো সে। তার সবিনয় ও অতিথিপরায়ণ ভাব-ভঙ্গিতে ওরা যে মুগ্ধ হচ্ছে না, এটা যেনো খেয়ালই করলো না। ডেস্কের সামনে শান্তভাবে বসলো ওরা, পরস্পরের হাত ধরে আছে, মিষ্টি কথার উত্তরে চুপ করে থাকলো।

'আপনাদের জন্যে সুন্দর একটা কোয়ার্টারের ব্যবস্থা করেছি', ওদেরকে বললো জেনারেল চায়না। 'সত্যি কথাটাই বলি, আমার একজন সিনিয়র অফিসারকে সরিয়ে দিয়ে তার ডাগআউট আপনাদের বরাদ্দ করেছি। আশা করি, ওখানে আরামের সাথে থাকতে পারবেন আপনারা।'

'থাকার প্রশ্ন উঠছে কেন?' জিজ্ঞেস করলো শন, তিক্ত কণ্ঠস্বর। ' ক্লডিয়াকে নিয়ে সীমান্তের দিকে রওনা হতে চাই আমি, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব। আমার ইচ্ছে, কাল ভোরেই।'

অমায়িক হাসি ফুটলো জেনারেল চায়নার মুখে। 'এ আপনার ভারি অন্যায় কর্নেল কোর্টনি!' তার গলায় অভিমান। 'আপনি আমার এতো বড় উপকার করলেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগটুকুও কি দেবেন না? এখুনি যাই যাই করলে চলবে কেন বলুন তো! এখন থেকে আপনারা আমার পরম আত্মীয় ও মেহমান। মুক্তির কথা যদি বলেন, অবশ্যই আপনারা তা অর্জন করেছেন। তবে, যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে আপনাদের বিদায় জানাতে ক'টা দিন দেরি হবে, এই যা। ফ্রেলিমোদের বিশাল একটা বাহিনী এদিকে রওনা হয়েছে কিনা।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকালো শন। 'ঠিক আছে, মেনে নিলাম। একটা বা দুটো দিন না হয় থাকলাম। তবে, আমার বান্ধবীর জন্যে নতুন কাপড়চোপড় দরকার।'

'অবশ্যই, কর্নেল কোর্টনি। আপনাকে বললাম না, আপনারা আমার পরম আত্মীয়?'

ডাগ আউটের পথে যেতে যেতে ক্লডিয়া বললো, 'ওকে দেখলে আমার গায়ের রোম দাঁড়িয়ে যায়, শন!'

'আর অল্প ক-দিন, ডার্লি!।' শন বলে।

* * *

কোয়ার্টারটা বেশ সাজানো-গোছানো, সংলগ্ন বাথরুমও আছে। আলাদা বাবুর্চি দেয়া হয়েছে ওদেরকে। ফাই-ফরমাশ খাটার জন্যে রয়েছে দু'জন গেরিলা-একজন তরুণী, একটা যুবক।

বাথরুম থেকে বেরুলো শন, ওদের বাবুর্চি জানালো, 'ডিনার রেডি, মেমসাহেব।'

দুই প্রস্থ পরিচ্ছেদ দেয়া হয়েছে শনকে, রেনামোদের ইউনিফর্ম ও সিভিল ড্রেস। সাদা শার্ট আর জিনসের প্যান্ট পরেছে শন।

ঘরে আসবাব বলতে দুটো চেয়ার আর একটা টেবিল। একধারে কাঠের তক্তা দিয়ে মাচা মতো তৈরি করা হয়েছে, মশারি দিয়ে ঢাকা, ওটাই ওদের বিছানা

টেবিলে বসে নিঃশব্দে খেলো ওরা। বাবুর্চির রান্নার হাতটা ভালো, রেঁধেছেও অনেক রকম। খাওয়া শেষ হয়েছে, এই সময় একজন গেরিলা ঢুকলো ভেতরে, হাতে কাঠের একটা বাক্স। বাক্সের ভেতর ছ'টা বিয়ারের ক্যান দেখলো শন। বিয়ারের সাথে একটা চিরকুট পাটিয়েছে জেনারেল চায়না, আগামী কাল রাতে অফিসার্স মেসে ডিনারের দাওয়াত দিয়েছে ওদেরকে।

মশারিটা যেনো একটা তাবুর মতো। একান্ত এক মন্দির, ওদের দুজনার জন্যেই যেনো তৈরী। লণ্ঠনের আলো চারিদিকে নরম সোনালী আভা ছড়াচ্ছে। ক্লডিয়ার শরীরের খাদ আর উপত্যকাগুলোকে আরো রহস্যময় করে তুলেছে ছায়া। অনেকটা শুকিয়ে গেছে মেয়েটা — তবু, ওর শরীর অনন্য।

নরম, ছোট বুকজোড়ার একটায় কামড় বসালো শন, অনুভব করলো বৃন্তের দৃঢ় হয়ে উঠা। ওর উপড়ে চড়লো ক্লডিয়া।

ভালোবাসলো অনেকক্ষণ।

* * *

অফিসার্স মেসে পরিবেশটা উৎসবমুখর হয়ে উঠলো। প্রথমেই জেনারেল চায়না ঘোষণা করলো, কর্নেল কোর্টনি ও তার বান্ধবী মিস মনটেরোর সম্মানে এই ডিনারের আয়োজন করা হয়েছে। শন ও ক্লডিয়াকে খুশি করার জন্যে খুবই ব্যস্ত দেখা গেলো তাকে।

বড় একটা গোল টেবিলের চারধারে বসলো সবাই। বিশাল গামলায় পরিবেশন করা হলো গো-মাংস। ভুট্টার রুটি রাখা হলো তামার থালায়। সাথে আছে প্রচুর বিয়ার। ডিনার শুরু আগে সবাই কষে ধূমপান করছে আর বিয়ার খাচ্ছে। এরইমধ্যে বেসামাল হয়ে পড়েছে অফিসারদের কেউ কেউ। বাংকারটা বড় হলেও, ধোঁয়া আর পুরুষালি ঘামের গন্ধে দম আটকে আসার অবস্থা হলো ক্লডিয়ার।

জেনারেল চায়না বিয়ার ছুঁলো না। অফিসারদের চেঁচামেচি শুনেও না শোনার ভান করলো সে। ক্লডিয়া এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেও, চায়না তাকে তার রাজনৈতিক বক্তব্য না শুনিয়ে ছাড়লো না।

অফিসারদের খাওয়ার ভঙ্গি দেখে গা ঘিন ঘিন করে উঠলো তার। প্রচণ্ড খিদে থাকা সত্ত্বেও মুখে প্রায় কিছুই দিতে পারলো না। একই জায়গা থেকে রুটি নিয়ে গোল পাকাচ্ছে সবাই, পাকানো রুটি গামলায় ডোবাচ্ছে, ঝোলে ভালো করে ভিজিয়ে নিয়ে মুখে পুরছে অর্ধেকটা, বাকি অর্ধেকটা আবার ডোবাচ্ছে ঝোলে। চর্বিবহুল আঠালো ঝোল তাদের ঠোঁট ও চিবুক বেয়ে নিচের দিকে গড়াচ্ছে, কিন্তু সেদিকে কারো খেয়াল নেই। খাবার চিবানোর সময় বাক-সংযমের ধার ধারছে না কেউ, ফলে খাদ্যকণাগুলো মুখ থেকে ছড়িয়ে পড়েছে টেবিলের ওপর, গামলায় ও হাতে ধরা রুটিতে।

হাত গুটিয়ে বসে থাকলো ক্লডিয়া, লক্ষ্য করলো শনও সিদ্ধান্ত নিয়েছে অভুক্ত থাকার। অগত্যা জেনারেল চায়নার কথা শুনে সময়টা কাটাবার সিদ্ধান্ত নিলো সে।

'গোটা দেশটাকে আমরা তিনটে ওঅর জোন-এ ভাগ করেছি', ব্যাখ্যা করলো কমরেড চায়না। 'উত্তরের কমাণ্ডার জেনারেলতাকাউইরা ডস আলভিস, তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন নিয়াসা ও কাবো ডোগাডো প্রদেশ। দক্ষিণে রয়েছেন জেনারেল টিপপো টিপ, আর আমি নিয়ন্ত্রণ করছি মধ্য প্রদেশ। আমরা তিনজন দখল করে রেখেছি গোটা মোজাম্বিকের শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ। বাকি চল্লিশ ভাগকে আমরা ডেস্ট্রাকশন জোন হিসেবে চিহ্নিত করেছি, অবলম্বন করেছি পোড়ামাটি নীতি, ফ্রেলিমোরা যাতে নিজেদের প্রয়োজনে চাষাবাদ করতে না পারে।'

'তাহলে আমেরিকায় বসে আমরা যে অত্যাচারের খবর পাই, তা সত্যি?' জিজ্ঞেস করলো ক্লডিয়া। 'ডেস্ট্রাকশন জোনে আপনার সৈন্যরা নিরীহ লোকজনকে পুড়িয়ে মারছে, তাদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে।'

'না, মিস মনটেরো। আমরা বরং ডেস্ট্রাকশন জোন থেকে অনেক সিভিলিয়ানকে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরিয়ে এনেছি। সিভিলিয়ানদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে ফ্রেলিমোরা।'

'ফ্রেলিমোরা মোজাম্বিক শাসন করছে, তারা কেন নিজেদের লোকজনেক এভাবে পুড়িয়ে মারবে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলো ক্লডিয়া।

'বিশ্বাস না হওয়াই স্বাভাবিক', বললো জেনারেল চায়না। 'কিন্তু কমিউনিস্টদের চিন্তাধারা বড় অদ্ভুত খাতে বয়, মিস মনটেরো। আপনি বললেন শাসন করছে, কিন্তু বাস্তব সত্য হলো শাসন করার যোগ্যতা তাদের নেই। শহরের বাইরে লোকজনকে তারা নিরাপত্তা বা খাবার, দুটোর কোনোটাই দিতে পারছে না — স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, পরিবহন সুবিধে বা যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা না হয় বাদই দিলাম। খেতে দেয়ার চেয়ে মানুষকে মেরে ফেলা অনেক সহজ। আর ঠিক সেটাই তার করছে, করে নাম দিচ্ছে রেনামোদের।

'কিন্তু ফ্রেলিমো মোজাম্বিকের নির্বাচিত সরকার...।'

হেসে উঠলো জেনারেল চায়না। 'আফ্রিকায় নির্বাচিত সরকার বলে কিছু নেই, মিস মনটেরো।'

কিছুক্ষণ গুম মেরে থাকলো ক্লডিয়া, তারপর বললো, 'আচ্ছা, বলুন তো, এই যুদ্ধে ফ্রেলিমোরা যদি হেরে যায়, রেনামোরা যদি জেতে, আপনারা যদি নতুন সরকার গঠন করেন, তখন কি আপনি গণতন্ত্রের চর্চা করবেন, ব্যবস্থা করবেন অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের?'

'এতো বছর ধরে, এতো পরিশ্রম করে সরকার গঠন করবো, একদল গ্রাম্য চাষার হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়ার জন্যে? না, মিস মনটেরো, না। একবার ক্ষমতা পেলে তা নিরাপদ হাতে ধরে রাখা হবে।' জেনারেল চায়না তার পেশীবহুল হাত দুটো উঁচু করে দেখালো।

'তারমানে অন্যেরা যতোটুকু খারাপ, আপনিও তাদের চেয়ে কম খারাপ নন।' রাগে মুখের চেহারা লালচে হয়ে উঠলো ক্লডিয়া। এই লোক তাকে মাটির তলায় একটা খুপরির ভেতর দিনের পর দিন আটকে রেখেছিল, হাতের হ্যাণ্ডকাফ খুলতে রাজি হয়নি, একটা অসহায় মেয়েকে যতো রকমভাবে সম্ভব অপমান করেছে।

'আফ্রিকায় ভালো লোক বা মন্দ লোক বলে কিছু নেই', বললো জেনারেল চায়না। 'আছে শুধু বিজয়ী ও বিজিত। আমি বিজয়ীদের একজন হতে চাই, মিস মনটেরো।'

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে বাংকারে ঢুকলো একজন সিগন্যাল অফিসার। জেনারেল চায়নার কানে কানে কি যেনো বললো সে। তাকে নিয়ে অফিসার্স মেস থেকে বেরিয়ে গেলো জেনারেল, অতিথিদের কাছে ক্ষমা না চেয়েই। তাকে চলে যেতে দেখে শুনের দিকে তাকালো ক্লডিয়া, ফিসফিস করে বললো, 'লোকটা আমাকে আতঙ্কের মতো [illegible] দেখলেই ভয় লাগে। আবার ফিরে আসার আগে আমরা চলে যেতে

ক্লডিয়াকে নিয়ে দরজার দিকে এগোচ্ছে শন, পিছন থেকে কুকুর-বিড়ালের ডাক ছাড়লো অফিসাররা। ওদেরকে বাধা দেয়া হলো দরজার বাইরে। অন্ধকার ফুঁড়ে সামনে বেরিয়ে এলো জেনারেল চায়না।

'আপনারা এখুনি বিদায় নিচ্ছেন নাকি?' জিজ্ঞেস করলো সে, তারপর বললো, দু'জনের জন্যেই খারাপ খবর রয়েছে আমার কাছে।'

'আপনার উদ্দেশ্য ভালো নয়', ঠাণ্ডা গলায় বললো শন। 'আমি জানতাম, আপনি কথা রাখবেন না।'

'পরিস্থিতি আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে', শান্তভাবে বললো জেনারেল। 'আমি নাচার। সার্জেন্ট আলফনসো এইমাত্র রেডিও মেসেজ পাঠিয়েছে। আজ সন্ধ্যায় সে ফিরবে বলে আশা করেছিলাম আমি। ফিরলে সীমান্ত পর্যন্ত আপনাদেরকে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব দিতাম তাকে। কিন্তু...।'

'ঠিক আছে, বলুন, আসলে কি চান আপনি?' প্রায় খেঁকিয়ে উঠলো শন। 'নতুন কি অজুহাত দাঁড় করাবেন?'

অপমানটা গায়ে মাখলো না কমরেড চায়না। 'আমাদের পশ্চিমে বিপুল সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছে। হিন্দ গানশিপের সাহায্যে ফ্রেলিমো ও নিয়মিত জিম্বাবুই বাহিনী একযোগে বড় ধরনের আক্রমণ শুরু করবে বলে মনে হচ্ছে। আমরা সম্ভবত এরইমধ্যে জিম্বাবুই সীমান্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। আমাদের দখল করা এলাকাগুলোয় যে — কোনো মুহূর্তে শত্রুরা ঢুকে পড়বে। সার্জেন্ট আলফনসো তার কিছু লোককে হারিয়েছে, তারপরও চেষ্টা করছে ফিরে আসার। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, এখন যদি যেতে দেয়া হয়, আপনারা সীমান্তে পৌঁছুনোর আগেই ফ্রেলিমোদের হাতে ধরা পড়বেন। একবার ভেবে দেখেছেন, মিস মনটেরোকে হাতে পেলে কি করবে ওরা?'

'আসলে কি চান, বলবেন?' আবার জিজ্ঞেস করলো শন। 'আপনার কোনো মতলব আছে। কি সেটা?'

'আমার ওপর আপনার বিশ্বাসের বহর দেখে খুশি হতে পারছি না', বললো জেনারেল, যদিও হাসছে। 'কি জানেন, কর্নেল কোর্টনি, যতো তাড়াতাড়ি হিন্দ গানশিপগুলো ধ্বংস করা যাবে ততো তাড়াতাড়ি ব্যর্থ করে দেয়া সম্ভব হবে ফ্রেলিমোদের আক্রমণ। তারপর আর দেরি কিসের, আপনারাও সীমান্তের দিকে চলে যেতে পারবেন।'

'আমি শুনছি', বললো শন।

'আপনি আর ক্যাপটেন জোব, শুধু এই দু'জনই স্টিংগার সম্পর্কে জানেন। স্টিংগার পেয়েছি, কিন্তু ওগুলো ছুঁড়বে কে? আমি চাই, বাছাই করা একদল লোককে আপনি ট্রেনিং দিন।'

'শুধু এই, নাকি আরো কিছু আছে? কিছু লোককে মিসাইল ছোঁড়া শিখিয়ে দিলে আমাদেরকে ছেড়ে দেবেন?'

'দেবো।'

'কি করে বুঝবো আবার আপনি গোল পোস্ট সরাবেন না?'

'আপনি আমাকে অপমান করছেন, মেজর।'

'যতোটা করতে চাই তার ধারেকাছেও যেতে পারছি না।'

'তাহলে সে-কথাই রইলো। আপনি আমার লোকদের ট্রেনিং দেবেন, বিনিময়ে আপনাদেরকে আমি প্রথম সুযোগেই সীমান্ত পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবো।'

'কাল সকাল থেকে শুরু করবো আমি', বললো শন। 'ভালো হয় যদি আলফনসো আর তার লোকজনকে পাই। ওদেরকে আমি ভালো করে চিনি, ওরা আমার ভাষা বোঝে। আলফনসোর সাথে ফার্দিনান্দকেও চাই আমি।' ফার্দিনান্দকে শিক্ষানবিশ ড্রাইভার হিসিবে ট্রেনিং দিয়েছে শন।

'কি রকম সময় নেবেন?' জানতে চাইলো জেনারেল চায়না। 'বুঝতেই পারছেন, এখন প্রতিটি ঘন্টাই ভাইটাল।'

'আলফনসোর লোকদের পেলে এক সপ্তার মধ্যে ট্রেনিং শেষ করা সম্ভব', বললো শন।

'অতো সময় আপনি পাবেন না।'

'তার আগেই, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব, স্টিংগার ছোঁড়ার ব্যবস্থা করবো আমি', শনের গলায় ঝাঁঝ। 'প্রয়োজনের চেয়ে এক মিনিটও বেশি থাকার ইচ্ছে আমার নেই। এবার আমরা বিদায় নেবো।' ক্লডিয়ার হাত ধরে ঘুরলো ও।

'শন!' ফিসফিস করলো ক্লডিয়া। 'কেন যেনো আমার মনে হচ্ছে, এই ফাঁদ থেকে কোনোদিনই আমরা বেরুতে পারবো না...।' শন ওর বাহুতে চাপ দিয়ে থামিয়ে দিলো।

'ওপরে তাকাও', নরম সুরে বললো ও। আকাশের দিকে মুখ তুললো ক্লডিয়া।

'তারা?' জিজ্ঞেস করলো ক্লডিয়া। 'তুমি আমাকে তারা দেখতে বলছো?'

'হ্যাঁ' আকাশ জুড়ে তারার মেলা বসেছে, কালো মখমলের ওপর ছড়িয়ে থাকা মুক্তোর মতো। 'আত্মাকে শান্ত করে ওগুলো।'

বড় করে নিঃশ্বাস ফেললো ক্লডিয়া। 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। আজ আমরা বাঁচি এসো, ভালোবাসি, কাল কি হবে পরে দেখা যাবে।'

মশারির ভেতর নিরাপদ বোধ করলো ক্লডিয়া, জৈবিক তাড়না মাথাচাড়া দিয়ে ওঠায় সমস্ত ভয় ও দুশ্চিন্তা আপাতত মুখ লুকালো। এক সময় ক্লডিয়ার শনের কানে কানে বললো, 'এভাবে আমরা যদি দশ হাজার বারও ভালোবাসি, তোমাকে পাওয়ার এই যে আমার আকাঙ্ক্ষা ও আকুতি তাতে একটুও মরচে ধরবে না।' তারপর ঘুমিয়ে পড়লো সে।

হঠাৎ ঘুম ভাঙলো তার গায়ে লেগে থাকা শনের পেশী হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে ওঠায়। সাথে সাথে তার ঠোঁটে একটা আঙুল চেপে ধরলো শন, যাতে কোনো শব্দ

না করে। অনড় শুয়ে থাকলো ক্লডিয়া, এমনকি নিঃশ্বাস ফেলারও সাহস পাচ্ছে না। তারপর শব্দটা শুনতে পেলো সে। বাংকারের মুখে আঁচড়ানোর আওয়াজ, জালের পর্দা একপাশে সরিয়ে ভেতরে একটা পশু ঢুকলো।

বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড লাফাতে শুরু করলো, মাটির মেঝে পেরিয়ে জানোয়ারটা ওদের বিছানার দিকে চলে আসছে। ক্লডিয়ার ইচ্ছে হলো গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে। জানায়োরটা কোনো শব্দই করছে না, অথচ শরীরটা ছোটো নয়। হঠাৎ নড়ে উঠলো শন, যেনো বিদ্যুৎ খেলে গেলো ওর শরীরে। মশারির বাইরে বেরিয়ে গেলো ও, আবছা অন্ধকারের ভেতর ধস্তাধস্তির শব্দ হলো, আহত পশুর মতো গুঙিয়ে উঠলো কে যেনো। আতঙ্কে দিশেহারা বোধ করছে ক্লডিয়া, শনের পিঠে ওঠার চেষ্টা করলো আত্মরক্ষার জন্যে।

'আজ তোমাকে ধরেছি, ব্যাটা শয়তান', ভারি গলায় বললো শন। 'ভেবেছো বারবার আমাকে চমকে দেবে?'

'আপনি, বাওয়ানা, চিরতরুণ চিতাবাঘের মতো শক্তিশালী!' খিকখিক করে হাসলো মাতাউ, শনের মুঠো থেকে নিজের ঘাড়টা ছাড়াবার জন্যে শরীরটা মোচড়াচ্ছে।

'কোথায় ছিলে তুমি, মাতাউ?' তিরস্কারের সুরে জানতে চাইলো শন। 'এতো দেরি হলো কেন, রাস্তায় বুঝি সুন্দরী কোনো মেয়ের খপ্পরে পড়েছিলে?'

খিক খিক করে আবার হাসলো মাতাউ, নারী সংক্রান্ত যে-কোনো অভিযোগ শুনতে ভালো লাগে তার। 'বাজপাখির আস্তানা খুঁজে পেয়েছি আমি, বাওয়ানা', গর্বের সাথে বললো সে। 'ঠিক যেভাবে খুঁজে বের করি মৌমাছিরা কোথায় রেখে এসেছে তাদের মৌচাক। ওগুলো আকাশে হারিয়ে যাবার আগে লক্ষ্য করেছি সূর্য কোথায় ছিলো, তারপর আমি অনুসরণ করে পেয়ে যাই গোপন আস্তানা।'

মাতাউকে আদর করে মশারির ভেতর টেনে নিলো শন, ছোট্ট একটা ঝাঁকি দিয়ে বললো, 'ব্যাখ্যা করো।'

কোমরের নেংটি খুলে গিয়েছিল, সেটা কুঁচি দিয়ে বাঁধলো মাতাউ। খুক খুক করে বার কয়েক কাশলো, যেনো আত্মমর্যাদা বাড়াবার চেষ্টা করছে। 'ওদিকে একটা গোল পাহাড় আছে, দেখতে ঠিক যেনো একটা টাক মাথা', শুরু করলো সে 'পাহাড়টার একদিকে রয়েছে রেললাইন, আরেক ধারে রাস্তা।'

একটা কনুইয়ে ভর দিয়ে কাত হয়ে রয়েছে শন, অপর হাতটা পড়ে রয়েছে ক্লডিয়ার কোমরে। শনের আরো কাছে সরে এলো মেয়েটা, অন্ধকারে কান খাড়া করে মাতাউর বাঁশীর মতো মিষ্টি ও সুররেলা কথাগুলো শুনছে।

'ওখানে দুশমনরা সংখ্যায় ভারি, পাহাড়ের চারধারে বড় আকারের বন্দুকগুলো গর্তের ভেতর লুকোনো।' কল্পনার চোখে দেখতে পেলো শন, পাহাড়ের মাথায় ওটা একটা গ্যারিসন। আউটার ডিফেন্স লাইনের সামনে গাড়িগুলো বালির বস্তার আড়ালে আটকিয়ে রাখা হয়েছে, মাটির কয়েক ফুট নিচে

'বাজপাখির আস্তানার ভেতর অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, সবুজ কাপড় পরা সাদা চামড়ার লোকজন বারবার বাজপাখির ভেতর ঢুকে কি যেনো দেখছে।' মোবাইল ওঅর্কশপ, ফুয়েল ট্যাংকার, ভাড়াটে সৈনিক ও টেকনিশিয়ানদের বর্ণনা দিলো মাতাউ।

'মাতাউ, তুমি কি পাহাড়ের কাছাকাছি লাইনে রেলগাড়ি দেখেছো?' জানতে চাইলো শন।

'দেখেছি', জবাব দিলো মাতাউ। 'বগিগুলোয় শুধু বিয়ার রয়েছে– বাজপাখি ওড়াবার সময় ওদের গলা বোধহয় শুকিয়ে যায়।' শনের সাথে একবার হারারেতে বেড়াতে গিয়েছিল মাতাউ, বেশ কয়েক বছর আগে। ওখানে একটা ট্যাংকারকে বিয়ার আনলোড করতে দেখে সে। সেই থেকে তার ধারণা হয়েছে ট্যাংকার মাত্রই বিয়ার বহন করে। তার ভুলটা ভেঙে দিতে চেষ্টা করেছে শন, কিন্তু পারেনি। ট্যাংকারে যে গ্যাসোলিন থাকতে পারে, এটা সে বিশ্বাস করবে না।

অন্ধকারে হাসলো শন। বড় আকারের ট্যাংকারে করে ফুয়েল আনা হচ্ছে হারারে থেকে, তারপর ছোটো ট্যাংকারে ভরে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে সড়কপথে গ্যারিসনে। তারমানে, বোঝা যাচ্ছে, হিন্দ গানশিপের আস্তানাতেই মজুদ রাখা হয়েছে ফুয়েল। বেশ বড় ধরনের একটা ঝুঁকি নিচ্ছে ফ্রেলিমোরা। তথ্যটা মনে গেঁথে রাখলো শন।

আরো প্রায় এক ঘন্টা মশারির ভেতর থাকলো মাতাউ, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত তথ্য তার কাছ থেকে জেনে নিলো শন। মাতাউ নিশ্চিত, আস্তানায় মোট এগারোটা হিন্দ গানশিপ আছে। হিসাবটা মিলে গেলো, বাকি একটা হিন্দকে স্টিংগারের সাহায্যে ভূপাতিত করেছে শন, বিমান থেকে। মাতাউ জানালো, আসলে মাত্র নয়টা গানশিপ আকাশে উড়ছে। ছোটো একটা পাহাড়ের মাথায় নিজেকে লুকিয়ে রেখে ভোরবেলা ওগুলোকে আকাশে উড়তে দেখেছে সে। প্রতিটি হিন্দ সারাদিনে কয়েকবার ফুয়েল নিতে আসে, শেষবার ফেরে সন্ধ্যার দিকে। শন জানে, মাত্র বিশ পর্যন্ত গুনতে পারে মাতাউ, তার বেশি হলে 'অনেক' বা 'অসংখ্য' বলে চালিয়ে দেয়।

শন ধারণা করলো, দুটো হিন্দ অচল হয়ে পড়েছে, সম্ভবত স্পেয়ার পার্টস না আসা পর্যন্ত উড়তে পারবে না। তবে রেনামোদের বারোটা বাজাবার জন্যে নয়টাই যথেষ্ট।

'হুকুম করুন, বাওয়ানা', বললো মাতাউ। 'আর কি করার আছে আমার?'

চুপচাপ চিন্তা করলো শন। মাতাউকে নিজের লোক বলে শাঙ্গানিদের দলে ভিড়িয়ে দিতে পারে ও। কিন্তু ওর মন বলছে, মাতাউকে কমরেড চায়নার দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখলে ভবিষ্যতে লাভ হতে পারে। 'তুমি আমার তুরুপ, মাতাউ', ইংরেজীতে বললো শন, তারপর সোয়াহিলি ভাষায় জানালো, 'আমি চাই সবার

চোখের আড়ালে থাকো তুমি। কেউ যেনো তোমাকে দেখতে না পায়। আমি আর জোব ছাড়া।'

'শুনলাম, বাওয়ানা।'

'আজকের মতো, রোজ রাতে আমার সাথে দেখা করবে। তোমার জন্যে খাবার রাখবো আমি, বলবো কি করতে হবে। আপাতত চোখ খোলা রাখো, কি দেখছো সব জানাও আমাকে।'

এমন নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলো মাতাউ, বাংকারের মুখের কাছে পর্দাটা একবার শুধু একটু খসখস করে উঠলো।

'ওর কিছু হবে না তো?' উদ্বেগে কেঁপে গেলো ক্লডিয়ার গলা। 'আমার খুব ভয় লাগছে। লোকটাকে আমার এতো ভালো লাগে!'

'আমাদের মধ্যে একা ও-ই হয়তো শেষ পর্যন্ত বাঁচবে', সস্নেহে হাসলো শন।

'আমার আর ঘুম আসবে না', আদুরে বিড়ালের মতো শনের গায়ে সেঁটে এলো ক্লডিয়া। 'মাতাউ আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়ায় আমি খুশি। সত্যি কথা বলতে কি, ওর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ.....'

* * *

খুব ভোরে জোবের ঘুম ভাঙালো শন। 'ওঠো, অনেক কাজ পড়ে আছে।' বুটের ফিতে বাঁধছে জোব, পরিস্থিতিটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলো ও ।

'তারমানে কান-কাটা চায়না পদোন্নতি দিয়ে আমাদেরকে ইন্সট্রাকটর বানিয়েছে', চাপা গলায় হেসে উঠলো জোব। 'অথচ স্টিংগারগুলো সম্পর্কে শুধু ওই ম্যানুয়্যাল দেখে যা কিছু শিখেছি।'

এবার হাতে-কলমে শিখতে হবে', বললো শন। 'তারপর শাঙ্গানিদের ট্রেনিং দেবো আমরা। তার আগে আমাদের ছাড়বে না চায়না।'

'তারপরও কি ছাড়বে?' জিজ্ঞেস করলো জোব, আড়চোখে তাকালো শনের দিকে।

'চলো, ফার্দিনান্দ আর তার লোকজনকে এক জায়গায় জড়ো করি', প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বললো শন। 'প্রতিটি দলে দু'জন করে লোক থাকবে- একজনের দায়িত্বে থাকবে লঞ্চার, অপর লোকটা অতিরিক্ত মিসাইল বহন করবে। দ্বিতীয় লোকটাকে দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য হতে হবে, লিডার যদি ধরাশায়ী হয়।' মোমবাতি জ্বেলে নোটবুক বের করলো শন।

বাঘের ছাপ মারা প্যান্টের ভেতর শার্ট গুঁজলো জোব। 'আলফনসো কখন পৌঁছুবে বলে আশা করছেন আপনি?' জানতে চাইলো সে।

'আজ কোনো এক সময়, আদৌ যদি পৌঁছায়', বললো শন।

'রেনামোদের মধ্যে একমাত্র সেই একটু ভালো', মন্তব্য করলো জোব।

'ফার্দিনান্দও খারাপ নয়', বললো শন, সেকশন লিডার হিসেবে তাদের নাম তালিকার মাথায় লিখলো শন। 'ত্রিশজন লোক দরকার আমার, নাম বলো'

ভোরের আলো ফোটার পর লোকগুলোকে প্যারেড করালো শন। এরা সবাই গ্র্যাণ্ড রীফ অপারেশনে শনের সাথে ছিলো। ফার্দিনান্দের সাথে রয়েছে আঠারো জন লোক, তাকে পদোন্নতি দিয়ে পুরোপুরি সার্জেন্ট বানালো শন। আনন্দে শনকে স্যালুট করলো ফার্দিনান্দ, গর্বের হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো কালো চেহারা। 'সার্জেন্ট', এই প্রথম ফার্দিনান্দকে সার্জেন্ট বলে সম্বোধন করলো শন। 'ওদিকে ওই পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছো?' গাছপালার ফাঁক দিয়ে কোনোরকমে, অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে দূরবর্তী পাহাড়টা। 'তোমার লোকজনদের নিয়ে ছোটো, পাহাড়টাকে একবার চক্কর দিয়ে দু'ঘন্টার মধ্যে ফিরে আসো এখানে। প্রত্যেকের সাথে অস্ত্র ও ফুল ফিল্ড-প্যাক থাকবে।'

দলটা ছুটলো, তাদের দিকে চোখ রেখে শন বললো, 'আজ সন্ধের মধ্যে আলফনসো যদি না ফেরে, অন্য লোকদের রিক্রুট করবো আমরা।'

'এখন কি করবো?' জানতে চাইলো জোব।

'শিখবো', বললো শন। 'বের করো ম্যানুয়্যাল।'

ডাগআউটে ওদের সাথে যোগ দিলো ক্লডিয়া। অনেকগুলো ম্যানুয়্যাল, লাল প্লাস্টিক মোড়কে মোড়া। নিজেদের কাজে লাগবে, শুধু সে-ধরনের তথ্যগুলো

বাছাই করলো শন, টেকনিক্যাল ডাটা নিয়ে মাথা ঘামালো না। ক্লডিয়ার সাহায্য পাওয়ায় দু'ঘন্টার মধ্যে কাজটা শেষ করা গেলো।

'চলো এবার', সোজা হলো শন, 'একটা ট্রেনিং গ্রাউণ্ড খুঁজে বের করি।'

নদীর কিনারা ধরে উজানের দিকে কয়েকশো মিটার এগিয়ে থামলো ওরা ফাঁকা জায়গাটার মাথার কাছে নিচু একটু পাহাড় রয়েছে, লেকচার থিয়েটার হিসেবে কাজ দেবে। আশপাশে রয়েছে আকাশ ছোঁয়া অনেকগুলো মেহগনি গাছ, হিন্দ হামলা চালালে মাথা গোঁজার ঠাঁই পাওয়া যাবে। ফার্দিনান্দ তার লোকজনকে নিয়ে ফিরলে বিশ্রামের জন্যে সময় দিলো না শন, মাঠ থেকে কাঁটাঝোপ আর ঘাস কেটে ফেলার নির্দেশ দিলো। আরো একটা কাজ চাপলো তাদের ঘাড়ে। মাঠের দু'ধারে লম্বা আকৃতির ট্রেঞ্চ খুঁড়তে হবে। শিক্ষানবিশদের ক্লাস চলার সময় হামলা হলে ওখানে লুকাবে সবাই।

'এবার ট্রেনার সেটটা বাক্স থেকে বের করো তোমরা', জোব ও ক্লডিয়াকে বললো শন। 'সাথে একটা লঞ্চারও বের করো।'

কাঠের একটা বাক্স খোলা হলো। প্রতিটি বাক্সে ছোটো একটা চার্জার সেট রয়েছে, প্রয়োজনীয় কানেকশন ও ট্র্যান্সফর্মার সহ। ওটার সাহায্যে ব্যাটারি পাওয়ার প্যাক-এ চার্জ দেয়া হলো, হেডকোয়ার্টারের কমিউনিকেশন সেন্টারে নিয়ে গিয়ে। দুশো বিশ ভোল্টের পনেরো কিলোওয়াট জেনারেটরটা ওখানেই রাখা হয়েছে। সবগুলো মিসাইল লঞ্চারের পাওয়ার প্যাক চার্জ করতে চব্বিশ ঘন্টা সময় লাগবে।

একটা ব্যাটারি প্যাক-এ চার্জ দেয়ার পর, ট্রেনার সেটটা বের করা হলো, সদ্য তৈরি টেবিলের ওপর রাখা হলো একটা লঞ্চার। পাথুরে থিয়েটারের ওপর, গাছের তলায় ফেলা হয়েছে টেবিলটা। শনের টিক চিহ্ন দেয়া তথ্যগুলো পড়ছে ক্লডিয়া, শন ও জোব তার নির্দেশ মতো ইকুইপমেন্টগুলো এক এক করে খুলে আবার জায়গামতো লাগলো, বারবার-যতোক্ষণ না খুলতে ও লাগাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো।

'আই.এফ.এফ. দরকার নেই আমাদের', বললো শন। আই.এফ. এফ. মানে হলো আইডেনটিফিকেশন ফ্রেণ্ড অ্যাণ্ড ফো। 'এদিকের আকাশে পাখি ছাড়া আর যা কিছু ওড়ে সবই শত্রু।'

আই.এফ. এফ. ছাড়া মিসাইলের অ্যাটাক সিকোয়েন্স খুবই সহজ-সরল। এইমিং সাইটে খুদে একটা স্ক্রীন রয়েছে, ওটাতেই ধরা পড়ে টার্গেট। পিস্তল গ্রিপের ওপরে রয়েছে সেফটি ডিভাইস, ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে রিলিজ করতে হয়। পিস্তল গ্রিপের উল্টোদিকে আরেকটা বোতাম আছে, সেটায় চাপ দিলে নেভিগেশন্যাল জাইরো সচল হয়, বেরিয়ে আসে এক ধরনের গ্যাস, ইনফ্রারেড সীকারস অ্যাকটিভ হলে ওগুলোকে ঠাণ্ডা রাখে ওই গ্যাস। সাইটে টার্গেট এলেই, টার্গেটের ইনফ্রা- রেড রেডিয়েশন মিসাইলের মাথায় বসানো ডিটেকটর সেলে ধরা পড়ে। রেডিয়েশনের মাত্রা যতো বাড়ে ততোই জোরালো হয়ে ওঠে মিসাইল থেকে

বেরুনো তীব্র আওয়াজ। এবার মিসাইল ছোঁড়ার জন্যে অপারেটর পিস্তল গ্রিপের ট্রিগার চাপ দেবে, ফলে চালু হয়ে যাবে ইলেকট্রিক ইজেক্টর মটর। টিউব থেকে বেরিয়ে খানিকটা ওপরে উঠবে মিসাইল, অপারেটরের কাছ থেকে আট মিটারের মতো। এতে করে রকেট বিস্ফোরিত হবার সময় অপারেটর আহত হবে না। এরপর সলিড ফুয়েল রকেট মটর সচল হবে, এগজস্ট গ্যাসের বিস্ফোরণে খুলে যাবে টেইল-ফিন, মিসাইল ছুটবে শব্দের চেয়ে চার গুণ দ্রুতবেগে। সবশেষে খুলে যাবে ফিউজ শার্ট-আউট, সেই সাথে আর্মড্ হবে মিসাইল, ছুটবে টার্গেট লক্ষ্য করে। তবে এরপর আর অপারেটর ওটাকে গাইড করবে না, গাইড করবে মিসাইলের নিজস্ব নেভিগেশন্যাল সিস্টেম।

লঞ্চারের আর এমপি- তে অ্যাটাক ক্যাসেট ঢোকানো আছে। আর এমপি মানে হলো রিপ্রোগ্রামেবল মাইক্রো প্রসেসর। এই সিস্টেমে সুইচগুলো আপনা আপনি 'টু কালার' মোড পজিশনে চলে আসে, ইনফ্রা-রেড উৎস থেকে একশো মিটার দূরে থাকতে। এই পর্যায়ে মিসাইলটা টার্গেট এঞ্জিনের এগজস্ট থেকে বেরিয়ে আসা ইনফ্রা-রেড র‍্যাডিয়েশন বাদ দিয়ে অনুসরণ করে দুর্বল আলট্রা-ভায়োলেট প্রবাহ। এরপর টার্গেটের ওপর আঘাত হানে হাই-এক্সপ্লোসিভ ওঅরহেড।

'সাধারণ একজন শাঙ্গানিও শিখতে পারবে কিভাবে এটা ফায়ার করতে হয়', বললো জোব। 'পানির মতো সহজ।'

'তুমি কি বলো?' ক্লডিয়ার দিকে ফিরে জানতে চাইলো শন।

'দু'এক সপ্তা নয়, দু'একদিন লাগবে ট্রেনিং শেষ করতে', ম্যানুয়্যাল থেকে মুখ তুলে বললো ক্লডিয়া।

ট্রেনার সেট সংযোজিত হলো। ট্রেনিং মনিটরে ঢোকানো হলো একটা মাইক্রো ক্যাসেট। লঞ্চার স্ক্রীনে ফুটে উঠলো একটা হিন্দের আকৃতি, ওটাকে যে কোনো ফ্লাইট প্যাটার্নে রূপান্তরিত করতে পারবে ইনস্ট্রাকটর ইচ্ছেমতো তুলতে বা নামাতে পারবে, স্থিরভাবে দাঁড় করাতে পারবে। 'আরো একজন পুরুষমানুষ দরকার আমাদের', বললো শন। 'শাঙ্গানি শিক্ষানবিশের প্রতিনিধিত্ব করবে।'

'আমি শেখাচ্ছি কি করে ফায়ার করতে হয়!' বলে, অ্যাম্ফিথিয়েটারের মাঝখানে দাঁড়ালো ক্লডিয়া, কাঁধের ওপর লঞ্চার নিয়ে, তাকিয়ে আছে সাইটিং স্ক্রীনে। ভারি ও বিদঘুটে আকৃতির ইকুইপমেন্টেটা তাকে যেনো বামনে পরিণত করেছে। 'রেডি?' জিজ্ঞেস করলো শন।

'পুল!' বললো ক্লডিয়া, চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে স্ক্রীনে; ঠোঁটে নিঃশব্দ হাসি নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকালো শন ও জোব।

'ইনকামিং', চিৎকার করলো শন। 'টুয়েলভ ও' ক্লক হাই। লক অ্যাণ্ড লোড।'

ভৌতিক হিন্দটাকে সরাসরি আক্রমণে পাঠালো ও, একশো পঞ্চাশ নট গতিতে।

'লক অ্যাণ্ড লোডেড', নিশ্চিত করলো ক্লডিয়া; শন ও জোব তাদের স্ক্রীনে দেখলো তার মিসাইল লঞ্চার সাবলীল ভঙ্গিতে ঘুরে গেলো ছুটে আসা হিন্দের দিকে।

'অ্যাকটিউয়েটর অন', শান্তভাবে বললো ক্লডিয়া। এক সেকেণ্ড পর ফুঁপিয়ে ওঠার মতো শব্দ করলো লঞ্চার, যেনো ক্লডিয়ার হাতের ভেতর গোঙাচ্ছে, তারপর একটানা একটা শব্দ বেরুতে শুরু করলো, যেনো একটা মশা কানের কাছে শব্দ করছে।

'টার্গেট অ্যাকোয়ার্ড', বিড়বিড় করলো ক্লডিয়া। হিন্দ এখনো ছ'শো মিটার দূরে, তবে তীরবেগে ছুটে আসছে, সাইটে প্রতি মুহূর্তে বড় হচ্ছে আকারে।

'ফায়ার', চিৎকার করলো ক্লডিয়া। লাল আলো মিটমিট করতে দেখলো ওরা, তারপরই জ্বলে উঠলো সবুজ আলো। অর্থাৎ কাল্পনিক মিসাইলের রকেট মটর চালু হয়েছে। প্রায় একই সময়ে স্ক্রীন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো হিন্দের আকৃতি।

'টার্গেট ডেস্ট্রয়েড! টার্গেট ডেস্ট্রয়েড!'

এরপর জমাট বাঁধলো নিস্তব্ধতা। নার্ভাস ভঙ্গিতে বার দুয়েক কেশে গলাটা পরিষ্কার করলো জোব।

'ঝড়ে বক তো পড়েই', বললো শন। 'আরেকবার চেষ্টা করবে নাকি?'

'পুল!' চিৎকার করলো ক্লডিয়া, স্ক্রীনের দিকে মনোযোগ।

সবই আগের মতো ঘটলো, এবং তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ক্লডিয়া জানালো, 'টার্গেট ডেস্ট্রয়েড!'

বিড়বিড় করলো জোব, 'দু'বার লক্ষ্য ভেদ...উঁহুঁ , ঝড়ে বক নয়, বাওয়ানা', গম্ভীর হলো সে।

টেবিলের ওপর লঞ্চারটা নামিয়ে রাখলো ক্লডিয়া, মাথার ক্যাপটা অ্যাডজাস্ট করলো, তারপর কোমরে হাত দিয়ে তাকালো শনের দিকে। হাসছে।

'তুমি যেনো বলেছিলে', অনুযোগ করলো শন, 'গুলি চালাতে জানো না!'

'রিকার্ডো মনটেরোর মেয়ে গুলি চালাতে জানে না, এ-ও কি সম্ভব?'

'কিন্তু শিকারের ঘোর বিরোধী তুমি... ।'

'অবশ্যই', বললো ক্লডিয়া। 'জ্যান্ত কোনো প্রাণিকে লক্ষ্য করে জীবনে একটা গুলিও ছুঁড়িনি। তবে ক্লে পিজিয়নের জন্যে আমি ছিলাম আজরাইল। বাবা আমাকে শিখিয়েছিল।'

'তুমি যখন পুল বললে তখনই আমার বুঝতে পারা উচিত ছিলো', ম্লানকণ্ঠে বললো শন।

'তোমাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি', বললো ক্লডিয়া, 'আলাস্কা স্টেট উইমেনস্ প্রতিযোগিতায় রানার আপ হয়েছিলাম আমি।'

'ঠিক আছে, মিস আলাস্কা', তিক্ত কণ্ঠে বললো শন, 'এইমাত্র তোমাকে ইনস্ট্রাকটরের পদে নিয়োগ করা হলো। এখন থেকে ইকুইপমেন্টগুলোর দায়িত্ব তোমার ঘাড়ে চাপলো। আমি আর জোব শাঙ্গানিদের ক্লাস নেবো, ওদেরকে হাতে-কলমে শেখাবার দায়িত্ব তোমার।'

এই সময় থিয়েটারে হাজির হলো জেনারেল চায়না। 'আমি সাবধান করতে এসেছি', বললো সে। 'ফ্রেলিমোরা আক্রমণ শুরু করেছে। দক্ষিণ ও পশ্চিম থেকে এদিকে আসছে তারা। পাহাড় আর নদীর কাছ থেকে আরো দুর্গম এলাকায় হটিয়ে দিতে চায় আমাদেরকে। রেনামোদের সমতল এলাকায় পেলে হিন্দ গানারদের খুব সুবিধে হয়।'

'ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে গেছেন মনে হচ্ছে?' বিদ্রূপ করলো শন।

'আমরা পিছু হটছি', বললো জেনারেল চায়না, তার চোখ দুটো পলকের জন্যে জ্বলে উঠলো। 'স্টিংগার ছোঁড়ার মতো অপারেটর তৈরি না হওয়া পর্যন্ত আর কিছু করার নেই আমাদের। চারদিকের সমস্ত ঘাঁটি থেকে রেডিও মেসেজ আসছে, হিন্দ গানশিপের আক্রমণে আমার লোকজন টিকতে পারছে না। ওদেরকে আমি কবে নাগাদ স্টিংগার পাঠাতে পারবো?'

'দু'দিন পর।'

'দু'দিন? সময়টা কমিয়ে আনা যায় না?' সে যে ধৈর্য ধরতে পারছে না, বোঝাবার জন্যে হাতের স্টিকটা দিয়ে তালুর ওপর বারবার বাড়ি মারলো কমরেড চায়না। 'অন্তত একটা দলকে তাড়াতাড়ি ট্রেনিং দেয়া যায় না?'

'আপনি আসলে বোকার মতো কথা বলছেন, জেনারেল চায়না', বললো শন। 'স্টিংগারের ওপর এতোটা ভরসা করা কি উচিত হচ্ছে আপনার?'

'কি বলতে চান?'

'হিন্দগুলো এখানে কারা অপারেট করছে জানেন? আফগানিস্তানে ওরাই ওগুলো অপারেট করেছিল। স্টিংগারের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা কিভাবে নিতে হয় জানা আছে ওদের। এখন পর্যন্ত ওরা সতর্ক নয়, কিন্তু যে-ই আকাশে একটা স্টিংগার দেখা যাবে, সাথে সাথে পাল্টে যাবে পরিস্থিতি। আপনি হয়তো একটাকে ফেলতে পারবেন, কিন্তু বাকিগুলো আপনার জন্যে তৈরি হয়ে থাকবে।'

চিন্তিতভাবে শনের দিকে তাকিয়ে থাকলো কমরেড চায়না। 'আপনার পরামর্শ কি?'

'আপনার যা কিছু আছে, সমস্ত শক্তি দিয়ে আঘাত হানুন।'

'কোথায়? কখন?'

'যেখানে ওরা কোনো হামলা আশঙ্কা করছে না। আ ফুল স্কেল সারপ্রাইজ অ্যাটাক। ওগুলোর আস্তানায়।'

'ওগুলোর আস্তানায়?' চেহারায় অস্বস্তি ফুটে উঠলো, মাথা নাড়লো জেনারেল চায়না। 'আমাদের জানা নেই রাতে কোথায় ওগুলোকে রাখা হয়।'

'আমরা জানি', বললো শন। 'অন্তত আমি আস্তানাটা চিনি। আলফনসো ও ফার্দিনান্দকে ট্রেনিং দেবো আমি, ম্যাপ এঁকে দেখিয়ে দেবো আস্তানাটা। ওদের ওপর আমার বিশ্বাস আছে, ওরা পারবে। মাত্র দুটো দিন সময় দিন। দু'দিন পর রওনা হবে ওরা।'

কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করলো কমরেড চায়না, হাত দুটো পিছনে, পরস্পরের সাথে শক্তভাবে জড়িয়ে আছে। আকাশের দিকে তাকালো সে, যেনো আশঙ্কা করছে যে-কোনো মুহূর্তে হানা দেবে হিন্দ গানশিপ। 'ঠিক আছে, দু'দিন।'

'আমার শর্ত হলো, ওদের ট্রেনিং শেষ হবে, ওরা রওনা হবে হামলা করার জন্যে, একই সময়ে কোনো অজুহাত না তুলে আমাদেরকে চলে যেতে দেবেন আপনি।'

'আমাদের এই ঘাঁটি আর জিম্বাবুই সীমান্তের মাঝখানে ফ্রেলিমো কলাম রয়েছে', শনকে মনে করিয়ে দিলো জেনারেল চায়না।

'আমরা ঝুঁকি নেবো', বললো শন। 'আপনি কথা দিন।'

'ঠিক আছে, মেজর। কথা দিলাম।'

'ভেরি গুড। এবার বলুন, আলফনসোকে কখন আশা করছেন?'

'এরইমধ্যে আমাদের লাইনে পৌঁছে গেছে তারা। আর এক কি দেড় ঘন্টার মধ্যে আলফনসো পৌঁছুবে বলে আশা করছি। তবে ওরা খুব ক্লান্ত হয়ে আছে। একটানা প্রায় চব্বিশ ঘন্টা যুদ্ধ করতে হয়েছে ওদেরকে।'

'এটা যুদ্ধই, পিকনিক নয়', কঠিন শোনায়ালো শনকে। 'পৌঁছুবার সাথে সাথে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন ওদের।'

অবশেষে পৌঁছুলো ওরা, দশ রাউণ্ড লড়াই শেষ করে আড়ষ্ট হেভিওয়েট বক্সারের মতো টলতে টলতে। বাঘের ছাপ মারা ক্যামোফ্লেজ ড্রেসে রণক্ষেত্রের ধুলোবালি লেগে আছে, ক্লান্তিতে ঝুলে পড়া মুখ ঘামে ভেজা।

অ্যাম্ফিথিয়েটারের মেঝেতে ঢলে পড়লো লোকগুলো, যে যেখানে পড়লো সেখানেই ঘুমিয়ে গেলো, একা শুধু সার্জেন্ট আলফনসো শনের পাশে বসে নিচু গলায় ব্যাখ্যা করলো গ্র্যাণ্ড রীফ থেকে কিভাবে পিছু হটেছে দলটা, কিভাবে হোণ্ডি উপত্যকার গহ্বরে পৌঁছে ইউনিমগ ট্রাকগুলো লুকিয়ে রাখে, তারপর পায়ে হেঁটে সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে পড়ে মোজাম্বিকে।

'জঙ্গলে গিজগিজ করছে ফ্রেলিমো, আকাশে পাহারা দিচ্ছে হিন্দ', আস্তিন দিয়ে মুখের ঘাম মুছলো আলফনসো। 'আপনি বিশ্বাস করবেন না, হেসে উড়িয়ে দেবেন, কিন্তু কথাটা সত্যি-ফ্রেলিমোদের বাজপাখিগুলো শাঙ্গানি ভাষায় কথা বলতে পারে। আকাশ থেকে ওরা বলছে, আমি নিজের কানে শুনেছি, ওদের কাছে জাদুর লাঠি

আছে, যার সাহায্যে আমাদের বুলেট আর রকেটগুলোকে ওরা গলিয়ে ছাতু করে দিতে পারে।'

গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকালো শন। হিন্দের গানাররা নিশ্চই রেনামোদের ভয় দেখাবার জন্যে অ্যামপ্লিফায়ার ব্যবহার করছে। এই কৌশল আফগানিস্তানেও ব্যবহার করা হয়েছে।

'আমাদের পুরো লাইন বরাবর রেনামোরা কামানের গোলায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, নয়তো দৌড়াচ্ছে। বাজপাখির বিরুদ্ধে লড়া সম্ভব নয়।'

'সম্ভব', আলফনসোর শার্টের সামনেটা চেপে ধরলো শন। 'এসো, কিভাবে লড়তে হবে তোমাকে শিখিয়ে দিই। তোমার লোকদের ঘুম ভাঙাও। ঘুমোবার অনেক সময় পাওয়া যাবে, তার আগে যাও রাশিয়ান পাখীগুলোকে আকাশ থেকে নিশ্চিহ্ন করে এসো।'

* * *

শন ও জোব লোকগুলোকে চেনে, তাদের নাম জানে, কার কি বৈশিষ্ট্য তা-ও বোঝে। আলফনসো ও ফার্দিনান্দের নেতৃত্বে তাদেরকে দুটো দলে ভাগ করলো শন। দলনেতাদের সাহায্যে শুরু হলো বাছাই পর্ব। যাদের শেকার আগ্রহ আছে, বুদ্ধিমান, তারাই টিকলো স্টিংগার ট্রেনিং পাবার জন্যে। বিশজনের একটা শিক্ষানবিশ দল তৈরি করতে তিন ঘন্টা লাগলো ওদের। ঠিক হলো, বাকি সবাই প্রচলিত অস্ত্র নিয়ে আক্রমণে অংশগ্রহণ করবে। ইতিমধ্যে হিন্দ গানশিপের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার কৌশল সবাই তারা শিখে নিয়েছে।

মিসাইল ছোঁড়ার ট্রেনিং দেয়ার জন্যে একটা দলের দায়িত্ব নিলো শন, অপরটার জোব। ঘন্টার পর ঘন্টা স্টিংগারের অ্যাকশন দেখানো হলো তাদেরকে। শেখানো হলো লঞ্চার কিভাবে লোড করতে হয়, কিভাবে লক করতে হয়, কিভাবে লক্ষ্যস্থির করতে হয়। শেষ বিকেলের দিকে পাঁচজনের একটা দলকে ক্লডিয়ার কাছে পাঠানো হলো ট্রেনিং ইকুইপমেন্টের সাহায্যে নকল আক্রমণে অংশগ্রহণের জন্যে। পাঁচজনের মধ্যে আলফনসো ও ফার্দিনান্দও থাকলো।

আলফনসো পরপর তিনবার লক্ষ্যভেদ করলো, সাথে সাথে ক্লডিয়ার সহকারী ও অনুবাদক হিসেবে নির্বাচন করা হলো তাকে। সন্ধের আগে বাকি চারজনও পরপর তিনবার লক্ষ্যভেদ করতে সমর্থ হলো, তাদেরকে হামলায় অংশগ্রহণের উপযুক্ত বলে ঘোষণা করলো ক্লডিয়া।

ক্লান্ত পায়ে নিজেদের বাংকারে ফিরে এলো শন ও ক্লডিয়া। বাবুর্চি ও আর্দালিদের বিদায় করে দিয়ে খেতে বসলো ওরা, অন্ধকার থেকে হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকলো মাতাউ। তাকে খেতে দিলো ক্লডিয়া।

খাওয়া শেষ হতে শন বললো, 'চলো, কাজ আছে।'

অন্ধকার অ্যাম্ফিথিয়েটারে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল জোব। হিন্দ গানশিপের আস্তানা দেখে এসেছে মাতাউ, শনের নির্দেশে তাকে একটা মডেল তৈরি করতে হবে। মডেল তৈরির উপকরণ আগেই যোগাড় করে রেখেছে জোব। প্যারাফিন ল্যাম্পের আলোয় কাজ শুরু করলো ওরা। কাদা দিয়ে পাহাড় বানালো মাতাউ, গাছগুলোর প্রতিনিধিত্ব করলো শুকনো ঘাসের ডগা, সরু কাঠি ব্যবহার করা হলো রাস্তা বোঝাবার জন্যে, সরু করে কাগজ কেটে তৈরি করা হলো রেলপথ। শনেশন জানে, লেখাপড়া না জানলে কি হবে, প্রখর স্মরণশক্তির অধিকারী মাতাউ, একবার একটা জিনিস দেখলে ভোলে না। ক্লডিয়ার আরো একটা গুণের কথা প্রকাশ হয়ে একটা জিনিস দেখলে ভোলে না। ক্লডিয়ার আরো একটা গুণের কথা প্রকাশ হলো পড়লো, কাদা দিয়ে অবিকল হিন্দ হেলিকপ্টার তৈরি করলো সে। মাতাউর সাহায্য নিয়ে পাহাড়ের মাথায় সেগুলো বসানো হলো। এক গাদা নুড়ি পাথর কুড়িয়ে আনলো জোব, প্রতিটি পাথর প্রতিনিধিত্ব করবে রেনামো সৈনিকদের।

মাঝরাতের অনেক পরে মশারির ভেতর ঢুকলো ওরা। এতোই ক্লান্ত যে সহজে ঘুম এলো না। শনকে নিজের ছেলেবেলার কথা শোনালো ক্লডিয়া, বাবা-মা'র বনিবনা না হওয়ায় কি রকম মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে তাকে। 'বারো বছর বয়েসেই বুঝে ফেলি আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। বাবা আর মামির ত্রুটি-বিচ্যুতি এতো বেশি চোখে বাজতো যে প্রতিটি কাজে ষোলো আনা নিখুঁত হবার একটা জেদ চেপে গিয়েছিল আমার। সেজন্যে খুব কম মানুষকেই আমি সহ্য করতে পারি।' শনের কোলের ভেতর সরে এলো ক্লডিয়া।

শেষ রাতের দিকে ঘুমালো ওরা। মাত্র কয়েক ঘন্টা ঘুম হলো, তবু জাগার পর তাজা ও ঝরঝরে লাগলো শরীর। অ্যাক্সিথিয়েটারে বাকি রেনামোদের ট্রেনিং দেয়ার কাজ শুরু হলো ভোর বেলা। দুপুরের দিকে বাকি সবগুলো লোককে হাতে কলমে মিসাইল ছোঁড়া শিখিয়ে দিলো ক্লডিয়া। আধ ঘন্টা খাওয়া ও বিশ্রাম, তারপর শুরু হলো প্ল্যান তৈরি। মডেলটার চারপাশে সবাইকে জড়ো হতে বললো শন। গোটা এলাকা চিনিয়ে দেয়া হলো সবাইকে। কিভাবে আক্রমণ করা হবে ব্যাখ্যা করা হলো। তারপর কে কি বুঝেছে পরীক্ষা করার জন্যে প্রত্যেককে ডাকা হলো, মডেল দেখিয়ে আক্রমণটা ব্যাখ্যা করতে বলা হলো।

ট্রেনিঙের ধরন ও শনের ক্লান্তিহীন ধৈর্য লক্ষ্য করে শাঙ্গানিরা এতোই মুগ্ধ হলো যে কেউ কেউ ওকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করলো, শুনে লালচে হয়ে উঠলো শনের চেহারা। সার্জেন্ট আলফনসো ব্যাখ্যা করলো, আফ্রিকায় বাবা মানে ঠিক পিতা, নয়, সঠিক প্রতিশব্দ হতে পারে গুরু। সে নিজেও শনকে 'মহান শিক্ষক', 'সর্দার' ইত্যাদি বলে সম্বোধন করলো, তারপর ছোটোখাটো একটা ভাষণ দিয়ে ফেললো সে। তার ভাষণের সারমর্ম হলো, শাঙ্গানিরা চায় তাদের সাথে আক্রমণে শনও যেনো অংশগ্রহণ করে, তা না হলে নিজেদের অসহায় লাগবে।

সবিনয়ে তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলো শন, বললো, 'তোমরা পুরুষমানুষ, পুরুষমানুষ নিজেকে কখনো অসহায় মনে করে না। আমার পথ আরেক দিকে চলে গেছে, কাজেই আমাকে তোমরা পাবে না। যা কিছু শেখাবার সব আমি তোমাদের শিখিয়েছি, বিশ্বাস করি বাজপাখিগুলোকে পুড়িয়ে দিয়ে বিজয়ী হয়ে ফিরবে তোমরা। তোমাদের প্রতি আমার ভালোবাসা রইলো।'

বিষণ্ন হয়ে উঠলো পরিবেশ, নিচু স্বরে ফিসফাস করলো শাঙ্গানিরা। ঘুরে দাঁড়ালো শন, এতোক্ষণে দেখলো কখন যেনো নদীর কিনারায় একটা গাছের তলায় এসে দাঁড়িয়েছে জেনারেল চায়না। তার সাথে দশ-বারোজন অফিসার রয়েছে, তারা সবাই তার দেহরক্ষী, প্রত্যেকের পরনে মেরুন রঙের বেরেট।

অফিসারদের পিছনে রেখে এগিয়ে এলো জেনারেল। 'দেখতে পাচ্ছি আপনার প্রস্তুতি শেষ হয়েছে, কর্নেল কোর্টনি', বললো সে।

'হ্যাঁ, ট্রেনিং শেষ হয়েছে', বললো শন। 'যে-কোনো মুহূর্তে, আপনি অর্ডার দিলেই, রওনা হতে পারে ওরা।'

'আপনি কি দয়া করে আরেকবার ব্যাখ্যা করবেন প্ল্যানটা, আমার বোঝার সুবিধের জন্যে?'

আলফনসোর দিকে আঙুল তুললো শন। 'হামলার প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করো', নির্দেশ দিলো ও।

হেলিকপ্টার ঘাঁটির মডেলের সামনে দাঁড়ালো জেনারেল চায়না, হাত দুটো পিছনে, শক্ত করে ধরে আছে স্টিকটা। আক্রমণ ব্যাখ্যা করছে আলফনসো, তাকে থামিয়ে দিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে নানা প্রশ্ন করছে শনকে সে। 'আপনি দেখছি মাত্র অর্ধেক মিসাইল ব্যবহার করছেন, কারণ কি?'

'রেইডিং কলামকে ফ্রেলিমো লাইন পেরিয়ে যেতে হবে, কারো চোখে ধরা না পড়ে। মিসাইলগুলো আকারে বিরাট, খুব ভারিও। সবগুলো বইতে হলে আরো লোক লাগবে, তারমানে দলটা বড় হয়ে যাবে-তাতে ফ্রেলিমোদের চোখে ধরা পড়ার আশঙ্কা আরো বাড়বে।'

মাথা ঝাঁকালো জেনারেল চায়না।

তারপর শন বললো, 'আক্রমণটা সফল হবেই, এ নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না। যদি ওরা ব্যর্থ হয়...।'

'হ্যাঁ, ব্যর্থ হলেও আমাদের হাতে স্টিংগার থাকবে। ধন্যবাদ, [illegible] আবার শুরু করো।'

ধীরে ধীরে, কয়েক স্তরে ভাগ করে প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করলো আলফনসো। মাথানো নুড়ি পাথর দেখিয়ে বললো, এগুলো মিসাইল টিম। মিসাইল টিম [illegible] পজিশন নেবে তা-ও দেখালো সে। হিন্দের ঘাঁটি থেকে পাঁচশো মিটার [illegible] ঢাকা দিয়ে থাকবে তারা।

লাল ফ্লেয়ার ছুঁড়ে সংকেত দেয়া হবে। সংকেত পেয়ে অ্যাসল্ট টিম [illegible] দিক থেকে আক্রমণ শুরু করবে, আঘাত হানবে রেললাইনের ওপর যদি কোনো ফুয়েল ট্যাংকার থাকে। একই সাথে ঘাঁটিতে মর্টার ছুঁড়বে ওরা। তারপর দক্ষিণ পেরিমিটারে হানা দেবে। 'গোলাগুলি শুরু হওয়ামাত্র হিন্দগুলো আকাশে উঠবে', ব্যাখ্যা করলো আলফনসো। 'আকাশ-পথে পালাবার চেষ্টা করবে ওগুলো। তবে মাটি ছেড়ে আকাশে ওঠার পর কিছুটা সময় দেবে ওরা, কিছুক্ষণ স্থির ভেসে থাকবে শূন্যে, ঠিক ওই সময় ওগুলোকে শিকার করবো আমরা।'

প্ল্যানটা নিয়ে আরো অনেকক্ষণ আলোচনা করলো জেনারেল চায়না, তারপর [illegible] মাথা ঝাঁকালো সে। জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি তাহলে [illegible] [illegible] হয়ে চান, কর্নেল কোর্টনি?'

'আমি নই, ওরা', কঠিন সুরে বললো শন। 'আক্রমণের নেতৃত্বে দেবে আলফনসো। সন্ধের দু'ঘন্টা আগে রওনা হবে ওরা, রাতে ফ্রেলিমো লাইন পেরুবে। কাল সারাদিন ওরা গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করবে। হানা দেবে রাতে।'

'ভেরি ওয়েল', সায় দিলো জেনারেল চায়না। 'এখন আমি গেরিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবো।'

ভাষণে কমরেড চায়না বললো, এই যুদ্ধে ফ্রেলিমোরা জিতে গেলে যোদ্ধা হিসেবে শুধু রেনামোদের নয়, আত্মীয়-স্বজন হবার অপরাধে যোদ্ধাদের মা-বাপ-ভাই-বোনকেও জ্যান্ত কবর দেবে তারা। কাজেই আত্মাহুতি দিয়ে হলেও হিন্দ হেলিকপ্টারের ঘাঁটি ধ্বংস করে দিয়ে আসতে হবে তাদের। রেনামোদের রণসঙ্গীত গেয়ে ভাষণ শেষ করলো সে।

শনকে বললো, 'কর্নেল কোর্টনি, আপনার সাথে একান্তে আলাপ আছে। আমার সাথে আসুন, প্লিজ।'

ক্লডিয়া ও জোবকে কয়েকটা কাজ বুঝিয়ে দিয়ে জেনারেল চায়নার সাথে রওনা হলো শন। খেয়াল করলো না যে জেনারেলের দেহরক্ষীরা ওদের পিছু পিছু আসছে না। অ্যাম্ফিথিয়েটারের মুখে দাঁড়িয়ে আছে তারা, চেহারা থমথম করছে।

কমাণ্ড বাংকারে পৌঁছুলো ওরা, শনকে পথ দেখিয়ে আণ্ডারগ্রাউণ্ড অফিসে নিয়ে এলো জেনারেল। একজন আর্দালি চা পরিবেশন করলো 'কি বলবেন জেনারেল?' মগে চুমুক দিয়ে জানতে চাইলো শন।

শনের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে কমরেড চায়না, সামনের ওয়াল ম্যাপটা দেখছে। ম্যাপের গায়ে রঙিন পিন আটকে ফ্রেলিমোদের আক্রমণ দেখানো হয়েছে। শনের প্রশ্নের জবাব দিলো না সে। শনও সাথে সাথে আর কিছু বললো না।

রেডিও রুম থেকে একজন সিগন্যাল অফিসার এলো, কমরেড চায়নার হাতে একটা মেসেজ ধরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলো সে। মেসেজটা পড়ার সময় বিড়বিড় করে কাকে যেনো অভিশাপ দিলো জেনারেল, ম্যাপের রঙিন কয়েকটা পিন খুলে অন্য জায়গায় বসালো। দ্রুত এগিয়ে আসছে ফ্রেলিমোরা।

'ওদেরকে আমরা ঠেকাতে পারছি না', শনকে বললো জেনারেল চায়না, এখনো ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে সে।

বাংকারে আরেকজন অফিসার ঢুকলো, পরনে মেরুন রঙের বেরেট। লে জেনারেলের দেহরক্ষীদের একজন। ফিসফিস করেণ কি যেনো বললো সে জেনারেলকে। শন শুধু একটা মাত্র শব্দ অস্পষ্টভাবে শুনতে পেলো-আমেরিকান।

ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক করে মৃদু হাসলো কমরেড চায়না, তারপর হাত নেড়ে বিদায় করে দিলো অফিসারকে। লোকটা বাংকার থেকে বেরিয়ে যেতে শনের দিকে ফিরলো সে।

'এতে কাজ হবে না,' বিড়বিড় করে বললো, তাকিয়ে আছে শনের দিকে।

'কিসে কাজ হবে না?'

'আপনার প্ল্যানে।'

'যুদ্ধে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না', স্বীকার করলো শন। 'তবে, আমার বিশ্বাস হামলাটা সফল হবে। শতকরা সত্তর ভাগ সম্ভাবনা হিন্দগুলো ধ্বংস করে দিয়ে ফিরে আসবে ওরা।'

'সফল হবার সম্ভাবনা শতকরা নব্বুই ভাগ হতে পারতো, আপনি যদি নেতৃত্ব দিতেন', বললো জেনারেল। 'আপনার ওপর আমার আস্থা আছে।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু কি হতে পারতো তা নিয়ে কথা বলে কি লাভ! আমি তো থাকছিই না। আজই আমরা রওনা হবো।'

'না, কর্নেল। আপনাকে যেতে দিতে পারলে খুশিই হতাম, কিন্তু তা সম্ভব নয়। আক্রমণে আপনি থাকছেন, আপনিই নেতৃত্ব দিচ্ছেন।'

এক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলো শন। তারপর বললো, 'আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন।'

'কথা দিয়েছি?' ঠোঁট টিপে হাসলো কমরেড চায়না। 'কথা দিয়েছি তো কি হয়েছে? জানেন না, যুদ্ধে অন্যায় বলে কিছু নেই? কথা দিই, কথা ভাঙি, তো কি হলো? প্রয়োজনে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবো না?'

লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়লো শন, রাগে লাল হয়ে উঠেছে চেহারা। 'আমি যাচ্ছি', বললো ও, প্রচণ্ড রাগের মধ্যেও গলার আওয়াজ শান্ত রাখতে পারলো। 'আমার লোকদের নিয়ে এই মুহূর্তে রওনা হবো। থামাতে হলে আমাকে আপনার খুন করতে হবে।'

কাটা কানটা স্পর্শ করলো জেনারেল চায়না, আবার ঠোঁট টিপে হাসলো। 'আপনার উত্তেজনা আমাকে স্পর্শ করছে না, কর্নেল কোর্টনি। আমার স্বভাবই হলো, যা বলি তাই করি। আক্রমণে আপনি নেতৃত্ব দেবেন, এর কোনো বিকল্প নেই। কি বললেন? আপনাকে খুন করতে হবে? না, আমি তা মনে করি না। আপনি স্বেচ্ছায় রাজি হবেন, কর্নেল কোর্টনি।'

'দেখা যাক', বলে চেয়ারটায় লাথি মারলো শন', ডিগবাজি খেতে খেতে দেয়ালে গিয়ে বাড়ি খেলো সেটা। দরজার কাছে এসে মাথা নিচু করলো, বেরিয়ে এলো বাইরে।

'আপনি এখুনি আবার ফিরে আসবেন, কর্নেল কোর্টনি', পিছন থেকে সহাস্যে বললো জেনারেল চায়না।

রোদে বেরিয়ে এসে হন হন করে আম্ফিথিয়েটারের দিকে এগোলো শন। কাছাকাছি এসে বুঝতে পারলো, কিছু একটা ঘটেছে। ঢালের ওপর আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে আছে শাঙ্গানিরা, যেনো মনে হলো শন ওদেরকে শেষবার দেখার পর কেউ

একচুল নড়েনি। আলফনসোর চেহারা হয়েছে পাথুরে মূর্তির মতো, চোখ-মুখে কোনো ভাব নেই।

অ্যাম্ফিথিয়েটারের মাঝখানে টেবিলটা, সেটার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে রয়েছে জোব। তার ইউনিফর্মে ধুলো লেগে রয়েছে, মাথার ক্যাপটা পড়ে রয়েছে টেবিলের নিচে। মাথাটা ধীরে ধীরে নাড়ছে সে, যেনো আচ্ছন্ন বোধ করছে। নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে।

'কি হয়েছে?' ছুটে কাছে চলে এলো শন। কয়েক সেকেণ্ড চেষ্টা করার পর চোখ দুটো পুরোপুরি মেলতে পারলো জোব, দৃষ্টি ফিরে পাবার জন্যে অপেক্ষা করছে বলে মনে হলো। প্রচণ্ড মারধর করা হয়েছে তাকে। ঠোঁট দুটো ফুলে বেঢপ আকৃতি পেয়েছে, মুখের ভেতর রক্ত, লাল হয়ে আছে সব ক'টা দাঁত, ছিঁড়ে গেছে নাকের একটা ফুটো। আলুর মতো ফুলে আছে কপালটাও। 'জোব, একি অবস্থা হয়েছে তোমার?' নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে শনের। জোবের কাঁধ খামচে ধরলো ও। 'কে?'

'আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি, বাওয়ানা', বললো জোব, তারপরই ফুঁপিয়ে উঠলো সে। 'বিশ্বাস করুন...।'

'শান্ত হও, জোব। কি হয়েছে বলো আমাকে।'

ছোট্ট করে উচ্চারণ করলো জোব। 'মেমসাহেব!'

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো শনের। ' ক্লডিয়া!' জোবকে ছেড়ে সোজা হলো ও, উদভ্রান্তের মতো তাকালো চারদিকে। 'কোথায় সে, জোব?' বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠলো শনের। 'কি ঘটেছে?'

'ওরা তাকে নিয়ে গেছে', বললো জোব। 'চায়নার দেহরক্ষীরা। আমি ওদেরকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করি...।'

কোমরের বেল্ট থেকে পিস্তলটা শনের হাতে চলে এলো। 'কোথায় সে, জোব?'

টেবিলের ওপর উঠে বসলো জোব। 'জানি না, বস।' আস্তিন দিয়ে ঠোঁটের রক্ত মুছলো সে। 'আমার জ্ঞান ছিলো না, কোনো দিকে নিয়ে গেছে দেখিনি...।'

'চায়না, বেজন্মা কুকুর, আজ তোকে মরতে হবে!' চরকির মতো আধপাক ঘুরলো শন, কমাণ্ড বাংকারে ফিরে যাবার জন্যে তৈরি।

'স্যার, চিন্তা করুন!' পিছন থেকে আবেদন জানালো জোব। ছুটতে গিয়েও নিজেকে সামলে রাখলো শন। 'ঈশ্বরের দোহাই, বিপদের সময় মাথা গরম করবেন না। চিন্তা করুন, স্যার।'

ধীরে ধীরে জোবের দিকে ফিরলো শন। তার মুখে কি যেনো খুঁজলো ও।

'ম্যানুয়্যাল, স্যার!' টেবিল থেকে ধীরে ধীরে নামলো জোব, এখনো তার মুখ থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। 'ওগুলো পুড়িয়ে ফেলুন!'

'পুড়িয়ে ফেলবো!' বিড়বিড় করলো শন, উপলব্ধি করলো প্রচণ্ড রাগে থরথর করে কাঁপছে শরীর। মাথাটা ঠাণ্ডা করা দরকার। 'ওগুলো আমাদের বীমা, জোব! শুধু আমরা জানি!'

ব্যথায় কুঁচকে থাকা চেহারা হঠাৎ নিভাঁজ হয়ে উঠলো, ফিসফিস করে বললো জোব, 'ক্যাসেটগুলোও, স্যার।'

'হ্যাঁ, ক্যাসেটগুলো। দাও আমাকে!'

দ্রুত হাতে অ্যাটাক ক্যাসেটগুলো কেসে ভরলো জোব। আলফনসোর সামনে এসে দাঁড়ালো শন, তার বেল্ট থেকে তুলে নিলো একটা ফসফরাস গ্রেনেডে।

ক্যাসেট ভরা কেস-এর ভেতর ফসফরাস গ্রেনেড ও পিস্তলের ল্যানিয়ার্ড-এর সাহায্যে একটা ডিভাইস তৈরি করলো শন। পিস্তল ল্যানিয়ার্ড-এর হুকটা গ্রেনেডের পিনে আটকালো, গ্রেনেডটা রাখলো কেস-এর ভেতর। কেস-এর ঢাকনির ওপর বেয়োনেটের ডগা দিয়ে একটা গর্ত তৈরি করলো, ল্যানিয়ার্ড-এর মুক্ত প্রান্তটা বেরিয়ে থাকলো গর্তের বাইরে। কেস বন্ধ করলো শন, ল্যানিয়ার্ডটা জড়িয়ে নিলো কব্জির সাথে। 'চায়না চেষ্টা করে দেখুক নিতে পারে কিনা', কর্কশ সুরে বিড়বিড় করলো ও। কেসটা যদি ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়, বা যদি ফেলে দেয় ও, সাথে সাথে টান পড়বে গ্রেনেডের পিনে। শুধু যে কেসের ভেতর ক্যাসেটগুলো ধ্বংস হবে তা নয়, আশপাশে যারা থাকবে তারাও কেউ বাঁচবে না।

ইতিমধ্যে ম্যানুয়্যালগুলোয় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে জোব। তাকে নির্দেশ দিলো শন, 'সব পুড়ে ছাই না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে নড়বে না।' ক্যাসেট ভরা কেসটা বুকের সাথে চেপে ধরে কমাণ্ড বাংকারের উদ্দেশ্যে রওনা হলো ও।

'বলিনি, আবার আপনাকে ফিরে আসতে হবে?' শনকে দেখে মুচকি হাসলো জেনারেল চায়না। পরমুহূর্তে শনের হাতে কেসটা দেখে ভুরু কুঁচকালো সে, হাসিটা ধীরে ধীরে মুছে গেলো চেহারা থেকে। কেসের ঢাকনিতে ফুটো, ফুটো থেকে বেরিয়ে আছে ল্যানিয়ার্ড, সবই লক্ষ্য করলো।

কেসটা তুলে কমরেড চায়নার মুখের সামনে নাড়লো শন। 'এর ভেতর হিন্দ স্কোয়াড্রনের প্রাণ রয়েছে, চায়না', বললো ও। 'ক্যাসেট ছাড়া স্টিংগারগুলো মূল্যহীন, আপনার কোনো কাজেই লাগবে না।'

চট করে দরজার দিকে তাকালো জেনারেল চায়না।

'ও-সব ভুলে যান', বললো শন। 'কেসের ভেতর একটা গ্রেনেড রয়েছে। ফসফরাস গ্রেনেড। ল্যানিয়ার্ডটা ফায়ারিং-পিনের সাথে আটকানো। এটা যদি আমি ফেলে দিই বা কেউ যদি আমার হাত থেকে কেড়ে নেয়, কি ঘটবে বলুন তো? গ্রেনেড ফাটলে কি ঘটে আপনার জানা আছে।'

ডেস্কের দু'দিক থেকে পরস্পরের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকলো ওরা।

তারপর নিস্তব্ধতা ভাঙলো জেনারেল চায়না।

'তারমানে চালমাত, কর্নেল কোর্টনি?' আবার হাসি ফুটলো তার চেহারায়, আগের চেয়ে ঠাণ্ডা ও ভীতিকর লাগলো।

' ক্লডিয়া কোথায়?' কঠিন সুরে জানতে চাইলো শন।

গলা চড়িয়ে একজন আদালিকে ডাকলো জেনারেল। 'মেয়েটাকে নিয়ে এসো এখানে!'

দু'জনেই আড়ষ্ট ও সতর্ক হয়ে আছে, তাকিয়ে আছে পরস্পরের চোখের দিকে।

'ক্যাসেটের কথা মনে রাখা উচিত ছিলো আমার', ঘরোয়া আলাপের সুরে বললো জেনারেল। 'সত্যি , আপনার প্রশংসা করতে হয়। খুব দেখিয়েছেন। গুড। ভেরি গুড। বুঝতে পারছেন তো, কেন আমি চাই আপনি নেতৃত্ব দিন।

'আপনার আরো জানা দরকার', বললো শন, 'ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়্যালগুলোও আমি পুড়িয়ে ফেলেছি। আমরা মাত্র তিনজন-আমি, জোব ও ক্লডিয়া-স্টিংগার সম্পর্কে জানি।'

'কেন, শাঙ্গানিরা তাহলে কিসের ট্রেনিং পেলো? আলফনসো, ফার্দিনান্দ?' চ্যালেঞ্জের সুরে জিজ্ঞেস করলো কমরেড চায়না।

নিঃশব্দে হাসলো শন। 'কোনো লাভ নেই, চায়না। ওরা শুধু মিসাইল ছুঁড়তে জানে, কিন্তু মাইক্রো প্রসেসর কিভাবে প্রোগ্রাম করতে হয় সে-সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখেনা। আমাদেরকে আপনার দরকার, কান-কাটা জেনারেল। আমরা না থাকলে হিন্দ গানশিপ অনবরত আসতে থাকবে, পড়ে পড়ে মার খাওয়া ছাড়া আপনার কিছু করার থাকবে না। কাজেই আমার সাথে লাগতে আসবেন না। আপনার অস্তিত্ব আমার হাতের মুঠোয়।'

পায়ের আওয়াজ পেলো শন। রেডিও রুম থেকে কারা যেনো পাশের রুমে চলে এলো। দরজার দিকে তাকালো ও। ক্লডিয়াকে দেখা গেলো, পিছন থেকে কেউ ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢোকালো তাকে।

আবার তার হাতে হ্যাণ্ডকাফ পরানো হয়েছে। মাথায় ক্যাপটা নেই, মুখ আর ঘাড় ঢাকা পড়ে আছে এলোমেলো চুলে। তার দু'পাশে দু'জন গার্ড এসে দাঁড়ালো।

'শন!' ওকে দেখেই ছুটে আসতে চেষ্টা করলো ক্লডিয়া। গার্ড দু'জন ধরে রাখলো তাকে। ধস্তাধস্তি শুরু করলো ক্লডিয়া। হ্যাঁচকা টান দিয়ে দেয়ালের গায়ে ফেলা হলো তাকে, চেপে ধরে রাখা হলো।

'আপনার কুত্তাগুলোকে বলুন ওকে যেনো ছেড়ে দেয়', হিসহিস করলো শন। কুত্তা বলায় প্রচণ্ড রাগের সাথে শনের দিকে তাকালো গার্ড দু'জন।

কমরেড চায়না নির্দেশ দিলো, 'মেয়েটাকে চেয়ারে বসাও।'

জোর করে টেনে আনা হলো ক্লডিয়াকে, খালি একটা চেয়ারে বসানো হলো। আবার নির্দেশ দিলো জেনারেল চায়না, চেয়ারের হাতলের সাথে হ্যাণ্ডকাফ আটকে দেয়া হলো।

'আপনার অত্যন্ত প্রিয় একটা জিনিস আমার হাতে রয়েছে, আর আমার একটা অত্যন্ত দরকারী জিনিস আপনার হাতে রয়েছে', বললো জেনারেল চায়না। 'আমরা কি একটা চুক্তিতে আসতে পারি না, কর্নেল কোর্টনি?'

'আমাদের যেতে দিন', সাথে সাথে বললো শন। 'সীমান্তে পৌঁছে ক্যাসেটগুলো হস্তান্তর করবো।'

মাথা নাড়লো কমরেড চায়না। 'আপনার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। আমার পাল্টা প্রস্তাবটা শুনুন। হিন্দ ঘাঁটি আক্রমণে আপনি নেতৃত্ব দেবেন। অপারেশন পুরোপুরি সফল হবার পর আলফনসো আপনাকে সীমান্তে পৌঁছে দেবে।'

গ্রেনেড ভরা কেসটা মাথা কাছাকাছি তুলে দেখালো শন।

জবাবে হাসলো কমরেড চায়না। বেল্টে আটকানো খাপ থেকে একটা ছুরি বের করলো সে। ব্লেডটা পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, হাতলটা আইভরির। হাসতে হাসতেই চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালো সে, হাত বাড়িয়ে ক্লডিয়ার খুলি থেকে এক গোছা চুল কেটে চুল কেটে নিলো। কাটা চুলগুলো ছড়িয়ে পড়লো মেঝেতে। 'কি রকম ধার, বুঝতে পারছেন?' নরমসুরে জিজ্ঞেস করলো সে।

' ক্লডিয়া খুন হলে গ্রেনেডটা আমি ফাটিয়ে দেবো', হুমকি দিলো শন, উত্তেজনায় কর্কশ শোনালো ওর গলা। 'ও না থাকলে দর কষার কিছু থাকবে না আপনার।'

'দর কষার জন্যে আরেকটা জিনিস আছে আমার', উত্তর দিলো কমরেড চায়না, দরজায় দাঁড়ানো গার্ডের উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকালো সে।

বাংকারের ভেতর একজনকে নিয়ে এলো ওরা, আগে তাকে কখনো দেখেনি শন। ভৌতিক একটা কাঠামো, ঘাড়ের ওপর ওটা মাথা নয়, যেনো শুধুই খুলি। ঠোঁটগুলো কুঁকড়ে গেছে, অদৃশ্য হয়েছে মুখের ভেতর, ফলে বাইরে বেরিয়ে আছে বড় বড় দাঁত। ভালো করে তাকাতে শন দেখলো, খুলির ওপর যেগুলোকে চুল বলে মনে হচ্ছিলো সেগুলো আসলে চকচকে ঘা।

চায়নার নির্দেশে ভৌতিক কাঠামোর গা থেকে ছেঁড়া কম্বলটা টেনে নিলো গার্ড। শুধু ওই কম্বলটাই আব্রু রক্ষা করছিল। পুরোপুরি উলঙ্গ হয়ে পড়লো কঙ্কালটা। এতোক্ষণে বুঝতে পারলো শন, একটা মেয়েমানুষের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ও।

মেয়েলোকটা শনকে একটা হরর ফিল্মের কথা মনে করিয়ে দিলো। মানুষ বলে মনে হয় না– লোলচর্মসর্বস্ব কয়েকটা হাড়। পাঁজরে ঝুলে আছে শুকনো স্তন, তলপেটটা ভেতর দিকে এতো বেশি ডেবে আছে যে নিচের দিকটায় হাড় ছাড়া আর কিছু আছে বলে মনে হলো না। তার হাতে বা পায়ে কোনো মাংস নেই, শরীরের তুলনায় অনেক বড় লাগলো হাঁটু, ও কনুই।

শন ও ক্লডিয়া, দু'জনেই তার দিকে তাকিয়ে আছে। আতঙ্কে কথা বলতে পারলো না।

'ওর তলপেটটা ভালো করে দেখুন। কি ওগুলো?' সহাস্যে জিজ্ঞেস করলো জেনারেল চায়না।

চামড়ার নিচে থেকে উঁচু হয়ে আছে ওগুলো। কালো, পাকা আঙুরের মতো, শক্ত ও চকচকে। দু'চারটে নয়, অনেকগুলো, আর ঘন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে নিচের দিকে।

মর্মবিদারক দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে আছে ওরা, হঠাৎ কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে ছুরি ধরা হাতটা লম্বা করলো কমরেড চায়না, ব্লেডের ডগা দিয়ে ক্লডিয়ার হাতের উল্টোপিঠে খোঁচা মারলো। আঁতকে উঠে হাতটা সরিয়ে নেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করলো ক্লডিয়া। চেয়ারের হাতলের সাথে আটকে আছে হ্যাণ্ডকাফ। খোঁচা লাগা চামড়া থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে, কড়ে আঙুলের ওপর দিয়ে গড়িয়ে মেঝেতে পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়, সেদিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকলো ক্লডিয়া।

'ইউ বাস্টার্ড!' দাঁতে দাঁত চাপলো শন। 'ওকে খোঁচা মারলেন কেন?'

'ভয় পাবার মতো এখনো কিছু ঘটেনি', মৃদু হেসে ওদেরকে আশ্বস্ত করলো জেনারেল চায়না। 'সামান্য একটু খোঁচাই তো! ধীরে ধীরে, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে, কালো মেয়েলোকটার কঙ্কালের দিকে হাত বাড়ালো সে, ছুরির ডগাটা তাক করলো ভেতর দিকে ডেবে থাকা তলপেটের দিকে। 'শরীরের এই অস্বাভাবিক ক্ষয় ও অতি পরিচিত অঙ্গ-বিকৃতি, বলুন তো, কিসের লক্ষণ?' শনের দিকে মুখে তুলে হাসলো সে। 'মেয়েলোকটা ভুগছে...আমরা আফ্রিকার যেটাকে বলি, স্লিম সিকনেসে।'

'এইডস!' ফিসফিস করলো ক্লডিয়া, গলা শুনে মনে হলো কেঁদে ফেলবে সে। নিজের অজান্তেই এক পা পিছিয়ে গেলো শন।

'ঠিক ধরেছেন, মিস মনটেরো', সায় দিলো জেনারেল চায়না। 'এইডস রোগের সর্বশেষ অবস্থা।'

ঢোক গিললো শন। ক্লডিয়ার ফুঁপিয়ে ওঠার শব্দ শুনেও তাকাতে পারলো না।

ছুরির ডগা দিয়ে তলপেটে উঁচু হয়ে থাকা একটা ক্ষতে খোঁচা দিলো কমরেড চায়না। খুলে গেলো ক্ষতটা, কোনো প্রতিক্রিয়া নেই কঙ্কালের। ক্ষতটা থেকে পুঁজ আর বিবর্ণ রক্ত বেরিয়ে এলো।

'রক্ত', ফিসফিস করলো কমরেড চায়না, ছুরির ডগায় পুঁজ আর রক্ত মাখালো সে। 'গরম রক্ত, গিজগিজ করছে ভাইরাস।' শনকে দেখাবার জন্যে ছুরির ডগাটা ওর মুখের সামনে দোলালো সে। ডগা থেকে রক্ত ঝরছে, আরো এক পা পিছু হটলো শন।

অপর হাতে ক্লডিয়ার কব্জি ধরলো জেনারেল চায়না। 'মিস মনটেরোর রক্তের সাথে তুলনা করুন। তার রক্ত সুস্থ, নীরোগ একটা মানুষের রক্ত। সুন্দরীর তাজা, ভাইরাসমুক্ত রক্ত।'

ক্লডিয়ার হাতে উল্টোপিঠে ক্ষতটা টকটকে লাল হয়ে আছে, এখনো অল্প অল্প রক্ত বেরুচ্ছে।

'রক্তের সাথে রক্ত', আবার ফিসফিস করলো কমরেড চায়না। 'ভালো রক্তের সাথে খারাপ রক্ত।'

রক্তমাখা ছুরির ডগাটা ক্লডিয়ার কব্জির কাছাকাছি আনলো সে, আতঙ্কে গুঙিয়ে উঠলো ক্লডিয়া, হাতটা সরিয়ে নেয়ার জন্যে মোচড়াতে শুরু করলো, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে ছুরির দিকে।

'রক্তের সাথে রক্ত', বললো চায়না, 'মেশাবো। মেশাবো কি?' চোখে প্রশ্ন নিয়ে শনের দিকে তাকালো সে।

বোবা হয়ে গেছে শন, গলা থেকে কোনো আওয়াজ বেরুলো না। নিঃশব্দে শুধু মাথা নাড়লো, চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে ছুরির ওপর।

'মেশাবো কি, কর্নেল?' আবার জিজ্ঞেস করলো কমরেড চায়না। 'ব্যাপারটা এখন আপনার ওপর নির্ভর করছে', ক্ষতের আরো কাছাকাছি আনলো ছুরির ডগা।

শনের ঠোঁট কাঁপছে।

'আর এক ইঞ্চি, কর্নেল কোর্টনি', বললো চায়না, পরমুহূর্তে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করলো ক্লডিয়া। আতঙ্কে পাগল হয়ে যাচ্ছে সে।

ক্লডিয়া হঠাৎ চিৎকার করলেও কমরেড চায়না চমকালো না। ক্লডিয়ার মুখের দিকে তাকালোই না সে। তাকিয়ে আছে ছুরির দিকে। ছুরি ধরা হাতটা স্থির, একটুও কাঁপলো না। 'এতো সময় নিচ্ছেন কেন, কর্নেল কোর্টনি? বলুন, কি করবো?'

শনের মুখে কথা নেই ।

ছুরির পাতটা ক্লডিয়ার কব্জিতে ঠেকালো চায়না, ক্ষত থেকে এক ইঞ্চি দূরে চামড়ায় মেঘে গেলো দূষিত রক্ত। এরপর ছুরির ডগাটা ক্ষতের দিকে নিয়ে এলো সে, এক চুল এক চুল করে।

'কথা বলুন, কর্নেল কোর্টনি। হ্যাঁ বা না কিছু একটা বলুন', খোলা ক্ষতের দিকে এগোচ্ছে ছুরির ডগা।

'স্টপ ইট!' রুদ্ধশ্বাসে বললো শন। 'স্টপ ইট!'

ছুরির ডগাটা তুলে নিলো কমরেড চায়না, চোখে কৌতূহল ও প্রশ্ন, শনের দিকে তাকালো। 'এর মানে কি আমরা একটা চুক্তিতে পৌঁছেছি?'

'ইয়েস', বললো শন, দরদর করে ঘামছে ও। 'ইয়েস, ইউ বাস্টার্ড!'

রক্তমাখা ছুরিটা বাংকারের এক কোণে ছুঁড়ে দিলো জেনারেল চায়না। ডেস্কের দেরাজ খুলে অ্যান্টিসেপটিক ডেটলের একটা শিশি বের করলো সে। ডেটল দিয়ে নিজের রুমালটা ভেজালো, ভিজে রুমাল দিয়ে ক্লডিয়ার হাত থেকে দূষিত রক্ত মুছে দিলো।

ক্লডিয়ার শরীর নেতিয়ে পড়েছে চেয়ারে, হাঁপাচ্ছে সে, কাঁপছে থরথর করে।

'ওর হ্যাণ্ডকাফ খুলে দিন', বেসুরো গলায় বললো শন।

মাথা নাড়লো জেনারেল। 'চুক্তিটা পাকা হবার আগে নয়।'

'ঠিক আছে', বললো শন। 'আমার প্রথম শর্ত, ক্লডিয়া আমার সাথে যাবে। ছুঁচোর সাথে কোনো গর্তের ভেতর থাকবে না ও।'

কমরেড চায়না শর্তটা বিবেচনা করার ভান করলো, তারপর বললো, 'বেশ। কিন্তু আমার পাল্টা শর্ত হলো, আপনি যদি কোনোভাবে আমাকে হতাশ করেন, সাথে সাথে আলফনসো মিস মনটেরোকে খুন করবে।'

'আলফনসোকে ডেকে পাঠান', বললো শন। এখনো ওর কপালের ঘাম শুকায়নি, এখনো কর্কশ আর বেসুরো শোনাচ্ছে গলার আওয়াজ। 'তাকে আপনি কি নির্দেশ দেন শুনতে চাই আমি।'

নির্লিপ্ত, ঠাণ্ডা চেহারা আলফনসোর, শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকলো সে। পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করার পর জেনারেল তাকে বললো, 'আক্রমণটা যদি ব্যর্থ হয়, হিন্দ ঘাঁটিতে তোমরা পৌঁছুনোর আগেই যদি ফ্রেলিমোরা তোমার বাধা দেয়, কিংবা যদি কোনো হিন্দ গানশিপ পালিয়ে যায়...।'

বাধা দিলো শন, 'না, থামুন! শতকরা একশো ভাগ সাফল্য আপনি আশা করতে পারেন না। সব মিলিয়ে আমি যদি ছ'টা হিন্দ ধ্বংস করতে পারি তাহলে ধরে নিতে হবে আমার মিশন সফল হয়েছে।'

ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়লো কমরেড চায়না। 'ছ'টা ধ্বংস হলে আরো ছ'টা থেকে যাবে, তারমানে আমাদের অস্তিত্ব এখনকার মতোই হুমকির মুখে থাকবে। না, আপনি বড়জোর একজোড়া হিন্দকে পালিয়ে যেতে দেবেন। যদি দুটোর বেশি হিন্দ পালিয়ে যায় বা সচল থাকে, ধরে নেয়া হবে আপনি ব্যর্থ হয়েছেন, তার মূল্যও আপনাকে দিতে হবে', আলফনসোর দিকে ফিরলো সে। 'তুমি, সার্জেন্ট আলফনসো, কর্নেলের সমস্ত নির্দেশ মেনে চলবে। কিন্তু তিনি যদি ব্যর্থ হন, যদি দুটোর বেশি হিন্দ পালায়, নিজের হাতে নেতৃত্ব তুলে নেবে তুমি। লিডার হওয়ার পর তোমার প্রথম কাজ হবে কর্নেল কোর্টনি ও মিস মনটেরোকে গুলি করে মারা। ওদের কালো চাকরটাকেও বাদ দেবে না। গুলি করবে কোনো রকম সময় নষ্ট না করে।'

নির্দেশ শুনে মাথা ঝাঁকালো সার্জেন্ট আলফনসো। চোখ দুটো ঢুলঢুলু হয়ে আছে তার, যেনো ঘুম পেয়েছে। ভুলেও শনের দিকে তাকালো না সে। শন উপলব্ধি করলো, লোকটা সাথে তার সম্পর্ক যতো ভালোই হোক, ব্যর্থ হলে ওকে ঠিকই গুলি করবে সে, চোখের পাতা একটুও কাঁপবে না। কারণটাও বুঝতে পারলো। কমরেড চায়না একজন শাঙ্গানি, শাঙ্গনিদের সর্দার-আদিবাসীদের ঐতিহ্য অনুসারে সর্দারের নির্দেশ অমান্য করা মহা পাপ। গলা চড়ালো শন, 'ঠিক আছে

চায়না-কার কি পজিশন বুঝতে পারছি আমরা। এবার ক্লডিয়াকে আমার কাছে আসতে দাও।'

দেহরক্ষীরা ক্লডিয়ার হ্যাণ্ডকাফ খুলে দিলো, তাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলো জেনারেল চায়না, বললো, 'এই কষ্টটুকু দিতে হলো বলে সত্যি আমি দুঃখিত, মিস মনটেরো। আশা করি আপনি বুঝবেন, আমার কোনো উপায় ছিলো না।'

ক্লডিয়া টলছে। কয়েক পা এগিয়ে শনকে আঁকড়ে ধরলো সে।বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে শন ও ক্লডিয়াকে স্যালুট করলো কমরেড চায়না।

'আপনাদের সাফল্য কামনা করি আমি, কর্নেল কোর্টনি', বললো সে। 'যাই ঘটুক না কেন, আমাদের আর দেখা হচ্ছে না।'

উত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলো না শন। এক হাতে ক্যাসেট ভরা কেস, অপর হাতটা ক্লডিয়ার কাঁধের ওপর, ধীর পায়ে দরজার দিকে এগোলো ও।

* * *

হাতে প্রায় দু'ঘন্টা দিনের আলো নিয়ে রওনা হলো ওরা। বেঢপ আকৃতির একটা মিছিল, মিসাইল-লঞ্চার ও ব্যাক-আপ মিসাইলগুলো বিদঘুটে বোঝা হয়ে চেপে থাকলো ঘাড়ে; অসম্ভব ভারি তো বটেই, বোঝার অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্যও আড়ষ্ট করে তুললো ওদেরকে, পথ ক্রমশ সরু হয়ে এলে দু'পাশের ঘন ঝোপে বার বার আটকে গেলো, বিপদ বা হুমকি দেখা দিলে দ্রুত কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবে না।

এক লাইনে এগোচ্ছে ওরা, সবাইকে কাছাকাছি থাকার নির্দেশ দিয়েছে শন কোর্টনি। রেনামো সেনাবাহিনীর ফ্রন্ট-লাইন এখনো কয়েক মাইল সামনে, পদযাত্রার শুরুতে গুরুতর কোনো বিপদের ভয় নেই, তবু মিছিলের সামনে ও পিছনে অ্যাসল্ট ট্রুপসের সতর্ক পাহারা রেখেছে শন, আকস্মিক অ্যামবুশের মধ্যে পড়লে মিসাইল বাহকরা যাতে আত্মরক্ষার সুযোগ পায়। নিশ্চিত হবার কোথাও বিপদ দেখা দিলে তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে পারবে, আবার ক্লডিয়ার কাছাকাছিও থাকা হলো।

'মাতাউ কোথায়?' শনকে জিজ্ঞেস করলো ক্লডিয়া। 'লুকিয়ে ছিলো ও, ওকে কিছু না জানিয়ে এভাবে রওনা হওয়া কি উচিত হয়েছে? চিন্তা হচ্ছে আমার।'

'মাতাউর জন্যে তোমার চিন্তা না করলেও চলবে', মৃদু হেসে বললো শন। 'জানানো হোক বা না হোক, আমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করবে ও। দেখো, হয়তো পাশের ঝোপ থেকে নজর রাখছে আমাদের ওপর।

শনের নির্দেশে নতুন একটা ঝাঁকের আকৃতি পেলো দলটা। এদিকেই এগিয়ে আসছে ফ্রেলিমো গেরিলারা, তাদের পিছনে পৌঁছুতে হবে ওদেরকে।

যুদ্ধটা হচ্ছে ওদের সামনে। ফ্রেলিমো ও জিম্বাবুইয়ান সৈন্যরা সংখ্যায় ছ'হাজার, তিন হাজারেরও কম রেনামো সৈন্যের বাধা পেরিয়ে এগিয়ে আসছে তারা, রণক্ষেত্রের বিস্তৃতি দশ হাজার বর্গমাইলের মতো। ওদের সামনে যুদ্ধ হচ্ছে এখানে সেখানে বিচ্ছিন্নভাবে, বাকি এলাকা দুর্গম বা পরিত্যক্ত। মাতাউ ও জোবকে পাঠালো শন বড় একটা ফাঁক খুঁজে বের করার জন্যে, যেটার ভেতর দিয়ে গরে রণক্ষেত্রের পিছনে পৌঁছুতে পারবে দলটা। বাকি সবাই নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ওদের দু'জনকে অনুসরণ করলো, সতর্ক পাহারায় থাকলো শাঙ্গানি অ্যাসল্ট টিম।

সারারাত হাঁটার মধ্যে থাকলো ওরা, দিক পরিবর্তনের বা ঘুরপথ ধরার প্রয়োজন দেখা দিলে মিছিলের মাথায় ফিরে এলো জোব। খানিক পর পর দূর থেকে ভেসে এলো মর্টার ও হেভি মেশিনগানের আওয়াজ, বোঝা গেলো রেনামো ডিফেন্স-এর সামনে পড়ে গেছে ফ্রেলিমো গেরিলারা। অন্ধকার বনভূমির মাথার ওপর ফ্লেয়ার জ্বলে উঠতেও দেখলো ওরা। তবে হেলিকপ্টার রোটরের কোনো আওয়াজ পেলো না। শন অনুমান করলো, ফ্রেলিমোরা শুধু দিনের বেলা হিন্দ

গানশিপ ব্যবহার করছে, কারণ রাতের অন্ধকারে কে শত্রু কে মিত্র বোঝার কোনো উপায় নেই।

ভোর হবার এক ঘন্টা আগে শনের খোঁজে মিছিলের মাঝখানে চলে এলে জোব। 'আলো ফোটার একঘন্টার মধ্যেও আমরা আমাদের প্রথম অবজেকটিভে পৌঁছুতে পারবো না। ঘুরপথ ধরে আসতে হয়েছে, তেমন এগোতে পারিনি। এখন কি করতে বলেন আপনি? দিনের আলোয় হিন্দ দেখে ফেলতে পারে। আমরা কি ঝুঁকিটা নেবো?'

জবাব দেয়ার আগে আকাশের দিকে তাকালো শন। ভোরের প্রথম আভাস, ম্লান হয়ে যাচ্ছে তারাগুলো। 'মাথার ওপর ডালপালা কম। এতো লোক, এতো ইকুইপমেন্ট লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। না, আমরা থামবো না। থামবো লুকোবার জায়গায় পৌঁছে। মাতাউকে আরো জোরে হাঁটতে বলো।'

'কিন্তু হিন্দ?'

'মূল যুদ্ধটাকে অনেক পিছনে ফেলে এসেছি আমরা', বললো শন। 'হিন্দগুলো এখন সেদিকেই যাবে, কাজেই ঝুঁকিটা নিতে পারি। তবে জোরে হাঁটো।'

ভোরের আলো যতো বাড়লো, ততোই শুকিয়ে গেলো রেনামোদের মুখ, ঘন ঘন মুখ তুলে তাকালো আকাশে। দ্রুত এগোচ্ছে ওরা, প্রায় ছুটছে। সারাটা রাত বিশ্রাম পায়নি কেউ, তবু ভারি বোঝা নিয়ে শাঙ্গানিরা এখনো তাগড়া ঘোড়ার মতো টগবগিয়ে এগোচ্ছে, এতোটুকু ক্লান্ত হয়নি। ভোরের আলোয় যখন গাছের মগডাল দেখা যাচ্ছে, তখনই প্রথম টার্বোর আওয়াজ পেলো শন, দূর থেকে ভেসে আসছে, সরে যাচ্ছে, তখনই প্রথম টার্বোর আওয়াজ পেলো শন, দূর থেকে ভেসে আসছে সরে যাচ্ছে পুব দিকে। দিনের প্রথম অভিযানে বেরিয়েছে হিন্দ গানশিপ। মিছিলের মাথা ও লেজ থেকে চিৎকার করলো অ্যাসল্ট টিমের সদস্যরা, সতর্ক করে দিলো সবাইকে। পথ থেকে চোখের পলকে সরে গেলো পোর্টাররা, খুঁজে নিলো সবচেয়ে কাছের আড়ালটা। সেকশন লিডাররা কুঁজো হলো, ফ্রেলিমোদের পতাকা বের করে মাথার ওপর নাড়ার জন্যে তৈরি। শনই ওগুলো সরবরাহ করেছে, হিন্দের গানার ওদেরকে দেখতে পেয়ে শেল ছুঁড়তে এলে ব্যবহার করা হবে।

দু' মাইল দূর দিয়ে চলে গেলো একজোড়া হিন্দ, কাছাকাছি এলো না। কয়েক মিনিট পর গাটলিং-ক্যাননের গোলা ও অ্যাসল্ট রকেট বিস্ফোরিত হলো, শব্দগুলোকে আলাদাভাবে চিনতে পারলো ওরা। ওদের অনেক পিছনে রেনামোদের একটা ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে।

এরপর ওদের হাঁটার গতি আরো বেড়ে গেলো। এক ঘন্টা পর মিছিলের লেজটা প্রায় খাড়া ঢাল বেয়ে নেমে এলো একটা খাদে। খাদের তলায় শুকনো একটা নদী, দু'পাশে পাথুরে গুহা-এই গুহার ভেতরই ইউনিমগ ট্রাকগুলোকে লুকিয়ে রেখেছিল রেনামোরা।

গুহায় ঢুকে হাঁফ ছাড়লো সবাই, যে-যার বোঝা নামিয়ে রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। 'আগুন জ্বালা নিষেধ', নির্দেশ দিলো শন। 'কেউ সিগারেট খাবে না।'

ভুট্টার ঠাণ্ডা কেক ও শুকনো মাছ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লো রেনামোরা। গুহার পিছনে ক্লডিয়ার জন্যে নিরিবিলি একটা জায়গা পেলো শন, পাথরের উঁচু স্তূপ আড়াল করে রেখেছে। মেঝেতে একটা কম্বল বিছালো ও। বসলো ক্লডিয়া, পা লম্বা করে দিয়ে একটার ওপর অপরটা তুলে দিলো, স্বাদহীন খাবার মুখে নিয়ে ধীরে ধীরে চিবাচ্ছে। অর্ধেকটাও খাওয়া হয়নি, কাত হয়ে একদিকে ঢলে পড়লো সে, মাথাটা মেঝেতে ঠেকার আগেই ঘুমিয়ে পড়ছে। তার গলা পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢেকে দিলো শন, তারপর দাঁড়ালো।

ছোট্ট, পোর্টেবল টু-ওয়ে রেডিওর অ্যান্টেনা লম্বা করলো আলফনসো। আওয়াজ কমালো, কান পেতে যুদ্ধের খবর শুনছে। রেনামো ফিল্ড কমাণ্ডাররা জেনারেল চায়নার হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট পাঠাচ্ছে। শনকে দেখে গম্ভীর হলো আলফনসো, বললো, 'খারাপ খবর। কাল দুপুরের মধ্যে নদীর কিনারায় পৌঁছে যাবে ফ্রেলিমোরা। জেনারেল চায়না যদি পিছু না হটেন, খড়কুটোর মতো ভেসে যাবে তাঁর হেডকোয়ার্টার....।' ওদের কল সাইন শুনতে পেয়ে চুপ করে গেলো সে।

'লোহার মুগুর', শাঙ্গানি ভাষায় ডাকা হলো আলফনসোকে। 'এখানে আমি রণহুংকার।'

হ্যাণ্ডমাইকটা মুখের সামনে তুলে আলফনসো বললো, 'রণহুংকার, এখানে আমি লোহার মুগুর। কালো বাতাস।' কালো বাতাস একটা কোড, মানে হলো ওদের প্রথম গন্তব্যে ওরা নিরাপদেই পৌঁছেছে।

আলফনসো ওকে জানালো, এরপর আবার যোগাযোগ হবে কাল সকালে, ততোক্ষণে ওদের ভাগ্যে যা ঘটার ঘটে যাবে, ভালো হোক বা মন্দ হোক।

আলফনসোকে পিছনে রেখে গুহার মুখে এসে দাঁড়ালো শন। জোবের নেতৃত্বে পাঁচজন লোক নদীর বালিময় শুকনো তলা কাঁটাঝোপের ঝাঁটা দিয়ে ঝাড়ু দিচ্ছে, মুছে ফেলছে ওদের পায়ের চিহ্ন। খানিক পর ঢাল বেয়ে গুহামুখে উঠে এলো জোব। শন জানতে চাইলো, 'পাহারা?'

'পাহাড়ের দু'মাথায়', হাত তুলে ওদের মাথার ওপর চূড়াগুলো দেখালো জোব। 'খাদে নামার সবগুলো পথ কাভার দেয়া হচ্ছে।'

'গুড', জোবকে নিয়ে গুহার ভেতর ঢুকলো শন। 'এসো, স্টিংগারগুলো তৈরি করি।'

লঞ্চারগুলো জোড়া লাগাতে প্রায় এক ঘন্টা লেগে গেলো। দ্রুত হাতে ব্যাটারি-প্যাকে সংযোগ দিলো ওরা, মাইক্রো কমপিউটারের কনসোলে ক্যাসেট ঢোকালো। প্রতিটি লঞ্চার পুরোপুরি আর্মড হলো, প্রোগ্রাম করা হলো 'টু কালার' অ্যাটকি

সিকোয়েন্স-এ, টার্গেট হিন্দ গানশিপ। হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে শন বললো, 'কিছুক্ষন ঘুমানো যায়।' বললো বটে, তবে দু'জনের কেউই নড়লো না। তার বদলে, যেনো পরস্পরের সম্মতি নিয়ে, গুহার সামনের দিকে সরে এলো ওরা, সবার কাছ থেকে দূরে, নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকলো নদীর শুকনো তলার দিকে। সকালের রোদ লেগে নদীর বালি মিহি তুষারকণার মতো চিকচিক করছে।

পুরানো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করলো ওরা। বারবার ফিরে এলো যুদ্ধ প্রসঙ্গ। জিম্বাবুইয়ের স্বাধীনতা যুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছে ওরা, পরস্পরকে কাভার দিয়েছে, একজনের বিপদে অপরজন ঝুঁকি নিয়েছে মৃত্যুর। শনকে 'বাওয়ানা' বলে সম্বোধন করলেও, জোব আসলে ওর বন্ধুর মতো। জিম্বাবুই স্বাধীন হবার পর কনসেশন ভাড়া করলো শন, শিকারের শখ মেটানো ও গা ঢাকা দেয়ার একটা জায়গা সংরক্ষিত রাখাই ছিলো লক্ষ্য, সেনাবাহিনী থেকে নাম কাটিয়ে ওর কনসেশনে যোগ দিলো জোব, কারণ শনকে ভালোবাসে সে।

'তোমাকে আমি একটা কঠিন দায়িত্ব দিতে চাই', হঠাৎ অতীত থেকে বাস্তবে ফিরে এসে বললো শন, থমথম করছে চেহারা। 'তোমার ওপর আমার আস্থা আছে, জানি তুমি আমাকে হতাশ করবে না।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো জোব। কোনো প্রশ্ন করলো না।

শনের গলা নরম হয়ে এলো, প্রায় ফিসফিস করে কথা বলেছে, 'হেলিকপ্টার ঘাঁটিতে কঠিন যুদ্ধ হবে। যুদ্ধে আমি মারা যেতে পারি, শত্রুদের হাতে ধরা পড়তে পারে ক্লডিয়া। কিন্তু আমি চাই না ফ্রেলিমোরা ওকে ধরুক। এ-ব্যাপারেই তোমার সাহায্য দরকার আমার, তখন যদি আমি উপস্থিত না থাকি।'

চেহারা ম্লান হয়ে গেলো জোবের, যেনো বুঝে ফেলেছে শন কি বলতে চায়। 'এ-ধরনের আশঙ্কা সম্পর্কে আমি চিন্তা করতে চাই না।'

'উপরকারটা করবে তুমি?' জিজ্ঞেস করলো শন। 'পরিষ্কার উত্তর পেতে হবে আমাকে।'

'আপনার কোনো নির্দেশ আমি কখনো অমান্য করিনি', বিড়বিড় করেন বললো জোব।

'কি করতে হবে তুমি জানো', বললো শন। 'কথা দাও।'

এক সেকেণ্ড পর নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো জোব, তারপর বললো 'কথা দিলাম।'

'কাজটা যদি করতেই হয়, ক্লডিয়াকে টের পেতে দিয়ো না, কোনো কথা বলবে না, হঠাৎ সারবে।'

' ক্লডিয়া ডোন্ না জানবে না কি ঘটতে যাচ্ছে', প্রতিশ্রুতি দিলো জোব। 'বা কি ঘটলো।'

'ধন্যবাদ', বলে জোবের কাঁধ চাপড়ে দিলো শন। 'এবার আমরা খানিক বিশ্রাম নিতে পারি।'

এখনো ঘুমিয়ে আছে ক্লডিয়া, এতো নিঃশ্বাস ফেলছে যে ভয় পেয়ে গেলো শন, মুখটা তার নাকের সামনে নামিয়ে নিঃশ্বাসের স্পর্শ নিলো, তারপর কপালে চুমো খেলো আলতোভাবে। ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে কি যেনো বললো ক্লডিয়া, ওর নাগাল পাবার জন্যে হাতড়ালো, আলিঙ্গনের মধ্যে শনকে পেয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

কাঁধে মৃদু চাপড় দিয়ে শনের ঘুম ভাড়ালো জোব। 'সময় হয়েছে।'

ক্লডিয়ার বাহুবন্ধন থেকে সাবধানে নিজেকে মুক্ত করলো শন।

গুহামুখে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল ওরা। মাতাউ ও আলফনসোর সাথে সেকশন লিডাররা রয়েছে। চুপিসারে দ্রুত এগোবার জন্যে হালকা অস্ত্র নিয়েছে সবাই। 'চারটে বাজে', বললো জোব। নদীর শুকনো বুক থেকে সরে গেছে রোদ, ঢালের গায়ে লম্বা ছায়া পড়েছে গাছপালার। 'আবার দেখা হবে', বিড়বিড় করলো জোব। প্যাক-এর স্ট্র্যাপ লাগাচ্ছে শন, একবার শুধু মাথা ঝাঁকালো।

ভূতের মতো নাচতে নাচতে এগোলো মাতাউ, গুহা থেকে বেরিয়ে তার পিছু নিলো দলটা, ঢুকে পড়লো জঙ্গলে, ছুটন্ত একটা ঝাঁকের আকৃতি, যাচ্ছে দক্ষিণ দিকে।

দু'বার হিন্দের শব্দ পেলো ওরা, ভেসে এলো অনেকটা দূর থেকে। মাত্র একবারই গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিতে হলো ওদেরকে, একটা হিন্দ মাথার ওপর চলে আসায়। চোখে বাইনোকুলার তুলে চার হাজার ফুট ওপর দিয়ে তীরবেগে ওটাকে ছুটে যেতে দেখলো শন, ফুয়েল নেয়ার জন্যে আস্তানায় ফিরে যাচ্ছে, মিসাইল র‍্যাক খালি।

মাতাউ ওদেরকে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে ঠিক সেদিকেই চলে গেলো হিন্দটা। চোখ থেকে বাইনোকুলার না নামিয়ে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকলো শন, লক্ষ্য রাখলো কোথায় নামে। 'পাঁচ মাইল সামনে', আন্দাজ করলো ও, আড়চোখে তাকালো মাতাউর দিকে-ওর মুখ থেকে প্রশংসা শোনার জন্যে আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছে।

'ধন্যবাদ, মাতাউ।'

'ঠিক যেনো একটা মৌমাছি, মৌচাকে ফিরে যাচ্ছে।'

'শকুনের চোখ তোমার, সবই দেখতে পাও।'

আনন্দে মাটিতে গড়াগড়ি খেলো মাতাউ।

আধঘন্টা পর হামাগুড়ি দিয়ে ছোটো একটা পাথুরে পাহাড়ের চূড়া পেরুলো ওরা, আকাশের গায়ে ওদেরকে যাতে দেখা না যায়, খানিকটা নেমে এসে থামলো

ঢালের গায়ে। চোখে বাইনোকুলার তুললো শন, ক্যাপটা তেরছাভাবে পরলো মাথায়, লেন্স আড়াল করার জন্যে। লেন্সে রোদ লাগলে শত্রুপক্ষ ওদের উপস্থিতি জেনে ফেলবে।

রেললাইনটা সাথে সাথে ধরা পড়লো চোখে, দু'মাইল দূরেও নয়। বিকেলের রোদে জোড়া লাইন চকচক করছে। লাইন ধরে আরো মাইলখানেক এগোলো শনের দৃষ্টি, স্থির হলো একজোড়া রেলওয়ে ট্যাংকারের ওপর। ঝোপ ও গাছপালার আড়ালে আংশিক ঢাকা পড়ে আছে ওগুলো। কয়েক মিনিট পর জঙ্গল থেকে ধুলোর মেঘ মাথাচাড়া দিলো, মেঠো পথ ধরে বেরিয়ে এলো একটা ফুয়েল ট্যাংকার, থামলো রেলওয়ে ট্যাংকারের পাশে। ওভার-অল পরা কর্মীরা দুই ট্যাঙ্কারের মধ্যে হোস পাইপের সংযোগ দিলো।

ফুয়েল ট্যাংকারে তেল ভরা হচ্ছে, এই সময় অকস্মাৎ নাটকীয়ভাবে রেল স্টেশনের সামনের পাহাড়ের ঢাল থেকে আকাশে উঠে এলো একটা হিন্দ গানশিপ। দিনের আলো ফুরোবার আগে আরেকবার রণক্ষেত্র থেকে ঘুরে আসতে চায়।

ঠিক কোনো দিকটায় খুঁজতে হবে জানার পর বালির বস্তা দিয়ে সযত্নে আড়াল করা গান এমপ্লেসমেন্টগুলো আবিষ্কার করা সহজ হয়ে গেলো শনের জন্যে। মোট ছ'টা গুনলো ও, সব ক'টা পাহাড়টার ঢালে। 'ছ'টা', মাতাউকে বললো ও।

'আটটা', শনের ভুল ধরলো মাতাউ, লুকানো এমপ্লেসমেন্ট দুটো হাত তুলে দেখিয়ে দিলো ওকে। 'আরো তিনটে আছে পাহাড়ের উল্টো-দিকে, এখান থেকে আপনি দেখতে পাবেন না।'

মডেল দেখে আক্রমণের প্ল্যান করা হয়েছে, এলাকাটা চাক্ষুষ করার পর সংশোধনের দরকার পড়লো। নোট বুক বের করে দূরত্ব, উচ্চতা ইত্যাদির নতুন হিসাব টুকতে হলো। এক এক করে সব ক'জন সেকশন লিডারকে ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলো শন-যার যার দল এসে পৌঁছুনো মাত্র সবাই তারা নির্দিষ্ট পজিশনে চলে যাবে।

মাতাউকে বিদায় করে দিলো শন, বললো, 'জোবের কাছে ফিরে যাও অন্ধকার নামলেই, ওদেরকে নিয়ে চলে আসবে এখানে।'

মাতাউ চলে যাবার পর দিনের বাকি সময়টুকু উত্তর থেকে হিন্দুগুলোর ফিরে আসা দেকলো শন। মাতাউ বলেছিল, দুটো হিন্দ উড়ছে না, কিন্তু এগারোটাকে ফিরে আসতে দেখলো ও। মেইন্টেন্যান্স ক্রুদের দক্ষতাই প্রমাণ করে, এরইমধ্যে অচল দুটো হিন্দ মেরামত করে নিয়েছে তারা।

আস্তানায় নামার আগে প্রতিটি হিন্দ পাহাড়ের ওপর শূন্যে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে স্থির থাকলো। এ-ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলো বিশেষভাবে লক্ষ্য করার জন্যে সেকশন লিডারকে নির্দেশ দিলো শন। কোনো হিন্দ কোথায় নামছে তা-ও খেয়াল রাখতে হবে।

সূর্য অস্ত গেলো। অন্ধকার গাঢ় হবার জন্যে অপেক্ষায় থাকলো ওরা। আর কিছু আলোচনার নেই, শন ও আলফনসো চুপচাপ কাছাকাছি বসে আছে। এরকম প্রতীক্ষা আগেও বহুবার করেছে শন, কিন্তু উত্তেজনা দমন বা নিয়ন্ত্রণ করা আজও ওর পক্ষে সম্ভব হয়নি। রোমাঞ্চকর অনুভূতি আসলে একটা নেশা উপভোগ করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে থাকে আত্মা।

'যুদ্ধে আমরা জিতবো', শান্তভাবে বললো আলফনসো। 'আমরা পুরুষ-মানুষের মতো লড়বো।'

মাথা ঝাঁকালো শন 'হ্যাঁ, লড়াইটা জিততে হবে আমাকে। যদি হারি, তুমি আমাকে খুন করার চেষ্টা করবে। সেটাও একটা যুদ্ধ হবে, তাই না? পুরুষমানুষের মতোই লড়বো আমরা-তুমি আর আমি।'

'দেখা যাবে', গম্ভীরসুরে বললো আলফনসো, পশ্চিম আকাশের লালিমা লেগেছে তার চোখে।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হবার সাথে সাথে সামনের পাহাড়টা প্রথমে অস্পষ্ট তারপর একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেলো। তারপর সন্ধ্যা-তারা ফুটলো আকাশে, পাহাড়ের ঠিক মাথার ওপর, নিশ্চল, যেনো জানিয়ে দিচ্ছে আস্তানাটা ঠিক কোথায়।

অন্ধকার গাঢ় হবার এক ঘন্টার মধ্যে ওদের পিছনের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো রেইডিং পার্টি। মিছিলের মাথায় রয়েছে জোব, পাশে ক্লডিয়া, ওদেরকে পথ দেখাচ্ছে মাতাউ। ওদের সাথে মাত্র দু' একটা কথা বললো শন, যার যার ইউনিটের সাথে যোগ দেয়ার নির্দেশ দিলো ট্রুপারদের। মিসাইল টিমের দায়িত্ব বুঝে নিলো সেকশন লিডাররা, বাক্স থেকে বের করে জোড়া লাগানো হলো স্টিংগার লঞ্চার। স্পেয়ার মিসাইলগুলোও আরেকবার চেক করা হলো।

প্রতিটি টিম ও টিমের ইকুইপমেন্ট পরীক্ষা করলো ওরা-শন, জোব ও ক্লডিয়া। সবশেষে সেকশন লিডারদের এক জায়গায় জড়ো করলো শন, কাকে কি নির্দেশ দেয়া হয়েছে সব পুনরাবৃত্তি করতে বলা হলো। সন্তুষ্ট হবার পর যার যার অ্যাটাক পজিশনে চলে যাবার নির্দেশ দিলো ও। ঢাল বেয়ে নামতে হবে ওদের, প্রথম টিম নেমে যাবার পর পাঁচ মিনিট বিরতি দিয়ে নামবে দ্বিতীয় টিম।

মিসাইল টিমের নেতৃত্বে দিচ্ছে আলফনসো, হেলিকপ্টার ঘাঁটির পুব পেরিমিটার আক্রমণ করবে তার টিম। পজিশনে পৌঁছুবার জন্যে সবচেয়ে বেশি হাঁটতে হবে ওদেরকে, তাই আগে রওনা হবার সুযোগ পেলো।

পশ্চিম পেরিমিটার আক্রমণ করবে জোবের মিসাইল টিম। রওনা হবার আগে শনের সাথে নিঃশব্দে করমর্দন করলো সে, কোনো শুভেচ্ছা বিনিময় হলো না, কারণ এ-ব্যাপারে কুসংস্কার আছে জোবের-তার ধারণা, মঙ্গলকামনা উচ্চারণ করতে নেই, মনে মনে আওড়াতে হয়। শুভেচ্ছার বদলে শনকে সে বললো, 'আমার পাওনা টাকা

যে দিলেন না, বস? রিকার্ডো মনটেরো যে লাখ লাখ ডলার দান করে গেলেন, তার ভাগ তো আমিও পাবো; তাই না? তার ওপর আছে বেতন। কিছুই তো পেলাম না!'

'বলো তো চেক লিখে দিই', মুচকি হেসে জবাব দিলো শন, ক্যামোফ্লেজ ক্রীম মেখে ভূত সেজেছে ও। শব্দ না করে জোবও হাসলো, কপালে হাত ঠেকিয়ে স্যালুট করলো শনকে, তারপর তফাতে সরে গেলো, শন যাতে ক্লডিয়ার সাথে একা কথা বলতে পারে।

'তোমাকে ছেড়ে যেতে মন চাইছে না', অস্ফুটে বললো ক্লডিয়া।

শক্ত করে তাকে জড়িয়ে ধরলো শন। 'সব সময় জোবের কাছাকাছি থাকবে', কোমল সুরে বললেও, শোনালো আদেশের মতো।

'আমি তোমাকে ফেরত চাই। কথা দাও।'

অভয় দিয়ে হাসলো শন।

'বলো নিরাপদে আমার কাছে ফিরে আসবে তুমি?'

'আসবো।'

'প্রতিজ্ঞা করো।'

'কথা দিলাম', বললো শন, নিজেকে ওর আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে নিলো ক্লডিয়া, জোবের পিছু নিয়ে হারিয়ে গেলো অন্ধকারে। তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকলো শন, অনুভব করলো হাত দুটো সামান্য কাঁপছে। ওগুলো পকেটে ভরে মুঠো পাকালো ও। মন থেকে ক্লডিয়াকে সরাবার জন্যে ভাবলো, 'সাথে জোব রয়েছে, ওকে দেখবে সে।'

ওর জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিল অ্যাসল্ট টিম, জঙ্গলের কিনারায়। চব্বিশজন লোক, কামানের খোরাক, ভাবলো শন। স্টিংগার ট্রেনিঙের বাছাই পর্বে টেকেনি তারা। হেলিকপ্টার ঘাঁটির পেরিমিটার থেকে পাঁচশো মিটার দূরে, নিরাপদ পজিশন থেকে আক্রমণ চালাবে মিসাইল ক্রুরা, কিন্তু অ্যাসল্ট টিমকে সরাসরি এগিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে শত্রুর ওপর, ফ্রেলিমোদের সামনে নিজেদেরকে সহজ টার্গেট হিসেবে তুলে ধরতে হবে– তবেই হিন্দ গানশিপগুলো উঠবে আকাশে। তখন ওগুলোকে ভূপাতিত করার সুযোগ পাবে মিসাইল ক্রুরা। হেলিকপ্টার ঘাঁটির চারধারে যতো রকম বাধা ও বিপদ আছে, সবগুলোর সামনে পড়তে হবে অ্যাসল্ট টিমকে। তাদের কাজটা শুধু বিপজ্জনকই নয়, গুরুত্বপূর্ণও বটে, সেইজন্যে আর কাউকে দায়িত্ব না দিয়ে নিজেই নেতৃত্ব দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শন।

'এসো, মাতাউ', শান্তস্বরে বললো ও। সত্যিকার বিপদের মুহূর্তে, তা আহত কোনো হিংস্র প্রাণিকে ধাওয়া করার সময়ই হোক বা শত্রু ঘাঁটিতে হানা দেয়ার সময়, মাতাউর স্ব-নির্বাচিত জায়গা হলো শনের ডান বা বাম পাশ। কোনো অবস্থাতেই সেখান থেকে তাকে সরানো যাবে না।

শুভেচ্ছার প্রতীক হিসেবে শাঙ্গানি সার্জেন্ট আলফনসো শনকে তার নিজের রাইফেলটা ব্যবহার করতে দিয়েছে, একেএম অ্যাসল্ট রাইফেল। ঢাল বেয়ে নেমে আসছে ওরা, অন্ধকারে পথ দেখাচ্ছে মাতাউ, রেল স্টেশন ও হেলিকপ্টার ঘাঁটির মাঝখানে পৌঁছুনোর জন্যে ঘুর পথে এগোচ্ছে। শাখা লাইনের ওপর দাঁড়ানো রেলওয়ে ট্যাংকারগুলোর যতোটা সম্ভব কাছাকাছি পৌঁছুতে চায় ওরা।

তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই, সারাটা রাত হাতে রয়েছে ওদের। চুপিসারে, সতর্কতার সাথে ধীরে ধীরে এগোলো ওরা।

রাত দুটোর দিকে থামলো শন, সিদ্ধান্ত নিলো এখান থেকেই আক্রমণ করবে। সরু কাস্তের মতো চাঁদ উঠেছে আকাশে। নির্দিষ্ট ব্যবধানে ছড়িয়ে পড়লো টিমের সদস্যরা, শনের নির্দেশ পাবার অপেক্ষায় আছে।

ক্রল করে সবার কাছেই একবার করে এলো শন, তাদের ৬০ এম এম এম/ফোর কমাণ্ডো মর্টার সাইটে নিজে চোখ রেখে দেখলো, শুধু হাতের স্পর্শ দিয়ে পরখ করলো তাদের ইকুইপমেন্ট, প্রশ্ন করে নিশ্চিত হলো সবাই তাদের অবজেকটিভ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখে, ফিরে আসার আগে উৎসাহ দিলো প্রত্যেককে, কাঁধে হাত রেখে চাপ দিলো মৃদু। যা করার সবই করা হয়েছে, এবার অপেক্ষার পালা।

ভোর তখনো হয়নি, চারদিকে গাঢ় অন্ধকার, হঠাৎ পাহাড়ী নিস্তব্ধতাকে চুরমার করে দিয়ে ভীতিকর একটা আওয়াজ হলো। সাথে সাথে চিনতে পারলো শন, প্রচণ্ড শক্তিশালী টার্বো এঞ্জিনের শব্দ, মানুষ-খেকো নেকড়ের মতো গর্জন করছে। একে একে স্টার্ট নিলো সবগুলো এঞ্জিন। হিন্দ স্কোয়াড্রন প্রস্তুতি নিচ্ছে, ভোরের আলো ফোটা মাত্র বেরিয়ে পড়বে দিনের প্রথম অভিযানে।

হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালে চোখ রাখলো শন। পাঁচটা বাজতে এগারো মিনিট বাকি। সময় প্রায় হয়ে এসেছে। একেএম রাইফেলের ম্যাগাজিন বদল করলো ও, দেখতে পেয়ে প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে নড়ে উঠলো মাতাউ। ভোরের প্রথম বাতাস কোমল স্পর্শ রাখলো শনের মুখে, প্রেমিকার আলতো চুমোর মতো। পুব দিকে মুখ ঘুরিয়ে হাতটা উঁচু করলো ও, ছড়িয়ে থাকা আঙুলগুলো কোনোরকমে দেকতে পেলো। ভোরের এই সময়টাকে 'শিং বেলা' বলে ম্যাটাবেলরা, রাখাল যখন তার গবাদি পশু শিং আকাশের গায়ে প্রথম দেখতে পায়।

আর দশ মিনিট, ভাবলো শন। দশ মিনিট পর গুলি করার মতো আলো পাওয়া যাবে। শেষ দশটা মিনিট পেরুতে সময় লাগে অনন্তকাল।

এক এক করে প্রতিটি এঞ্জিনের আওয়াজ ধীরে ধীরে কমে এলো। গ্রাউণ্ড ক্রুরা গোলা ও ফুয়েল ভরছে। ফ্লাইং ক্রুরা সম্ভবত আগেই উঠে পড়েছে হেলিকপ্টারে।

আরও কিছুটা উজ্জ্বল হলো ভোরের আলো। পাহাড়চূড়ার কর্কশ কিনারা দেখতে পেলো শন। আরো সামনে আকাশের গায়ে নকশা তৈরি করেছে একজোড়া মাসাসা গাছের ডালপালা, ভোরের বাতাস পেয়ে দোল খাচ্ছে।

'শুট!' চাপা কণ্ঠে নির্দেশ দিলো শন। ওর পাশে দাঁড়ানো ট্রুপার সামনে ঝুঁকলো, দু'হাতে ধরা মর্টারটা ফেলে দিলো মর্টার টিউবের মুখে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে কোমল ফুসস আওয়াজ করে পাহাড়চূড়ার পাঁচশো ফুট ওপরে উঠে গেলো সিগন্যাল বোমা। বিস্ফোরণের সাথে সাথে লাল আলোয় ভেসে গেলো চারদিক।

* * *

জোবের পিছু পিছু ঢাল বেয়ে নেমে এলো ক্লডিয়া, হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারবে তাকে। জোবের কাঁধে একটা মিসাইল লঞ্চার রয়েছে। পিছনে টিমের দু'নম্বর সদস্য ঝুঁকে আছে সামনে দিকে, স্পেয়ার রকেট টিউব বহন করছে সে।

চারদিকে গেলোকার ও মসৃণ নুড়ি পাথর, খুব সাবধানে পা ফেলে নামতে হলো ওদেরকে। ঢাল থেকে নিচে নামার আগেই ঘেমে গেলো ক্লডিয়া। গাছপালার ভেতর দিয়ে হেলিকপ্টার ঘাঁটির পেরিমিটার লক্ষ্য করে এগোলো ওদের টিম। একটা সময় ছিলো, এ-ধরনের পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে আড়ষ্ট বোধ করতো ক্লডিয়া। মাত্র কয়েক সপ্তায় কতো বদলে গেছে সে। কখনো ভেবেছিল কি, প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর এতো কাছাকাছি থাকতে হবে তাকে? পাহাড়চূড়ার ওপর ঝুলে থাকা ধ্রুবতারা দেখে পথ চিনে নেবে বা জোব নামে এক সরলপ্রাণ আফ্রিকান যুবকের সংকেত পেয়ে সাড়া দেবে সাথে? ভেবেছিল কি, দু'দল গেরিলাদের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হবে তাকে?

চারপাশে ঘন জঙ্গল। এটাই ওদের অ্যাটাক পজিশন। স্টিংগার মিসাইল ফায়ার করার জন্যে প্রস্তুতি নিলো জোব, তাকে সাহায্য করলো ক্লডিয়া। কাজ শেষ হতে মাটির কাছাকাছি নেমে আসা একটা ডালের ওপর পা ঝুলিয়ে বসলো।

ক্লডিয়াকে রেখে শিকারী নেকড়ের মতো অন্ধকারে হারিয়ে গেলো জোব, সঙ্গ দেয়ার জন্যে রেখে গেলো দু'নম্বর শাঙ্গানি লোডারকে। জোবকে চলে যেতে দেখে মন খারাপ হলো ক্লডিয়ার, তবে আতঙ্কবোধ করলো না। এই ক'দিনে তার সাহস অনেক বেড়েছে।

কিছুক্ষণ পর আবার নিঃশব্দে ফিরে এলো জোব। 'বাকি সব সেকশন পজিশনে রয়েছে', ক্লডিয়ার পাশে, ডালের ওপর বসে ফিসফিস করলো সে। 'তবে ভোর হতে এখনো দেরি আছে, ঘুমোবার চেষ্টা করুন।'

'আসবে না', বললো ক্লডিয়া, এতো নিচু গলায় যে শোনার জন্যে তার দিকে ঝুঁকতে হলো জোবকে। 'এসো, বরং গল্প করি। তুমি আমাকে শন কোর্টনির গল্প শোনাও। ওর সম্পর্কে সব কথা জানতে চাই আমি।'

'মাঝেমধ্যে ও হলো গে হিরো', বিড়বিড় করে বললো জোব। 'আর মাঝেমধ্যে আস্ত বজ্জাত! তবে বেশিরভাগ সময় এই দুয়ের মাঝে।'

'তাহলে ওর সঙ্গে কেনো আছো তুমি?'

'ও হলো আমার বন্ধু।'

এরপর ধীরে ধীরে বলতে লাগলো জোব। আগ্রহভরে শুনতে থাকে ক্লডিয়া।

'ও বিয়ে করেছিলো, তাই না জোব? পরিবার ছেড়ে এলো কেনো? আমি জানি, কোর্টনি পরিবার দারুণ সম্পদশালী, তবে এ ধরনের শিকারী জীবন কেনো বেছে নিলো?'

এভাবেই, কথায়-উত্তরে রাত কেটে যায়। পরস্পরের বন্ধু হয়ে গেছে ক্লডিয়া আর জোব ততক্ষণে। শেষমেষ জোব বলে, 'তবে [illegible] মিস করবো, অনেক।'

'এমনভাবে বলছো যেনো তোমরা আলাদা হয়ে যাচ্ছো?'

'হুমম,' মাথা নাড়ে জোব। 'আগের মতো আর কিছু থাকবে না। এখন থেকে ও আপনার। আমার সময় শেষ, আপনার শুরু।'

'এজন্যে আমাকে ঘৃনা করো না, প্লিজ।' আবেদনের ভঙ্গিতে বলে ক্লডিয়া।

'না, করবো না। আমার ধারণা, আপনি ওনার সাথে ভালো থাকবেন। আপনাদের ভালো মিলে।'

'তুমি সবসময় আমাদের বন্ধু থাকবে, জোব।'

অনেকক্ষণ পর মুখের সামনে হাত তুলে আঙুলগুলো ছড়িয়ে দিলো জোব, অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলো পাঁচটা আঙুল। 'শিং বেলা,' বললো সে। 'আর দেরি নেই।' কথাটা শেষ হওয়ামাত্র পাহাড়চূড়ার ওপর জ্বলে উঠলো লাল ফ্লেয়ার।

* * *

ভোরের আকাশে সিগন্যাল ফ্লেয়ার বিস্ফোরিত হবার সাথে সাথে শুরু হয়ে গেলে যুদ্ধ। আরপিজি সেভেন রকেট লঞ্চার গর্জে উঠলো, কিন্তু রকেটটা বিস্ফোরিত হলো রেললাইনের ওপর দাঁড়ানো প্রথম ফুয়েল ট্যাংকার থেকে বিশ ফুট ছিপনে। শন দেখলো, মাটি থেকে শূন্যে লাফিয়ে উঠলো চোখ-ধাঁধানো হলুদ শিখা, শিকার মাঝখানে ঘন ঘন ডিগবাজি খাচ্ছে ফ্রেলিমোদের একজন সেন্ট্রি। দ্বিতীয় রকেটটা ছুটে গেলো ছ'ফুট ওপর দিয়ে, ট্যাংকারটাকে ছাড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো সামনের বনভূমিতে, গাছপালার আড়ালে বিস্ফোরণটা দেখা গেলো না।

গানারদের তিরস্কার করলো শন, আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ছুটছে, বুঝতে পারছে গুরুত্বপূর্ণ প্রথম গুলিটা নিজে না ছুঁড়ে ভুল করেছে ও।

রেলওয়ে ট্যাংকারের চারপাশে ছুটটেছুটি করছে ফ্রেলিমোরা, চিৎকার করছে। হেলিকপ্টার ঘাঁটির পেরিমিটার থেকে একটা ১২.৭ এমএম পাল্টা আক্রমণ শুরু করলো, কমলা রঙের ট্রেসার ছুঁড়ে দিলো আকাশে।

আরপিজি সেভেনলোড করার সময় আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাতড়াচ্ছে গানার আধো অন্ধকারে নার্ভাস হয়ে পড়েছে সে। লঞ্চারটা তার কাঁধ থেকে ছিনিয়ে নিলো শন, অভ্যস্ত হাতে দ্রুত সরালো মিসাইলের প্রোটেকটিং নোজ ক্যাপ সেফটি-পিন আলগা করলো, এক ঝটকায় কাঁধে তুলে নিলো অস্ত্রটা, ভাঁজ করা একটা হাঁটু গাড়লো মাটিতে, লক্ষ্যস্থির করলো রেলওয়ে ট্যাংকারের ওপর।

দূরত্ব তিনশো মিটার। রেঞ্জ তিনশো মিটারের বেশি হলে আরপিজি সেভেন রকেটের সাফল্য সম্পর্কে কোনো নিশ্চয়তা দেয়া সম্ভব নয়, নির্ভর করে গানারের ব্যক্তিগত দক্ষতা, বাতাসের মতিগতি ইত্যাদির ওপর। ফায়ার করলো শন।

রেলওয়ে ট্যাকারের একটা পাশ বিস্ফোরিত হলো, আকাশের গায়ে পাঁচিলের মতো খাড়া হলো অগ্নিশিখা। পাশে দাঁড়ানো গানারের দিকে মারমুখো হয়ে তাকালে শন, ব্যস্ত হাতে প্যাক থেকে আরেকটা মিসাইল বের করলো সে।

জ্বলন্ত ফুয়েল পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালটাকে দিনের মতো আলোকিত করে তুলেছে। খোলা জায়গায় রয়েছে শন, মাটিতে হাঁটু গেড়ে, ১২.৭ এমএম-এর গানার শনের ওপর লক্ষ্যস্থির করলো

শনের চারপাশের মাটি ধুলোর মেঘে পরিণত হয়েছে, চিৎকার দিয়ে ওর পাশে শুয়ে পড়লো গানার। 'ব্যাটা উজবুক করে কি!' একই লঞ্চারটা লোড করলো ও ১২.৭ এমএম গানারের চোখকে ফাঁকি দেয়ার কোনো চেষ্টা করলো না।

লঞ্চারটা আবার কাঁধে তুলে নিলো শন, লক্ষ্যস্থির করলো দ্বিতীয় রেলওয়ে ট্যাংকারের ওপর। কমলা রঙের চোখ-ধাঁধানো আলোয় আলোকিত হয়ে রয়েছে ওটা। গুলি করতে যাবে ও, হলুদ ধুলোর একটা ঘন মেঘে ঢাকা পড়ে গেলো টার্গেট, সেই সাথে কামানের এক ঝাঁক গোলা ওর মাথার এতো কাছ দিয়ে ছুটে গেলো যে ভোঁ ভোঁ করলো কান।

গুলি করতে তিন সেকেণ্ড দেরি করলো শন। ধুলোর পর্দা না সরা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো। এবারও লক্ষ্যভেদ করলো, বিস্ফোরিত হলো দ্বিতীয় ট্যাংকার, বিস্ফোরণের ধাক্কায় রেললাইন থেকে ছিটকে মাটিতে কাত হলো সেটা। জ্বলন্ত ফুয়েল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে, যেনো খুদে একটা ভিসুভিয়াস লাভা উদ্গিরণ করছে।

লঞ্চারটা গানারের বুকে ছুঁড়ে মারলো শন। 'ফায়ার করতে না পারলে এটা দিয়ে ওদের মাথায় বাড়ি মারো, হাঁদারাম!'

অবশ্য মর্টার কর্মীরা রীতিমতো ভালো করছে। ভোরের আকাশ চিরে একের পর এক ছুটে গেলো বোমাগুলো, বৃষ্টির ফোঁটার মতো পড়ছে পাহাড়-চূড়ার ঘাঁটিতে। নির্লিপ্ত, পেশাদারি দৃষ্টিতে ফলাফলটা লক্ষ্য করলো শন। 'দারুণ', বিড়বিড় করলো ও। তবে প্রতিটি মর্টারের জন্যে মাত্র ত্রিশটা করে বোমা বয়ে আনতে পেরেছে ওরা, কারণ একেকটার ওজন প্রায় দুই কেজি। একটু পরই শেষ হয়ে যাবে ওগুলো। বোমার বিরতিহীন বিস্ফোরণে ফ্রেলিমো গানাররা দিশেহারা হয়ে পড়েছে, বোমা শেষ হবার আগেই পেরিমিটারের হামলা চালাতে হবে। একেএম রাইফেলটা বাগিয়ে ধরলো শন, সেফটি-ক্যাচ অফ করলো, চিৎকার করলো, 'গো! গো! গো!'

একযোগ সোজা হলো শাঙ্গানিরা, ঢাল বেয়ে তীরবেগে নেমে যাচ্ছে। সংখ্যায় মাত্র বিশজন তারা, আগুনের উজ্জ্বল শিখায় আলোকিত। পাহাড়ের ওপরদিকের ঢাল বেয়ে ফ্রেলিমো গানাররা একনাগাড়ে গুলি করছে, শাঙ্গানিদের মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁক বেঁধে ছুটে গেলো বুলেট।

ফ্রেলিমোদের একজন গানার ছুটন্ত রেনামো লাইনের মাথায় শনকে দেখতে পেয়ে লক্ষ্যস্থির করলো, কিন্তু শন দীর্ঘ লাফে এতো দ্রুত নামছে যে বুলেটগুলো ওর পিছনে চলে গেলো। একেবারে গা ছুঁয়ে গেলো, দুবার কাপড়ে টান অনুভব করলো শন। ছোটার গতি আরো বাড়িয়ে দিলো ও, ওর পাশ থেকে খিক খিক করে হেসে উঠলো মাতাউ, খর্বকায় লোকটা কিভাবে যে ওর সাথে তাল মিলিয়ে ছুটছে তা একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারিবে।

'এতো হাসির কি হলো, মাথামোটা গর্দভ?' খেঁকিয়ে উঠলো শন, 'দু'জন একসাথে ঢাল থেকে নেমে এলো সমতলভূমিতে, জ্বলন্ত রেলওয়ে ট্যাংকারের পাশে। ঘন কালো ধোঁয়ার পর্দা আড়াল করে রেখেছে ওদেরকে, ফ্রেলিমো গানাররা দেখতে পাচ্ছে না। এই সুযোগে শাঙ্গানিদেরকে হেলিকপ্টার ঘাঁটির পেরিমিটারের দিকে পথ দেখালো শন, এখনো তারা দৌড়াচ্ছে।

শেষ দুশো মিটার ধোঁয়ার আড়াল পাওয়া গেলো।

শনের সামনে, ধোঁয়ার ভেতর থেকে হোঁচট খেতে খেতে বেরিয়ে এলো একজন ফ্রেলিমো সেন্ট্রি। ছেঁড়া-ফাড়া ডেনিম পরে আছে সে, পায়ে টেনিস শু। অস্ত্রটা খুইয়েছে, একটা চোখ নেই — সম্ভবত স্প্রিন্টার লেগেছে। কোটর থেকে পুরোপুরি

বেরিয়ে এসেছে মণি, গালের সাথে ঝুলছে, বিশাল একটা লিচুর মতো। মাথাটা ঘন ঘন ঝাঁকাচ্ছে সে, অপরটিক নার্ভের সাথে ঝুলে থাকা চোখ দোল খাচ্ছে। ছোটার গতি না কমিয়ে কোমরের কাছ থেকে গুলি করলো শন, লাশটাকে লাফ দিয়ে টপকালো।

ধোঁয়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ওরা, আগের মতোই ছুটছে। ঘাড় ফিরিয়ে নিজের দলটার ওপর চোখ বুলালো শন, অবাক বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলো এখনো আহত হয়নি কেউ। বিশজন শাঙ্গানি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, ছোটার পথে প্রতিটি আড়াল ব্যবহার করছে তারা, বেশিরভাগ সময় ধোঁয়া, আগুনের শিখা, পাথর ও গাছ ওদেরকে ঢেকে রাখছে। ফ্রেলিমো গানাররা সময় পাচ্ছে না লক্ষ্যস্থির করার।

অকস্মাৎ, মাত্র পাঁচ হাত সামনে, একটা খুঁটির ওপর টিনের পাতে আঁকা খুলিটা দেখতে পেলো শন। ব্যাপারটা কি বুঝতে পারার আগেই মাইনফিল্ডে ঢুকে পড়লো দলটা। এই মাইনফিল্ডই পাহারা দিচ্ছে হেলিকপ্টার ঘাঁটিটাকে।

দু' সেকেণ্ড পর শনের ডান পাশের শাঙ্গানি একটা মাইনে পা দিলো। কোমর থেকে শরীরের নিচে অংশ ধুলো ও আগুনের ঝলকে ঢাকা পড়ে গেলো, বিস্ফোরণের শব্দে তালা লেগে গেলো কানে, হাঁটুর কাছে থেকে দুটো পা-ই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে শাঙ্গানির।

'থেমো না!' চিৎকার করলো শন। 'প্রায় পৌঁছে গেছি আমরা! হিংস্র একটা পশুর মতোর শনের সমগ্র অস্তিত্বে যেনো খাবলা মারছে আতঙ্ক, সমস্ত শক্তি শুষে নিয়ে প্রাণহীন জড়পিণ্ডে পরিণত করে দিতে চাইছে ওকে। নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হলো শনের। শরীরটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার ভয়টা মৃত্যুভয়কেও হার মানায়। পায়ের নিচে ইস্পাতের ক্যাপসুল পোঁতা রয়েছে, ঠিক কোথায় জানা নেই, পায়ের চাপ লাগলেই বিস্ফোরিত হবে।

লাফিয়ে শনের সামনে চলে এলো, যেনো মানুষরূপী একটা ফেরেশতা, শনকে বাধ্য করলো ছোটার গতি কমাতে। 'আমার পিছু পিছু আসুন, বাওয়ানা!' সোয়াহিলি ভাষায় বাঁশীর মতো আওয়াজ করলো মাতাউ। ওর প্রতি লোকটার ভক্তি ও ভালবাসা দেখে হতভম্ব হয়ে গেলো শন। 'পা ফেলুন ঠিক যেখানে আমি পা ফেলছি।' তার নির্দেশ পালন করলো শন, এখন আর ছুটছে না, পা ফেলছে যেনো একটা বামুন।

এভাবে মাইনফিল্ডের শেষ পঞ্চাশ কদম শনকে পথ দেখিয়ে পার করে আনলো মাতাউ। অন্যের জন্যে এমন ভয়ংকর ঝুঁকি নিতে আগে কখনো কাউকে দেখেনি শন। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসার এ এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত, অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। মাইন ফিল্ডের শেষ সীমায় ওরা পৌঁছবার আগে আরো দু'জন শাঙ্গানি ধরাশায়ী হলো, কোমরের নিচ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো তাদের শরীর।

তাদেরকে নিজেদের রক্ত ও থেঁতলানো মাংসের ভেতর ফেলে রেখে এলো ওরা, লাফ দিয়ে তারের নিচু বেড়াটা টপকালো।

আতঙ্কিত ও নার্ভাস হলেও, মাতাউর প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ এমন প্রবল হয়ে দেখা দিলো শনের মনে, কখন যেনো ভিজে উঠেছে চোখ দুটো। তাকে একটা খেলনার মতো কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে ইচ্ছে হলো ওর। তার বদলে বললো, 'তুমি এতো হালকা যে কোনো মাইনে পা দিলেও ফাইতো না সেটা!' বিপদ না হওয়ায় এবং শনের রসিকতা শুনে আনন্দে এক পাক নাচলো মাতাউ, পরমুহূর্তে আবার শনের পাশে চলে এলো সে, একযোগে ছুটলো ওদের ওদের সামনে নাক বরাবর উঁচু হয়ে থাকা বালির বস্তা দিয়ে তৈরি ১২.৭ এমএম মেশিনগান এমপ্লেসমেন্টের দিকে।

কোমরেরঢিল দিলো শন, গড়িয়ে দিলো শরীর, বালির বস্তায় লেগে থেমে গেলো। এতো কাছে, হাত উঁচু করলে ছুঁতে পারবে মেশিনগানের মাজল।

শনকেও দেখতে পেলো গানার, ভারি মেশিনগানের ব্যারেলটা ওর দিকে ঘোরালো সে।

ডাইভ দিলো শন, গড়িয়ে দিলো শরীর, বালির বস্তায় লেগে থেমে গেলো। এতো কাছে, হাত উঁচু করলে ছুঁতে পারবে মেশিনগানের মাজল।

বেল্ট থেকে ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেড বের করলো শন, পিন খুললো, বস্তার মাথায় হাত তুলে মুঠো আলগা করলো, যেনো লেটারবক্সে চিঠি ফেলছে। পর্তুগীজ ভাষায় আর্তনাদ কণ্ঠে উঠলো গানার।

বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। বস্তাগুলোর ফাঁক দিয়ে ঠিক যেনো জিভ বের করলো আগুন আর সাদা ধোঁয়া। লাফ দিয়ে বস্তাগুলোর মাথায় উঠলো শন, গড়িয়ে ভেতরে দু'জন লোককে দেখলো ও, মেঝেতে হাত-পা ছুঁড়ছে, খিঁচুনি উঠে গেছে শরীরে, যে- কোনো মুহূর্তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে। পাঁচ-ছয়জন ফ্রেলিমো বিপদ টের পেয়ে আগেই বস্তাগুলোর মাথা টপকে বেরিয়ে গেছে, প্রাণ হাতে করে ছুটছে তারা। মেঝেতে পড়ে থাকা লোক দু'জনকে মাতাউর হাতে ছেড়ে দিলো শন, পরিত্যক্ত মেশিনগানের ব্যালেল ঘোরালো ছুটন্ত ফ্রেলিমোদের দিকে।

সব ক'টাকে ফেলে দিলো শন, তারপর মাতাউর হাত থেকে স্পেয়ার অ্যামুনিশন বেল্ট নিয়ে রিলোড করলো মেশিনগান, আক্রমণ শুরু করলো ওর মাথার ওপর পাহাড়ের ঢালে ছড়িয়ে পড়া ফ্রেলিমো গেরিলাদের ওপর।

শনের মনে হলো, এখনো অর্ধেকের বেশি শাঙ্গানি বেঁচে আছে। মুখে রণহুংকার, ফ্রেলিমোদের প্রতিটি বাধা তছনছ করে দিয়ে সামনে বাড়ছে তারা। আক্রমণের তীব্রতায় টিকতে না পেরে পজিশন ছেড়ে পালাতে শুরু করেছে ফ্রেলিমোরা।

রেঞ্জের মধ্যে আর কোনো শত্রু নেই দেখে মেশিনগান ফেলে বস্তাগুলো টপকালো শন, শাঙ্গানিদের সাথে ছুটলো ঘাঁটির আরো ভেতর দিকে। হেলিকপ্টারের সার্ভিস সেন্টারটা কাছেই কোথাও থাকার কথা।

ছুটছে শন, এই সময় ওর সামনে থেকে কুৎসিত ও দানবীয় একটা আকৃতি উদয় হলো আকাশে। চকচকে রোটরের ওপর ভর করে উঁচু হচ্ছে হিন্দ গানশিপ, টার্বো থেকে কান ফাটানো আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। মাত্র এক সেকেণ্ড, তারপরই বিদ্যুৎ খেলে গেলো শনের শরীরে। মাতাউকে ছোঁ দিয়ে তুলে নিলো ও, সে যেনো ছোট্ট একটা বিড়ালছানা, এক পা পিছিয়ে এসে ঘুরেই লাফ দিলো বস্তাগুলোর মাথা লক্ষ্য করে। মেশিনগানের পাশে হামাগুড়ি দিয়ে থাকলো শন, শরীরের নিচে চেপে রেখেছে মাতাউকে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, হিন্দের গানার দেখে ফেলেছে ওদেরকে।

বাতাসে শিস কেটে ছুটে এলো কামানের গোলা। বিস্ফোরিত হলো বালির বস্তা ধুলো আর ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেলো সব।

* * *

'জোব!' আর্তনাদ করে উঠলো ক্লডিয়া। 'শনকে ওরা মেরে ফেলেছে!' জোবকে আঁকড়ে ধরলো সে, গা ঝাড়া দিয়ে নিজেকে মুক্ত করলো জোব। নিরাপদ পজিশন থেকে যুদ্ধটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওরা। বালির বস্তা দিয়ে ঘেরা ছোট্ট জায়গাটায় শনকে লাফ দিয়ে পড়তে দেখেছে ক্লডিয়া, পরমুহূর্তে সেটা কামানের গোলায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো।

মাটিতে একটা হাঁটু গেড়ে কাঁধে লঞ্চার তুললো জোব, সাইট স্ক্রীনে গভীর মনোযোগ।

'জলদি!' রুদ্ধশ্বাসে তাগাদা দিলো ক্লডিয়া। 'জলদি মিসাইল ছোঁড়ো — ওহ্ !'

লম্বা টিউব থেকে লাফ দিলো মিসাইল, রকেট মটর জ্বলে উঠতেই গরম বাতাস ও ধুলোর কণা আঘাত করলো ক্লডিয়ার মুখে। চোখ সরু করলো সে, দম আটকে রাখলো, ছুটন্ত মিসাইলের দিকে তাকিয়ে আছে। মিসাইলের লেজ থেকে আগুন বেরুচ্ছে, পিছনে রেখে যাচ্ছে ধোঁয়া, উঠে যাচ্ছে পাহাড় চূড়ার যেখানে প্রায় অন্ধকার আকাশের গায়ে ঝুলে রয়েছে হিন্দ গানশিপ।

মৃদু ঝাঁকি খেয়ে মিসাইলের গতিপথ সামান্য বদলে গেলো, টার্গেট এখন আলট্রা-ভায়োলেট। নাকটা সামান্য উঁচু হলো মাত্র, আর্মারড এগজস্ট পোর্ট লক্ষ্য নয় এখন, রোটর গিয়ারবক্সের নিচে টার্বো ইনটেক-এ আঘাত হানবে।

মিসাইলের আঘাতে শূন্যে ডিগবাজি খেলো হিন্দ, রোটরটা পাথুরে ঢালের গায়ে বাড়ি খেলো, শ্লথভঙ্গিতে ড্রপ খেতে খেতে নামছে, এয়ার ইনটেক থেকে বেরিয়ে আসছে লকলকে আগুনের শিখা। একটা পাথরে লেগে চুরমার হলো মেইন রোটর, ভোরের আকাশে ছিটকে পড়লো টুকরোগুলো।

বস্তাগুলোর মাথায় আবার শনকে দেখতে পেয়ে আনন্দে কেঁদে ফেললো ক্লডিয়া। বানরের বাচ্চার মতো শনের বুকে সেঁটে রয়েছে মাতাউ, তাকে নামিয়ে দিয়ে ছুটলো শন, তার সাথে পাশাপাশি ছুটলো মাতাউও।

'রিলোড!' চেঁচিয়ে উঠলো জোব। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে স্পেয়ার মিসাইল টিউবটা পাশ থেকে তুলে নিলো ক্লডিয়া, লঞ্চারে ফিট করতে সাহায্য করলো জোবকে।

রিলোড শেষ হতেই আবার হেলিকপ্টার ঘাঁটির দিকে তাকালো সে। অদৃশ্য হয়ে গেছে শন, তবে পাহাড়চূড়ার ওপর আরো তিনটে হিন্দ গানশিপ উঠে এসেছে, আগুনের আভায় আলোকিত। কামান দাগছে গানাররা, কেউ কেউ ঘাঁটির চারপাশে টার্গেট খুঁজছে — রেনামো আক্রমণ — কারীরা ওখানে ফ্রেলিমোদের সাথে হাতাহাতি করছে। হেরেই গেছে ফ্রেলিমোরা, বেশিরভাগই পালিয়ে গেছে জঙ্গলে।

ঘায়েল হলো আরেকটা হিন্দ, পাহাড়চূড়ার কিনারায় আছাড় খেলো সেটা। তৃতীয় একটা হিন্দ মাতালের মতো টলছে, আঘাত গরুতর, বনভূমির মাথায় বাড়ি খেয়ে কাত হলো, কয়েকটা বিশাল গাছকে সাথে নিয়ে পড়ে গেলো মাটিতে।

যতো দ্রুত পড়লো ওগুলো, বাকিগুলো ততোই দ্রুত উঠে এলো আকাশে, অনবরত গর্জন করছে কামান, রেনামোদের ওপর বিরতিহীন গোলা ছুঁড়ছে। লাফ দিয়ে সোজা হলো জোব, একটা গানশিপকে পালিয়ে যেতে দেখছে ও। শিরদাড়া বাঁকা করলো ও, প্রায় ধনুকের আকৃতি পেলো পিঠ, মিসাইলটাকে তাক করলো প্রায় খাড়াভাবে, যেনো মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া একটা পাখিকে ফেলতে চাইছে।

হিন্দটা এক হাজার ফুট ওপরে, আরো উঁচুতে উঠে যাচ্ছে, স্টিংগারের অনুকূল রেঞ্জের বাইরে নিরাপদ বলেই মনে হলো। তবু সাইট স্ক্রীনে চোখ রেখে মিসাইলটা ছুঁড়লো জোব।

ছুটলো মিসাইল, অনায়াসে পেরিয়ে গেলো দূরত্বটা। বিশাল হিন্দ ঝাঁকি খেলো, এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকলো শূন্যে, তারপরই উল্টে গেলো। উপত্যকার ওপর পিঠ দিয়ে পড়লো সেটা।

লঞ্চার রিলোড করছে ওরা, আকাশে উঠে এলো আরেকটা হিন্দ। গানার যেনো জানে কোত্থেকে স্টিংগার মিসাইল ছোঁড়া হচ্ছে। সরাসরি ওদের দিকে ধেয়ে এলো সেটা, কামানের মাজল ঘুরে গেলো জোব ও ক্লডিয়ার দিকে।

শেল ছুটে আসছে দেখে ক্লডিয়াকে লক্ষ্য করে ডাইভ দিলো জোব, দুটো বোল্ডারের মাঝখানে পড়লো দু'জন, জোবের নিচে ক্লডিয়া। শরীরের নিচে মাটি রর করে কাঁপতে শুরু করলো, শেলগুলো পড়লো বোল্ডারের গায়ে, ওদের পাশে পাথুরে মাটিতে। পরমুহূর্তে ওদের মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেলো হিন্দটা, গানার হয় ওদেরকে দেখতে পায়নি নয়তো ধরে নিয়েছে বেঁচে নেই।

জোবের চাপে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ক্লডিয়ার। ধুলোর মেঘে ঢাকা পড়ে রয়েছে ওরা। ক্লডিয়ার চোখে-মুখে সেঁটে রয়েছে চুল। 'জোব, দম আটকে যাচ্ছে, ওঠো!'

কিন্তু জোব উঠলো না। আবার চিৎকার করলো ক্লডিয়া, 'কি হলো, ওঠো!' তারপরই অনুভব করলো সে, তার একটা হাত ভিজে ভিজে লাগছে। বুকের ওপর চড়ে থাকা জোবকে ধরে সজোরে ঝাঁকালো সে। 'জোব!' আতংকে কান্না পেলো তার।

পাথরের মতো ভারি জোবের শরীর, দু'হাত দিয়ে ধরে কোনো রকমে তাকে বুক থেকে সরালো ক্লডিয়া। যেনো সোজা হয়েছে, রোটরের আওয়াজ শুনে ঘাড় ফেরাতেই দেখলো আবার ফিরে আসছে হিন্দটা।

জোবের পাশ থেকে মিসাইল লঞ্চারটা তুলে নিয়ে কাঁধে রাখলো ক্লডিয়া, সাইট স্ক্রীনে চোখ। শেল ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে আসছে গানশিপ, মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে সেটার দিকে লক্ষ্য স্থির করলো সে। 'ফায়ার!' বিড়বিড় করে বললো, চেপে ধরলো পিস্তল গ্রিপ।

চোখ সরু করে মিসাইলের ছুটে যাওয়াটা দেখলো ক্লডিয়া। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সে, চারপাশে বিস্ফোরিত হচ্ছে পাথুরে মাটি। হিন্দের নাকে বসানো কামানটা বিরতিহীন আগুন ঝরাচ্ছে। মাথার ওপর চলে এসেছে সেটা, মিসাইলটা

আঘাত করেছে কিনা জানে না ক্লডিয়া। তারপর হঠাৎ মাথার ওপর ওটা জ্বলন্ত একটা অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হলো। উড়ে গেলো আগুনের যেনো একটা চাদর। পিছনে পাহাড়ের প্রাচীর, ঢালের ওপর আছাড় খেলো আগুনের গোলাটা। আকাশের চারদিকে চোখ বুলালো ক্লডিয়া। আর কোনো হিন্দ নেই। সব ক'টা ধ্বংস হয়েছে, ভাবলো সে। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে শাঙ্গানি মিসাইল ক্রুরা ঢাল বেয়ে পাহাড়ে উঠছে, শনের আক্রমণে সাহায্য করার জন্যে। ক্লডিয়া দেখলো, ফেলিমো গেরিলারা তাদের হাতে অস্ত্র ফেলে দিচ্ছে, বাংকার থেকে বেরিয়ে আসছে মাথার ওপর হাত তুলে।

তার পায়ের কাছে গুঙিয়ে উঠলো জোব। চমকে উঠে সেদিকে ফিরলো ক্লডিয়া। হাতের লঞ্চারটা ফেলে দিলো সে, মাটিতে হাঁটু গেড়ে জোবের পাশে নিচু হলো। 'আমি ভেবেছিলাম তুমি বেঁচে নেই', ফিসফিস করলো সে। তারপর লক্ষ্য করলো, কামানের একটা শেল জোবের ওপরের দিকটা ক্ষতবিক্ষত করে দিয়ে গেছে। ক্ষতগুলো বীভৎস। ডান হাতটা কাঁধ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, পড়ে রয়েছে মাথার পিছনে, ওটা যেনো কোনোদিনই তার শরীরের অংশ ছিলো না।

'মরো না, জোব!' ফোঁপাচ্ছে ক্লডিয়া। 'মরো না!'

জোবের রক্তে মাখামাখি হয়ে গেলো তার পা ও হাত। কপাল থেকে চুল সরাতে গেলো সে, চটচটে রক্তে লাল হয়ে উঠলো মুখ। জোবের রক্তাক্ত মুখটা দু'হাতে ধরলো সে ঝুঁকে চুমো খেলো, রাঙা হয়ে উঠলো ঠোঁট। 'ফাইট, প্লীজ ফাইট! এক্ষুণি ফিরে আসবে শন। আমি তোমাকে সাহায্য করবো!' কান্না থামাবার চেষ্টায় ঠোঁট ফুলে উঠলো তার। 'মরো না, জোব! প্লীজ!'

* * *

গোলাগুলি বন্ধ হবার সাথে সাথে লাফ দিয়ে প্যারাপেট টপকালো শন, মাতাউকে পাশে নিয়ে ছুটলো সামনে, ওকে অনুসরণ করলো শাঙ্গানিরা। একটা ডাগআউট থেকে বেরিয়ে এলো তিনজন ফ্রেলিমো, কোমরের কাছ থেকে গুলি করলো একজন শাঙ্গানি, ঝাঁক ঝাঁক বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেলো তিনটে শরীর। আউটার ডিফেন্স পেরিয়ে হিন্দের আস্তানায় পৌঁছুলো শন, দেখলো ওয়ার্কশপ আর ফুয়েল ডাম্প বালির বস্তা দিয়ে আড়াল করা হয়েছে, ক্যামোফ্লেজ নেট দিয়ে ঢাকা। আস্তানার কাছাকাছি, পেরিমেটারের ঠিক বাইরে ভূপাতিতে হয়েছে একটা হিন্দ, দাউ দাউ করে জ্বলছে এখনো, আস্তানাটাকে ঢেকে দিচ্ছে কালো ধোঁয়া।

চারদিকে বিশৃঙ্খল অবস্থা, উদ্দেশ্যহীন ছুটোছুটি করছে লোকজন, আতংকে বিকৃত হয়ে আছে চেহারা, গাঢ় রঙের ওভারঅল পরা নিরস্ত্র টেকনিশিয়ান সবাই একটা বাংকারের ভেতর তিন-চারজন শ্বেতাঙ্গকে দেখে একটা ভুল ধারণা ভেঙে গেলো শনের। ফ্রেলিমোদেরকে শুধু হিন্দ গানশিপ দেয়নি রাশিয়ানরা, পাইলট ও টেকনিশিয়ান দিয়েও সাহায্য করেছে। ওর ধারণা ছিলো, পাইলট ও টেকনিশিয়ানরা রাশিয়ান হবে না, অন্য কোথাও থেকে ভাড়া করে আনা হয়েছে। 'এদেরকে গ্রেফতার করো,' শাঙ্গানিদের নির্দেশ দিলোও ও। 'কাউকে মারধর করবে না। ওদের সাথে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই।' হঠাৎ সামনে চোখ পড়তে একাধারে বিস্মিত ও পুলকিত হলো শন।

বালির বস্তা দিয়ে তৈরি পাঁচিলের মাথা থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা হিন্দ গানশিপ। সেদিকে ছুটলো শন। ছুটলো, আর ঠিক তখুনি হিন্দটার রোটর স্টার্ট নিলো।

কয়েকজন রাশিয়ান গ্রাউণ্ড ক্রু মেশিনটার চারপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শনকে দেখে হাঁ হয়ে গেলো তারা। তাদের দিকে একেএম রাইফেল তুললো ও, সভয়ে পিছিয়ে গেলো সবাই। কয়েকজন শাঙ্গানিকে ডাকলো শন, রাশিয়ানদের বন্দী করে নিয়ে গেলো তারা। হেলিকপ্টারের বোর্ডিং স্টেপ-এ পা রাখলো ও।

বন্দী হলো পাইলটাও। লোকটার কাছ থেকে হিন্দ চালাবার কলা-কৌশল শিখে নেয়ার ইচ্ছে শনের, আগেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে, এই হিন্দ নিয়েই কেটে পড়বে ওরা চারজন — ও, ক্লডিয়া, মাতাউ আর জোব। জেনারেল চায়নার দেয়া শর্ত পূরণ করেছে ওরা, যুদ্ধে জিতেছে, ধ্বংস করে দিয়েছে একটা বাদে বাকি সব ক'টা গানশিপ। এবার ওদের বিদায় নেয়ার পালা।

মাতাউকে নিয়ে সার্জেন্ট আলকনসোর খোঁজে এদিক ওদিক ঘুরছে শন। রেনামো গেরিলারা ফ্রেলিমোদের বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে। আরেকদল লুটপাটে ব্যস্ত। হঠাৎ শনের কাছ থেকে রাইফেলটা চেয়ে বসলো মাতাউ, 'বাওয়ানা, দিন ওটা

আমাকে', বন্দী ফ্রেলিমোদের দিকে তাকিয়ে আছে সে। 'ব্যাটাদের গুলি করে মারি।'

পরিচয়ের পর এ-পর্যন্ত একবারই মাতাউকে গুলি করতে দেখেছে শন, মাতাউ শখ করায় তার হাতে .৫৭৭-টা তুলে দিয়েছিল ও। গুলি সে করেছিল ঠিকই, তবে মাটি থেকে শূন্যে উঠে গিয়েছিল শরীরটা, ছিটকে পড়েছিল দশ ফুট দূরে। 'মাথামোটা গর্দভ! বন্দীদের ওপর বীরত্ব ফলাতে চাও! ভারি অন্যায়।'

সার্জেন্ট আলফনসোকে পাওয়া গেলো। সহাস্যে এগিয়ে এসে শনকে স্যালুট করলো সে। 'কংগ্রাচুলেশনস!

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে শন বললো, 'আমি আশঙ্কা করছি ফ্রেলিমোরা পাল্টা আঘাত হানবে-এক ঘন্টার মধ্যে। তার আগেই কেটে পড়তে হবে তোমাদের। তোমার লোকেরা যা নেয়ার নিয়ে নিক, তারপর স্টোররুমগুলো গ্রেনেড মেরে উড়িয়ে দাও, ফুয়েলের ড্রামে আগুন দাও।'

মাথা নাড়লো আলফনসো। 'দুঃখিত, ফ্রেলিমোদের পাল্টা হামলা ঠেকাবার জন্যে তিনটে কোম্পানীকে পাঠিয়েছেন জেনারেল চায়না। নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি না পৌছুনো পর্যন্ত এই ঘাঁটি দখল করে রাখতে হবে আপনাকে।'

আলফনসোর দিকে তাকিয়ে থাকলো শন। 'পাগল হলে নাকি! নদীর তীর এখান থেকে দু'দিনের পথ! কিভাবে পৌছুবে সে!'

নিঃশব্দে হাসলো আলফনসো। 'এক ঘন্টার মধ্যে পৌছুবেন তিনি, মেজর। পাঁচটা কোম্পানী নিয়ে আমাদের পিছু পিছু এসেছেন, কখনোই এক ঘন্টার বেশি পিছিয়ে ছিলেন না।'

'কিভাবে জানলে তুমি?' জিজ্ঞেস করলো শন।

পাশে দাঁড়ানো ট্রুপারের পিঠের বোঝায় হাত চাপড়ালো আলফনসো। বললো, 'দশ মিনিট আগে জেনারেলের সাথে কথা হয়েছে আমার, শেষ বাজপাখিটাকে [illegible] থেকে ফেলে দেয়ার পরপরই।'

'এ-কথা তুমি আমাকে আগে জানাওনি কেন?' কঠিন সুরে প্রশ্ন করলো শন।

'জেনারেল জানাতে নিষেধ করেছিলেন। এখন অবশ্য জানাতে বলেছেন, সেই সঙ্গে আপনাকে অভিনন্দনও জানিয়েছেন — বাজগুলোকে ধ্বংস করায়। বলেছেন, আপনি তার আপন ভাইয়ের মতো। এখান পৌছে আপনাকে তিনি পুরস্কৃত করবেন।'

'ঠিক আছে', নির্দেশ বদল করলো শন। 'আস্তানায় যদি থাকতে হয়, পেরিমিটার ডিফেন্সে লোক মোতায়েন করো, ১২.৭-এমএম মেশিনগান ব্যবহার করবো আমরা...।'

একজন ট্রুপারকে ছুটে আসতে দেখে থেমে গেলো শন।

'স্যার! স্যার!' হাঁপাচ্ছে লোকটা।

তার চেহারা দেখেই শন বুঝতে পারলো, দুঃসংবাদ শুনতে হবে। 'মেমসাহেবের কিছু হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো ও।

মাথা নাড়লো শাঙ্গানি ট্রুপার। 'মেমসাব নিরাপদেই আছেন। তিনিই তো আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন। ম্যাটাবেলটা, স্যার, জোব! শেল লেগেছে তাকে।'

'কি অবস্থা? খুব খারাপ?' আগেই ছুটতে শুরু করলো শন।

পিছন থেকে লোকটা বললো, 'অবস্থা খারাপ, মারা যাচ্ছে।'

কোথায় যেতে হবে জানে শন। জোবের পজিশন ও-ই ঠিক করে দিয়েছিল, কয়েকটা অ্যাকেইশা গাছের নিচে।

শনকে দেখে মুখ তুললো ক্লডিয়া, কেঁদে ফেললো। 'ওহ্, শন থ্যাঙ্ক গড!' ইতিমধ্যে দু'জন শাঙ্গানির সাহায্য নিয়ে সমতল মাটিতে তুলে এনেছে জোবকে।

আলকাতরার মতো চকচক করছে জোবের চেহারা। তার কপালে হাত রাখলো শন, বরফের মতো ঠাণ্ডা। পালস খুঁজলো ও, অত্যন্ত ক্ষীণ। তবু বিরাট স্বস্তিবোধ করলো ও।

'প্রচুর রক্ত গেছে', ফিসফিস করলো ক্লডিয়া। 'বেঁধে দিয়েছি, এখন আর বেরুচ্ছে না।'

'দেখতে দাও আমাকে', বিড়বিড় করলো শন।

'ড্রেসিং সরিয়ো না', তাড়াতাড়ি সাবধান করলো ক্লডিয়া। 'বিভৎস। কামানের শেলটা লেগেছে সরাসরি কাঁধে। ওখানে শুধু হাড়ের গুঁড়ো আর থেঁতলানো মাংস দেখতে পাবে। হাতটা শুধু চামড়ার সাথে ঝুলছে।'

'মাতাউকে নিয়ে যাও', ক্লডিয়াকে থামিয়ে দিয়ে বললো শন। 'ফার্স্ট এইড পোস্টটা খুঁজে বের করো। প্লাজমা আর একটা ড্রিপ সেট চাই আমি। অ্যান্টিসেপটিক আর পেইন-কিলারও দরকার...।'

ক্লডিয়া ও মাতাউ ছুটলো।

ওরা না ফেরা পর্যন্ত করার কিছু নেই শনের। বোতলের পানিতে রুমাল ভিজিয়ে জোবের মুখ থেকে রক্ত মুছলো ও। জোবের চোখের পাতা কেঁপে উঠলো। তারপর চোখ মেললো সে। শন বুঝলো, জ্ঞান ফিরে পেয়েছে সে।

'আমি এসে গেছি, জোব। আর ভয় নেই। কথা বলো না।'

চোখ বুজলো জোব। একটু পর আবার তাকালো। এবার চোখ দুটো নিচের দিকে ফেরাবার চেষ্টা করলো সে, এতো বেশি দুর্বল যে মাথা ঘোরাতে পারছে না। প্রথম প্রতিক্রিয়া, জখমের বিস্তৃতিটা দেখতে চায়। 'রক্তটা কি ফুসফুস থেকে

বেরুচ্ছে?' অস্ফুটে জানতে চাইলো সে। 'আমার কি দুটো পা-ই গেছে? হাত দুটোও কি?'

'ডান হাত আর কাঁধ', বললো শন। '১২.৭ এমএম কামান তোমাকে আঁচড়ে দিয়েছে। কিছু না, সামান্য একটু ক্ষত। তুমি ভালো হয়ে উঠবে, বন্ধু — লিখিত দিতে পারি। তুমি জানো আমি মিথ্যে বলি না।'

ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটলো জোবের ঠোঁটের কোণে, একটা চোখ টিপে কৌতুক করারও চেষ্টা করলো সে। জানে, মিথ্যে কথাই বলছে শন। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো শনের। এ-যাত্রা বাঁচবে না জোব।

* * *

লাল ক্রস চিহ্ন দেখে মেডিকেল ডাগআউটটা চিনতে পারলো ক্লডিয়া। ভেতরে দু'জন শাঙ্গানি রেনামো রয়েছে, দামি কিছু পাবার আশায় ওষুধের বাক্স ভাঙছে, তছনছ করছে জিনিস-পত্র। চোখ গরম করে ধমক দিতেই পালিয়ে গেলো তারা একটা বাক্সে প্লাজমা ভরা বারোটা প্লাস্টিক ব্যাগ পেলো সে, একেবারে নিচের শেলফে পাওয়া গেলো ড্রিপ সেট। ড্রেসিং ও ব্যাণ্ডেজের কোনো অভাব নেই। অয়েন্টমেন্টের অনেকগুলো টিউব পাওয়া গেলো, গায়ে ফ্রেঞ্চ ও আরবী লেখা। দুটোই এক-আধটু জানে সে, আয়োডিন লেখা টিউবগুলো নিলো। আর নিলো পেইন-কিলার ট্যাবলেট। সবশেষে এক-জোড়া ফিল্ড প্যাক নিলো ক্লডিয়া, মাতাউর পিছু পিছু বেরিয়ে এলো মেডিকেল ডাগআউট থেকে।

ফিরে আসছে ওরা, কিন্তু ফেরা হলো না। মাঝপথে এমন একজনের সাথে দেখা হয়ে গেলো, প্রায় ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো ক্লডিয়া। এই লোককে যমের মতো ভয় করে সে।

'মিস মনটেরো', তাকে ডাকলো জেনারেল চায়না। 'কী সৌভাগ্য আমার! দেখা হয়ে ভালোই হলো, আপনার সাহায্য দরকার আমার।' জেনারেলের সাথে তার আধ ডজন অফিসার রয়েছে।

অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতের ধাক্কাটা দ্রুত সামলে নিলো ক্লডিয়া। 'আমি অত্যন্ত ব্যস্ত', বেসুরো গলায় বললো সে, জেনারেলকে পাশ কাটাবার চেষ্টা করলো। 'জোব মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে, আমাকে তার কাছে ফিরে যেতে হবে।'

'অন্য কারো চেয়ে আমার প্রয়োজনটা বেশি জরুরী', একটা হাত বাড়ালো জেনারেল চায়না।

'পথ ছাড়ুন', রেগে উঠে বললো ক্লডিয়া। 'এগুলো জোবের দরকার, তা না হলে মারা যাবে ও।'

'দিন ওগুলো, আমার লোককে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি', বললো জেনারেল। 'আপনি আমার সাথে আসুন, প্লীজ। নাকি কোলে করে তুলে নিয়ে যেতে হবে? সেটা আপনার জন্যে সম্মানজনক হবে কি?'

তখনো প্রতিবাদ করছে ক্লডিয়া, তার হাত থেকে জিনিসগুলো তুলে নিলো একজন রেনামো অফিসার। হাল ছাড়তে বাধ্য হলো সে, মাতাউকে বললো, 'অফিসারের সাথে যাও। শনকে বলবে, এখুনি আসছি আমি', মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেলো মাতাউ।

ক্লডিয়াকে নিয়ে হেলিকপ্টারগুলোর আস্তানার দিকে এগোলো জেনারেল চায়না। পথে অনেক লাশ পড়ে রয়েছে, কোনো কোনোটা পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। মাংস ও চামড়া পোড়ার গন্ধে ভারি হয়ে আছে বাতাস। 'কর্নেল কোর্টনির অ্যাটাক এতোটা সফল হবে, কল্পনাও করিনি', চারপাশে তাকিয়ে বললো জেনারেল, সারা মুখে তৃপ্তির হাসি। 'উনি এমনকি অক্ষত অবস্থায় একটা হিন্দ গানশিপও দখল করেছেন। বন্দী করেছেন রাশিয়ান গ্রাউণ্ড আর এয়ার ক্রুদের।'

'আমি কিন্তু বেশি দেরি করতে পারবো না। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।'

'লোকটার কপালে যদি মৃত্যু থাকে, আপনি সেটা ঠেকাতে পারবেন না, মিস মনটেরো। আপনাকে আমার দরকার রাশিয়ান পাইলটদের সাথে কথা বলার জন্যে।

'কিন্তু আমি তো রুশ ভাষা জানি না!'

'পাইলট লোকটা ইটালিয়ান ভাষা জানে, বারবার শুধু ইটালিয়ানো ইটালিয়ানো করছিল।' ক্লডিয়ার হাত ধরলো জেনারেল চায়না, বালিকা বস্তা দিয়ে আড়াল করা বাংকারের মুখে পৌঁছুলো, তারপর ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করলো নিচে।

নিচে নেমে চারদিকে তাকালো ক্লডিয়া। একটা এঞ্জিনিয়ারিং ওঅর্কশপে রয়েছে ওরা। দেয়াল ঘেঁষে লম্বা ওঅর্ক-বেঞ্চ, সেগুলোর একটায় মেটাল লেদ ও ড্রিল প্রেস বসানো। দেয়ালে আরো ওপরে অনেকগুলো র‍্যাক, একটা র‍্যাকে প্রচুর যন্ত্রপাতি দেখলো ক্লডিয়া, ইলেকট্রিক ও গ্যাস ওয়েল্ডিং সেট চিনতে পারলো। তাদের বাড়ির গেলোার-এ বাবার একটা ওঅর্কশপ ছিলো, বাপ-বেটি একসাথে অনেকগুলো সন্ধ্যা কাটিয়েছে সেখানে।

সব মিলিয়ে সাতজন রাশিয়ান বন্দী। পাতালপুরীর এক কোনোয় জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা। রেনামো গেরিলারা তাদের দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, হাতের রাইফেল তাদের দিকে তাক করা। ক্লডিয়াকে নিয়ে তাদের সামনে চলে এলো জেনারেল চায়না। 'আপনাদের মধ্যে ইটালিয়ান জানেন কে?' জানতে চাইলো ক্লডিয়া।

'আমি জানি', লম্বা এক লোক সামনে বাড়লো। ওভারঅল পরে আছে, নীল চোখে রাজ্যের ভয়।

'কিভাবে, কোত্থেকে শিখলেন?'

'আমার স্ত্রী ইটালির মেয়ে। মস্কোর লুমুম্বা ইউনিভার্সিটিতে ডক্টরেট করছিল, তখন ওর সাথে আমার পরিচয় হয়।'

'জেনারেল চায়নার বক্তব্য অনুবাদ করবো আমি', বললো ক্লডিয়া। 'তার আগে আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, লোকটা সাংঘাতিক, দয়ামায়া বলে কিছু নেই। আমি তার বন্ধু নই। 'আমরা জেনেভা চুক্তির আওতায় যুদ্ধবন্দী। নির্দিষ্ট কিছু অধিকার দিতেই হবে।'

'কি বলছে ও?' জানতে চাইলো কমরেড চায়না।

'বলেছেন, ওঁরা যুদ্ধবন্দী — জেনেভা কনভেনশন ওঁদেরকে রক্ষা করবে।'

'ওকে বলুন, জেনেভা এখান থেকে অনেক দূরে। এটা আফ্রিকা, এবং সুইটজারল্যান্ডের কোনো চুক্তিতে আমি সই করিনি। এখানে আমিই তার ভাগ্য নির্ধারণ করবো। ওকে বলুন, আমি চাই আমার কমাণ্ডে হেলিকপ্টার গানশিপটা চালাবে সে, আর গ্রাউণ্ড ক্রুরা মেশিনটাকে ফ্লাইং কণ্ডিশনে রাখবে।'

জেনারেলের নির্দেশ অনুবাদ করছে ক্লডিয়া, লক্ষ্য করলো শক্ত হয়ে উঠলো পাইলটের চোয়াল, কঠিন দৃষ্টি ফুটলো নীল চোখে। মাথাটা সামান্য একটু ঘুরিয়ে

নিজের লোকদের সাথে কথা বললো সে। সবাই তারা বিড়বিড় করে কি যেনো বললো, ঘন ঘন মাথা নাড়ছে। 'কালো বাঁদরটাকে বলুন', ঘৃণাভরে বললো পাইলট, 'আমরা কোনো চাপের মুখে নতি স্বীকার করবো না। যুদ্ধবন্দী হিসেবে প্রাপ্য অধিকার আমাদেরকে দিতেই হবে। রেনামোদের পক্ষ নিয়ে লড়তে বা হেলিকপ্টার চালাতে রাজি নই আমরা। সেটা হবে দেশ ও জাতির সাথে বেঈমানী।' ভাবে-ভঙ্গিতেই বোঝা গেলো প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করেছে সে, ক্লডিয়াকে আর কষ্ট করতে হলো না।

'ব্যাটাকে বলুন', খেঁকিয়ে উঠলো জেনারেল চায়না, 'তর্ক করার সময় নেই আমার। আর মাত্র একবার জিজ্ঞেস করবো আমি, রাজি না হলে অন্য পথ ধরবো-সেটা অবশ্যই ওদের জন্যে সুখের হবে না।'

'সিনোর', পাইলটকে বললো ক্লডিয়া, 'এই লোক ভয়ংকর, অত্যন্ত বিপজ্জনক, তাকে আমি বীভৎস সব কাণ্ড করতে দেখেছি। আমাকেও তার অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছে।

'আমি একজন রাশিয়ান অফিসার এবং যুদ্ধবন্দী', শিরদাঁড়া খাড়া করে, সগর্বে বললো পাইলট। 'আমি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝি।'

ক্লডিয়া ভাষান্তর করছে, মুচকি হাসলো জেনারেল চায়না। 'আরেক — জন সাহসী লোক', বিড় বিড় করলো সে। 'আমাদের জানতে হবে, ঠিক কতোখানি সাহসী।'

স্টাফ অফিসারদের দিকে না ফিরে শাঙ্গানি ভাষায় শান্তস্বরে নির্দেশ দিলো জেনারেল চায়না। অফিসাররা প্রায় ছুটে গিয়ে নিয়ে এলো অক্সিঅ্যাসিটিলিন গ্যাস সিলিণ্ডারটা। স্থির দৃষ্টিতে রাশিয়ান অফিসারের দিকে তাকিয়ে আছে চায়না, নিঃশব্দে হাসছে। পাইলটও ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছে।

হাসতে হাসতেই ঘুরলো জেনারেল। ওঅর্ক-বেঞ্চের সামনে এসে দাঁড়ালো সে, সাজিয়ে রাখা যন্ত্রপাতিগুলো নাড়াচাড়া করলো। মৃদু শব্দ করলো, সন্তুষ্টিসূচক, তারপর বেঞ্চ থেকে সরু একটা লোহার রড তুলে নিলো, আঙুলের চেয়ে কম মোটা নয়। রডটার দুই প্রান্ত চেরা, সম্ভবত হিন্দ হেলিকপ্টারের কন্ট্রোল লিঙ্ক হবে। 'এটা হলেই চলবে', বললো সে, বেঞ্চ থেকে তুলে নিলো অ্যাসবেসটস দিয়ে তৈরি ওয়েল্ডিং গ্লাভ। গ্লাভটা ডান হাতে পরলো সে, তারপর মনোযোগ দিলো গ্যাস ওয়েল্ডিং সেটটার ওপর। নাড়াচাড়া করার ভঙ্গি দেখেই ক্লডিয়া বুঝতে পারলো, জিনিসটা কিভাবে, ব্যবহার করতে হয় জানা আছে চায়নার। ওয়েল্ডিং টর্চটা জ্বাললো সে, অক্সিজেনের মাত্রা অ্যাডজাস্ট করলো। উজ্জ্বল নীল হয়ে উঠলো আগুনের শিখা, গরম ও নিষ্কম্প। গ্লাভ পরা হাতে এবার রডটা তুলে নিলো সে, নীল শিখার ভেতর ঢোকালো ডগাটা।

রাশিয়া তার দিকে তাকিয়ে আছে, চেহারায় অস্বস্তি ও বিমূঢ় ভাব। এমনকি পাইলটের চোখেও অনিশ্চিত একটা একটা ভাব লক্ষ্য করলো ক্লডিয়া, তার ঠোঁটের ওপরে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে।

'লোকটা পশু', ইটালিয়ান ভাষায় ফিসফিস করলো ক্লডিয়া। 'আমার কথা বিশ্বাস করুন, এমন কোনো জঘন্য কাজ নেই যা তার দ্বারা সম্ভব নয়। প্লীজ, সিনর, এ-আমি দেখতে চাই না।'

তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করে মাথা নাড়লো পাইলট, তাকিয়ে আছে নীল আগুনে লাল হয়ে ওঠা রডটার দিকে। 'কোনো হুমকি আমাকে নত করতে পারবে না', বললো সে, তবে গলাটা সামান্য কেঁপে গেলো।

মুচকি হাসি লেগে রয়েছে জেনারেল চায়নার ঠোঁটে, ওয়েল্ডিং টর্চটা নেভালো সে, পাইলটের সামনে চলে এসে টকটকে লাল রডটা তার নাকের সামনে নাড়লো। 'আবার অনুরোধ করছি', বললো সে। 'ওকে জিজ্ঞেস করুন, হেলিকপ্টারটা চালাবে কিনা?'

'অসম্ভব!' গলা কেঁপে গেলেও, উত্তরটা সিদ্ধান্তসূচক, তারপর সে ঘৃণাভরে বললো, 'আমার ওপর কোনো অত্যাচার করা হলে কালো বাঁদরটাকে চরম মূল্য দিতে হবে।'

পাইলটের চোখের দিকে রডটা বাড়ালো জেনারেল চায়না। 'দেবো নাকি ঢুকিয়ে?' সহাস্যে জিজ্ঞেস করলো সে।

'ওকে বলুন, সিনোরা', পাইলট ফিসফিস করলো, 'অন্ধ পাইলট হেলিকপ্টার চালাতে পারে না।'

'খুবই সত্যি কথা', ক্লডিয়া থামতে বললো জেনারেল, পাইলটকে ছেড়ে বন্দী রাশিয়ানদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে, প্রত্যেকের চোখে রড ঢোকাবার ভঙ্গি করলো, মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করলো কার কি প্রতিক্রিয়া হয় মোটাসোটা, তেল-কালিতে মলিন ওভারঅল পরা মেকা — নিকের প্রতিক্রিয়া সন্তুষ্ট করলো তাকে। রডটা এগিয়ে আসছে দেখে কুঁকড়ে গেলো লোকটা, আতঙ্কে নীল হয়ে গেলো চেহারা, পিছু হটতে শুরু করলো, পিঠটা ঠেকে গেলো দেয়ালে। ফোল গাল বেয়ে ঘামের ধারা গড়াতে শুরু করেছে। ইঁদুরের মতো চিঁ চিঁ করে রুশ ভাষায় কি যেনো বললো সে। জবাবে কঠিন সুরে ধমক দিলো পাইলট।

'একটু আঁচ নাও, বাছা, দেখো কেমন লাগে', বলে মেকানিকের নাকের কাছে রডের ডগা ধরলো জেনারেল চায়না। মেকানিকের মাথার পিছনটা দেয়ালের সাথে ঘষা খেতে লাগলো, কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখের মণি, অনুসরণ করছে রডের ডগাটা।

রডটা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, এখন আর আগের মতো অতোটা লাল নয়। ভুরু কুঁচকে ডগাটা পরীক্ষা করলো জেনারেল চায়না, তারপর ফিরে এলো ওঅর্ক বেঞ্চে। ওয়েল্ডিং টর্চ জ্বেলে আবার সেটা গরম করলো সে। ওদিকে বালির বস্তার ওপর

নেতিয়ে পড়লো মেকানিক লোকটা ঘামে তার ওভারঅল ভিজে গেছে তার সাথে নরম সুরে কথা বললো পাইলট, যেনো সাহস যোগাবার চেষ্টা করছে। মেকানিক সোজা হয়ে দাঁড়ালো। ওদের দু'জনের কথাবার্তা আগ্রহের সাথে শুনলো জেনারেল, তার ঠোঁটে হাসি লেগে রয়েছে।

হাসিটা দেখে হঠাৎ আতংকের সাথে উপলব্ধি করলো ক্লডিয়া, জেনারেল চায়না তার শিকার হিসেবে মেকানিক লোকটাকেই বেছে নিয়েছে। রাশিয়ানদের মধ্যে এই লোকটাই সবচেয়ে নার্ভাস আর ভীতু, তার প্রতি পাইলটের সহানুভূতিও কম নয়। 'প্লীজ', ফিসফিস করলো সে, পাইলটের দিকে তাকিয়ে আছে। 'আপনার বন্ধু ভয়ংকর বিপদে পড়তে যাচ্ছে। তাকে বাঁচাতে হলে এই পশুর নির্দেশ আপনাকে মানতে হবে।'

ক্লডিয়ার দিকে তাকালো পাইলট, তার মুখের ভাব দেখে মনে হলো আগের সেই দৃঢ়তা আর নেই।

'প্লীজ, ফর মাই সেক। এখন যা ঘটবে তা আমি দেখতে পারবো না।' কিন্তু হতাশার সাথে লক্ষ্য করলো ক্লডিয়া, পাইলটের চেহারা বদলে গেলো, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ভাবটা ফিরে এলো আবার। মাথা নাড়লো সে। জেনারেল চায়নাও তা দেখতে পেলো।

রডের লাল ডগায় চোখ রেখে পর্তুগীজ ভাষায় নির্দেশ দিলো জেনারেল। লাফ দিয়ে সামনে বাড়লো দু'জন রেনামো, মেকানিকের হাত দুটো শক্ত করে ধরে ফেললো। আহত পশুর মতো প্রতিবাদ জানালো লোকটা, ধস্তাধস্তি করলো। টেনে-হিঁচড়ে আনা হলো তাকে, ওঅর্ক-বেঞ্চের ওপর উপুড় করে শোয়ানো হলো, একজন রেনামো লাফ দিয়ে উঠে বসলো তার শোল্ডার ব্লেডের ওপর। মেকানিক মোচড় খেলো, পা ছুঁড়লো, কিন্তু বৃথাই। তার হাত ও পা ওঅর্ক-বেঞ্চের সাথে রশি দিয়ে বেঁধে ফেললো রেনামোরা।

রুশ ভাষায় চিৎকার করলো পাইলট, রাগে কাঁপতে কাঁপতে সামনে এগোলো। একজন রেনামো অফিসার তার পেটে পিস্তল চেপে ধরলো, বাধ্য করলো দেয়ালের কাছে ফিরে যেতে।

'আমি আবার অনুরোধ করছি', বললো জেনারেল চায়না। 'আমার কথামতো কাজ করবে?'

পাইলটের চিৎকার শুনে বুঝতে কারো অসুবিধা হলো না গালিগালাজ করছে সে।

নিজের লোকদের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকালো জেনারেল চায়না। খাপ থেকে একজন ট্রেঞ্চ নাইফ বের করলো, এক পোঁচে কেটে ফেললো মেকানিকের কোমরে জড়ানো ফিতেটা, তারপর ওভারঅল ধরে গায়ের জোরে টান দিলো, ফড় ফড় করে ছিঁড়ে গেলো কাপড়টা, হাঁটুর পিছন পর্যন্ত। ওভারঅলের নিচে নীল আণ্ডারপ্যান্ট পরে আছে মেকানিক। টেনে সেটাকে যতোটা সম্ভব নিচে নামানো হলো।

আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে মেকানিকের নগ্ন নিতম্বের দিকে তাকিয়ে থাকলো ক্লডিয়া। গোল, অত্যন্ত ফর্সা ও চর্বিবহুল। দুই উরুর সন্ধিস্থলে কালো লোম।

উন্মাদের মতো চিৎকার করছে পাইলট, আর মিনমিন করছে ক্লডিয়া। 'প্লীজ, জেনারেল চায়না! প্লীজ, আমাকে যেতে দিন। এ আমি সহ্য করতে পারবো না!' চেষ্টা করলো মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চোখে হাত চাপা দেয়, কিন্তু বীভৎস ও রোমহর্ষক যে ঘটনাটা ঘটছে তা যেনো জাদু করেছে তাকে, চোখে হাত চাপা দিলেও আঙুলের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য করলো তাকে।

পাইলট ও ক্লডিয়ার কথা যেনো শুনতেই পায়নি জেনারেল চায়না, কথা বললো মেকানিকের পিঠে বসা অফিসারের সাথে। অফিসার এবার মেকানিকের দুই নিতম্বে হাত রেখে সজোরে চাপ দিয়ে ফাঁক করলো মাঝখানটা। ক্লডিয়ার প্রতিবাদ ও অনুরোধ গলার ভেতরই নিস্তেজ হয়ে পড়লো।

নিতম্বের মাঝখানে কালচে লাল মাংস কুঁচকে আছে। সেদিকে লাল রডটা বাড়ালো জেনারেল চায়না। মানুষের সবচেয়ে স্পর্শকাতার মাংসে আগুনের আঁচ অনুভব করলো মেকানিক, এমন প্রচণ্ডভাবে মোচড় খেতে শুরু করলো শরীরটা যে তাকে স্থির রাখার জন্যে আরো দু'জন রেনামো অফিসার গলদঘর্ম হয়ে গেলো।

'ইযেস?' রুশ পাইলটের দিকে তাকালো জেনারেল চায়না। পাইলটের চেহারা দাঁড়িয়েছে ঠিক যেনো একটা বদ্ধ উন্মাদ। তার মুখের পেশী জ্যান্ত পোকার মতো নড়াচড়া করছে, বিকৃত অবয়বে চোখ দুটো ক্রোধ ও ঘৃণার উৎস, নিজের ভাষায় অনর্গল গালিগালাজ করে চলেছে সে।

'বাধ্য হয়ে কাজটা করতে হচ্ছে', বললো চায়না, রডের লাল ডগাটা সামনে বাড়ালো।

রডের ডগা স্পর্শকাতর মাংস ছোঁয়ামাত্র আর্তনাদ করে উঠলো মেকানিক, তার তীক্ষ্ণ গগনবিদারী চিৎকার ক্লডিয়ার কানে যেনো গরম সীসা ঢেলে দিলো। ফুঁপিয়ে উঠলো সে।

রডের চারপাশে ধোঁয়া উঠছে, চর্বি ফোটার আওয়াজ হলো, মাংস পোড়ার গন্ধে ভারি হয়ে উঠলো বাতাস। রডটা নিতম্বের আরো ভেতরে ঢোকাবার জন্যে কব্জিটা মোচড়াচ্ছে জেনারেল চায়না, মাংস ও চর্বি পুড়িয়ে একটু একটু করে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে সেটা। মেকানিকের চিৎকার এখন একটানা আর্তনাদ; কানে হাত চাপা দিয়ে মুখ ঘোরালো ক্লডিয়া, ছুটে চলে গেলো বাংকারের এক কোণে, মুখটা চেপে ধরলো বস্তার কর্কশ দেয়ালে।

ধোঁয়ায় তার নাক গলা ও ফুসফুস ভরে উঠলো — পোড়া মাংসের দুর্গন্ধময় অশ্লীল ধোঁয়া, পুড়ে কয়লা হয়ে ওঠা চর্বির বিষাক্ত ধোঁয়া, ক্লডিয়ার জিভে যেনো লেপ্টে গেলো, জ্যান্ত প্রাণির মতো আড়মোড়া ভাঙলো পেটের ভেতর নাড়িভুঁড়ি,

উঠে এলো গলায়। বমির ভাবটা দমন করার ব্যর্থ চেষ্টা করলো সে, তীরের মতো বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়লো দু'পায়ের মাঝখানে মেঝেতে।

তার পিছনে ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এলো চিৎকারটা, এখন শুধু গোঙাচ্ছে মেকানিক। তার সঙ্গীরা অবশ্য এখনো চিৎকার করছে, কে কি বলছে বোঝা যাচ্ছে না।

আরেকবার বমি করলো ক্লডিয়া, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছে কপালটা বালির বস্তার গায়ে ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। থর করে কাঁপছে সে, ঘাম আর চোখের জল মোটা ধারা হয়ে নেমে আসছে গাল বেয়ে।

এক সময় সমস্ত আওয়াজ থেমে গেলো, মাঝে-মধ্যে শুধু মেকানিকের গোঙানির আওয়াজ পাওয়া গেলো। না তাকিয়েও ক্লডিয়া বুঝতে পারলো, লোকটা মারা যাচ্ছে।

'মিস মনটেরো', জেনারেল চায়না বললো, তার কণ্ঠস্বর শান্ত। 'প্লীজ, নিজেকে সামলান, আমাদের হাতে আরো কাজ রয়েছে।'

'আপনি একটা জানোয়ার!' বিস্ফোরিত হলো ক্লডিয়া। 'আপনাকে আমি ঘৃণা করি। ওহ্ গড!'

'আপনার অনুভূতি সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই', বললো কমরেড চায়না। 'দয়া করে পাইলটকে বলবেন কি যে আমি তার সহযোগিতা পাবার জন্যে অপেক্ষা করছি?'

মেকানিকের গোঙানি হঠাৎ বেড়ে গেলো, কি ঘটছে দেখার জন্যে ঘুরলো ক্লডিয়া। দেখলো, বেনামো অফিসাররা তাকে ছেড়ে দিয়েছে, খুলে দিয়েছে হাত-পায়ের বাঁধন, বেঞ্চ থেকে মেঝেতে পড়ে গেছে শরীরটা। জেনারেল চায়না লোহার রডটা বের করার কোনো চেষ্টা করেনি। দুর্ভাগা লোকটা একটা হাত পিছনে এনে রডটা ধরেছে, দুর্বলভাবে চেষ্টা করছে রডটা বের করার। উত্তপ্ত রড তার নাড়িভুঁড়ি ভেদ করে গভীরে ঢুকে গেছে, ঠাণ্ডা হবার পর শক্তভাবে আটকে গেছে মাংস ও চর্বির সাথে। যতোবার সেটায় টান পড়লো, পুঁজের মতো হলদেটে তরল পদার্থ বেরিয়ে এলো বীভৎস ক্ষতটা থেকে।

'পাইলটের সাথে কথা বলুন', নির্দেশ দিলো জেনারেল চায়না

'জ্যান্ত লাশ থেকে চোখ সরালো ক্লডিয়া, পাইলটকে বললো, 'ঈশ্বরের দোহাই আপনি — রাজি হোন!'

চিৎকার করলো পাইলট, 'আমি.আমার কর্তব্য...!'

'চুলোয় যাক আপনার কর্তব্য!' পাল্টা চিৎকার করলো ক্লডিয়া। 'এভাবে সবাই আপনারা ওর হাতে মারা পড়বেন!' মেকানিকের দিকে না তাকিয়ে একটা হাত লম্বা করে দেখালো সে। 'আপনাদের প্রত্যেকের এই অবস্থা হবে!' পাইলটের পাশে

দাঁড়ানো রাশিয়ানদের বললো সে। আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে সবার চেহারা, উদভ্রান্ত দেখাচ্ছে। 'ওর দিকে তাকান! চান আপনাদেরও এই অবস্থা হোক?'

ওর ভাষা তারা কেউ বুঝলো না, তবে কি বলতে চাইছে বুঝতে অসুবিধা হলো না কারো। সবাই তারা পাইলটের দিকে তাকালো।

একটা ঢোক গিলে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো পাইলট। হেসে উঠলো জেনারেল চায়না, পরমুহূর্তে কর্কশস্বরে একজন অফিসারকে নির্দেশ দিলো সে, 'আরেকজনকে বেঞ্চের ওপর শোয়াও!'

পাইলটের পাশের লোকটাকেই ধরা হলো। টেনে-হিঁচড়ে বেঞ্চের কাছে আনা হলো তাকে। সেদিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলো পাইলট, তারপর মাথা নিচু করলো। এক সেকেণ্ড পর অসহায়ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো সে, ক্লডিয়ার দিকে তাকিয়ে বললো, 'ওকে ছেড়ে দিতে বলুন। তার নির্দেশ মেনে নেবো আমরা।'

'ধন্যবাদ, মিস মনটেরো', মিষ্টি করে হাসলো জেনারেল চায়না। 'এবার আপনি কর্নেল কোর্টনির কাছে ফিরে যেতে পারেন।'

'আপনি পাইলটের সাথে কথা বলবেন কিভাবে?' চেহরায় অনিশ্চিত ভাব নিয়ে জানতে চাইলো ক্লডিয়া।

'আমি এখন গ্রীক ভাষায় কথা বললোও বুঝবে ও', সহাস্যে রসিকতা করলো জেনারেল। ক্লডিয়ার দিকে পিছন ফিরলো সে। 'কর্নেল কোর্টনিকে আমার অভিনন্দন জানাবেন, বলবেন তার সময়মতো একবার যেনো দেখা করেন আমার সাথে, বিদায়ের সময়টায় ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাবো।' আবার ক্লডিয়ার দিকে ফিরলো সে, বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে মাথা নত করে বাউ করলো। 'আশা করি আমাদের কথা মনে রাখবেন আপনি — আফ্রিকায় আমরা যারা আপনার বন্ধু — শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে।'

বলার মতো কিছু খুঁজে পেলো না ক্লডিয়া, দরজার দিকে ঘুরে টলতে টলতে এগোলো সে, বেরিয়ে এলো বাংকার থেকে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামার সময় চারদিকের নারকীয় দৃশ্য তাকে একটুও বিচলিত করলো না, অন্য সময় হলে অসুস্থ হয়ে পড়তো। ঢালের নিচে নেমে এসে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য থামলো ক্লডিয়া, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলো। বড় করে কয়েকবার শ্বাস টানার পর ফোঁপানোর ঝোঁকটা কমলো। আঙুল দিয়ে চুল আঁচড়ালো সে। কপাল ঢাকা পট্টিটা নতুন করে বাঁধলো। শার্টের কোণ দিয়ে মুখ থেকে পানি ও ঘাম মুছলো।

জোবের কম্বল ঢাকা শরীরের পাশে এখনো অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে রয়েছে শন, ক্লডিয়াকে আসতে দেখে ধমকের সুরে জানতে চাইলো, 'এতো দেরি করলে কেন?'

'জেনারেল চায়না...পরে শুনো। জোব কেমন আছে?'

'পুরো এক লিটার প্লাজমা দিয়েছি ওকে...তোমার কি হয়েছে বলো তো?'

'জেনারেল চায়না আমাকে আটকে রেখেছিল একটা কাজে। পরে শুনো। জোবের....।'

'ওর পালস আগের চেয়ে ভালো। ও তো আসলে একটা লড়াকু ষাঁড়। এসো, তোমার সাহায্য লাগবে, ক্ষতটা ড্রেস করি।'

'ওর কি জ্ঞান আছে?'

'এই আছে এই নেই।'

ফিল্ড ড্রেসিঙের নিচে জখমটা এতোই মারাত্মক, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে ভয় পেলো ওরা, জোব যদি শুনে ফেলে ওদের কথা। আয়োডিন পেস্ট দিয়ে পুরো ক্ষতটা লেপে দিলো শন, তারপর নতুন করে প্রেশার প্যাড ও পরিষ্কার সাদা ব্যাণ্ডেজ দিয়ে জড়ালো।

দু'জন ধরাধরি করে পাশ ফেরাতে হলো জোবকে, ব্যাণ্ডেজটা পিঠে জড়ালো। প্রায় বিচ্ছিন্ন হাতটা জায়গামতো বসিয়ে ধরে রাখলো ক্লডিয়া, শক্তভাবে স্ট্র্যাপ দিয়ে সেটাকে বাঁধলো শন। কাজ শেষ হবার পর দেখা গেলো জোবের সম্পূর্ণ উর্ধ্বাঙ্গ ব্যাণ্ডেজে ঢাকা পড়ে গেছে, বেরিয়ে আছে শুধু বাম হাতটা। 'আবার পালস পাচ্ছি', হাতঘড়ি থেকে চোখ তুললো শন। 'আরো এক লিটার প্লাজমা দেবো ওকে।'

হেলিকপ্টার ঘাঁটির পিছনে, উঁচু একটা পাহাড়ের ওদিক থেকে হঠাৎ মেশিনগান ও মর্টারের আওয়াজ ভেসে এলো। মুখ তুলে তাকালো ক্লডিয়া। 'কি ব্যাপার?'

'ফ্রেলিমো কাউন্টার-অ্যাটাক', বললো শন, এখনো ড্রিপ সেট নিয়ে ব্যস্ত ও। 'তবে ওদিকে জেনারেল চায়নার গেরিলারা আছে। হিন্দগুলো হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে ফ্রেলিমোরা, বিশেষ সুবিধে করতে পারবে না। ওদেরকে ঠেকিয়ে রাখবে রেনামোরা।'

'শন, চায়না হঠাৎ করে কোত্থেকে এলো বলো তো? আমি ভেবেছিলাম...।'

'হ্যাঁ, আমিও ভেবেছিলাম নদীর ধারে রয়ে গেছে সে। আসলে আমাদের পিছু নিয়েছিল', কাজ শেষ করে ক্লডিয়ার পাশে সোজা হলো শন। 'কি ঘটলো ওখানে?'

'কিছু না', জোর করে হাসলো ক্লডিয়া।

'আমাকে লুকিয়ো না', নরম সুরে বললো শন, ক্লডিয়ার কাঁধে হাত রাখলো।

নিজেকে সামলাতে পারলো না ক্লডিয়া, ফুঁপিয়ে উঠলো। 'চায়না', ফিসফিস করলো সে, 'একটা পশু। সে আমাকে দেখতে বাধ্য করলো....', থেমে গেলো ক্লডিয়া।

'খারাপ কিছু?' জিজ্ঞেস করলো শন।

মাথা ঝাঁকালো ক্লডিয়া। 'একজন রাশিয়ানকে খুন করেছে সে, এমন অশ্লীলভাবে...।'

ক্লডিয়া বলতে পারছে না দেখে শন তাকে সান্ত্বনা দিলো, 'ঠিক আছে, ভুলে যাও সব।'

'রাশিয়ান পাইলটকে হিন্দ চালাতে রাজি করিয়েছে সে।'

'তার যা খুশি করুক সে। আমাদেরকে চলে যেতে বাধা না দিলেই হলো।' উল্লাস ধ্বনি শুনে ঘাড় ফেরালো শন, দেখলো পাঁচ-সাতজন রেনামো গেরিলা ঢাল বেয়ে ছুটে আসছে এদিকে, তাদের মধ্যে শাঙ্গানি সার্জেন্ট আলফনসোও রয়েছে। প্রত্যেকের মাথায় ও কাঁধে লুট করা মালপত্র।

সুদর্শন আলফনসো শনের সামনে এসে এক গাল হাসলো। 'কি একটা যুদ্ধ! কী সাংঘাতিক বিজয়!'

'তোমার বুকে সিংহের সাহস', বললো শন। 'শোনো, যুদ্ধে আমরা জিতেছি। এবার তোমার দায়িত্ব, আমাদেরকে সীমান্ত পর্যন্ত পৌছে দেয়া। ক্যাপটেন জোব আহত হয়েছে।'

জোবের দিকে এতোক্ষণে তাকালো আলফনসো। 'খুব খারাপ?'

'ফার্স্ট-এইড পোস্টে একটা ফাইবার গ্লাস স্ট্রেচার আছে', বললো ক্লডিয়া। 'আমরা জোবকে বয়ে নিয়ে যেতে পারবো।'

'সীমান্ত দু'দিনের পথ', বিড় বিড় করলো আলফনসো, তার গলায় সন্দেহ, 'যেতে হবে ফ্রেলিমো এলাকার ভেতর দিয়ে।'

'লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে ফ্রেলিমোরা', বললো শন, সুরটা কঠিন। 'তোমার লোকদের বলো স্ট্রেচারটা নিয়ে আসুক।'

'জেনারেল চায়না আপনাকে ডেকেছেন। হিন্দে চড়ে হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাচ্ছেন তিনি, যাবার আগে আপনার সাথে কথা বলতে চান।'

'ঠিক আছে, তবে ফিরে এসে যেনো দেখি স্ট্রেচারটা আনা হয়েছে', বলে হাতঘড়ি দেখলো শন। 'এক ঘন্টার মধ্যে রওনা হবো আমরা।'

'ইয়েস, বাওয়ানা', সহাস্যে রাজি হলো আলফনসো। 'আমরা ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে নিচ্ছি।'

ক্লডিয়ার দিকে ফিরলো শন। 'চায়নাকে বলে দেখি, জোবকে হেলিকপ্টারে করে পাঠানো যায় কিনা। আমি না ফেরা পর্যন্ত ওর পাশে থাকো। পালস রেটটা দেখবে। মেডিক প্যাকে অ্যাডরেনালিন ও সিরিঞ্জ থাকলো, তবে অবস্থা একেবারে খারাপ না হলে ব্যবহার করো না।'

'প্লীজ, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো, শন!' ফিসফিস করলো ক্লডিয়া। 'আমি সাহস পাই শুধু তুমি কাছে থাকলে।'

'তোমার সাথে মাতাউ থাকলো।'

পাহাড়ে চড়ার সময় ভারবাহী একদল রেনামো পোর্টারকে দেখলো শন। বহনযোগ্য সমস্ত কিছু সাথে করে নিয়ে যাচ্ছে জেনারেল চায়না। পোর্টারদের মাথায় হেলিকপ্টারের স্পেয়ার পার্টস ভরা কাঠের বাক্স ও ফুয়েল ক্যানও ওয়েছে। মালপত্র নিচে নামছে তারা, বনভূমির ভেতর দিয়ে চলে যাবে নদীর দিকে। শন অন্যমনস্ক, নিজেদের কথা ভাবছে। মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে জোব, বাঁচার প্রায় কোনো আশাই নেই, তবু তাকে ফেলে যাবে না ও। চারদিকে শত্রু, দলে একজন আহত লোক থাকা যেমন বিপজ্জনক, তেমনি বিপজ্জনক সুন্দরী একটা মেয়ে থাকা। ক্লডিয়া শুধু সুন্দরী নয়, শ্বেতাঙ্গিনী — আফ্রিকার কালোরা দু' চোখে দেখতে পারে না। শত্রুদের হাতে ধরা পড়লে তাকে ওরা ছিঁড়ে ফেলবে।

যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সীমান্তে পৌঁছুনোর জন্যে অস্থির হয়ে আছে শন। জোবের চিকিৎসা দরকার, দরকার ক্লডিয়াকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু যতোই অস্থির হোক ও, সীমান্তের দিকে ওদের রওনা হতে পারাটা নির্ভর করছে জেনারেল চায়নার মর্জির ওপর। সে কি তার কথা রাখবে? নির্বিঘ্নে যেতে দেবে ওদেরকে?

পাহাড়ের মাথায় উঠে এসে একজন রেনামো অফিসারকে জিজ্ঞেস করলো শন, 'জেনারেল চায়না কোথায়?'

হেলিকপ্টার ঘাঁটি কমাণ্ড বাংকারে বন্দী রাশিয়ানদের সাথে রয়েছে জেনারেল। ম্যাপ থেকে চোখ তুলে শনকে দেখলো সে। উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো কালো চকচকে চেহারা। 'কর্নেল কোর্টনি , আমার শত সহস্র অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনি সত্যি বীরপুরুষ। বিজয়টা সত্যি গর্ব করার মতো।

'এবার আপনার ঋণ শোধ করার পালা।'

'আপনারা বিদায় নিতে চান', বললো কমরেড চায়না। 'আমার ও আপনার মধ্যেকার সমস্ত দেনা-পাওনা মিটে গেছে। আপনারা মুক্ত, যখন খুশি চলে যেতে পারেন।'

'না', বলে মাথা নাড়লো শন। 'আমার হিসেবে, আরো কিছু পাওনা হয়েছে। ক্যাপটেন জোব মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে পৌঁছে দিতে হবে তাকে। আমি চাই হিন্দে করে তাকে জিম্বাবুইয়ে নিয়ে যাওয়া হোক।'

'আপনি কৌতুক করছেন, বোঝাই যাচ্ছে', হালকা সুরে হেসে উঠলো জেনারেল চায়না। 'হিন্দ আমার মূল্যবান একটা সম্পদ, আন-প্রোডাকটিভ কোনো মিশনে ওটাকে আমি পাঠাতে পারি না। সমস্ত দেনা-পাওনা মিটে গেছে, কর্নেল, অতিরিক্ত কিছু চেয়ে পরিস্থিতিটাকে জটিল করবেন না, প্লিজ। কানে আমি কম শুনি, আপনি জানেন; কি শুনতে কি শুনবো, আমার মেজাজ বিগড়ে যাবে — রাগের মাথায়

সিদ্ধান্তটা পাল্টাতে পারি, আপনাদেরকে নির্বিঘ্নে যেতে দিতে মনের সায় না-ও পেতে পারি।' হাসিমুখে হাতটা শনের দিকে বাড়িয়ে দিলো সে।

'আসুন, বরং বন্ধু হয়েই পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিই আমরা। সার্জেন্ট আলফনসো ও তার লোকজন আপনাদেরকে সঙ্গ দেবে। আপনি তো একাই একশো, আমার কোনো সাহায্য আপনার দরকার হবে বলে মনে হয় না।'

বাড়ানো হাতটা দেখেও না দেখার ভান করলো শন। নিজের হাতটার দিকে একবার তাকিয়ে শরীরের পাশে ফিরিয়ে আনলো জেনারেল চায়না 'প্রার্থনা করি আপনারা যেনো নিরাপদে সীমান্তে পৌঁছুতে পারেন, কর্নেল', শনের দিকে পিছন ফিরলো সে, চোখ রাখলো ম্যাপে।

গোটা ব্যাপারটা অসম্পূর্ণ লাগলো শনের, ও যেনো আশা করেনি বিদায় পর্বটা এতো সহজে সারা যাবে। ওর মনে হলো, আরো কিছু নিশ্চয়ই ঘটবে। কিন্তু জেনারেল চায়না ম্যাপের দিকে চোখ রেখে অফিসারদের সাথে রণকৌশল নিয়ে আলোচনায় মগ্ন হয়ে পড়লো, শনের উপস্থিতি সম্পর্কে যেনো কোনো ধারণাই নেই।

আরো এক মিনিট অপেক্ষা করার পর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বাংকার থেকে বেরিয়ে গেলো শন। এক সেকেণ্ড পর দরজার দিকে ফিরলো জেনারেল চায়না, ধীরে ধীরে বিদ্রূপাত্মক হাসি ফুটলো তার মুখে। যে প্রশ্নটা শনের মনে জেগেছে, ওই হাসিতে তার উত্তর রয়েছে, কিন্তু শনের তা দেখার সুযোগ হলো না।

* * *

শনকে দেখে স্বস্তিবোধ করলো ক্লডিয়া। 'এতোক্ষণে নড়াচড়া করছে জোব', বললো সে। 'জ্ঞান ফেরার সাথে সাথে তোমাকে খুঁজছিল। বারবার বলছিল একত্রিশ নম্বর পাহাড়, একত্রিশ নম্বর পাহাড়।'

ক্ষীণ হাসি ফুটলো শনের ঠোঁটে। 'ওখানেই প্রথম পরিচয় হয়েছিল আমাদের। এসো, স্ট্রেচারে তুলি ওকে।'

অত্যন্ত সাবধানে স্ট্রেচারে তোলা হলো তাকে। জোবের মাথার ওপর তারের একটা ফ্রেম তৈরি করতে শন, ড্রিপ সেটটা ঝুলিয়ে দেয়া হলো লুট করা মোটা একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো শরীরটা।

'মাতাউ', সোজা হয়ে বললো শন। 'পথ দেখিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে চলো আমাদের।' হাত-ইশারায় স্ট্রেচার বাহকদের রওনা হতে বললো ও।

সূর্য ওঠার পর দু'ঘন্টাও পেরোয়নি, কিন্তু মনে হলো এই অল্প সময়ের ভেতর গোটা একটা জীবন পার হয়ে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে ঘাড় ফিরিয়ে হেলিকপ্টার ঘাঁটির দিকে একবার তাকালো শন। এতো দূর থেকেও পাহাড়ের চূড়াটা দেখা গেলো পরিষ্কার। চূড়া থেকে এখনো ধোঁয়া উঠছে।

দূর থেকে ভেসে আসা গোলাগুলির আওয়াজ খানিক আগেই থেমে গেছে। ফ্রেলিমোরা হিন্দ গানশিপের সাহায্য পায়নি, রণে ভঙ্গ দিয়ে ভেগেছে তারা। জেনারেল চায়না তার বাহিনীকে পাঙ্গুয়ে নদীর কিনারায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এবার।

এখনো তাকিয়ে আছে শন, হঠাৎ দখল করা হিন্দটাকে পাহাড়ের মাথায় উদয় হতে দেখলো। ধীরে ধীরে ঘুরে গেলো হিন্দ, ওদের দিকে মুখ করলো, নাকটা তাক করলো সরাসরি ওদেরকে লক্ষ্য করে। এদিকেই এগিয়ে আসছে গানশিপ।

এঞ্জিনের আওয়াজ ক্রমশ বাড়ছে। এক সময় আশপাশের গাছের পাতা কাঁপতে শুরু করলো। হিন্দের নাকে গাটলিং-কামান বসানো রয়েছে, সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে শন।

ফাঁকা জায়গায় রয়েছে ওরা, আড়াল পাবার কোনো উপায় নেই। হিন্দ গানশিপ আরো কাছে চলে এলো। আর্মার্ড গ্লাস বুদবুদের ভেতর জেনারেল চায়নার মুখ পরিষ্কার দেখতে পেলো শন, ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারের সিটে বসে আছে, সামনে ১২.৭ এমএম কামানের কন্ট্রোল। কামানের ব্যারেলগুলোকে ধীরে ধীরে ঘুরে যেতে দেখছে শন, সরাসরি ওদের দিকে তাক করা হলো। হিন্দ এখন ওদের মাথা থেকে মাত্র পঞ্চাশ ফুট ওপরে, এতো কাছে যে জেনারেল চায়নার কালো মুখের মাঝখানে সাদা দাঁতগুলো স্পষ্ট দেখা গেলো।

দ্রুত চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলো শন, কোনো আড়াল নেই দেখে হাত বাড়িয়ে ক্লডিয়াকে নিজের কাছে টেনে আনলো ও, জড়িয়ে রাখলো গায়ের সাথে। মাথার ওপর থেকে ওদেরকে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে স্যালুট করলো জেনারেল চায়না, দ্রুত বাঁক ঘুরে উত্তর-পশ্চিম দিকে চলে গেলো হিন্দ। সবাই ওরা সেদিকে

বিহ্বলদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো, বিপজ্জনক মুহূর্তটা পেরিয়ে এসেও নড়াচড়ার শক্তি পেলো না। নিস্তব্ধতা ভাঙলো শন, 'লেট'স গো!'

স্ট্রেচার-বেয়ারাররা আবার হালকা পায়ে ছুটলো, নরম সুরে প্রাচীন গানের কলি ভাঁজছে তারা — দূরের পথ পাড়ি দেয়ার সময় এই সুর যুগ যুগ ধরে ওদেরকে শক্তি যুগিয়ে আসছে।

দলের সামনে রয়েছে মাতাউ, মাঝে মধ্যে ফিরে এসে শনের কাছে রিপোর্ট করছে সে। ছড়ানো-ছিটানো ফ্রেলিমো অ্যাসল্ট টিমের খবর আনলো সে, প্রাণ হাতে করে এখনো তারা পালাচ্ছে। বনভূমির ভেতর নিরাপদ আড়াল পেয়ে কোথাও কোথাও দু' একটা দল বিশ্রাম নিচ্ছে, তাদেরকে এড়াবার জন্যে ওদেরকে ঘুরপথ দেখালো মাতাউ।

রাত নামার পর খাওয়াদাওয়া ও বিশ্রামের জন্য থামলো ওরা। নির্দিষ্ট সময়ে রেনামো হেডকোয়ার্টারের সাথে রেডিওর মাধ্যমে যোগাযোগ করলো আলফনসো, ওদের পজিশন জানিয়ে দিলো। অপরপ্রান্ত রিপোর্টটা গ্রহণ করলো, কোনো মন্তব্য করলো না বা নতুন কোনো নির্দেশও দিলো না।

আবার জ্ঞান ফিরে পেলো জোব, খসখসে গলায় অভিযোগ করলো, 'একটা সিংহ আমার কাঁধটা আঁচড়াচ্ছে।'

ড্রিপ সেটে এক অ্যাম্পুল মরফিন মেশালো শন, ভারি আরাম বোধ করলো জোব। খানিকটা মাংস চিবালো সে, তবে খিদে চেয়ে পিপাসা বেশি। তার মাথাটা উঁচু করে ধরে রাখলো শন, ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে পুরো দু' মগ ব্রাশিয়ান কফি খেলো সে। স্ট্রেচারের পাশে বসে থাকলো শন ও ক্লডিয়া, অপেক্ষায় রয়েছে কখন চাঁদ উঠবে। 'আবার আমরা হোণ্ডি উপত্যকার ভেতর দিয়ে যাবো', জোবকে বললো শন। 'সেন্ট মেরিতে একবার পৌঁছুতে পারলে তোমাকে নিয়ে আর কোনো চিন্তা নেই। ওখানকার ক্যাথলিক ফাদার নিজেই একজন ডাক্তার। আমার এক বন্ধু আছে দক্ষিণ আফ্রিকায়, সেনাবাহিনীতে চাকরি করেন। চামড়া সাদা হলেও, কালোদের প্রতি তার দরদ আছে। তোমার জন্যে উমতলীতে একটা জেট পাঠাতে বলবো তাঁকে। সেই জেটে চড়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যাবে তুমি, আধুনিক একটা হাসপাতাল তোমার চিকিৎসা হবে।'

চাঁদ ওঠার পর আবার রওনা হলো ওরা। মাঝরাতে থামার নির্দেশ দিলো শন। ঘাস কেটে এনে জোবের স্ট্রেচারের পাশে বিছানা তৈরি করলো ও, ওর বাহুর ওপর মাথা রেখে ঘুমোবার জন্যে চোখ বুজলো ক্লডিয়া। শন তার কানের কাছে ফিসফিস করলো, 'কালরাতে, বুঝলে, শাওয়ারের পানিতে গোসল করতে পারবে তুমি, শুতে পারবে পরিষ্কার চাদরে।'

'কথা দিচ্ছো?'

'ইশ্বরের কসম।'

ভোর হতে একঘন্টা বাকি তখনো, ঘুম ভেঙে গেলো শনের। ক্লডিয়ার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে প্রহরীদের ঘুম ভাঙাতে গেলো ও। গায়ের কম্বল ফেলে দিয়ে দাঁড়ালো আলফনসো, পাশাপাশি হাঁটছে দু'জন। ক্যাম্পটা একচক্কর ঘুরে এসে কিনারার কাছে এক জায়গায় থামলো ওরা, শনকে একটা রাশিয়ান সিগারেট সাধলো আলফনসো। মুঠোর ভেতর আড়াল করে ধূমপান করলো ওরা।

'দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে অনেক কথাই বললেন আপনি আমাকে, সব কি সত্যি?' অপ্রত্যাশিতভাবে জানতে চাইলো আলফনসো।

'কি বলেছি বলো তো?'

'যে একজন কালো মানুষ ওখানে দুই বেলা খেতে পারে?'

শন মুচকে হাসি। হায় ইশ্বর, স্বর্গের ধারণা বলতে দুই বেলা খাওয়ার অধিকার — এর বেশি কিছু এরা কল্পনা করতে পারে না! হায় আফ্রিকা!

'হা, পারে। মাঝেমধ্যে মাংস খেতে খেতে মুখে অরুচি ধরে যায় ওদের।'

'সত্যি?'

সত্যি।'

'আর বেতন?'

বড়ো একটা অঙ্ক শোনালো শন, সার্জেন্টকে।

'তুমি চাইলে, আলফনসো, আমার ফার্মে কাজ করতে পারো। ওখানে আমার আর আমার ভাইয়ের একটা স্বর্ণের খনি আছে। সুপারভাইজারের কাজ করতে পারো।'

'আমি সুপারভাইজারের কাজ করতে পারি..' বিড়বিড় করে আলফনসো বলে।

আড়মোড়া ভেঙে আকাশের দিকে তাকালো শন। আকাশের গায়ে এখন গাছের ঝাঁকড়া মাথা দেখা যাচ্ছে। ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। সিগারেটটা নিভিয়ে ঘুরতে যাচ্ছে, হঠাৎ এমন সুরে কথা বললো আলফনসো, স্থির হয়ে গেলো ও।

'খুব জরুরী একটা কথা বলবো আপনাকে', ফিসফিস করলো সে। আলফনসোর দিকে ফিরলো শন। 'বলো।'

'একসাথে অনেকটা পথ হেঁটেছি আমরা', বিড়বিড় করলো আলফনসো।

'লম্বা ও কঠিন পথ', সায় দিলো শন। 'তবে সামনেই পথের শেষ। কাল এই সময়...' বাকিটা শেষ করার প্রয়োজনবোধ করলো না।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকলো আলফনসো। তারপর বললো, 'আমি আপনাকে ওস্তাদ ও গুরু বলে সম্বোধন করতে চাই।'

'আমি সম্মানিত বোধ করছি', বললো শন। 'আমিও চাই তুমি আমাকে বন্ধু বলে জানো।

অন্ধকারে মাথা ঝাঁকালো আলফনসো, 'আমরা কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়েছি।'

'সিংহের মতো', আবার সায় দিলো শন।

গলাটা গম্ভীর হলো আলফনসোর, 'আমি আপনাকে জিম্বাবুই সীমান্ত পেরুতে দিতে পারি না।'

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো শনের 'কি কারণে?'

'জেনারেল চায়নার সেই আত্মীয়টির কথা মনে আছে আপনার? কুথবার্ট?'

'গ্রাণ্ড রীফে হানা দেয়ার সময় যে লোকটা আমাদেরকে সাহায্য করলো চায়নার ভাগ্নে না কি যেনো হয়?'

'হ্যাঁ। তার কথাই বলছি।'

'মনে আছে।'

'তার সাথে রেডিওতে কথা হয়েছে জেনারেল চায়নার। বাজপাখির আস্তানায়, আজ সকালে, আমরা বিজয়ী হবার পর। পাশের বাংকারে ছিলাম আমি। তাঁর সব কথাই শুনেছি।'

শনের শিরদাঁড়া শিরশির করছে। মাথার পিছনে চুল দাঁড়িয়ে গেলো। 'কি বললো তাকে চায়না?' জানতে চাইলো ও।

'তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ দিলেন, জিম্বাবুই সেনা-বাহিনীকে যেনো জানানো হয় যে আপনার নেতৃত্বেই গ্রাণ্ড রীফে হামলা চালানো হয়, মিসাইলগুলো চুরি করা হয়েছে আপনারই প্ল্যান অনুসারে। ভাগ্নেকে তিনি আরো নির্দেশ দিয়েছেন– সে যেনো জিম্বাবুই সেনাবাহিনীকে জানিয়ে দেয় আপনি হোণ্ডি উপত্যকা হয়ে সেন্ট মেরিতে যাচ্ছেন। তারমানে, ধরে নিতে পারেন, আপনার জন্যে ওখানে অপেক্ষা করবে ওরা।'

জেনারেল চায়নার ফাঁদটার তাৎপর্য উপলব্ধি করে কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকলো শন। গোটা ব্যাপারটাই তাহলে নিমর্ম প্রহসন। ওদেরকে মুক্ত করে দিয়েছে, কিন্তু ওরা যেখানে পৌঁছুবে সেখানে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছে নিজের চেয়েও ভয়ংকর একদল হায়েনাকে।

জিম্বাবুইয়ের হাই কমাণ্ড কি রকম খেপে আছে কল্পনা করতে ভয় পেলো শন। ওর সাথে জিম্বাবুইয়ান পাসপোর্ট রয়েছে, অর্থাৎ রাষ্ট্রদ্রোহী ও খুনী বলে বিচার করা হবে তার। জিম্বাবুই সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স অর্গানাইজেশন-এর হাতে তুলে দেয়া হবে ওকে। ভরা হবে এন্টারোগেশন সেল-এ। ওখান থেকে কোনোদিনই প্রাণ নিয়ে ফেরা হবে না শনের। হোক আহত, একই পরিণতি হবে জোবেরও।

ক্লডিয়া আমেরিকার নাগরিক হলেও, অফিশিয়ালি তার কোনো অস্তিত্ব নেই। তার নিখোঁজ হবার সংবাদ প্রচার করার পর কয়েক সপ্তা পেরিয়ে গেছে তার ব্যাপারে মার্কিন দূতাবাসের উদ্বেগও অনেক কমে গেছে ইতিমধ্যে। ধরে নেয়া হয়েছে বাপ-বেটি দু'জনেই মারা গেছে। অর্থাৎ ক্লডিয়ার কোনো রকম প্রোটেকশন পাচ্ছে না।

ফাঁদটা সম্পূর্ণ নিশ্ছিদ্র, কোথাও কোনো ফাঁক নেই। রেনামো আর্মি রয়েছে ওদের পিছনে, দু'পাশে ফ্রেলিমো বাহিনী, সামনে জিম্বাবুই সিআইএ। ওরা আটকা

পড়ে গেছে যুদ্ধবিধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত দুর্গম এলাকায়, বাকি রয়েছে শুধু বন্যপ্রাণির মতো গুলি খেয়ে নিহত হওয়া অথবা গভীর বনভূমিতে না খেতে পেয়ে মারা যাওয়া।

'চিন্তা করো', নিজেকে তাগাদা দিলো শন। 'একটা উপায় খুঁজে বের করো। বাঁচতে হবে তোমাকে।'

হোণ্ডি উপত্যকা এড়িয়ে অন্য কোথাও দিয়ে সীমান্ত পেরোবার চেষ্টা করতে পারে ওরা, তবে সিআইভ্র সম্ভবত গোটা দেশের সবখানে সতর্ক থাকার নির্দেশ পাঠিয়েছে। সব ক'টা রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে রাখবে সেনাবাহিনীর লোকজন। উপযুক্ত কাগজ-পত্র না থাকলে কয়েক মাইলের বেশি এগোতে পারবে না ওরা। তাছাড়া, ওদের সাথে জোব রয়েছে। জোবকে নিয়ে কি করবে ওরা? পুলিশ ও সৈনকরা স্ট্রেচারে শুয়ে থাকা একজন লোককে খুঁজছে, এই পরিস্থিতিতে কিভাবে ওরা জোবকে নিয়ে যাবে?

'আমাদের যেতে হবে দক্ষিণ দিকে', বললো আলফনসো। 'বাঁচার এই একটাই উপায়, বাওয়ানা। দক্ষিণ, মানে দক্ষিণ আফ্রিকা।'

'আমরা?' আলফনসোর দিকে তাকিয়ে থাকলো শন। 'তুমি আমাদের সাথে যেতে চাইছো?'

'জেনারেল চায়নার কাছে ফিরে যাবার কোনো উপায় নেই আমার', বললো আলফনসো। 'কারণ এইমাত্র তাঁর সাথে বেঈমানী করলাম আমি। আপনাকে বলে দিলাম সব। আপনাদের সাথে দক্ষিণ আফ্রিকাতেই যাবো।' একটু হাসলো, তারপর আবার বললো, 'আপনাদের সাথে যেরকম বারবার বিশ্বাসঘাতকতা করলো, একজন শাঙ্গানি যোদ্ধা সেটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না — এটা অতিশয় নীচতা।'

কয়েক সেকেণ্ড অপর অন্য একটা সমস্যার কথা বললো শন।, 'দক্ষিণ আফ্রিকার সীমান্ত এখান থেকে হাঁটাপথে তিনশো মাইল, আলফনসো। এই তিনশো মাইল পেরুতে হবে পরস্পর বিরোধী দুটো আর্মির মাঝখান দিয়ে — ফ্রেলিমো ও রেনামোদের দক্ষিণ ডিভিশন যুদ্ধ করছে ওদিকে। তাছাড়া, জোবকে নিয়ে কি করবো আমরা?'

'আমরা ওকে বয়ে নিয়ে যাবো', জবাব দিলো আলফনসো।

'তিনশো মাইল?'

'বয়ে নিয়ে যেতে না পারলে', কাঁধ ঝাঁকালো আলফনসো, 'ফেলে রেখে যাবো। ও তো স্রেফ ম্যাটাবেল, ম্যাটাবেলকে আমরা পুরোপুরি মানুষ মনে করি না। তাছাড়া, লোকটা তো মরেই যাচ্ছে। শুধু শুধু একটা বোঝা বয়ে লাভ কি!'

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখলো শন, ফণা তোলা রাগটাকে দমন করলো। শান্তস্বরে শুধু বললো, 'ওই বোঝাটা আমার খুব প্রিয়, আলফনসো। এ-ধরনের কথা আর মুখে এনো না।' সমস্যাটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলো ও।

যেদিক থেকেই দেখলো শন, একমাত্র আলফনসোর পরামর্শটাই গ্রহণযোগ্য মনে হলো ওর কাছে। দক্ষিণ দিকে যাওয়া ছাড়া সত্যি কোনো উপায় নেই। উত্তর দিকে মালাবি, ঘিরে আছে কাবোরা বাসা-র পানি ও জেনারেল চায়নার ডিভিশন। পুব দিকে ভারত মহাসাগর। পশ্চিমে জিম্বাবুই

'ঠিক আছে', অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো শন। দক্ষিণের পথেই বাঁচার একমাত্র উপায়। চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে রেনামোদের দক্ষিণ ডিভিশন আর ফ্রেলিমোদের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাওয়া যায় কিনা। রেললাইনটা পার হতে হবে, তাই না? কড়া পাহারা রয়েছে ওখানে। তারপর পেরুতে হবে লিমপোপো নদী। কিন্তু রেললাইন ও নদী পার হবার আগেই মারা যেতে পারি আমরা-না খেতে পেয়ে। দশ বছর ধরে গৃহযুদ্ধ চলছে, গোটা এলাকায় লোক বসতি বা চাষবাস বলে কিছু নেই, কোথায় পাবো খাবার?'

'দক্ষিণ আফ্রিকায় আমরা প্রতিদিন মাংস খাবো,' মনে করিয়ে দেয় আলফনসো।

শন জানতে চাইলো, 'তোমার লোকজনরা কি করবে? তারাও কি তোমার সাথে দক্ষিণ আফ্রিকায় যেতে রাজি হবে?' আফ্রিকান নিগ্রোদের জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশ কোনো সমস্যা নয়, রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে আশপাশের দেশগুলো থেকে বহু লোক প্রায় রোজই কিছু কিছু ঢুকছে। তাদেরকে বণ্ড সই করতে হয়, কথা দিতে হয় খনিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করবে।

'যেতে রাজি হবে না মানে? আমি ওদের লিডার, যা বলবো তাই শুনতে হবে– যে শুনবে না তাকে আমি গুলি করে মারবো!' এক নিমেষে হিংস্র হয়ে উঠলো আলফনসোর চেহারা। 'ওদেরকে আমরা জেনারেল চায়নার কাছে ফিরে যেতে দিতেও পারি না।'

'পারি না', বললো শন। 'তোমার আরও একটা কাজ, নিয়মিত রেডিও মেসেজে চায়নাকে জানিয়ে দেবে আমি জিম্বাবুই সীমান্ত পার হয়েছি। চার কি পাঁচদিন চায়নাকে আমরা বোকা বানিয়ে রাখতে পারবো। আমরা যে দিক বদলে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি, একসময় টের পেয়ে যাবে সে। তবে ততোক্ষণে আমরা তার নাগালের বাইরে চলে যাবো। তুমি বরং এখুনি তোমার লোকদের সাথে কথা বলো। দিক আমরা এখনই বদলাবো। তারা কিছু সন্দেহ করার আগে তোমারই জানানো উচিত।'

সেন্ট্রিদের ডেকে পাঠালো আলফনসো। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় কালো লোকগুলোকে দানবের মতো লাগলো, লিডারের ডাক পেয়ে সদ্য ঘুম থেকে উঠে এসেছে। আলফনসোকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়ালো তারা। উদাত্তকণ্ঠে, আবেগ মেশানো ভাষায় বক্তব্য রাখলো। খাওয়া-পড়ার নিশ্চয়তা দিলো।

ক্লডিয়া ও জোবের কাছে ফিরে এলো শন। ভিজে কাপড় দিয়ে জোবের মুখটা মুছিয়ে দিচ্ছে ক্লডিয়া। 'ভালো আছে ও', শনকে বললো সে। 'রাতে ভালো ঘুম হয়েছে তো।' তারপর শনের চেহারা দেখে বিস্মিত হলো সে।

পরিস্থিতিটা ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করলো শন।

চেহারা ম্লান হয়ে গেলো ক্লডিয়ার। 'এতো সহজে মুক্তি পাচ্ছি, আমার বিশ্বাসই হতে চাইছিল না', বিড়বিড় করে বললো সে। 'মন বলছিল, কিছু একটা ঘটবে, জেনারেল চায়না ছদ্মবেশী দেবদূত নয়।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে স্ট্রেচারের পাশে বসলো শন, জোবের পালস দেখলো। ওর ছোঁয়া পেয়ে চোখ মেললো জোব। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, 'শাঙ্গানিদের আপনি বিশ্বাস করছেন, বাওয়ানা?'

'আর উপায়ই বা কি, বলো? আমরা...।'

শনকে বাধা দিলো জোব। 'বাওয়ানা, আপনাকে আমি নিজের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। তার প্রমাণ অতীতে অনেকবার আপনি পেয়েছেন।'

'পেয়েছি।'

'আজ আরেকবার সেটা আমি প্রমাণ করতে চাই।'

'কোনো দরকার নেই।'

'আমি তো গেছিই, কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না', বিড়বিড় করে বললো জোব। 'কাজেই আমি চাই না, আমার জন্যে আপনিও মারা পড়েন।'

'চুপ!' কঠিন সুরে ধমক দিলো শন।

'আমাকে এখানে রেখে যান', কাতরকণ্ঠে অনুনয় করলো জোব। 'আপনার দোহাই লাগে, বাওয়ানা।'

'জোব!' রাগে কেঁপে উঠলো শন গলা।

'আমি না থাকলে বাঁচার একটা আশা আছে আপনাদের', অস্পষ্টকণ্ঠে বললো জোব। 'এই স্ট্রেচার বয়ে নিয়ে যেতে হলে পিছিয়ে পড়বেন আপনারা...।'

'আমাদের সাথে বিশজন তাগড়া শাঙ্গানি রয়েছে কি করতে?'

'সবাই মারা যাওয়া চেয়ে দু'চারজন যদি ফাঁক গলে বেরিয়ে যেতে পারেন, সেটাই কি ভালো নয়, বাওয়ানা? আমাকে রেখে যান, প্লীজ। নিজেকে বাঁচান, ক্লডিয়া ডোন্ নাকে বাঁচান। আপনি বেঁচে থাকলে আপনার স্মৃতিতে আমারও বেঁচে থাকা হবে, সেটাই আমার জীবনের পরম সার্থকতা বলে জানবো। আমি চাই না আমি আপনার বিপদ বা মৃত্যুর কারণ হই, নিজেকে তাহলে কোনো দিন ক্ষমা করতে পারবো না। প্লীজ, বাওয়ানা!

'জোব, আমি কিন্তু সত্যি রেগে যাচ্ছি।' সোজা হলো শন, ক্লডিয়াকে বললো, 'দশ মিনিটের মধ্যে রওনা হবো আমরা।'

সারাটা দিন সতর্কতার সাথে দক্ষিণ দিকে এগোলো ওরা। স্বস্তিকর ব্যাপার হলো হিন্দ গানশিপের খোঁজে আকাশের ওপর নজর রাখতে হচ্ছে না, তবু

অভ্যেসবশত শাঙ্গানিরা মাঝেমধ্যেই মুখ তুলে দেখে নিলো আকাশটা। যতোই রেললাইনের কাছে চলে এলো ওরা, ততোই মন্থর হয়ে পড়লো হাঁটার গতি। বেশিরভাগ সময় ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে থাকার চেষ্টা করলো দলটা, যতোক্ষণ না পিছিয়ে এসে রিপোর্ট করলো মাতাউ সামনে পথ নিষ্কণ্টক।

শেষ বিকেলে একটা ঝোপ বহুল নালার তলায় দলটাকে লুকিয়ে থাকতে বলে মাতাউর সাথে একা সামনে বাড়লো শন। দু'ঘন্টা পর ফিরে এলো, সূর্য ইতিমধ্যে দিগন্তরেখা ছুঁয়েছে। ফিরলো নিঃশব্দে ও অকস্মাৎ, ক্লডিয়ার পাশে।

'তুমি আমাকে চমকে দিয়েছো', হাঁপিয়ে উঠলো ক্লডিয়া। 'মানুষ নও, যেনো একটা বিড়াল।'

'রেললাইন মাত্র এক মাইল সামনে। ফ্রেলিমো গার্ডরা এখনো কেমন যেনো অস্থির হয়ে আছে। লাইনে প্রচুর মিলিটারী ট্রাফিক দেখলাম। চারদিকে সন্ত্রস্ত একটা ভাব, সেই সাথে কিসের যেনো আয়োজনও চলছে। রেললাইন পার হওয়া আমাদের জন্যে অত্যন্ত কঠিন হবে। চাঁদ ওঠার পর আরেকবার দেখতে যাবো আমি।'

অপেক্ষা করছে ওরা, এই ফাঁকে এরিয়াল উঁচু করে জেনারেল চায়নার হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ করলো আলফনসো, নির্দিষ্ট সময়ে।

'পাখি তার নীড়ে ফিরেছে', সাংকেতিক বাক্যটা আওড়ালো আলফনসো, অর্থ সীমান্ত পেরিয়ে জিম্বাবুইয়ে ঢুকে পড়েছে শন কোর্টনি। অপরপ্রান্ত থেকে কয়েক সেকেণ্ড কিছু বলা হলো না, মেসেজটা সম্ভবত ডি-কোড করার পর জেনারেল চায়নার কাছে পাঠানো হচ্ছে। তারপর রেডিও অপারেটর বললো, আলফনসোর ওপর নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সে যেনো তার দল নিয়ে নদীর কিনারায় প্রধান ঘাঁটিতে ফিরে আসে। 'ঠিক আছে', বলে যোগাযোগ কেটে দিলো আলফনসো।

'ওরা আশা করবে অন্তত আরো দু'দিন পর ফিরে যাবো আমি।' রেডিওটা বাক্সে ভরার নিঃশব্দে হাসলো আলফনসো। 'তারপর সন্দেহ করতে শুরু করবে।'

গাছপালার মাথার ওপর চাঁদ ওঠার পর মাতাউকে নিয়ে বনভূমির ভেতর হারিয়ে গেলো শন, রেললাইনটা আরেকবার দেখবে। ওদের পজিশন থেকে এক মাইল দক্ষিণে সরু একটা নদীর ওপর দিয়ে চলে গেছে লাইনটা। নদীতে পানি কম হলেও, দু'পাশের পাড় ঘন ঝোপে ঢাকা, ওখানে গা ঢাকা দেয়া যাবে অনায়াসে। অনেক আগে ঝোপ-ঝাড় কেটে একশো ফুটের মতো পরিষ্কার করা হয়েছিল, আবার জন্মে কোমর সমান উঁচু হলেও পরে আর কাটা হয়নি।

'ফ্রেলিমোদের চোখকে ফাঁকি দেয়ার উপায় ফ্রেলিমোরাই করে রেখেছে', বিড়বিড় করলো শন। 'নদীর পাড়ে লুকিয়ে থাকবো আমরা।'

মেইন লাইন নদী পেরিয়েছে কালভার্ট-এর ওপর দিয়ে। একটা গার্ড পোস্ট দেখা গেলো, কালভার্ট থেকে উজানের দিকে পঞ্চাশ গজ দূরে। চোখে বাইনোকুলার তুললো শন, পিঠে একে রাইফেল ঝুলিয়ে একজন ফ্রেলিমো সেন্ট্রি কালভার্টের ওপর হেঁটে এলো। রেইলের ওপর হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ধরালো লোকটা। কয়েক

সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকার পর গার্ড পোস্টের দিকে ফিরে যাচ্ছে। তার হাঁটার ভঙ্গিটা কেমন যেনো এলোমেলো লাগলো শনের চোখে। গার্ড পোস্টের কাছাকাছি পৌঁছেছে সে, এই সময় ভেতর থেকে ভেসে এলো নারীকণ্ঠের খিলখিল হাসি, এতোটা দূর থেকেও পরিষ্কার শুনতে পেলো শন ও মাতাউ।

'ওরা মৌজ-ফুর্তি করছে', মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসি থামালো মাতাউ। 'নিজেকে আমার বঞ্চিত লাগছে, বাওয়ানা।'

'তুমিও মৌজ-ফুর্তি করার সুযোগ পাবে', বললো শন। 'জোহানেসবার্গে গিয়ে নিই আগে!'

রেলওয়ে গার্ডরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে দেখে রেললাইন পার হওয়া ওদের জন্যে সহজ হবে বলেই আশা করলো শন। ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে পিছিয়ে এলো ওরা, ফিরে চললো দলের বাকি লোকদের কাছে।

তিন ঘন্টা হলো ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে ওরা, মাঝরাত হতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। নালার মাথার কাছে এসে সংকেত দিলো শন, বুলবুলি শিস। চায় না আলফনসোর কোনো লোক চিনতে না পেরে গুলি করে বসুক। জবাবের জন্যে পুরো এক মিনিট অপেক্ষা করলো ও। কোনো সাড়া নেই দেখে আবার শিস দিলো। নিস্তব্ধতা আগের মতোই অটুট। ভয়ে অন্তরাত্মা খাঁচা ছাড়ার উপক্রম হলো শনের।

সরাসরি না গিয়ে, সতর্কতার সাথে নালাটাকে ঘুরে এলো ওরা। চাঁদের আলোয় অপ্রত্যাশিত পায়ের ছাপ আবিষ্কার করলো মাতাউ। ছাপটার পাশে উবু হয়ে বসলো সে। উদ্বেগে বিকৃত হয়ে আছে চেহারা।

ফিসফিস করলো শন। 'কে? কোনো দিকে?'

'অনেক লোক। আমাদের লোক। শাঙ্গানিরা।' মাথা তুলে উত্তর দিকটা দেখালো মাতাউ। 'ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে গেছে তারা।'

'বেরিয়ে গেছে?' শন হতভম্ব। 'কেন? তবে কি...ওহ্ গড! নো!'

দ্রুত, নিঃশব্দে, ক্যাম্পের ভেতর ঢুকলো ও। যাবার আগে কয়েকজন সেন্ট্রিকে দাঁড় করিয়ে রেখে গিয়েছিল, নিজেদের জায়গায় কেউ তারা নেই। আতঙ্ক যেনো একটা ভূমিধসের মতো পিষে ফেলতে চাইলো শনকে, মনে হলো দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে।

' ক্লডিয়া!' ফিসফিস করলো ও, চেঁচিয়ে ওঠার ঝোঁকটাকে অনেক কষ্টে দমিয়ে রেখেছে। ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে খোঁজ করে ক্লডিয়ার, কিন্তু জানে সেটা হবে মারাত্মক বোকামি, সেই বোকামির খেসারত হিসেবে প্রাণটাও হারাতে হবে পারে। বার কয়েক বড় করে শ্বাস টানলো ও, মনের জোর খাটিয়ে আতঙ্ক দূর করার চেষ্টা করলো।

একেএম-টা পুরোপুরি অটোমেটিকে নিয়ে এলো শন, ক্রল করে সামনে বাড়লো। নালার তলায় পাঁচজন শাঙ্গানিকে ঘুমোতে দেখে গিয়েছিল, একজনও নেই তাদের অস্ত্র ও ব্যক্তিগত জিনিস-পত্রও গায়ের হয়ে গেছে। আরো খানিক সামনে

এগিয়ে স্থির হলো শন। চাঁদের আলোয় জোবের স্ট্রেচারটা দেখা যাচ্ছে। ওটার পাশে, যেমন দেখে গিয়েছিল, চাদরে মোড়া আকৃতিটা আগের মতোই রয়েছে–অর্থাৎ ক্লডিয়া। তবে, ক্লডিয়ার ঠিক সামনে, আরও একটা শরীর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। কার ঠিক চিনতে পারা গেলো না। চাঁদের আলোয় তার ভিজে মাথা চকচক করছে। 'রক্ত!'

সমস্ত সতর্কতা ঝেড়ে ফেলে ক্লডিয়ার দিকে ছুটলো শন, তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো, প্রায় ছোঁ দিয়ে দু'হাতে তুলে নিলো তাকে।

ভয়ে আঁতকে উঠলো ক্লডিয়া, তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এলো গলা চিরে, ধস্তাধস্তি শুরু করলো। ফিসফিস করলো শন। ওকে চিনতে পেরে শান্ত হলো ক্লডিয়া। 'শন, তুমি!' হাঁপাচ্ছে সে। 'কি হয়েছে? তুমি অমন করলে কেন?'

'থ্যাঙ্ক গড!' কৃতজ্ঞতায়, আবেগে গলাটা কেঁপে গেলো শনের। 'আমি ভেবেছিলাম...!' আস্তে করে ক্লডিয়াকে নামিয়ে দিলো চাদরের ওপর, হাত বাড়ালো স্ট্রেচারের দিকে। 'জোব?' তার বুকে হাত রেখে মৃদু ঝাঁকি দিলো ও। 'কেমন আছো, জোব?'

নড়ে উঠলো জোব, বিড়বিড় করে কি বললো বোঝা গেলো না। লাফ দিয়ে সোজা হলো শন, ছুটলো। ওদিকে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে আলফনসো। প্রথমে তার ঘাড়টা ছুঁয়ে দেখলো ও। চামড়া ঠাণ্ডা নয়, গরম। পালসও অত্যন্ত জোরালো এবং নিয়মিত। ' ক্লডিয়া!' হাঁক ছাড়লো ও। 'টর্চটা নিয়ে এসো!'

টর্চের আলোয় আলফনসোর মাথার জখমটা পরীক্ষা করলো শন। আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে রক্ত পড়া, তবু একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলো ও।

'কি ঘটেছে, শন?' ব্যাকুলস্বরে জানতে চাইলো ক্লডিয়া। 'মরার মতো ঘুমিয়েছিলাম, কি ঘটেছে কিছুই জানি না... ।'

'ঘুমিয়েছিলে বলেই এ-যাত্রা রক্ষা পেয়েছো', আলফনসোর খুলির ব্যাণ্ডেজটা পরীক্ষা করে বললো শন। 'তা না হলে তোমার অবস্থাও এর মতো হতো।'

'কি ঘটেছে বলবে না আমাকে? বাকি সবাইকে দেখছি না যে?'

'নেই', বললো শন। 'পালিয়ে গেছে। এতো কষ্টকর হাঁটা বা গন্তব্য, দুটোর কোনোটাই তাদের পছন্দ হয়নি। আলফনসোর মাথায় রাইফেলের বাড়ি মেরে চলে গেছে, থামবে জেনারেল চায়নার সামনে গিয়ে।'

শনের দিকে বিহ্বলদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো ক্লডিয়া। 'তুমি বলতে চাইছো দলে এখন আমরা মাত্র চারজন আছি? আলফনসো বাদে শাঙ্গানিরা সবাই কেটে পড়েছে?'

'হ্যাঁ।' শন থামতেই গুঙিয়ে উঠলো আলফনসো, হাত তুলে ছুঁতে চেষ্টা করলো মাথার ব্যাণ্ডেজটা। তাকে উঠে বসতে সাহায্য করলো শন।

'শন!' অস্থির হয়ে পড়েছে ক্লডিয়া, শনের বাহু ধরে টান দিলো। 'কি হবে এখন? কি করবো আমরা?' জোবের দিকে তাকালো একবার। 'জোব... লোক কই স্ট্রেচার বইবে?'

কাঁধ ঝাঁকালো শন। 'ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন। কিন্তু কোনোটারই উত্তর জানা নেই আমার — এখনো। আমি শুধু জানি, কাল এই সময়ের মধ্যে বন্ধুবর চায়না জানতে পারবে আমরা কোথায় আছি, কোনোদিকে যাচ্ছি।'

শনের দিকে বোকার মতো তাকিয়ে থাকলো ক্লডিয়া। 'তাহলে? কি হবে তাহলে?'

'কি হবে সত্যি জানি না। তবে করার কাজ বোধহয় একটাই আছে, যেদিকে যাচ্ছি সেদিকেই এগোনো।' আলফনসোকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করলো ও।

'কিন্তু এগোবে কিভাবে?' চাপা গলায় বললো ক্লডিয়া। 'দু'জনে তো স্ট্রেচারটা বইতে পারবে না!'

'ঠিক বলেছো। অন্য কোনো ব্যবস্থা করতে হবে।'

ক্লডিয়ার সাহায্য নিয়ে স্ট্রেচার থেকে জোবকে তুললো শন, চাদরে শোয়ানো হলো তাকে। ফাইবার গ্লাস স্ট্রেচারটা খুলে কয়েক ভাগে আলাদা করলো ও ওর কাজ শেষ হবার আগেই অন্ধকার থেকে নিঃশব্দে ফিরে এলো মাতাউ, নিচু গলায় রিপোর্ট করলো ওকে।

মুখ না তুলেই আলফনসোকে বললো শন, 'ওদের তুমি ভালোই ট্রেনিং দিয়েছো। ছড়িয়ে পড়েছে তোমার শাঙ্গানিরা, এগারো দিকে যাচ্ছে ওরা। যদি পিছু নেই, এক বা দু'জনকে হয়তো ধরতে পারবো, বাকিরা সুসংবাদ নিয়ে ঠিকই পৌঁছে যাবে চায়নার কাছে।'

শাঙ্গানিদের অভিশাপ দিলো আলফনসো। 'সিংহের পেটে যা, সাপের ছোবল খা!'

জোব ও ক্লডিয়ার দিকে একবার করে তাকিয়ে শন বললো, 'স্ট্রেচারের নাইলন ফিতে দিয়ে আমি একটা স্লিং সীট তৈরি করছি।'

ক্লডিয়ার চেহারায় সন্দেহ ফুটে উঠলো। 'সোজা হয়ে বসার শক্তি কি জোবের আছে? নড়াচড়ায় ক্ষমতা থেকে আবার রক্ত বেরুবে...', শনের চোখ দেখে থেমে গেলো সে।

'এরচেয়ে ভালো কোনো উপায় জানা আছে তোমার?' জিজ্ঞেস করলো ও, নিঃশব্দে মাথা নাড়লো ক্লডিয়া।

ভারি, সবুজ ক্যানভাসের দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করলো শন; নিজের একেএম ও আলফনসোর এ/কে-র রাইফেল স্লিং খুলে একটু লূপ তৈরি করলো। 'রওনা হবার পর প্রয়োজন মতো ছোটোবড় করে নিতে হবে', বললো ও, তারপর ক্লডিয়ার দিকে

তাকালো। 'খুঁত খুঁজে বের করার চেয়ে দু' একটা জরুরী কাজ সারতে পারো। শাঙ্গানিদের ফেলে যাওয়া জিনিসগুলো জড়ো করো এক জায়গায়। দেখতে হবে নেয়ার মতো কিছু আছে কিনা।'

অতিরিক্ত কোনো জিনিসই নিলো না শন। 'আমি আর আলফনসো জোবকে বইবো, এরপর যার যার কম্বল ও অস্ত্র ছাড়া আর কিছু নেয়ার উপায় থাকবে না। মেডিকেল প্যাক, অতিরিক্ত কম্বল, পানির বোতল, ভাগাভাগি করে নেবে ক্লডিয়া ও মাতাউ। বাকি সব জিনিস ফেলে যেতে হবে।'

'টিনের খাবার?' জিজ্ঞেস করলো ক্লডিয়া।

'ভুলে যাও', বলে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে যার যার বোঝা তুলে নেয়ার নির্দেশ দিলো শন। ও জানে, কয়েক মাইল হাঁটার পর এক পাউণ্ডকে মনে হবে দশ পাউণ্ড। ও এমনকি আলফনসোকেও এ/কে রাইফেল রেখে যেতে রাজি করলো, পরিবর্তে রাশিয়ান পাইলটের কাছ থেকে পাওয়া পিস্তলটা দিলো তাকে। নিজের একেএম-এর জন্যে মাত্র দুটো স্পেয়ার অ্যামুনিশন ক্লিপ নিলো ও। দুটো করে গ্রেনেড থাকলো দু'জনের কাছে, একটা ফ্র্যাগমেন্টেশন, অপরটা ফসফরাস। বাতিল জিনিসগুলো নালার তলায়, নরম বালির নিচে চাপা দেয়া হলো। 'চলো, হাঁটি', শান্ত স্বরে বললো ও, হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালো। তিনটে বাজতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই, তার আগেই রেললাইন পার হতে হবে ওদের।

জোবের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো শন, সতর্কতার সাথে ধীরে ধীরে বসালো তাকে, তারপর আহত হাতটা তার বুকের সাথে নতুন করে বাঁধলো। 'এবার খুব সাবধানে', বিড়বিড় করলো ও, আলফনসোর সাহায্য নিয়ে সাবধানে দাঁড় করালো জোবকে। ব্যথা পেলেও চুপচাপ থাকলো জোব, দু'জনের গায়ের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে শন ও আলফনসো। ওদের দু'পাশের দুই কাঁধে নাইলন স্লিংটা ঠিকমতো বসিয়ে নিলো ওরা, তারপর স্লিং সীটে বসালো জোবকে। তার পা দুটো ঝুলো থাকলো, ভালো হাতটা দিয়ে ধরে আছে শনের কাঁধ। তার পিঠের ওপর শন ও আলফনসোর হাত এক হলো, সে যাতে হেলান দিতে পারে। 'রেডি?' জিজ্ঞেস করলো শন।

অস্ফুট স্বরে হুঁ বললো জোব। এক চুল লড়লেই ব্যথা লাগছে তার, কিন্তু মুখ বুজে সহ্য করছে।

'এখুনি যদি তোমার অসহ্য লাগে', চেহারায় হাসিখুশির একটা ভাব এনে বললো শন, 'দু'ঘন্টা পর কি রকম লাগে শুনতে চাই।'

নালা ধরে রেললাইনের দিকে এগোলো ওরা। এগোবার গতি খুব ধীর, ভঙ্গিটা আড়ষ্ট। নিজেদের মাঝখানে জোবকে যতোই আরাম দেয়ার চেষ্টা করুক ওরা,

ভাঙাচোরা মাটিতে বারবার হোঁচট খেলো আলফনসো ও শন, স্লিং সীটটা দোল খেলো, ওদের গায়ে ধাক্কা খেলো জোব। কোনো শব্দ করলো না সে, তবে কানের কাছে তার নিঃশ্বাসের ফোঁস ফোঁস আওয়াজ শুনে শন বুঝতে পারলো ব্যথায় প্রাণ বেরিয়ে যাবার জোগাড় হয়েছে বেচারির। মাঝে মধ্যে শনের বাহুর গভীরে ঢুকে গেলো জোবের আঙুলগুলো।

নালা থেকে নদীর শুকনো তলায় চলে এলো ওরা। সামনে কালভার্ট, কালভার্টের ওপরে রেললাইন। ওদের কাছ থেকে একশো গজ সামনে রয়েছে মাতাউ, চাঁদের আলোয় কোনোমতে দেখা যাচ্ছে তাকে। একবার ওদেরকে থামার সংকেত দিলো সে, তারপর আবার এগোতে বললো। ওদের পঞ্চাশ ফুট পিছনে রয়েছে ক্লডিয়া, শত্রুর চোখে ধরা পড়ে গেলে পিছু হটতে হবে ওদের, সময় থাকতে গা ঢাকা দেয়ার সুযোগ পাবে ক্লডিয়া।

নিজেদের মাঝখানে জোবকে বইছে, শন ও আলফনসোর পক্ষে নিঃশব্দে এগোনো সম্ভব নয়। শুকনো নদীর তলায় একটা গর্তে একবার পা পড়লো, ছলাৎ করে শব্দ হলো, কাদায় ডেবে গেলো পা। ওদের সামনে, কালভার্টের কাছে পৌঁছে গেছে মাতাউ, অস্থির হাত নেড়ে তাড়াহুড়ো করার তাগিদ দিচ্ছে সে। হোঁচট খেতে খেতে এগোলো ওরা, খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলো, আর ঠিক সেই সময়ে কালভার্টের ওপর কাঁকরে পা পড়ায় কর্কশ শব্দ হলো। তারপরই মানুষের গলা পেলো ওরা।

মাথা নিচু করে ছুটলো, ভঙ্গিটা হাস্যকর ও আড়ষ্ট। কালভার্টের নিচে পৌঁছুলো ওরা, অন্ধকার টানেলের একধারে নামালো জোবকে। আড়ালে চলে এসেছে ওরা, কিন্তু ক্লডিয়া এখনো খোলা জায়গায় রয়েছে। একটা হাত বাড়িয়ে চাঁদের আলো থেকে অন্ধকারে টেনে নিলো তাকে শন।

কালভার্টটা তেমন উঁচু নয়, সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না। কংক্রিটের দেয়ালে হেলান দিয়ে থাকলো ওরা, ভিজে বালি ও কাদার ওপর দিয়ে ছুটে আসায় হাঁপিয়ে গেছে সবাই।

পায়ের ও হাসির শব্দ বাড়লো। আওয়াজ শুনে মনে হলো একজন লোক ও একটা মেয়ে। প্রায় সরাসরি ওদের মাথার ওপর এসে থামলো তারা। ফ্রেলিমো সৈনিকরা কি সাথে করে তাদের বউ বা প্রেমিকাদেরও নিয়ে এসেছে, নাকি মেয়েগুলো এসেছে রেললাইনের ধারে গজিয়ে ওঠা রিফিউজি ক্যাম্প থেকে?

হাস্য-রসাত্মক ঝগড়া-ঝাঁটি, খুনসুটি চলছে দু'জনের মধ্যে। সৈনিকটির গলা শুনে বোঝা গেলো মদ খেয়েছে সে। আদর ও অনুনয়ে কাতর তার কণ্ঠস্বর। সামান্য ধস্তাধস্তির আওয়াজও পাওয়া গেলো। প্রতিবাদ করছে মেয়েটি, তিরস্কার করছে, তার হাসিতেও তাচ্ছিল্যের সুর। অবশেষে বেপরোয়া হয়ে উঠলো ক্ষুধার্ত পুরুষ,

চিৎকার করে বললো, 'টেন ডলার! টেন ডলার!' মুহূর্তে নরম হলো মেয়েটার গলা, মিষ্টি হেসে রাজি হলো সে।

আবার পায়ের আওযাজ হলো। প্রায় আঁতকে উঠলো শন। রেইল টপকে কালভার্ট থেকে ঢালে চলে এলো সৈনিক, মেয়েটাকেও আনলো। ঢাল বেয়ে নিচে নেমে আসছে তারা। তাদের সাথে গড়িয়ে নেমে এলো কয়েকটা নুড়ি পাথর।

'কোনো শব্দ নয়! কেউ নড়বে না!' ওদেরকে সতর্ক করে দিলো শন। কালভার্টের মুখে একজোড়া ছায়ামূর্তি উদয় হলো, একই সময়ে শনের হাতে বেরিয়ে এলো ট্রেঞ্চ নাইফটা।

পরস্পরকে জড়িয়ে আছে ওরা, হাসির শব্দগুলো কোমল, এলোমেলো পায়ে হোঁচট খেতে খেতে এদিকেই এগিয়ে আসছে, সঙ্গিনীকে ধরে প্রায় ঝুলে আছে পুরুষটা। ছোরা বাগিয়ে ধরে তৈরি হলো শন, প্রয়োজনে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তবে টানেলের মুখের কাছেই যথেষ্ট অন্ধকার পেয়ে তারা খুব বেশি ভেতরে ঢুকলো না, ওদের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়লো, ঘুরলো পরস্পরের দিকে। চাপা স্বরে হাসছে মেয়েটা, ফিসফিস করছে সৈনিক। বাইরের চাঁদের আলো, সেই আলোর গায়ে জোড়া ছায়ামূর্তির গাঢ় কাঠামো স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

ফ্রেলিমো সেন্ট্রি ঠেলা দিয়ে মেয়েটাকে দেয়ালের গায়ে চেপে ধরলো, পাশে খাড়া করে রাখলো রাইফেলটা, কোমরের কাছটা হাতড়ে ট্রাউজারের চেইন খোলার চেষ্টা করছে। দেয়ালে হেলান দিলো মেয়েটা, কোমরের কাছে তুলে ফেললো স্কার্ট।

হাত বাড়ালে ক্লডিয়া ওদের ছুঁতে পারবে, যদিও নিজেদের নিয়ে এতোই ব্যস্ত তারা যে অন্য কারো উপস্থিতি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সচেতন নয়। গোটা ব্যাপারটা একাধারে বিপজ্জনক ও বিব্রতকর, আবার এর মধ্যে উপভোগের উপাদানও রয়েছে। ভীষণ লজ্জা পেলো ক্লডিয়া, কিন্তু চোখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাতে পারলো না, মিলনের দৃশ্যটা ওকে যেনো সম্মোহিত করে ফেলেছে। শিৎকার ও অন্যান্য শব্দগুলো কানে যেনো গরম সীসা ঢেলে দিলো, নিজেও উত্তেজিত হয়ে পড়লো ক্লডিয়া, জানেও না কখন আঁকড়ে ধরেছে শনকে।

শুরু হতে না হতে শেষ হয়ে গেলো ব্যাপারটা, মেয়েটার হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে টানেল থেকে বেরিয়ে গেলো ফ্রেলিমো সেন্ট্রি। তার পিছু নিলো মেয়েটা। 'ওয়ার্ল্ড রেকর্ড', স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো শন। 'ওদের মতো আমরাও কি বন্ধু হতে পারি না?' জিজ্ঞেস করলো ও। 'তোমাকে ধমক দিয়েছিলাম বলে নিজের ওপর এখন আমার রাগ হচ্ছে।'

'সেটা আমার পাওনা ছিলো', বললো ক্লডিয়া। 'অবশ্যই আমি তোমার বন্ধু হতে পারি, কিন্তু নির্লজ্জ হতে পারি না। ওদের মতো বন্ধু হতে চাইলে আমাকে চারদেয়ালের ভেতর নিয়ে যেতে হবে তোমার।'

'গা ঘেঁষে থাকো', ক্লডিয়ার দিকে পিছন ফিরে জোবের খোঁজে দেয়ালটা হাতড়ালো শন। কালভার্টের বালিবহুল মেঝেতে বসে পড়েছে সে। তাকে দাঁড় করাতে যাবে ও, একটা হাত ঘষা খেলো কাঁধে। ভিজে গেছে ব্যাণ্ডেজ। মুখের হাসি উবে গেলো শনের। ক্ষতটা থেকে আবার রক্ত বেরুচ্ছে। ধীরে ধীরে তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করলো ও। রক্ত বন্ধ করার জন্যে এই মুহূর্তে কিছু করার উপায় নেই। 'কেমন লাগছে তোমার, জোব?'

'চিন্তা করবেন না', খসখসে, কাতর কণ্ঠে বললো জোব, কোনো রকমে শুনতে পেলো শন। মাতাউর কাঁধে টোকা দিলো ও, নির্দেশটা বুঝতে পেরে টানেলের উল্টোদিকের মুখ দিয়ে চাঁদের আলোয় বেরিয়ে গেলো সে, ঝোপঝাড়ের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলো। কয়েক মিনিট পর রাত-জাগা-পাখির শিস ভেসে এলো, সংকেতটার মানে হলো সামনে কোনো বিপদ নেই। ক্লডিয়াকে পাঠালো শন, ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে জঙ্গলে ঢোকার জন্যে পাঁচ মিনিট সময় দিলো তাকে।'

তারপর শন বললো, 'চলো এবার।' স্লিং সীটে বসানো হলো জোবকে।

টানেলের মুখ থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলো ওরা। পরবর্তী একশো কদম পেরুতে ঘেমে নেয়ে উঠলো শন, মনে হলো জীবনের দীর্ঘতম দূরত্ব পাড়ি দিচ্ছে মন্থরতম গতিতে। তবে কোনো বিপদ হলো না, অবশেষে পৌঁছে গেলো বনভূমির কিনারায়। ওখানে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে ক্লডিয়া।

'রেললাইন পেরিয়ে এসেছি!' তার চাপা স্বরে বিজয়ের উল্লাস।

'তা এসেছি', তিক্তকণ্ঠে বললো শন। 'প্রথম এক মাইল তেমন কষ্ট হলো না। আর মাত্র তিনশো মাইল পেরুতে হবে।'

শব্দ হয় হোক, হাঁটার গতি বাড়াবার চেষ্টা করলো শন। পা ফেলার সাথে হাতঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটা মেলালো, হিসেব করে দেখলো ঘন্টায় ওরা দু'মাইলের মতো এগোচ্ছে। এখনো ওদের সামনে রয়েছে মাতাউ, ওদের জন্যে নির্বাচন করছে সবচেয়ে সহজ পথ। সামনের বনভূমির আড়ালে থাকছে সারাক্ষণ, শুধু তার পাখির ডাক পথ চেনাচ্ছে ওদের। মাঝে মধ্যে থেমে আকাশটা জরিপ করলো শন, তারা দেখে দিক নির্ণয় করলো।

ভোরের আলোয় ম্লান হয়ে এলো তারাগুলো। থামার নির্দেশ দিলো শন। এই প্রথম পানি খাওয়ার অনুমতি পেলো সবাই। পানির বোতলগুলো রয়েছে ক্লডিয়ার কাছে, দু' ঢোকের বেশি খেতে দিতে মানা আছে তার। এতোক্ষণে জোবের কাঁধের যত্ন নেয়ার সময় পেলো শন। ব্যাণ্ডেজটা সম্পূর্ণ ভিজে গেছে রক্তে, জোবের চেহারা দেখে মায়া লাগলো শনের ছাইয়ের মতো সাদাটে হয়ে গেছে। কোটরে ডেবে গেছে চোখ, শুকনো ঠোঁট ফেটে গেছে। ব্যথা ও রক্তশূন্যতা ভোগাচ্ছে তাকে।

ধীরে ধীরে ব্যাণ্ডেজটা খুললো শন। চট করে দৃষ্টি বিনিময় হলো ক্লডিয়ার সাথে। টিস্যুগুলো যেভাবে থেঁতলে গেলে, দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়লো ওরা।

ক্ষতের গভীরে ফিল্ড ড্রেসিং এমন ভাবে ঢুকে আছে, ওটা যেনো মাংসেরই একটা অংশ, খোলার চেষ্টা করলে মাংস ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে আসবে। তার ফল হবে মারাত্মক, হড়হড় করে রক্ত বেরুতে শুরু করলে বন্ধ করা কঠিন হয়ে উঠবে। নাকটা বাড়িয়ে ক্ষতের গন্ধ শুঁকলো শন। ওর এই ভঙ্গি দেখে নিঃশব্দে হাসলো জোব — হাসি তো নয়, যেনো কংকালের চামড়াসর্বস্ব ঠোঁট কুঁচকে উঠলো একটু।

'ভুনা মাংস?'

'অভাব শুধু সামান্য একটু রসুন আর পেঁয়াজের।' শনও হাসলো বটে, তবে ক্ষতটা থেকে পচনের গন্ধ ঠিকই পেয়েছে ও। ফিল্ড ড্রেসিঙের গায়ে আবার আয়োডিন পেস্ট লাগালো ও। নতুন করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলো। বাতিল ব্যাণ্ডেজটা ফেলে দিলো না, পকেটে ভরে রাখলো। পানি পেলে ধুয়ে নেবে। 'থামার কোনো উপায় নেই আমাদের,' জোবকে বললো ও। 'রেললাইন থেকে যতোটা সম্ভব দূরে সরে যেতে হবে। ধকলটা সহ্য হবে তোমার?'

মাথা ঝাঁকালো জোব, তবে তার চোখে ভয়ের ছায়া ফুটে উঠতে দেখলো শন। একটু নড়লেই ক্ষতটায় যেনো আগুন জ্বলে ওঠে।

'আরেকটা অ্যান্টিবায়েটি ইঞ্জেকশন দিচ্ছি', বললো শন। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'তার সাথে খানিকটা মরফিন দেবো কি?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো জোব। 'এখন নয়, খুব যখন ব্যথা করবে।' আবার হাসতে চেষ্টা করলো দেখে তার জন্যে দুঃখে বুকটা ফেটে যাবার উপক্রম করলো শনের। জোবের দিকে তাকানোর সাহস হলো না। বললো, 'তোমার শরীরের সেরা অংশটা দেখাও আমাদের।' জোবের ট্রাউজার কোমরের নিচে নামিয়ে আনলো ও। কালো নিতম্বে সিরিঞ্জের সুচি ঢোকালো। ইতিমধ্যে মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিয়েছে ক্লডিয়া।

তাই দেখে জোব বললো, 'তাকালে ক্ষতি নেই, ডোন্ না শুধু ছোঁবেন না।'

চোখ দুটো জ্বালা করে উঠলো শনের। অবধারিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে শুধু বোধহয় জোবই পারে এরকম রসিকতা করতে।

'তুমি শনের মতোই মন্দলোক', কৃত্রিম ঝাঁঝের সাথে বললো ক্লডিয়া। 'ভালগার, তোমরা দু'জনেই।'

নাইলনের স্ক্রিং সীটে জোবকে বসিয়ে আবার হাঁটা ধরলো ওরা। রোদ একটু চড়তেই নিচু পাহাড়গুলোর মাঝখানের ফাঁকে নাচতে শুরু করলো বাষ্প, মরীচিকার মতো দৃষ্টিবিভ্রমের কারণ দৃষ্টি করলো। ওদের মাথা ঘিরে ঝাঁক ঝাঁক মোপানি মাছি চক্কর দিচ্ছে, চোখে-মুখে বসে বিরক্ত করছে, ঢুকতে চাইছে নাক ও কানের ফুটোয়। রোদের সাথে বাড়লো তাপমাত্রা, তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়লো পিপাসা। ঘামে ভেজা কাপড় শুকিয়ে গেলো, লবণের সাদা দাগ ফুটে উঠলো শার্টে।

দুপুরে কয়েকটা আফ্রিকান সেগুন গাছের ছায়ায় থামলো ওরা। রোদ আরো চড়বে, জানে শন। শুকনো ঘাসে শোয়ানো হলো জোবকে, সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়লো সে। কিংবা হয়তো জ্ঞান হারালো।

স্লিং সীটের স্ট্র্যাপ মাঝেমধ্যেই এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধে নিয়েছে ওরা, ফলে শন ও আলফনসোর দু'কাঁধেরই চামড়া উঠে গেছে। নিজের ক্ষতটা পরীক্ষা করে আলফনসো তিক্তকণ্ঠে বললো, 'এর আগে পর্যন্ত ম্যাটা-বেলদের আমি ঘৃণা করতাম ওরা নোংরা, উকুনখেকো, সিফিলিসের রোগী বলে। ওগুলোর সাথে আরেকটা কারণ যোগ হলো।'

আয়োডিন পেস্ট-এর টিউবটা তার দিকে ছুঁড়ে দিলো শন। 'ক্ষতটায় মলম লাগাও, তারপর টিউবটা ছিপির মতো করে মুখে ভরো', পরামর্শ দিলো ও। বিড়বিড় করতে করতে সরে গেলো আলফনসো, শোয়ার জন্যে একটা জায়গা দরকার তার।

ঘাস ঢাকা মাটি এক জায়গায় যথেষ্ট ডেবে আছে, চারপাশের ঝোপ আড়াল করে রেখেছে জায়গাটিকে, যেনো শন ও ক্লডিয়ার জন্যে প্রকৃতির একটা উপহার, জোব যেখানে শুয়ে আছে সেখান থেকে বেশি দূরেও নয়। কম্বল বিছিয়ে একটা আশ্রয় তৈরি করলো শন। বসে পড়ে বললো, 'যদি বলো চারদেয়ালের চেয়ে কোনো অংশে কম এটা, তোমার সাথে আমি একমত হবো না।'

'আমি ক্লান্ত', দ্রুত বললো ক্লডিয়া। চেহারায় আড়ষ্ট একটা ভাব ফুটে উঠলো।

'কতোটা ক্লান্ত?' ক্লডিয়ার কানের পিছনে আঙুল দিয়ে সুড়সুড়ি দিলো শন।

'ক্লান্ত', শনের গায়ে হেলান দিলো ক্লডিয়া। 'তবে ততোটা ক্লান্ত নই।'

সূর্য ডুবছে, ধোঁয়াহীন আগুনে ওদের জন্যে ভুট্টার কেক তৈরি করলো শন; এরিয়াল লম্বা করে রেনামো কমাণ্ড ফ্রিকোয়েন্সিতে রেডিওটা টিউন করলো আলফনসো। ওয়েভলেংথ-এ প্রচুর শব্দজট, সম্ভবত ফ্রেলিমো ট্র্যান্স — মিশন, তবে এক সময় নিজেদের কল সাইন শুনতে পেলো ওরা।

সাড়া দিলো আলফনসো, তারপর নিজেদের কাল্পনিক একটা অবস্থান জানালো রেললাইন থেকে অনেক উত্তরে, নদীর কিনারায় ফেরার পথে। মেসেজ প্রাপ্তি স্বীকার করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলো রেনামো হেডকোয়ার্টার।

'এখনো গিলছে ওরা', মন্তব্য করলো শন। 'মনে হচ্ছে পলাতক শাঙ্গানিরা এখনো হেডকোয়ার্টারে পৌঁছোয়নি।'

খাওয়ার ফাঁকে ফিল্ড ম্যাপে চোখ বলালো শন, নিজেদের বর্তমান অবস্থান বের করলো। ম্যাপে দেখা গেলো পাহাড়ী এলাকাটা আরো ত্রিশ মাইল বিস্তৃত। তারপর ঢালু, নেমে গেছে সমতল প্রান্তরে, ওদিকে দু' একটা গ্রাম ও কিছু খেতে পাওয়া যাবে। আরো সামনে রয়েছে প্রকৃতির প্রথম বাধা, চওড়া একটা নদী। নদীটা পুব পশ্চিমে লম্বা, সরাসরি ওদের পথের ওপর। আলফনসোকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো

শন, 'রেনামোদের সাউদার্ন ডিভিশন পরিচালনা করছে জেনারেল টিপপো টিপ, তুমি জানো ঠিক কোথায় শুরু হয়েছে তার এলাকা, তার মেইন ফোর্স কোথায় জড়ো হয়েছে?

'আমাদের মতোই, ফ্রেলিমোদের ধোঁকা দেয়ার জন্যে সারাক্ষণ মুভ করছে ওরা। কখনো এখানে', ম্যাপের গায়ে আঙুল রাখলো সে, 'কখনো এদিকে, রিয়ো সেভ-এর কাছে', কাঁধ ঝাঁকালো সে। 'যেখানে যুদ্ধ সেখানেই রেনামো।'

'আর ফ্রেলিমোরা? তারা কোথায়?'

'তারা রেনামোদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু মুখোমুখি হলে লেজ গুটিয়ে পালায়।' এক সেকেণ্ড থেমে আলফনসো বললো, 'আমাদের জন্যে কার কি পরিচয় বা কে কোথায় আছে সেটা বড় কথা নয়। পথে যাদের সাথেই দেখা হোক, তারা আমাদের খুন করার চেষ্টা করবে।'

'গ্রেট ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট', আলফনসোকে ধন্যবাদ জানালো শন, ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিলো ম্যাপটা।

বসতে না বসতে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকে গেলো, অল্প খাবার, কারুরই পেট ভরলো না। সোজা হলো শন, বললো, 'এসো, আলফনসো, জোবকে তুলি।'

ঢেকুর তুললো আলফনসো, শয়তানী হাসি ফুটলো তার মুখে। 'প্রভুভক্ত সন্দেহ নেই, কিন্তু আপনার ম্যাটাবেল কুকুর ওটা। একান্তই যদি সাথে রাখতে চান, বোঝাটা নিজে বহন করুন। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে আমার, কান ধরেছি, আর নয়।'

হতাশ ভাবটা লুকোবার জন্যে চেহারা নির্লিপ্ত করে রাখলো শন। 'শুধু শুধু সময় নষ্ট করছো', নরম-সুরে বললো ও। 'ওঠো!'

আবার ঢেকুর তুললো আলফনসো, স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো, এখনো ঠোঁট মুড়ে হাসছে।

ধীরে ধীরে খাপে ভরা ট্রেঞ্চ নাইফটার দিকে হাত বাড়ালো শন একই ভঙ্গিতে আলফনসোও হাত বাড়ালো বেল্টে গোঁজা টোকারভ পিস্তলটার দিকে। পরস্পরের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে।

'শন, কি হলো?' ব্যাকুলস্বরে জানাতে চাইলো ক্লডিয়া। 'এ-সব কি ঘটছে?' শাঙ্গানি ভাষায় কি কথাবার্তা হয়েছে বোঝেনি সে, তবে উত্তেজনার আঁচ পাচ্ছে।

'বলছে জোবকে বইবে না', জবাব দিলো শন।

'তুমি একা তো ওকে বইতে পারবে না', বললো ক্লডিয়া। 'আলফনসো নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করবে...।'

'–নয়তো ওকে আমি খুন করবো!' শাঙ্গানি ভাষায় বললো শন, থামতেই গলা ছেড়ে হেসে উঠলো আলফনসো।

হাসতে হাসতেই দাঁড়ালো আলফনসো, কুকুরের মতো গা ঝাড়া দিলো সে, শনের দিকে পিছন ফিরলো, রেডিও প্যাক ও শনের একেএমটা তুলে নিলো, তুলে

নিলো বেশিরভাগ পানির বোতল, শনের দিকে না ফিরেই বললো, 'এগুলো নিচ্ছি আমি।' এখনো হাসছে সে, যেনো ভারি মজা লাগছে তার। 'ম্যাটাবেল আপনার মাথাব্যথা।' দক্ষিণ দিকে হাঁটা ধরলো সে।

ছোরার হাতল থেকে হাতটা নামিয়ে নিলো শন, তাকালো জোবের দিকে। ঘাসের বিছানা থেকে শান্তভাবে তাকিয়ে আছে সে। তার উদ্দেশ্যে খেঁকিয়ে উঠলো শন, 'কি বলতে চাও জানি–বলে দেখো, চড়িয়ে সব ক'টা দাঁত ফেলে দেবো!'

'বারে, আমি তো কিছুই বলিনি!' হাসার চেষ্টা করলো জোব, কিন্তু হাসিটা হলো দুর্বল ও কাতর।

থমথম করছে শনের চেহারা, স্লিং সীট আর স্ট্র্যাপটা তুলে নিলো ও 'ক্লডিয়া, একটু সাহায্য করবে?'

ধরাধরি করে জোবকে দাঁড় করারো ওরা। জোবের দুই উরুর সন্ধি ও কোমরে লাইলন স্লিংটা জড়ালো শন, প্যারাশুট হারনেস-এর মতো করে, বাকিটুকু লূপ তৈরি করে নিজের কাঁধে পড়লো। একটি হাত দিয়ে জোবের কোমরটা জড়িয়ে রাখলো ও। 'আর মাত্র একটা নদী, পেরুতে হবে আর মাত্র একটা সাগর', কর্কশ ও বেসুরো গলায় সিনডেবেল ভাষায় গান ধরলো, জোবের দিকে তাকিয়ে হাসলো। সামনে বাড়লো ওরা। যদিও জোবের পা মাটি স্পর্শ করছে, যতোটা সম্ভব নিজের ভার নিজেই বহন করার চেষ্টাও করছে সে, তবে শনের কাঁধে আটকানো স্ট্র্যাপটাই আসলে তাকে খাড়া থাকতে সাহায্য করছে। জোড়া লেগে আছে দুটো শরীর, হারনেসে জড়ানো।

একশো কদম হাঁটার পর পা ফেলার একটা ছন্দ তৈরি হলো, তবু এগোনোর গতি অত্যন্ত শ্লথ ও এলোমেলো, পা ফেলার ছন্দটা বজায় রাখতে পারছে না জোব। অ্যান্টি-ট্র্যাকিং-এর কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি, কারণ সবচেয়ে সহজ ও নিশ্চিত পথ ধরে এগোতে হবে শনকে। বন্যপ্রাণিদের তৈরি পথ ধরে এগোচ্ছে ওরা।

পানির বোতল ও মেডিকেল ব্যাগ নিয়ে ওদের পিছু পিছু আসছে ক্লডিয়া, কেউ নির্দেশ না দিলেও পাতালবহুল একটা ডাল দিয়ে পিছনের ছাপগুলো মুছে দিচ্ছে সে। এতে করে হয়তো সাধারণ কোনো লোকের চোখকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব, কিন্তু ফ্রেলিমোদের কোনো ট্র্যাকারকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়।

হাতঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটার সাথে পা ফেলার সংখ্যা মিলিয়ে একটা হিসেব করলো শন, ওদের হাঁটার গতি ঘন্টায় এক মাইলেরও কম। সারাদিনে আট মাইলের বেশি আশা করা যায় না। তিনশো মাইল পেরুতে কতোদিন লাগবে? তিনশোকে আট দিয়ে ভাগ করতে গিয়েও ক্ষান্ত হলো শন। হতাশায় ছোটো হয়ে গেলো মন।

মাতাউ ও আলফনসো, দু'জনেই সামনের বনভূমিতে হারিয়ে গেছে। আবার হাতঘড়ি দেখলো শন। মাত্র ত্রিশ মিনিট হলো হাঁটছে ওরা, এরইমধ্যে ক্লান্তিতে

হাঁপিয়ে উঠেছে দু'জনেই। জোবের ওজন যেনো প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে, কাঁধে কামড় বসাচ্ছে স্ট্র্যাপ। এখন আর ঠিকমতো পা তুলতে পারছে না জোব, মাটিতে ঘষা খেতে খেতে এগোচ্ছে, উঁচু-নিচু পথে হোঁচট খাচ্ছে বারবার। 'বিশ্রাম এক ঘন্টা পর নয়, ত্রিশ মিনিট কমিয়ে আনলাম', জোবকে বললো ও। 'পাঁচ মিনিটের জন্যে থামি এসো।'

একটা গাছের নিচে বসানো হলো জোবকে। গাছে হেলান দিয়ে চোখ বুজলো সে। নিঃশ্বাসের সাথে বুকের ভেতর ঘড়ঘড় আওয়াজ হচ্ছে, সারা মুখ ভিজে গেছে ঘামে। পাঁচ মিনিট নয়, দশ মিনিট পর শন বললো, 'ওঠো হে যাযাবর, পথ আমাদের ডাকছে।'

জোবকে আবার দাঁড় করানো দু'জনের জন্যেই নির্যাতন হয়ে উঠলো। শন উপলব্ধি করলো, জোবকে বেশিক্ষণ বিশ্রাম নিতে দিয়ে ভুল করেছে ও, ক্ষতটা আড়ষ্ট হয়ে ওঠার সময় পেয়ে গেছে।

পরবর্তী ত্রিশ মিনিট এতো দীর্ঘ মনে হলো যে শন ধারণা করলো ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। নিশ্চিত হবার জন্যে সেকেণ্ডের কাঁটা পরীক্ষা করতে হলো। অবশেষে আবার যখন বসানো হলো জোবকে, কর্কশস্বরে বললো সে, 'দুঃখিত, বাওয়ানা, ক্র্যাম্প-বাঁ পায়ে, হাঁটুর নিচে।'

জোবের সামনে উবু হয়ে বসলো শন, তার হাঁটুর পিছন থেকে খানিকটা নিচে হাত দিয়ে শক্ত হয়ে ওঠা পেশী ডলতে শুরু করলো। ক্লডিয়ার দিকে তাকালো ও, মৃদু কণ্ঠে বললো, 'মেডিক প্যাকে সল্ট ট্যাবলেট আছে, বাম পকেটে।'

জোবের মুখে ট্যাবলেট গুঁজে দিলো ক্লডিয়া, তারপর পানির বোতলটা উঁচু করে ধরলো। দু'ঢোক পানি খেয়ে বোতলটা ঠেলে দিলো জোব।

'আরেকটু খাও', কোমল সুরে যেনো আদর করলো ক্লডিয়া, কিন্তু মাথা নাড়লো জোব।

'নষ্ট করবেন না', বিড়বিড় করলো সে।

'এখন কেমন লাগছে?' পায়ের পেশীতে দুটো চাপড় মারলো শন।

'আরো ক'মাইল হাঁটা যাবে।'

'তাহলে ওঠো', বললো শন। 'আবার শুরু হবার আগে যতোটা পারা যায় এগোই।'

ক্লডিয়ার বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সারাটা রাত ধরে কিভাবে হাটছে ওরা? আধ ঘন্টা পর মাত্র পাঁচ মিনিট বিশ্রাম নিচ্ছে, ক্লান্তি দূর হবার আগেই আবার সোজা হচ্ছে দু'জন, নিঃশব্দে পা ফেলছে, জোড়া লেগে আছে দুটো শরীর। এভাবে তিনশো মাইল হাঁটতে চায় ওরা? এ তো কোনো মতেই সম্ভব নয়্ রক্ত ও মাংস এই ধকল সইতে পারবে না। দু'জনেই ওরা মারা পড়বে। কতটা ভালবাসলে মানুষ আরেকজনের জন্যে এতোটা করে?

ভোর হবার খানিক আগে ছোট্ট কালো ছায়ার মতো ফিরে এলো মাতাউ, শনের কানের কাছে মুখ নামিয়ে বিড়বিড় করলো। 'দুই কি তিন মাইল সামনে একটা ওয়াটারহোল পেয়েছে ও', ওদেরকে বললো শন। 'পৌঁছুতে পারবে বলে মনে হয়, জোব?'

সূর্য ওঠার সাথে সাথে পরিবেশ যেনো তন্দুরের মতো হয়ে উঠলো। জ্ঞান হারিয়ে জোব যখন ঝুলে থাকলো শনের গায়ে, ওয়াটারহোল থেকে তখনো ওরা আধ মাইল দূরে। জোবকে মাটিতে নামিয়ে পাশে বসলো শন, এতো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে কয়েক মুহূর্ত নড়ার বা কথা বলার শক্তি পেলো না 'অন্তত অজ্ঞান হবার জায়গাটা ভালোই বেছেছো', কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো ও ঘন ঝোপ রয়েছে ওদের চারপাশে, দিনের বাকি সময় ছায়া পাওয়া যাবে।

ঘাস কেটে এনে জোবের জন্যে বিছানা তৈরি করা হলো। শোয়াবার পর জ্ঞান বোধহয় খানিকটা ফিরে এলো। কথা বললো, কিন্তু শব্দগুলো জড়িয়ে গেলো মুখের ভেতর। কয়েকবার তাকালো, শূন্য দৃষ্টি, কিছু দেখতে পাচ্ছে বলে মনে হলো না। তাকে খাওয়ানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো ক্লডিয়া, মুখটা ঘুরিয়ে নিলো সে। তবে আলফনসো ও মাতাউ ভরা বোতল নিয়ে ফিরে আসার পর ঢক ঢক করে প্রচুর পানি খেলো। তারপর আবার অচেতন হয়ে পড়লো সে। ঝোপের ভেতর জড়পিণ্ডের মতো পড়ে থাকলো বাকি সবাই, দিনের তাপ কমার অপেক্ষায় রয়েছে।

পরস্পরকে বাহুর ভেতর নিয়ে পড়ে আছে শন ও ক্লডিয়া, শনের আলিঙ্গনের ভেতর ঘুমোনো অভ্যেস হয়ে গেছে ক্লডিয়ার। দুপুরের খানিক পর ঘুম ভাঙলো তার। দেখলো মড়ার মতো ঘুমাচ্ছে শন। ওর মুখের দিকে উপলক তাকিয়ে থাকলো সে। 'ওকে আমি ভালোবাসি, সাংঘাতিক ভালোবাসি'! বিড়বিড় করলো সে। দাড়ি গজিয়েছে শনের মুখে, মায়াভরা চেহারা সহ্যগুণে তুলনাহীন ঠিক যেনো একজন ঋষি বলে মনে হলো ক্লডিয়ার।

তারপর শন ও জোবের কথা ভাবলো ক্লডিয়া। ওদের যে সম্পর্ক, তা বোধহয় শুধু দু'জন পুরুষের মধ্যেই সম্ভব, যাতে কোনোদিনই ভাগ বসাতে পারবে না সে। ঈর্ষা হওয়ারই কথা, কিন্তু আশ্চর্য, ক্লডিয়া গর্ব বোধ করলো। তার মনে হলো, এই না হলে বন্ধুত্ব! ভাবলো, শন যদি কোনো পুরুষকে ভালোবেসে এরকম নিরবচ্ছিন্নভাবে আত্মত্যাগ করতে পারে, তাহলে সে-ও ওর কাছ থেকে আশা করতে পারে স্থায়ী ভালোবাসা, কারণ ওদের সম্পর্কটা সম্পূর্ণ অন্য রকম হলেও, তা আরো অনেক ঘনিষ্ঠ ও মধুর।

জোবের গুঙিয়ে ওঠার আওয়াজ পেলো ক্লডিয়া। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শনের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করলো নিজেকে, দাঁড়ালো, হেঁটে চলে এলো জোবের পাশে।

নীলচে-সবুজ এক ঝাঁক মাছি বসেছে ব্যাণ্ডেজটার ওপর। হাত ঝাপটা দিয়ে তাড়ালো ক্লডিয়া। চোখ খুলে তার দিকে তাকালো জোব। সম্পূর্ণ সজাগ সে, বুঝতে পেরে অভয় দিয়ে হাসলো ক্লডিয়া। 'পানি খাবে, জোব? জানতে চাইলো সে।

'না।' গলাটা এতো অস্পষ্ট, শোনার জন্যে তার ঠোঁটের কাছে কান নামাতে হলো ক্লডিয়াকে। 'মেমসাব, আপনি ওঁকে বাধ্য করুন।

'কাকে? কি বাধ্য করবো?' ক্লডিয়া বিস্মিত।

'আপনার বন্ধুকে। নিজেকে মেরে ফেলছেন উনি। ওঁকে ছাড়া কেউ আপনারা বাঁচবেন না। এখানে আমাকে ফেলে রেখে যেতে বাধ্য করুন ওঁকে।'

জোবের কথা শেষ হয়নি, মাথা নাড়তে শুরু করলো ক্লডিয়া।

'না', দৃঢ়কণ্ঠে বললো সে। 'ওকে রাজি করানো যাবে না। যদি রাজি হয়ও, আমি মানবো না। এই হাঁদা, জানোই তো, আমরা সবাই পার্টনার, সবার নিয়তি এক সুতোয় গেঁথে নিয়েছি।' জোবের বুকে হাত রাখলো সে। 'কি, পানি খাবে?'

মুষড়ে পড়লো জোব, বুজে এলো চোখ দুটো, এতো দুর্বল যে কথা বলার শক্তি নেই। তার পাশে বসে মাছি তাড়াতে লাগলো ক্লডিয়া। বিকেলের দিকে রোদের তাপ কমে এলো, ঘুম থেকে জেগে দ্রুত চারদিকে চোখ বুলালো শন। 'কেমন আছে ও?' জিজ্ঞেস করলো ক্লডিয়াকে। ক্লডিয়া মাথা নাড়তে জোবের পাশে এসে বসলো ও, বললো, 'কিন্তু আর তো দেরি করা চলে না। আবার ওকে হাঁটাতে হবে।'

'আরেকটু দেরি করো', অনুরোধ করলো ক্লডিয়া, তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে বললো, 'এখানে বসে কি ভাবছিলাম শুনবে, শন?'

'কি ভাবছিলে?' ক্লডিয়ার কাঁধে হাত রাখলো শন।

'ভাবছিলাম ওয়াটারহোলটার কথা। কল্পনায় দেখতে পেলাম মগে পানি ঢালছি গায়ে, কাপড়চোপড় ধুচ্ছি, দুর্গন্ধমুক্ত হয়ে ফিরে আসছি তোমার কাছে।'

'কেন, নেপোলিয়ানের কথা শোনোনি?' জিজ্ঞেস করলো শন।

'নেপোলিয়ান?' ক্লডিয়া হতভম্ব। 'গোসল করার সাথে তাঁর কি সম্পর্ক?'

'যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরার সময় হলে প্রতিবারই একজন ঘোড়সওয়ারকে জোসেফিনের কাছে পাঠাতেন চিঠি দিয়ে, চিঠিতে লেখা থাকতো–আমি বাড়ি ফিরছি, গোসল করো না। তারমানে প্রেয়সীর গায়ের গন্ধটাও তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিলো। এই অবস্থায় তোমার তাঁর খুব ভালো লাগতো।'

'পাজি! অভদ্র!' শনের কাঁধে ঘুঁসি মারলো ক্লডিয়া। আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো,' হঠাৎ গুঙিয়ে উঠলো জোব।

'ওহে', বললো শন। 'কি অবস্থা তোমার?'

'এবার ওটা দিতে পারেন', বললো জোব।

'মরফিন?' জিজ্ঞেস করলো শন, জবাবে মাথা ঝাঁকালো জোব। 'সামান্য একটু, ঠিক আছে?'

ইনজেকশন দেয়ার পর চুপচাপ শুয়ে থাকলো জোব, মুখ থেকে ব্যথার রেখা ও ভাঁজগুলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলো।

'এখন ভালো লাগছে?' জিজ্ঞেস করলো শন। চোখ না খুলে সামান্য হাসলো জোব। 'আরো কয়েক মিনিট বিশ্রাম নাও তুমি', বললো ও। 'এই ফাঁকে আমরা রেডিওতে খবর পাঠাই।'

দাঁড়ালো শন হেঁটে এলো আলফনসোর কাছে, এরইমধ্যে রেডিওর এরিয়াল লম্বা করেছে সে। 'লোহার মুগুর বলছি, রণহুংকারকে ডাকছি।'

'রণহুংকার বলছি', জবাবটা এতো তাড়াতাড়ি এলো আর এতো জোরালো শোনালো যে শন ও আলফনসো একযোগে পরস্পরের দিকে তাকালো।

কাল্পনিক একটা পজিশন বললো আলফনসো, যেনো এখনো ওরা নদীর দিকে ফেরার পথে রয়েছে।

খানিকক্ষণ কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না, শুধু যান্ত্রিক শব্দজট শোনা গেলো। তারপর স্পষ্ট, কঠিন সুর ভেসে এলো জেনারেল চায়নার। 'কর্নেল কোর্টনির সাথে কথা বলতে দাও আমাকে!'

'জেনারেল চায়না', ফিসফিস করলো আলফনসো, মাইক্রোফোনটা শনের দিকে বাড়িয়ে ধরলো। হাত দিয়ে সেটা ঠেলে দিলো শন। উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠেছে পরিবেশ, সবাই ওরা অপেক্ষা করছে জেনারেল চায়না এরপর কি বলে শোনার জন্যে।

নিস্তব্ধতা জমাট বাধছে। জোবের পাশ থেকে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো ক্লডিয়া, শনের পাশে এসে বসলো, অভয় দেয়ার ভঙ্গিতে তার কাঁধে একটা হাত রাখলে শন। দু'জনেই ওরা রেডিওর দিকে তাকিয়ে।

'পলাতক শাঙ্গানিরা', ফিসফিস করলো ক্লডিয়া। 'চায়না জেনে ফেলেছে!'

'চুপ!' সাবধান করলো শন।

আরো কয়েক সেকেণ্ড পর অপেক্ষার অবসান ঘটলো। জেনারেল চায়না বললো, 'ঠিক আছে। বুঝতে পারছি, আপনি জবাব দিতে চান না। তবে আমি ধরে নিচ্ছি, মেজর, আমার কথা আপনি শুনছেন।'

সবার মনোযোগ রেডিওর দিকে, এই সময় ধীরে ধীরে চোখ খুললো জোব। জেনারেল চায়নার প্রতিটি কথা শুনেছে সে। হতাশায় মাথা নাড়লো কয়েকবার। তারপর তার চেহারায় একটা থমথমে ভাব ফুটে উঠলো। ব্যথাটা নেই, কাজেই সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা-ভাবনা করতে পারছে সে।

আলফনসো তার কম্বলের ওপর ব্যাগটা ফেলে রেখে গেছে, জোবের কাছ থেকে দশ কদম দূরেও নয়। ব্যাগের সাইড পকেট থেকে বেরিয়ে রয়েছে টোকারভ পিস্তলের বাঁট।

'আপনার জন্যে একটা ফাঁদ পেতেছিলাম আমি', বলে চলেছে জেনারেল চায়না। 'ফাঁদটাকে আপনি ফাঁকি দিতে পেরেছেন বলে আমি খুশি। কারণ', সহাস্যে

কথা বলছে সে, সুরে আক্রোশ বা হতাশার কোনো ছাপই নেই, 'জিম্বাবুই সীমান্তে আপনি ধরা পড়লে ব্যক্তিগত পরিশোধ গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতাম আমি।'

অক্ষত কনুইটার ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো জোব। ব্যথা নেই, তার দুর্বল ও আচ্ছন্ন বোধ করছে সে। সমস্ত মনোযোগ টোকারভ পিস্তলের দিকে। ওটার কাছে যেভাবে হোক পৌঁছুতে হবে তাকে। প্রশ্ন হলো, আলফনসো ওটার চেম্বারে বুলেট রেখেছে কিনা। শরীরের একটা পাশ মাটিতে ঘষা খেলো, একটু একটু করে এগোলো সে। কোনো শব্দ করলো না, সবাই নিবিষ্টচিত্তে রেডিওর কথা শুনছে।

'আমি বলতে চাইছি, কর্নেল কোর্টনি, খেলাটা বন্ধ হয়নি — নাকি খেলার বদলে এটাকে ধাওয়া বলে আখ্যায়িত করবেন? আপনি খুব বড় শিকারী, চিরকাল হিংস্র প্রাণিদের ধাওয়া করে এসেছেন। এই ধাওয়াকে আপনি বলেন স্পোর্ট , বলেন ফেয়ার চেজ, তাই না?'

অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এলো জোব। এখনো কোনো ব্যথা অনুভব করছে না। সরীসৃপের ভঙ্গিতে এগোচ্ছে সে, কাত হয়ে, তবে এগোবার গতি আগের চেয়ে বেড়েছে। যে-কোনো মুহূর্তে ওদের কেউ ঘাড় ফেরালেই দেখতে পাবে তাকে।

অবশেষে ইকুইপমেন্টের স্তূপ জোবের নাগালের মধ্যে চলে এলো। পিস্তলের বাঁটটা ধরলো সে। ব্যাগের পকেট থেকে বের করার জন্যে টান দেবে, কিন্তু হাতে কোনো জোর পেলো না। আঙুল থেকে ফস্কে গেলো পিস্তলের বাঁট, হাতটা মরা সাপের মতো পড়ে গেলো কম্বলের ওপর, পাশেই পড়লো পিস্তলটা। পিস্তলের সেফটি-ক্যাচ এনগেজড দেখে স্বস্তিবোধ করলো সে, অ্যাকশন-ও কক করা হয়েছে। লোড করে রেখেছে আলফনসো, প্রয়োজনের মুহূর্তে যাতে ব্যবহার করতে পারে।

রেডিও থেকে ভেসে আসছে জেনারেল চায়নার ভারি গলা, 'পরিস্থিতি এখন উল্টো হয়ে গেছে, কর্নেল কোর্টনি। আপনি শিকার, আমি শিকারী। আমি জানি আপনি কোথায়, কিন্তু আপনি জানেন না আমি কোথায়। আপনি যতোটুকু সম্ভব বলে ভাবছেন তারচেয়ে অনেক কাছে রয়েছি আমি। বলুন তো কোথায়, কতো কাছে? আন্দাজ করুন, কর্নেল। আর হ্যাঁ, বাঁচতে হলে আপনাকে পালাতে হবে। দৌড়ান, দৌড়ান-তা না হলে আমি কিন্তু ধরে ফেলবো। আর একবার যদি ধরা পড়েন, সব শেষ। কান কাটা চায়না আপনার চামড়া তুলে লবণ মাখাবে। পালান, পালান!'

কম্বলে পড়ে থাকা পিস্তলের বাঁটটা আবার ধরলো জোব। মনের সমস্ত জোর এক করে মুঠোর ভেতর ধরলো সেটা। সেফটি-ক্যাচের স্লাইডে বুড়ো আঙুলটা রাখলো। একটা আতঙ্ক তাকে গ্রাস করতে উদ্যত হলো। আঙুলগুলো অসাড় লাগছে, এতো দুর্বল যে স্লাইডটা ঠেলে সরাতে পারছে না।

'আমি কিন্তু ফেয়ার চেজ-এর প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না, কর্নেল', বলে চলেছে কমরেড চায়না। 'আমি আমাদের নিজস্ব আফ্রিকান রীতিতে ধাওয়া করবো আপনাকে। তবে খেলাটা জমবে, এটুকু প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।'

সমস্ত শক্তি এক করে স্লাইডে চাপ দিলো জোব। সরছে ওটা।

'জুলু সময় আঠারোশো ঘন্টা। কাল ঠিক এই সময় আবার আমি ডাকবো আপনাকে। অর্থাৎ তখনো যদি আমাদের দেখা না হয়। তার আগে পর্যন্ত আকাশের ওপর নজর রাখুন, কর্নেল কোর্টনি। নজর রাখুন পিছন দিকে। কোনো দিক থেকে আমি পৌঁছুবো আপনি তা জানেন না। তবে পৌঁছুবো যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

যান্ত্রিক একটা শব্দ ভেসে এলো, নিজের মাইক্রোফোন বন্ধ করলো জেনারেল চায়না, হাত বাড়িয়ে রেডিওটা বন্ধ করলো শনও। কয়েক মুহূর্ত কেউ নড়লো না বা কথা বললো না। তারপর হঠাৎ ধাতব একটা ক্লিক শব্দে নিস্তব্ধতা চুরমার হয়ে গেলো।

মুহূর্তের জন্যে পঙ্গু হয়ে থাকলো শন, তারপর চিৎকার করলো, 'না! জোব, ফর গডস সেক! না!' ছুটলো ও, শিকল ছেঁড়া কুকুরের মতো ক্ষিপ্রবেগে।

কাত হয়ে শুয়ে রয়েছে জোব, শনের দিকে মুখ, কিন্তু ওর নাগালের অনেক বাইরে। মাঝখানের ফাঁকটুকু পেরিয়ে আসছে শন, তবে মনে হলো মধুর ভেতর দিয়ে ছুটছে ও, আঠালো ও পিচ্ছিল, গতি মন্থর করে তুলছে। জোবকে পিস্তলটা তুলতে দেখলো ও, চোখ রাঙিয়ে তাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলো। পরস্পরের চোখে তাকিয়ে আছে ওরা, কঠিন দৃষ্টির সাহায্যে দমন ও শাসন করার চেষ্টা করছে শন, কিন্তু জোবের চোখে রাজ্যের বিষাদ, ভরাট হয়ে আছে গভীর শোকে, কিন্তু দৃষ্টি অবিচল।

জোবকে মুখ খুলতে দেখলো শন। মুখের ভেতর পিস্তলের ব্যারেল ঢোকালো সে। দাঁতের সাথে ঘষা খেলো ব্যারেল, শব্দটা পরিষ্কার ভেসে এলো। মাজলের চারপাশে ঠোঁট মুড়লো সে, যেনো বাচ্চা একটা ছেলে ললিপপ চুষছে। মরিয়া হয়ে তার নাগাল পাবার চেষ্টা করলো শন, চেষ্টা করলো পিস্তল ধরা হাতটা মুখের ভেতর থেকে বের করে আনতে। ওর হাতের আঙুল জোবের কব্জি ছুঁলো। গুলিও হলো ঠিক তখুনি।

শব্দটা ভোঁতা লাগলো কানে, খুলির ভেতরকার হাড় ও মাংস বাধা পেয়েছে।

উদভ্রান্ত হয়ে পড়েছে শন, মনে হলো সময় যেনো স্থির হয়ে আছে।

জোবের মাথা আকৃতির বদলালো, শনের চোখের সামনে ফুলে উঠলো ওটা, যেনো রাবারের একটা মুখোশে গ্যাস ভরা হচ্ছে। তার চোখের পাতা অসম্ভব খুলে গেলো, মুহূর্তের জন্যে কোটর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে চাইলো চোখের মণি, তারপর গড়িয়ে ওপর দিকে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেলো খুলির ভেতর।

বিধ্বস্ত মাথাটা আবার আকৃতি বদলালো, বিস্তৃত হলো পিছন দিকে, টান পড়লো মুখের দু'পাশের চামড়ায়, সেই টানে চ্যাপ্টা হয়ে গেলো নাক, মাথার পিছন দিকে গর্ত দিয়ে মগজসহ বেরিয়ে গেলো বুলেটটা।

পিছনদিকে ঝাঁকি খেলো জোব, ছিটকে গেলো পিস্তল ধরা হাতটা, যেনো স্যালুট করলো শনকে। দ্রুত হাত বাড়ালো শন, জোবের মাথা আবার মাটিতে পড়ার আগেই ধরে ফেললো ও।

দু'হাতে জোবকে ধরে বুকের ওপর টেনে আনলো শন। শরীরটা অসম্ভব ভারি লাগলো, জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে, কিন্তু শিথিল ও নরম, যেনো কোনো হাড় নেই। মনে হলো শনের হাত থেকে উপচে পড়ে যাবে। শক্ত করে তাকে বুকের সাথে চেপে ধরলো শন। অনুভব করলো জোবের পেশীগুলো ঝাঁকি খাচ্ছে, কাঁপছে। আড়ষ্টভঙ্গিতে পা ছুঁড়ছে জোব।

'জোব', ফিসফিস করে বললো শন, তার মাথার পিছনে হাত দিয়ে গর্তটা ঢাকার চেষ্টা করলো, যেনো বেরিয়ে আসা মগজটুকু ভেতর ঢুকিয়ে দিতে চায়। 'একি করলে!' তার মুখে মুখ ঘষলো ও, বুকে জড়িয়ে রেখেছে প্রিয় বন্ধুর মতো।

'আমি বেঁচে থাকলে তুমিও বাঁচতে', বিড়বিড় করছে ও। 'যেভাবে হোক তোমাকে আমি পার করে নিয়ে যেতাম।' লাশই বলা চলে, তবু এখনো ঝাঁকি খাচ্ছে জোব, শরীরটাকে বুকে জড়িয়ে ধীরে ধীরে ঝাঁকালো শন, যেনো জ্যান্ত কোনো মানুষের সাথে কথা বলছে ও, বোকামির জন্যে নরমসুরে তিরস্কার করছে, দুটো মুখ সেঁটে আছে পরস্পরের সাথে, শনের চোখ দুটো বন্ধ।

'এতোটা পথ একসাথে এলাম, হঠাৎ করে আমাকে ফাঁকি দেয়া তোমার উচিত হলো না।'

ওদের কাছে পৌঁছুলো ক্লডিয়া, শনের পাশে হাটু গেড়ে বসলো। শনের কাঁধের দিকে হাত বাড়ালো সে, মরিয়া হয়ে চেষ্টা করলো কিছু বলার, কিন্তু বলার মতো কিছু খুঁজে পেলো না। শনকে স্পর্শ করার আগেই থেমে গেলো হাতটা। তার উপস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন শন, চারপাশে কি ঘটছে জানে না।

শনের শোকের যাত্রা এতোই প্রবল, ক্লডিয়ার মনে হলো অন্য কারো তা দেখা উচিত নয়। এ শনের একান্তই ব্যক্তিগত শোক, ক্ষতির পরিমাণ এতো বেশি যে ওর গোটা অস্তিত্ব হাহাকার করছে, চরিত্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছেও। অথচ শনের মুখ থেকে তবু চোখ ফেরাতে পারলো না ক্লডিয়া। শনের শোকের মাত্রা উপলব্ধি করে নিজের শোকটাকে প্রায় অনুভবই করলো না সে। জোবের সাথে বড় সুন্দর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার, সেবাপরায়ণ ভক্ত অথচ পরম বন্ধু বটে, তার প্রতি অদ্ভুত একটা দুর্বলতা ও মায়া জন্মে গিয়েছিল ক্লডিয়ার, তবু চোখের সামনে ভালোবাসার মরিবরণ যে রূপটা দেখতে পাচ্ছে সে তার তুলনায় ওর মারা বা দুর্বলতা কিছুই যেনো নয়।

পিস্তলের ওই গুলিটা যেনো শনের নিজেরই একটা অংশকে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। ওকে কাঁদতে দেখে একটুও বিস্মিত হলো না ক্লডিয়া।

জোবকে এখনো বুকে জড়িয়ে আছে শন, দু'চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে। এমনকি অলফন্সোও দৃশ্যটা সহ্য করতে পারলো না; দাঁড়ালো সে, ঝোপের আড়ালে সরে গেলো। কিন্তু ক্লডিয়া নড়তে পারলো না। শনের পাশে হাঁটু গেড়ে থাকলো সে, দেখাদেখি তার চোখ ফেটেও পানি বেরিয়ে এলো। দু'জনেই ওরা জোবের জন্যে কাঁদছে।

গুলির শব্দটা ওদের এক মাইল পিছন থেকে শুনতে পেয়েছে মাতাউ। কেউ পিছু নিয়ে আসছে কিনা পরীক্ষা করার জন্যে ওদের ফেলে আসা ছাপ ধরে আরো পিছিয়ে যাচ্ছিলো সে। তাড়াতাড়ি ফিরে এলো, কাম্পের কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে তাকাতেই বুঝতে পারলো কি ঘটেছে। শান্তভাবে এগিয়ে এলো সে, কুঁজো হয়ে বসলো শনের পিছনে। ক্লডিয়ার মতো শনের শোক উপলব্ধি করে শ্রদ্ধায় মাথা নত করলো মাতাউও।

অবশেষে কথা বললো শন, চোখে বুজেই। 'মাতাউ,' মৃদুকণ্ঠে ডাকলো ও, যেনো জানে ইতিমধ্যে ফিরে এসেছে সে।

'বাওয়ানা!'

'যাও, কবরের জায়গা বেছে বের করো।'

সরঞ্জাম নেই, সময়ও নেই, মাটি খোঁড়া সম্ভব নয়। তবু জোব একজন ম্যাটাবেল, বসার ভঙ্গিতে কবরে নামাতে হবে তাকে, পুবদিকে মুখ করিয়ে।'

'যাচ্ছি বাওয়ানা,' মুহূর্তের মধ্যে বনভূমির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো মাতাউ।

চোখ মেললো শন, ধীরে ধীরে কম্বলের ওপর নামালো জোবকে। হাত বাড়িয়ে তার চোখ দুটো বন্ধ করলো ও। জোবের সামনে ক'টা দাঁত ভেঙে গেছে, তাছাড়া মুখের বাকি অংশ অক্ষতই রয়েছে। চেহারাটা শান্ত, যেনো ঘুমোচ্ছে। তাকে কাত করলো শন, কম্বল দিয়ে মুড়েফেললো। রাইফেলের স্লিং ও নাইলনের স্ট্র্যাপ দিয়ে শরীরটাকে এমনভাবে বাঁধলো,বসারাকৃতি পেলো লাশ হাঁটু জোড়া চিবুকে ঠেকে থাকলো। কাজটা শেষ হবার আগেই ফিরে এলো মাতাউ।

'ভালো একটা জায়গা পেয়েছি, বাওয়ানা,' রিপোর্ট করলো সে। মুখ না তুলেই মাথা ঝাঁকালো শন।

নিস্তব্ধতা ভাঙলো ক্লডিয়া। 'আমাদের জন্যে প্রাণ দিলো জোব,' শান্তস্বরে বললো সে। 'মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসাই শুধু এরকম মাত্র ছাড়াতে পারে।'

বলার পর তার মনে হলো, না বললেই ভালো করতো, কারণ জোবের আত্মত্যাগকে মূল্যায়ন করতে পারে এমন শক্তিশালী ভাষার অস্তিত্ব নেই।

'ওর ঋণ কোনোদিনই আমি শোধ করতে পারিনি,' বললো শন। 'শোধ করার আর সুযোগও পাবো না।'

কাজটা শেষ করলো ও, কম্বলে পুরোপুরি ঢাকা পড়ে আছে জোব, বেরিয়ে আছে শুধু মাথাটা। নিজের ব্যাগের কাছে ফিরে এলো শন, পরিষ্কার একটা শার্ট বের করলো। জোবের মাথাটা শার্ট দিয়ে জড়ালো ও, চুমো খেলো তার কপালে, দু'হাত দিয়ে ধরে বুকে তুলে নিলো আবার, সোজা হয়ে দাঁড়ালো। 'চলো', বললো মাতাউকে।

কাঁটাঝোঁপের কাছাকাছি পরিত্যক্ত একটা অ্যান্ট বিয়ার গর্তের কাছে ওদেরকে নিয়ে এলো মাতাউ। মুখটা বড় করতে কয়েক মিনিট সময় লাগলো, তারপর ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হলো জোবকে। মাতাউ সাহায্য করলো শনকে, দু'জনের চেষ্টায় বসার ভঙ্গিতে স্থির করা হলো জোবকে, পুবদিকে মুখ করিয়ে। কবরটা ঢেকে দেয়ার আগে একটা গ্রেনেড বের করলো শন, সরু একটা ডাল ভেঙে আনলো, ফাঁদ তৈরি করবে।

কাজটা শেষ করে সোজা হলো শন, ক্লডিয়ার দৃষ্টিতে প্রশ্ন লক্ষ্য করে বললো, 'কাফন চোরদের জন্যে।'

গর্তের ভেতর, জোবের চাপাশে, ছোটো ছোটো নুড়ি পাথর ফেলা হলো, লাশটা যাতে কাত না হয়। গর্তের মুখটা বন্ধ করা হলো বড় আকারের পাথর সাজিয়ে। কাজটা শেষ হতেই ওখানে আর এক মুহূর্তেও দাঁড়ালো না শন। জোবকে আগেই বিদায় জানিয়েছে ও। পিছন দিকে একবারও না তাকিয়ে ক্যাম্পে ফিরে আসছে। কয়েক মুহূর্ত পর ওকে অনুসরণ করলো ক্লডিয়া।

বাকি রাতটা হাঁটার মধ্যে থাকলো ওরা, কোথাও থামলো না। এতে দ্রুত পা ফেলছে শন, শোক যেনো ওর প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিযোগিতায় জিততে হবে ওকে। ওর পাশে থাকতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠলো ক্লডিয়া, তবু কোনো অভিযোগ করলো না। সূর্য ওঠার সময় হলো, ইতিমধ্যে ওরা জোবের কবর থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে সরে এসেছে। ওদের সামনে উর্বর, কাদাময় প্রান্তর।

লম্বা কয়েকটা গাছের ছায়ায় থামলো ওরা। মাতাউকে সাথে নিয়ে খাবার তৈরি করতে বসলো ক্লডিয়া। বাইনোকুলার পিঠে ঝুলিয়ে লম্বা একটা গাছের মাথায় উঠলো শন, পকেটে ফিল্ড ম্যাপ। তীক্ষ্ণ, কর্কশ শব্দে প্রতিবাদ জানিয়ে বাসা ছাড়লো একটা শকুন, গাছটাকে ঘিরে চক্কর দিলো বারবার। শকুনের বাসায় একজোড়া সাদা ডিম দেখতে পেলো শন। শকুনের দিকে তাকিয়ে হাসলো ও, 'ডিম চুরি করতে আসেনি, বোকা কোথাকার!' জোব বিদায় নেয়ার পর এই প্রথম হাসি ফুটলো ওর ঠোঁটে।

বাইনোকুলার চোখে তুলে খোলা প্রান্তরের ওপর চোখ বুলালো শন। একবার তাকালেই বোঝা যায়, ফসল ফলাবার মাঠ ওগুলো, খানিক দূর পর পর উঁচু ভিটে ও

জঙ্গল রয়েছে। ম্যাপে দেখা গ্রামগুলোরই অংশ ওগুলো। তবে খেতে বেশ কয়েকটা মওশুম লাঙল দেয়া হয়নি বা বীজ ফেলা হয়নি। খালি মাঠে বিস্তর আগাছা জন্মেছে, ঢাকা পড়ে আছে ঝোপ-ঝাড়ে। ছাদহীন গ্রামগুলোর ধ্বংসাবশেষও অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলো শন, কোনো কোনো দোচালার কাঠের ফ্রেম এখনো অটুট, শুধু বেড়াগুলো পুড়ে গেছে। মানুষজনের কোনো উপস্থিতি চোখে পড়লো না। খেতগুলোর মাঝখানে পায়ে চলা পথ, তা-ও ঢাকা পড়ে গেছে আগাছায়। গরু-ছাগল বা মুরগী, কিছুই চোখে পড়লো না। রেনামো বা ফ্রেলিমোদের কাজ, ভাবলো শন, ধ্বংসযজ্ঞে কোনো খুত রাখেনি তারা।

পুবদিকে তাকালো শন। ওদিকে নীলচে পাহাড়। ম্যাপ খুলে পাহাড়গুলোর অবস্থান দেখলো, বের করে ফেললো নিজেদের পজিশন। ডানদিকের উঁচু পর্বতশ্রেণীর নাম চিমানিমানি, ওগুলো মোজাম্বিক ও জিম্বাবুইয়ের মাঝখানে সীমান্ত রেখা হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। সবচেয়ে কাছের চূড়া প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে।

ম্যাপে বড় একটা গ্রাম দেখলো শন, নাম ডমবি। ওর বাম দিকে, কয়েক মাইল সামনে থাকার কথা। ওটাও বোধহয় পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বিশ্রাম বা খাবার পাওয়ার কোনো আশা না করাই ভালো। অথচ ব্যাগ প্রায় খালি হয়ে এসেছে, কাল দুপুরের পর থেকে উপোস থাকতে হবে ওদেরকে । যদি ডমবিতে লোকজন থাকেও, হয় সেটা রেনামোদের নয়তো ফ্রেলিমোদের ঘাঁটি হওয়ারই বেশি সম্ভাবনা। শন সিদ্ধান্ত নিলো, লোকবসতি এড়িয়ে চলবে ওরা। এমনকি আলফনসোও বলতে পারবে না কোনো এলাকা কাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। নির্দিষ্ট একটা জায়গা যে-পক্ষই দখল করুক, প্রতি ঘন্টায় না হলেও প্রতি দিনই তার সীমানা বদলে যাচ্ছে।

সরাসরি দক্ষিণ দিকে তাকালো শন, ওই পথ ধরেই এগোবে ওরা। খোলা প্রান্তরে গাছপালা ছাড়া কিছুই মাথাচাড়া দিয়ে নেই। প্রান্তরটা ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। উঁচু পাহাড় বা গভীর উপত্যকা বাধা হয়ে নেই, ওদের গতি মন্থর করার জন্যে আছে শুধু গভীর অরণ্য, জলাভূমি ও নদী। সবচেয়ে বড় নদীর সাবি, পর্তুগীজদের দেয়া নাম রিয়ো সেভ। চওড়া ও গভীর, পার হতে হলে নৌকো বা ভেলা দরকার হবে।

শেষ নদী লিমপোপো, ওদের পথে সর্বশেষ বাধা। সেটা এখনো তিনশো কিলোমিটার দক্ষিণে। নদীটার তীরে তিনটে দেশের সীমান্ত এক হয়েছে জিম্বাবুই, মোজাম্বিক ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ওখানে একবার পৌঁছুতে পারলে নাগালের মধ্যে চলে আসবে বিখ্যাত ক্রুগার ন্যাশনাল পার্ক। অবশ্য ক্রুগার ন্যাশনাল পার্কে দক্ষিণ আফ্রিকার সামরিক বাহিনীর কড়া পাহারা আছে। রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থী হিসেবে ঢুকবে ওরা তিনজন — শন, মাতাউ ও আলফনসো। ক্লডিয়া আমেরিকান নাগরিক, ওদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সহযাত্রী, নিরাপত্তাহীনতায় বিচলিত হয়ে ওদের সাথে

রয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক আশ্রয় চাইলেই যে পাওয়া যাবে, ব্যাপারটা অতো সহজ না-ও হতে পারে।

পাখির ডাক শুনে বাস্তবে ফিরে এলো শন। নিচে তাকিয়ে দেখলো গাছটার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে মাতাউ, ওর কাছ থেকে ষাট ফুট নিচে। 'শুনুন', সাংকেতিক ভাষায় বললো মাতাউ। 'বিপদ!'

পালস রেট বেড়ে গেলো শনের। শুধু সন্দেহবশত বিপদ-সংকেত দেয়ার লোক নয় মাতাউ। কান খাড়া করলো ও। তবু আরো এক মিনিট অপেক্ষা করতে হলো ওকে, তারপর শুনতে পেলো শব্দটা। শনের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি এতো ভালো যে শত্রুরাও প্রশংসা না করে পারে না, কিন্তু মাতাউর তুলনায় অন্ধ ও বধিরই বলা চলে ওকে।

শব্দটা কানে ঢুকতেই চিনতে পারলো শন, সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেলো গায়ের রোম। এখনো অনেক দূরে, তার চিনতে ভুল করেনি ও। ক্রমশ কাছে সরে আসছে।

চোখে বাইনোকুলার তুলে তাকালো শন। বনভূমির মাথা ছুঁয়ে বিশাল একটা পোকার মতো ছুটে আসছে হিন্দ গানশিপ। এখনো কয়েক মাইল দূরে, তবে ছুটে আসছে সরাসরি শনের গাছটাকে লক্ষ্য করেই।

* * *

ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারের সিটে বসে রয়েছে জেনারেল চায়না। হাত বাড়িয়ে গাটলিং-ক্যাননের কন্ট্রোল লিভারটা ধরলো সে, ককিং প্লাঞ্জারে চাপ দিলো। রিমোট এইমিং স্ক্রীন আলোকিত হয়ে উঠলো। কন্ট্রোল লিভার ঘোরাচ্ছে সে, ওপরে তুলছে, নিচে নামাচ্ছে, বিশ্বস্ততার সাথে তাকে অনুকরণ করে চলেছে ব্যারেলগুলো, স্ক্রীনে ফুটে উঠছে টার্গেট। তর্জনী দিয়ে সামান্য একটু চাপ দিলেই হয় এখন, নির্বাচিত যে-কোনো টার্গেটে লাগবে কামানের শেল। উইপেন কনসোলে একাধিক সুইচ রয়েছে, যে-কোনো একটা বেছে নিতে পারে সে, ছুঁড়তে পারে রকেট অথবা মিসাইল। দখল করা হিন্দে বেশ কয়েক ঘন্টা কাটিয়েছে সে, মেশিনটার বৈশিষ্ট্য জানা হয়ে গেছে তার।

প্রথম দিকে কয়েকটা সমস্যা দেখা দেয়, এক এক করে সবগুলো সমাধান করেছে জেনারেল চায়না। রাশিয়ান পাইলট ও গ্রাউণ্ড ক্রুরা তার নির্দেশ না বোঝার ভান করছিল। বহুমূল্য হিন্দটাকে বিকল করে দিতে পারে তারা, এই ভয়ে অস্থির ছিলো সে। রেনামো ইন্টেলিজেন্স-এর ডেপুটি ডিরেক্টরের মাধ্যমে লিসবনে জরুরী রেডিও মেসেজ পাঠায় চায়না, লিসবন এয়ারফোর্সের একজন দক্ষ পাইলট ও দু'জন এরোনটিক্যাল এঞ্জিনিয়ারকে নাইরোবিতে পাঠাতে হবে। নাইরোবি থেকে এয়ার মালাবি যোগে মালাবির রাজধানীতে আসবে তারা, সেখান থেকে একটা ল্যাণ্ড-রোভার তাদেরকে নিয়ে আসবে চা বাগানে, চা বাগান থেকে বীচক্রাফট প্লেনে চড়ে মাঝরাতে লেক কোবারো বাসা পেরুবে, লাল ফ্লেয়ার দেখে নেমে আসবে বনভূমির মাঝখানে খোলা প্রান্তরে, রেনামোদের দখল করা এলাকায়। চায়নার অনুরোধ রক্ষা করা হলো, রাশিয়ান পাইলট ও গ্রাউণ্ড ক্রুদের বদলে পর্তুগীজরাই এখন তার হিন্দ চালাচ্ছে ও দেখাশোনা করছে।

আপনমনে হাসছে জেনারেল, গাটলিং-ক্যাননের ব্যারেলগুলো অকারণেই এদিক ওদিক ঘোরাচ্ছে সে। 'পাইলট, গ্রামটা দেখতে পাচ্ছো? জানতে চাইলো সে।

'আর চার মিনিট পর দেখতে পাবো বলে আশা করছি', জবাব দিলো পাইলট।

জেনারেল টিপপো টিপ-এর সাথে দেখা করতে যাচ্ছে চায়না। রেনামোদের সাউদার্ন ডিভিশনের কমাণ্ডার সে। পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী তারা, তবে ভাব দেখায় পরম বন্ধু। জেনারেল টিপপো টিপের সাহায্য খুবই দরকার চায়নার, কিন্তু সাহায্যটা আদায় করতে হবে কৌশলে।

'দেখতে পাচ্ছি, জেনারেল', একটু পরই জানালো পাইলট।

'চলো ওদিকে।'

গাছের মাথা থেকে হিন্দকে আসতে দেখে পাতার আড়ালে গা ঢাকা দিলো শন। কামানের ব্যারেলগুলোকে নড়াচড়া করতে দেখে ভয় পেলো ও, জানে না অকারণেই ওগুলোকে ঘোরাচ্ছে জেনারেল চায়না। সরাসরি ওর মাথার ওপর দিয়ে চলে গেলো হিন্দ, ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারের সিটে বসা জেনারেল চায়নাকে পরিষ্কার

দেখতে পেলো ও। রাগে ও আক্রোশে গরম হয়ে উঠলো শনের মুখ। 'এই দানবটাকে শেষ করতে না পারলে মরেও আমি শান্তি পাবো না', বিড়বিড় করে বললো ও।

হঠাৎ দিক বদলে আরেক দিকে ঘুরে গেলো হিন্দ, কয়েক মাইল এগিয়ে শূন্যে স্থির হলো, তারপর নিচে দিকে নেমে হারিয়ে গেলো গাছপালার আড়ালে।

গাছ থেকে নামল শন। হিন্দের আওয়াজ শুনেই চুলোর আগুন নিভিয়ে দিয়েছে মাতাউ। তবে ভুট্টার কেক আগেই তৈরি করা হয়ে গিয়েছিল।

'হাঁটতে হাঁটতে খাবো আমরা', বললো শন। মৃদু শব্দে গুঙিয়ে উঠলো ক্লডিয়া, তবে কোমরে হাত দিয়ে সিঁধে হলো। তার সারা শরীর ব্যথায় টন টন করছে।

'দুঃখিত, সুন্দরী', বলে তার কাঁধে একটা হাত রাখলো শন। 'চায়না এখান থেকে মাত্র দু'মাইল পুবে ল্যাণ্ড করেছে। সম্ভবত ডমবি গ্রামে। ধরে নিতে পারো ওখানে তার ট্রুপস আছে। বসে থাকার উপায় নেই আমাদের।'

* * *

ডমবি গ্রামের একমাত্র রাস্তার ওপর নামলো হিন্দ। বিশ-পঁচিশটা পাকা দালান নিয়ে গ্রামটা, অনেকদিন থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। জানালার ফ্রেমে কাঁচ নেই, দেয়ালে প্লাস্টার খসে পড়েছে, প্রতিটি বাড়ির উঠান ঢাকা পড়ে আছে ঝোপ ও আগাছায়। রাস্তাটার দু'পাশে সারি সারি দোকান ছিলো হিন্দু ব্যবসায়ীদের, এখন সেগুলো খালি, সাইনবোর্ডগুলোয় ধুলো জমেছে, কোনো কোনোটা ঝুলে পড়েছে একদিকে। হিন্দ থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামলো জেনারেল চায়না, একটা দোকানের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর দিকে ঘুরলো সে। ইউনিফর্ম পরা রেনামো অফিসার তারা। চারদিকে চোখ বুলিয়ে দোকানগুলোর বারান্দায় সব মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজনকে দেখলো সে।

অফিসারদের সামনের স্যারি থেকে নিজেকে আলাদা করলো প্রকাণ্ডদেহী জেনারেল টিপপো টিপ, হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে থপথপ করে হেঁটে এলো সে।

'জেনারেল চায়না, ভাই আমার!' অথচ পরস্পরের শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, পরম শত্রুও বটে তারা।

পরস্পরকে আলিঙ্গন করলো তারা, তারপর চুমো খেলো। 'ওরা আমাকে বললো, জেনালে চায়না হিন্দ স্কোয়াড্রন ধ্বংস করে দিয়েছে। আমি বললাম, জেনারেল চায়না সত্যিকার একজন বীর এবং আমার আপন ভাই', আলিঙ্গন মুখ হয়ে বললো টিপপো টিপ, তাকিয়ে আছে হিন্দ গানশিপের দিকে।

পাইলটের এদ্দশ্যে হাত নেড়ে সংকেত দিলো জেনারেল চায়না। মুহূর্তমাত্র দেরি না করে আবার শূন্যে উঠে পড়লো হিন্দু, গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে আরো উঁচুতে উঠলো, তারপর বাক নিয়ে রওনা হলো দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে। সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো জেনারেল টিপপো টিপ। মনে মনে হাসলো সে। চায়নার তুরুপ ওটা, জানে সে। বেদখল হয়ে যাবার ভয়ে তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেললো।

'ভাই টিপপো,' সহাস্যে বললো জেনারেল চায়না। 'তোমার খবর কি শোনাও আমাকে। আমিশুনলাম ফ্রেলিমোদের বিরুদ্ধে প্রতিটি লড়াই জিতছো তুমি। তোমার ভয়ে ওরা নাকি আর আক্রমণ করতেই সাহস পাচ্ছে না।'

সম্পূর্ণ মিথ্যে। ফ্রেলিমোদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে পিছিয়ে এসেছে জেনারেল, বলতে গেলে ডমবি গ্রামে লুকিয়ে আছে তারা। 'ওদেরকে আমরা ধরে ধরে খেয়ে ফেলছি বলে গুজব রটেছে,' বললো টিপপো টিপ। 'এ-থেকেই আন্দাজ করুন কতো লোক হারালে শত্রু শিবিরে এ-ধরনের গুজব রটতে পারে।'

'শুনে খুশি হলাম,' হাঁটতে হাঁটতে জেনারেল স্টোর-এর বারান্দায় উঠে এলো ওরা, ছায়ায় দাঁড়ালো। 'তারমানে আমার কোনো সাহায্য আপনার দরকার নেই'

'ভাই সাহায্য করতে চাইলে তা কখনো প্রত্যাখ্যান করতে নেই,' সাথে সাথে মন্তব্য করলো জেনারেল টিপপো টিপ। 'বিশেষ করে সেই ভাই যদি বাজপাখিতে চড়ে আকাশটাকে দখল করে রাখে। এমন হতে পারে আপনার সাহায্যের বিনিময়ে আমিও কিছু উপকার করতে পারি আপনার।'

ব্যাটা জানে আমি সাহায্য চাইতে এসেছি ভাবলো চায়না।

'ফ্রেলিমোদের জন্যে একটা ফাঁদ পেতেছি, আমি,' বললো টিপপো টিপ। 'সেভ ফরেস্ট থেকে পিছিয়ে এসে।'

আসলে মার খেয়ে পালিয়ে এসেছে সে। সেভ বনভূমি সম্পদের একটা বিশাল ভাণ্ডার, সত্তর ফুট লম্বা গাছগুলোকে হাতির দাঁত বলা হয়। ওখানে যে মেহগনি পাওয়া যায় দুনিয়ার আর কোথাও তার অস্তিত্ব নেই। শুধু কাঠ বিক্রি করে মোজাম্বিক সরকার একশো বছর তার নাগরিকদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে পারবে। কিন্তু পোচররা যেমন সেভ বনভূমি থেকে হাতি ও মোষ মেরে সাফ করেছে, তেমন সরকারী কর্মচারী ও গেরিলা দলগুলো সাফ করছে গাছগুলোকে।

'ত্রিশ হাজার দাস এনেছে ওরা,' চায়নাকে বললো টিপপো টিপ।

'বলেন কি! এতো! ফ্রেলিমোদের আপনি সে-সুযোগ দিলেন?'

'কেন দেবো না!' হাসলো জেনারেল টিপ। 'ওরা গাছ কাটছে, কিন্তু কাদের জন্যে কাটছে — নিজেদের জন্যে, নাকি আমার জন্যে? গাছ তো কাটছে, কিন্তু রাস্তা ও রেললাইন মেরামত না হওয়া পর্যন্ত সরাবে কিভাবে রেললাইনের ধারে গুগুলো জড়ো করছে তারা। আমার লোকজন নজর রাখছে গুগুলোর ওপর। এতোদিনে আবার সেভ ফরেস্টে ফিরে যাবার একটা তাগিদ অনুভব করছি আমি।'

'কিন্তু আপনিই বা ওগুলো রফতানি করবেন কিভাবে? একেকটা লগের ওজন হবে কম করেও একশো টন। কিনবেই বা কে?'

হাততালি দিয়ে, চিৎকার করে একজন সহকারীকে ডাকলো জেনারেল টিপপো টিপ। রাস্তার জটলা থেকে ছুটে এলো লোকটা, জেনারেলদের সামনে এসে দাঁড়ালো। ওদের পায়ের কাছে একটা ফিল্ড ম্যাপের ভাঁজ খুললো সে। চেয়ার থেকে ম্যাপটার দিকে ঝুঁকে পড়লো দুই রেনামো জেনারেল। 'এই হলো বনভূমি।'

রিয়ো সেভ আর লিমপোপো নদীর মাঝখানের বিশাল এলাকাটা আঙুল দিয়ে দেখালো টিপপো টিপ, ওদের পরিজশন থেকে সরাসরি দক্ষিণে 'ফ্রেলিমোরা ওদের টিমবারইয়ার্ড তৈরি করেছে এখানে, এখানে আর এখানে।'

'বলে যান,' তাকে উৎসাহ যোগালো কমরেড চায়না।

'সর্বদক্ষিণের টিমবারইয়ার্ডগুলো লিমপোপো নদীর উত্তর পাড় থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে আর দক্ষিণ আফ্রিকার সীমান্ত থেকেও ওই ত্রিশ মাইল দূরে!'

বিপদের কথা নয়, যদি তারাই কাটা তগাছগুলো কোনোর ব্যাপারে আগ্রহী হয়,' হেসে উঠে বললো জেনারেল টিপ। এখানে আমরা যে প্রাকৃতিক সম্পদের কথা আলোচনা করছি তার দাম হাফ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ওরা বলছে, আমরা যদি ঠিকমতো ডেলিভারি দিতে পারি, তাহলে পরিবহনের সব ব্যবস্থা ওরাই করব, পেমেন্ট দেবে জুরিখ বা লিসবনে।' এক মুহূর্ত থেমে মুচকি হাসলো সে, তারপর আবার বললো,' ফ্রেলিমোরা কেটেছে, আমরা বিক্রি করবো।'

'আর আমার নতুন হেলিকপ্টার ওগুলো দখল করার কাজে আপনাকে সাহায্য করবে?'

'সাহায্য করতে চায় করুক, তবে আমার নিজের ফোর্স একাই কাজটা করতে পারবে।'

'যদিও জয়েন্ট অপারেশন হলে কাজটা তাড়াতাড়ি সারা যাবে, সাফল্য সম্পর্কে আরও বেশি নিশ্চিত হওয়া যাবে,' টিপপো টিপকে বললো চায়না।

'আমার বাজপাখির সাহায্য পেলে জঙ্গল থেকে ফ্রেলিমোদের তাড়াতে এক সপ্তাও লাগবে না আপনার।'

প্রস্তাবটা বিবেচনা করার ভান করলো টিপপো টিপ, তারপর বললো 'অবশ্য সাহায্যের বিনিময়ে আপনাকে একটা উচিত ভাগ দেয়া আমার কর্তব্য।'

'উচিত -এর বদলে 'সমান' শব্দটা বেশি পছন্দ আমার, দীর্ঘশ্বাস ফেললো জেদনারেল চায়না।

তীব্র প্রতিবাদ জানালো টিপপো টিপ। এক ঘন্টার ওপর তর্ক ও দর কষাকষি হলো। অবশেষে একটা সমঝোতায় পৌঁছুলো তারা। ত্রিশ হাজার শ্রমিক কয়েক মাস ধরে গাধার খাটনি খেটেছে, সম্পদটা গোটা জাতির কিন্তু ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে গেলো দু'জন অসৎ জেনারেলের মধ্যে।

জেনারেল টিপপো টিপ জানালো, শ্রকিদের পেট ভরে খেতে দেয়া হচ্ছে না, অসুখে-বিসুখে ইদানীং রোজ প্রায় একশো শ্রমিক মারা যাচ্ছে। প্রথম দিকে যে হারে গাছ কাটা হতো এখন তার অর্ধেকও কাটা হচ্ছে না। নতুন শ্রমিকও যোগাড় করতে পারছে না ফ্রেলিমোরা। 'এখনই সময় হামলা করার, বললো সে। বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই।'

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালো জেনারেল চায়না। আর আধঘন্টা পর তাকে নিতে আসবে হিন্দ। আরেকটা ব্যাপার,' হঠাৎ করেই প্রসঙ্গটা পাড়লো সে। তার গলার আওয়াজ বদলে যেতে শুনে সতর্ক হয় উঠলো টিপপো টিপ।

'ছোট একদল ফেরারীকে ধাওয়া করছি আমি। মনে হচ্ছে দক্ষিন আফ্রিকার সীমান্ত পেরুবার চেষ্টা করবে তারা, সংক্ষেপে শনের দলের বর্ণনা দিলো সে। আমি চাই ডমপি ও লিমপোপোর মাঝখানে যেখানে যতো ঘাঁটি ও ফোর্স আছে আপনার, সবগুলোকে আপনি সতর্ক করে দেন, তারা যেনো ফেরারীদের এই দলটাকে ধরার চেষ্টা করে।'

'ফর্সা?' সাদা? শ্বেতাঙ্গিনী? যুবতী?' লোভে চকচক করে উঠলো জেনারেল টিপপো টিপের চোখ। সুন্দরী? ভারি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো! ভাই চায়না আমেরিকান যুবতীর প্রতি আমার আবার প্রচণ্ড দুর্বলতা।'

'গুরুত্বপূর্ণ হলো, পুরুষটা, সে-ই লিডার। মেয়েটা আমেরিকান হলেও, তার খুব একটা মূল্য নেই।'

'মেয়েমানুষ মাত্রই মূল্যবান, অন্তত আমার কাছে, বিশেষ করে সে যদি ফর্সা ও কচি হয়। আসুন, ভাই, আরেকবার দর কষি আমরা। ওদেরকে ধরার ব্যাপারে সাধ্যমতো সাহায্য করবো আমি। পুরুষটাকে আপনি পাবেন। কিন্তু মেয়েটাকে পাবো আমি। রাজি?' চায়নার দিকে হাত বাড়ালো টিপপো টিপ।

এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে তার হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিলো জেনারেল চায়না। 'রাজি। কিন্তু পুরুষটাকে, শন কোর্টনিকে, অক্ষত অবস্থায় চাই আমি।'

'মেয়েটার ব্যাপারে আমারও সেই শর্ত, অক্ষত অবস্থায় চাই।'

সময় নষ্ট না করে মাপের ওপর আঙুল রাখলো জেনারেল চায়না। 'আমার জানামতে তাদের সর্বশেষ পজিশন ছিলো এটা, রেললাইনের ঠিক উত্তরে। তবে সেটা তিনদিন আগের কথা। এই মুহূর্তে তারা এখানে কোথাও আছে', ম্যাপের গায়ে আঙুল বুলালো সে। 'দলের একজন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে, কাজেই খুব বেশি দক্ষিণে এখনো তারা পৌঁছুতে পারেনি। টহলবাহিনী পাঠিয়েছি আমি, প্রায় তিনশো লোক রেললাইনের দক্ষিণ দিকটা চষে ফেলছে, তাদের ছাপ দেখতে পেলেই রিপোর্ট করবে আমাকে। এবার বলুন, আপনি কতোজনকে লাগাতে পারবেন।'

'এরইমধ্যে তিনটে কোম্পানীকে রিয়ো সেভ ফরেস্টে পাঠিয়ে দিয়েছি আমি, লগগুলোর ওপর নজর রাখছে তারা। এদিকে, আরো উত্তরে, পাঁচটা কোম্পানী রয়েছে আমার। আপনার শত্রুরা যদি লিমপোপো সীমান্তে পৌঁছুতে চেষ্টা করে, আমার কোম্পানী ও ফ্রেলিমো গার্ডদের তৈরি লাইন ভেদ করে যেতে হেব তাদেরকে। আমি আমার কোম্পানী কমাণ্ডারদের রেডিও মেসেজ পাঠিয়ে সতর্ক করে দিচ্ছি।'

'প্রতিটি ট্রেইল কাভার দিতে হবে ওদের, কড়া নজর রাখতে হবে প্রতিটি নদীর ওপর। জঙ্গলের মধ্যে মনববন্ধন রচনা করা সম্ভব নয়, আমি বুঝি, তবু কোথাও কোনো ফাঁক রাখা চলবে না', কর্তৃত্বের সুরে বললো জেনারেল চায়না। 'আপনার সেকশন কমাণ্ডারদের সতর্ক করে দিন, শন কোর্টনি একজন দক্ষ সামরিক অফিসার। জিম্বাবুইয়ের স্বাধীনতা যুদ্ধে লড়েছে সে।'

'শন কোর্টনি, নামটা আমার পরিচিত-স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সে-ই তো আপনার ট্রেনিং ঘাঁটিতে আক্রমণ চালিয়েছিল, তাই না?' চায়নার কানের দিকে একবার তাকালো টিপপো টিপ।

হাত দিয়ে কানটা ঢেকে মৃদু হাসলো চায়না। 'হ্যাঁ। এর প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে।'

দু'জনেই ওরা কান খাড়া করলো, ফিরে আসছে হিন্দ।

'১১৮৪ এমএইচজেড-এ রেডিও যোগাযোগ বজায় রাখবো আমরা', টিপপো টিপকে বললো কমরেড চায়না। 'প্রতিদিন সকাল ছ'টায়, দুপুরে, আর সন্ধ্যা ছ'টায়।'

হিন্দের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে জেনারেল টিপপো টিপ, অন্যমনস্কভাবে মাথা ঝাঁকালো সে।

হিন্দে চড়লো চায়না, পর্তুগীজ পাইলট এক নিমেষে হেলিকপ্টার নিয়ে আকাশে উঠে এলো। 'জেনারেল', এয়ারফোনে পাইলটের গলা পেলো চায়না। 'আপনার টহল বাহিনীর একজন লিডার আপনাকে ডাকছে। লাল বাতি কল সাইন ব্যবহার করছে ওরা।'

'গুড। ওদের ফ্রিকোয়েন্সিতে সেট করো আমাদের রেডিও।'

খানিক পর মাইক্রোফোনে কথা বললো জেনারেল চায়না, 'লালবাতি, এখানে আমি, রণহুংকার।'

সাথে সাথে টহল বাহিনীর লিডার সাড়া দিলো। 'রণহুংকার, এখানে আমি, লাল বাতি। আমরা ওদের সন্ধান পেয়েছি।'

'তোমাদের পজিশন জানাও', নির্দেশ দিলো জেনারেল চায়না, ফিল্ড ম্যাপে চোখ রাখলো সেকশন লিডার পজিশন জানালো।

ডমবি গ্রাম থেকে ত্রিশ মাইল উত্তর দিকে রয়েছে ওরা। 'হিন্দকে দেখতে পেলে লাল একটা ফ্লেয়ার ছুঁড়বে আকাশে', সেকশন লিডারকে নির্দেশ দিলো সে।

রেনামো গেরিলারা গাছপালা কেটে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে রেখেছে, সেখানেই ল্যাণ্ড করলো হিন্দ। ককপিট থেকে লাফ দিয়ে নামলো জেনারেল চায়না, এগিয়ে এসে তাকে স্যালুট করলো সেকশন লিডার। অস্ত্র, পানির বোতল ও অ্যামুনিশনে ঢাকা পড়ে আছে তার শরীর। 'কাল কোনো এক সময় এই পথ দিয়ে গেছে ওরা', রিপোর্ট করলো সে।

রেনামো গেরিলারা গাছপালা কেটে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে রেখেছে, সেখানেই ল্যাণ্ড করলো হিন্দ। ককপিট থেকে লাফ দিয়ে নামলো জেনারেল চায়না, এগিয়ে এসে তাকে স্যালুট করলো সেকশন লিডার। অস্ত্র, পানির বোতল ও অ্যামুনিশনে ঢাকা পড়ে আছে তার শরীর। 'কাল কোনো এক সময় এই পথ দিয়ে গেছে ওরা', রিপোর্ট করলো সে।

'ঠিক জানো, ওরাই?'

'দলে একজন সাদা মেয়ে আছে', মাথা ঝাঁকালো সেকশন লিডার। হাত তুলে সামনেটা দেখালো, 'ওখানে ওরা কিছু একটা পুঁতে রেখে গেছে। আমরা ছুঁইনি, তবে ধারণা করছি ওটা সম্ভবত একটা কবর।'

'চলো, দেখি', সেকশন লিডারের পিছু পিছু কাঁটাঝোপে ঢুকলো জেনারেল। 'হ্যাঁ, করব বলেই মনে হচ্ছে। খোলো ওটা।'

অস্ত্র নামিয়ে রেখে রেনামো গেরিলারা পাতর সরাতে শুরু করলো। বারবার তাগাদা দিলো জেনারেল চায়না, 'হাত চালাও! হাত চালাও!'

'ভেতরে একটা লাশ রয়েছে', সেকশন লিডার পিছন ফিরে তাকালো চায়নার দিকে। জোবের কাপড় মোড়া মাথাটা দেখতে পেরেছে সে। হাত বাড়িতে মাথা থেকে শার্টটা খুলে নিলো।

'ম্যাটাবেল গাধাটা', চেহারা দেখেই জোবকে চিনতে পারলো জেনারেল চায়না। 'এতো দূর হেঁটে আসতে পারবে বলে ভাবিনি আমি। বের করো, বের করো — হায়েনাদের খোরাক বানাও ওটাকে।'

কবরে নামলো দু'জন গেরিলা, কম্বল মোড়া কাঁধটা ধরে টান দিলো। চকচক করছে চায়নার চোখ, উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে শরীর। প্রাচীন আফ্রিকায়, কিছু কিছু সম্প্রদায়ের মধ্যে, শত্রুপক্ষের লাশ ছিন্নভিন্ন করার রীতি প্রচলিত ছিলো মনে করা হতো, শরীরটা ছিন্নভিন্ন করা হলে আত্মা পালিয়ে যাবে, তাহলে আর বিজয়ীর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না সে। কররের ওপর চোখ রেখে মনে মনে হাসলো কমরেড চায়না, সিদ্ধান্ত নিলো পরবর্তী রেডিও মেসেজে দৃশ্যটার বিশদ বর্ণনা দেবে সে, শন কোর্টনির কি প্রতিক্রিয়া হয় দেখতে হবে তাকে।

হঠাৎ গাছের ছাল ও সরু একটা ডাল দেখতে পেলো সে, কম্বল মোড়া লাশের কাঁধে লেগে রয়েছে, খানিকটা বাঁকা হয়ে। ভুরু কুঁচকে উঠলো তার। হঠাৎ ডালটায় টান পড়লো, আরো একটু বাঁকা হলো সেটা, সেই সাথে মৃদু একটা শব্দ হলো শব্দটা চিনতে পেরে আতঙ্কে বিকৃত হয়ে উঠলো জেনারেল চায়নার চেহারা। চিৎকার করলো সে, 'গ্রেনেড!' ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়লো।

বিস্ফোরণের ধাক্কায় মাটির ওপর বার কয়েক আছাড় খেলো কমরেড চায়না, ছুটে এসে কি যেনো লাগলো কপালে। শরীরটাকে একবার গড়িয়ে দিয়ে বসলো সে, চোখের সামনে কিছুই দেখতে পেলো না। অন্ধ হয়ে গেছি! ভাবলো সে। কিন্তু না, ধীরে ধীরে ফিরে এলো দৃষ্টি। অনুভব করলো, কপাল থেকে রক্তের একটা ধারা নামছে। মুখে হাত বুলিয়ে নাকের পাশেও একটা ক্ষত আবিষ্কার করলো সে। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো, তাকালো কবরের ভেতর। গেরিলাদের একজন কবরের ভেতর বসে আছে, বেরিয়ে পড়া নিজের নাড়িভুঁড়ি আবার জায়গামতো ঢোকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে লোকটা। দ্বিতীয় লোকটা সাথে সাথে মারা গেছে। সেকশন লিডার লাফ দিয়ে সোজা হলো, চায়নার সামনে এসে কপালের ক্ষতটা পরীক্ষা করছে। তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো জেনারেল। 'শন কোর্টনি, ইউ বাস্টার্ড! এর মূল্য তোমাকে দিতে হবে!'

আহত গেরিলা এখনো তার নাড়িভুঁড়ি হাতড়াচ্ছে, কিন্তু আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে আসছে সেগুলো। তার পেট ও মুখ থেকে ফুট-ফাট আওয়াজ বেরিয়ে আসছে, জেনারেল চায়নার বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ালো। 'নিয়ে যাও ওকে! সরাও! চুপ করাও!'

আহত লোকটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো। প্রচণ্ড রাগে থরথর করে কাঁপছে জেনারেল। চারদিকে তাকালো সে, কার ওপর ঝাল ঝাড়বে বুঝতে পারছে না। 'তোমরা! গেরিলারা!' হুংকার ছাড়লো সে। 'বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছো কি মনে করে! ছোরা বের করো, ছোরা!' কয়েকজন গেরিলা সাথে সাথে তার নির্দেশ পালন করলো। 'ম্যাটাবেল কুকুরটাকে গর্ত থেকে বের করো! হ্যাঁ। এবার কাজে নেমে পড়ো। চালাও ছোরা! কাটো! টুকরো টুকরো করো! আরো ছোটো, আরো ছোটো! থেমো না! মাংসের বল চাই আমি! ছোটো ছোটো বল! হায়েনারা যাতে সহজে গিলতে পারে! হ্যাঁ।'

* * *

সারাটা সকাল পথ দেখিয়ে ওদেরকে দক্ষিণ দিকে নিয়ে চললো মাতাউ। ফসলহীন খালি মাঠ ও পরিত্যক্ত গ্রামগুলোর ভেতর দিয়ে এগোলো ওরা। চাষবাস না হওয়ায় ঝোপ-ঝাড় জন্মেছে মাঠে, আড়াল হিসেবে কাজ করলো ওগুলো। তবে হাঁটার গতি মন্থর হয়ে পড়েছে, বিশেষ করে ক্লডিয়ার। সহ্যক্ষমতার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে সে। এক সময় শনের পাশেই ছিলো, তারপর পিছিয়ে পড়লো, চেষ্টা করেও হাঁটার গতি বাড়াতে পারলো না। কাঁটাঝোপের গায়ে ঘষা খেয়ে হাত ও চামড়া ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। এতো দুর্বল যে কথা বলার শক্তি নেই।

প্রায়ই দাঁড়িয়ে পড়লো শন, ক্লডিয়াকে এগিয়ে আসার সুযোগ দিলো। 'দুঃখিত', বিড়বিড় করলো ক্লডিয়া, চোখ বুলালো আকাশে।

'হাঁটার মধ্যে থাকতে হবে আমাদের', বললো শন। ক্লডিয়া টলছে দেখে কাঁধে একটা হাত রেখে সোজা থাকতে সাহায্য করলো তাকে।

দুপুরের খানিক পর আবার হিন্দের আওয়াজ পেলো ওরা। এঞ্জিনের অস্পষ্ট শব্দ উত্তরে সরে গেলো। আরো এক মাইলের মতো এগিয়ে থামার নির্দেশ দিলো শন, ক্লডিয়াকে ধরে গাছের ছায়ায় নিয়ে এলো। ঝোপের মাঝখানে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লো ক্লডিয়া। ঘুমিয়ে পড়লো সাথে সাথে।

ঘুম ভাঙার পর ক্লডিয়ার মনে হলো, মিনিট পাঁচেক চোখ বুজে ছিলো সে। কিন্তু দেখলো, রোদের তাপ কমে গেছে, ছায়াগুলো লম্বা হয়েছে। তার মানে এখন বিকেল! উঠে বসলো সে। দেখলো, আগুন জ্বেলে খাবার তৈরি করছে শন।

'খিদে পেয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো শন।

'প্রচণ্ড!'

'ডিনার', একটা প্লেটে করে খাবার নিয়ে এলো শন।

প্লেটের দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকালো ক্লডিয়া। 'কি ওগুলো?' কালো সসেজ-এর স্তূপ, আকারে প্রতিটি তার কড়ে আঙুলের সমান।

'জানতে চেয়ো না', বললো শন। 'খাও।'

প্লেটে থেকে একটু তুলে নিয়ে গন্ধ শুঁকলো ক্লডিয়া। এখনো গরম গন্ধটা চিনতে পারলো না, তবে মাংসের মতোই লাগলো।

'খাও!' আবার বললো শন, ক্লডিয়ার প্লেট থেকে নিজেও খেলো একটা। 'ভারি মজা।'

দেখাদেখি ক্লডিয়ার খেলো একটা। বেশ ভালোই লাগলো।

'আরেকটা খাও।'

'না, ধন্যবাদ।'

'প্রোটিনে ভরপুর। খাও।'

'অচেনা খাবার আমি খাই না।'

'খালি পেটে হাঁটবে কিভাবে? নাও, হাঁ করো!' ক্লডিয়াকে নিজের হাতে খাওয়ালো শন, নিজেও খেলো।

প্লেট খালি হবার পর ক্লডিয়া বললো, 'এবার বলো, কী খেলাম।' জবাবে নিঃশব্দে হাসলো শন, মাথা নাড়লো এদিক ওদিক, তারপর আলফনসোর দিকে তাকালো।

'রেডিওটা অন করো হে', বললো শন। 'শোনা যাক চায়নার কি বলার আছে।'

ব্যাগ থেকে রেডিও বের করছে আলফনসো, নিঃশব্দে ক্যাম্পে ফিরে এলো মাতাউ। তার হাতে সরু একটা ডাল দেখলো ক্লডিয়া, শুধু ছাল রয়েছে ভেতরে কাঠ নেই। টিউবটার দুই মুখ ঘাস দিয়ে বন্ধ করা। শনের সাথে বিড়বিড় করে কথা বললো সে, থমথমে হয়ে উঠলো শনের চেহারা।

'কী ব্যাপার?' ফিসফিস করে জানতে চাইলো ক্লডিয়া।

'সামনের দিকটায় প্রচুর ছাপ দেখতে পেয়েছে মাতাউ', বললো শন। 'অনেক লোক টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। রেনামো নাকি ফ্রেলিমো, বলতে পারছে না ও।'

খবরটা ভয় পাইয়ে দিলো ক্লডিয়াকে, শনের আরো কাছে সরে এলো সে, ওর কাঁধে হেলান দিলো। রেডিও অন করেছে আলফনসো, একসাথে অনেকগুলো গলা ভেসে আসছে স্পীকার থেকে, আফ্রিকার আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলছে। 'কিছু একটা ঘটছে বলে মনে হয়', মন্তব্য করলো আলফনসো। 'একটা পাঁচিল খাড়া করছে ওরা, আসা-যাওয়া বন্ধ করার জন্যে। প্রচুর লোক পাঠানো হয়েছে।'

'রেনামো? জানতে চাইলো শন।

মাথা ঝাঁকালো আলফনসো। 'মনে হলো জেনারেল টিপপো টিপের লোক ওরা।'

'কি বলছে ও?' জানতে চাইলো ক্লডিয়া।

'রুটিন ট্রাফিক', মিথ্যে বললো শন, চায় না ভয় পাক ক্লডিয়া।

ক্লডিয়ার পেশীতে ঢিল পড়লো, তাকালো মাতাউর দিকে। আগুনের ধারে উবু হয়ে বসেছে সে, টিউবটা আগুনের ওপর ঝাঁকাচ্ছে ঘন ঘন। টিউবের মুখ থেকে কয়লার ওপর কি যেনো পড়ছে একটা দুটো করে। জিনিসগুলো চিনতে পেরে আঁতকে উঠলো ক্লডিয়া। 'ওগুলো...!' কথা শেষ করতে পারলো না, দেখলো একগাদা শুঁয়োপোকা মোচড় খাচ্ছে লাল কয়লার ওপর, গায়ের কাঁটাগুলো পুড়ছে, ধোঁয়া উঠছে সেগুলো থেকে, ধীরে ধীরে কালো সসেজের আকৃতি নিচ্ছে। মুখে হাত চাপা দিয়ে আর্তনাদ করে উঠলো ক্লডিয়া। 'আমি কি তাহলে...!' হাঁপিয়ে উঠলো সে, আতঙ্কে নীল হয়ে গেলো চেহারা। 'না, আমি খাইনি! ওগুলো আমি খাইনি! না-না! অসম্ভব... ।'

'অত্যন্ত পুষ্টিকর', তাকে আশ্বস্ত করলো শন। বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে কয়লা থেকে একটা শুঁয়োপোকা তুলে ঘন ঘন হাত বদল করলো মাতাউ। সোজা হলো, এগিয়ে এসে বাড়িয়ে ধরলো ক্লডিয়ার দিকে। 'খান, ডোন্ না, ভারি সুস্বাদু।'

'আমি জ্ঞান হারাবো!' চিৎকার করলো ক্লডিয়া। 'আমার বমি পাচ্ছে!' দু'হাতে পেটটা চেপে ধরলো সে।

এই সময় হঠাৎ রেডিওর দিকে মনোযোগী হয়ে উঠলো শন। ওর ভুরু কুঁচকে উঠছে দেখে কান খাড়া করলো ক্লডিয়ার, জানতে চাইলো, 'কী ভাষা ওটা?'

'আফ্রিকান', সংক্ষেপে জবাব দিলো শন। 'চুপ! শোনো!' কিন্তু আওয়াজটা ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে গেলো।

'আফ্রিকান?' জিজ্ঞেস করলো ক্লডিয়া। 'সাউথ আফ্রিকান ডাচ?'

'হ্যাঁ', মাথা ঝাঁকালো শন। ওর ধারণা, দক্ষিণ আফ্রিকার মিলিটারী ট্র্যান্সমিশন ছিলো ওটা, সম্ভবত লিমপোপো সীমান্ত থেকে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠাচ্ছিল হেডকোয়ার্টারে। আলফনসোর সাথে আলোচনা করলো শন, তারপর ক্লডিয়াকে বললো, 'আলফনসোরও ধারণা, সাউথ আফ্রিকান বর্ডার পেট্রোল।' হাতঘড়ি দেখলো শন। 'আজ আর বোধহয় জেনারেল চায়না তার গান শোনাবে না। তৈরি হয়ে নাও, রওনা হবো আমরা।'

দাঁড়াতে যাচ্ছে শন, এই সময় আবার জ্যান্ত হয়ে উঠলো রেডিও। এবার গলার আওয়াজটা এতো পরিষ্কার যে জেনারেল চায়নার শ্বাস টানার প্রতিটি শব্দ শুনতে পেলো ওরা। 'গুড ইভনিং, কর্নেল কোর্টনি। দেরি করার জন্যে দুঃখিত। খুব জরুরী একটা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল কিনা। সাড়া দিন, প্লীজ, কর্নেল কোর্টনি।'

নিস্তব্ধতা নামলো। মাইক্রোফোনটার দিকে শন হাত বাড়ালো না।

'এখনো বাকশক্তি ফিরে পাননি তাহলে?' অপরপ্রান্ত থেকে হাসলো কমরেড চায়না। 'বেশ। তবে আমি জানি আপনি শুনছেন, কাজেই আপনাকে অভিনন্দন জানাবার কাজটা আগে সেরে নিই। সত্যি, এতো অল্প সময়ের ভেতর এতোটা এগোতে পারবেন বলে ভাবিনি আমি। বিশেষ করে মিস মনটেরো যেখানে ব্রেক বা বাধা হিসেবে কাজ করছেন।'

'হারামি লোক!' তিক্তকণ্ঠে বিড়বিড় করলো ক্লডিয়া।

'সত্যি কথা বলতে কি, কর্নেল কোর্টনি, আপনি আমাকে অবাক করে দিয়েছেন। আপনাকে ওয়েলকাম জানাবার জন্যে স্টপ লাইনটা আরো দক্ষিণে সরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছি আমরা।'

আলফনসো ও শন দৃষ্টি বিনিময় করলো।

হঠাৎ বদলে গেলো গলাটা, শব্দগুলো যেনো চিবাচ্ছে জেনারেল চায়না। 'আপনারা ম্যাটাবেল কুকুরটার কবর আমরা খুঁজে পেয়েছি।' ক্লডিয়া অনুভব করলো, তার পাশে আড়ষ্ট হয়ে উঠলো শন। 'লাশটা আমরা কবর থেকে তুলে পরীক্ষা করেছি। পচনের মাত্রা দেখে বুঝতে পেরেছি কতোক্ষণ মাটির সংস্পর্শে ছিলো ওটা।' একটু একটু কাঁপছে শন। 'পচলে ম্যাটাবেলরা আরো বেশি গন্ধ। ভালো কথা, তার মাথার পিছনে বুলেট কি আপনিই ঢুকিয়েছেন? অত্যন্ত বুদ্ধিমানের কাজ। ম্যাটাবেল কুকুরটা এমনিতেও বাঁচতো না।'

শনের দিকে তাকাতে ভয় পেলো ক্লডিয়া।

'ও, ভালো কথা, ফাঁদটা কোনো কাজে আসেনি', বলে চলেছে জেনারেল চায়না, বলার ফাঁকে হাসছে। 'খুবই কাঁচা হাতের কাজ ছিলো ওটা। ম্যাটাবেলটাকে নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না, মেজর। হায়েনাদের জন্যে কাজটা আমি সহজ করে দিয়েছি। দু'জন লোককে লাগিয়ে দিয়েছিলাম, ছোরা দিয়ে টুকরো টুকরো করেছে তারা।'

হুঁশ-জ্ঞান হারিয়ে ফেললো শন, ছোঁ দিয়ে মাইক্রোফোনটা তুলে নিয়ে চিৎকার করলো, 'ইউ সোয়াইন! ইউ ব্লাডি অ্যানিমেল! প্রার্থনা করো, আমার হাতে যেনো তোমাকে পড়তে না হয়!' থামলো শন, হাঁপাচ্ছে।

'ধন্যবাদ', কর্নেল', জেনারেল চায়নার কণ্ঠস্বরে হাসির ভাব। 'একা একা কথা বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।'

জবাব দেয়ার ঝোঁকটা অতি কষ্টে দমন করলো শন, হাত ঝাপটা দিয়ে বন্ধ করলো রেডিওটা। 'প্যাক আপ!' রাগে এখনো কাঁপছে ওর গলা। 'ভুল করেছি, তার খেসারত দিতে হবে। আমি কথা বলায় চায়না এখন জানে কোথায় আমরা রয়েছি। খুব জোরে হাঁটতে হবে আমাদের।'

তবু আজ রাতে ওদের এগোবার গতি বাড়ানো গেলো না। মাঝরাতের আগে দু'বার ওদেরকে থামার সংকেত দিলো মাতাউ, তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে সতর্ক করে দিলো, সামনে বিপদ। দু'বারই সামনের পথে ফাঁদ দেখতে পেলো সে, ওদের জন্যেই পাতা হয়েছে। দু'বারই ওরা ঘুরপথে ধরে, ধীরে ধীরে এগোতে বাধ্য হলো।

'জেনারেল টিপপো টিপের লোক ওরা', বিড়বিড় করলো আলফনসো। 'এই এলাকা ওদের দখলে রয়েছে। টিপপো টিপ নিশ্চয়ই সাহায্য করছেন জেনারেল চায়নাকে। সামনের সব ক'টা পথে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে রেনামো গেরিলারা।'

তবে মাঝরাতের খানিক পর ওদের ভাগ্য খানিকটা প্রসন্ন হলো। একটা পথ দেখতে পেলো মাতাউ, প্রায় সরাসরি দক্ষিণ দিকে এগিয়েছে। বেশিক্ষণ হয়নি, এই পথ দিয়ে একদল লোক হেঁটে গেছে–যেদিকে ওরা যাচ্ছে সেদিকেই। সুযোগটা কাজে লাগালো শন। 'ওদের ছাপে পা ফেলবো আমরা, পিছনে আমাদের আলাদা কোনো ছাপ থাকবে না।' মাতাউকে সামনে থাকতে বললো ও, অন্ধকারেও দেখতে পায় সে। রেনামো গেরিলাদের ছাপের ওপর পা ফেললো মাতাউ, মাতাউর ছাপের ওপর পা ফেললো আলফনসো, তারপর শন, তারপর ক্লডিয়া। হাঁটার গতি বেড়ে গেলো ওদের, তারপর এক সময় সামনে গেরিলা দলটার আওয়াজ পেলো মাতাউ। তার সংকেত পেতে সতর্ক হয়ে গেলো সবাই, হাঁটার গতি কমিয়ে আনলো।

ভোর হবার খানিক আগে রেনামো টহলবাহিনী ওদের সামনে থামলো। নিঃশব্দ পায়ে, ভূতের মতো, একাই এগোলো মাতাউ। ঝোপের আড়াল থেকে দেখলো, পথের দু'পাশেই ওদের জন্যে ফাঁদ পাতছে গেরিলারা। অ্যামবুশ পার্টি তাদের কাজ

শেষ করেনি, শনের কাছে ফিরে এলো মাতাউ। টহলবাহিনীকে পাশ কাটিয়ে এলো ওরা, তাদেরকে পিছনে ফেলে চলে এলো সেই একই পথে, অনেকটা সামনে।

'প্রায় পঁচিশ মাইল এগিয়েছি আমরা', আকাশের গায়ে ভোরের প্রথম আলো দেখতে পেয়ে বললো শন। 'কিন্তু দিনের আলোয় হাঁটার ঝুঁকি নেয়া যাবে না। চারদিকে গিজগিজ করছে রেনামোরা। মাতাউ, গা ঢাকার জন্যে একটা জায়গা খুঁজে বের করো।'

সেভ নদী খুব বেশি দূরে নয়! ওদেরকে পথ দেখিয়ে লম্বা ঘাসের রাজ্যে নিয়ে এলো মাতাউ। প্রথমে কাদা, তারপর পানির স্পর্শ পেলো ওরা। মাঝে মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেলো পানিতে। অগভীর লেগুন, বেশ লম্বা, পেরিয়ে এলো অনায়াসে। পা ফেলার সাথে সাথে মেঘের আকৃতি নিয়ে মাথাচাড়া দিলো ঝাঁক ঝাঁক মশা। পানিতে ওদের ছাপ পড়ছে না, দলের পিছনে রয়েছে শন, সযত্নে ফাঁক হওয়া ঘাসের বন জোড়া লাগিয়ে দিচ্ছে।

পথটা ছেড়ে মাত্র কয়েকশো গজ এগিয়েছে ওরা, সামনে পড়লো শুকনো একটা ছোট্ট দ্বীপ। সবার আগে দ্বীপে পা রাখলো মাতাউ, পরমুহূর্তে প্রচণ্ড আলোড়ন উঠলো ঘাসবনে, প্রকাণ্ড কি যেনো একটা তীর বেগে ছুটলো। ভয়ে চিৎকার করলো ক্লডিয়া, তার বিশ্বাস রেনামোদের অ্যামবুশের মধ্যে পড়েছে তারা। ঝট্ করে কোমর থেকে চুরিটা বের করলো মাতাউ, রণহুংকার ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো ঘাসের ওপর। ঘাসের ভেতর ধস্তাধস্তি শুরু হলো, বোঝা গেলো নিজের চেয়ে দ্বিগুণ আকৃতির কোনো প্রাণির সাথে লড়াই করছে মাতাউ। ইতিমধ্যে তাকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে গেছে শন। দু'জন ধরাধরি করে তুললো ওটাকে, আতঙ্কে থরথর করে কেঁপে উঠলো ক্লডিয়া। শন ও মাতাউর হাতে মোচড় খাচ্ছে ওটা একটা বিশাল গিরগিটি, প্রায় সাত ফুট লম্বা।

খিকখিক করে হাসছে মাতাউ, কালবিলম্ব না করে গিঁটবহুল ছাল ছাড়াতে বসে গেলো সে। লেজের এক ফালি মাংস কেটে ক্লডিয়ার দিকে বাড়িয়ে ধরলো শন। ঘৃণায় মুখ কুঁচকে এক পা পিছিয়ে এলো কডিয়া। 'তোমরা কি! গু গোবর সব খেতে হবে?'

'কে বলছে কথাটা? যে নিয়মিত মোপানি শুঁয়োপোকা খায়?'

'শন, আমি পারবো না, প্লীজ! কাঁচা মাংস...ওয়াক...'., বমি পেলো ক্লডিয়ার।

'আগুন জ্বালার মতো কাঠ নেই', বললো শন। 'তাছাড়া, তুমি স্বীকার করেছো, জাপানী "সাশিমি" একবার হলেও খেয়েছো।'

'সেটা কাঁচা মাছ, কাঁচা গিরগিটি নয়!'

'একই কথা। কাঁচা তো, মাংস হোক বা মাছ।' ক্লডিয়ার হাত ধরে ঘাসবনে বসালো শন, নরম সুরে বারবার সাধলো। অগত্যা, শনের অনুরোধ রক্ষার জন্যে, মাংসের ফালিতে ছোট্ট একটা কামড় দিলো সে। সাথে সাথে খিদেটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। খেতে মজাই লাগলো জিনিসটা।

পানির কোনো অভাব নেই। মিষ্টি, সাদা মাংসে পেট ভরে গেলো সবার। যে যার কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লো ওরা। ঘাসবনের নিচে রোদ নামতে পারছে না, মাটির কাছাকাছি বাতাস ঠাণ্ডা। ঘুমিয়ে পড়লো ক্লডিয়া।

দুপুরে ঘুম ভাঙার পর ক্লডিয়া দেখলো, ওর পাশেই শুয়ে রয়েছে শন। চোখ মেলে হিন্দের আওয়াজ শুনলো ওরা। 'আমাদের সামনে নদীর কিনারা, চায়না ওখানে আমাদের খুঁজছে', বিড়বিড় করে বললো শন। হিন্দের আওয়াজ একবার দূরে সরে গেলো, তারপর আবার কাছে সরে এলো, একটা প্যাটার্ন ধরে অনুসন্ধান চালাচ্ছে। তারপর এক সময় আর শোনা গেলো না আওয়াজটা।

'চলে গেছে', ক্লডিয়াকে আলিঙ্গন করলো শন। 'এবার ঘুমোও।'

দ্বিতীয়বার ঘুম ভাঙলো ক্লডিয়ার প্রচণ্ড আতঙ্কের সাথে। কে যেনো তার মুখে হাতচাপা দিয়েছে। চোখ দুটো ঘোরাতে দেখলো, ওর কাছেই রয়েছে শনের মুখ। 'চুপ!' তার কানে নিঃশ্বাস ছাড়লো শন। 'কোনো শব্দ নয়!'

মাথা ঝাঁকালো ক্লডিয়া, তার মুখ থেকে হাত সরালো শন। ঘাসবনের ফাঁক দিয়ে দূরে তাকালো ও, দেখাদেখি ক্লডিয়ার।

প্রথমে কিছুই দেখতে পেলো না সে। তারপর শুনতে পেলো কে যেনো গান গাইছে। ভারি মিষ্টি গলা, যেনো কোনো কিশোরী মেয়ের। শাঙ্গানি ভাষায় গাইছে, যেনো কোনো প্রেমের গান। তারই সাথে লেগুনের পানিতে ছপ ছপ আওয়াজ হলো, কে যেনো এদিকেই এগিয়ে আসছে। শনের গায়ের সাথে সেঁটে এলো কডিয়া, দম বন্ধ করে তাকিয়ে থামলো ঘাসের ফাঁক দিয়ে।

তারপর হঠাৎ করেই ফাঁকটায় দেখা গেলো মেয়েটাকে। রোগা, একহারা, তালগাছের মতো লম্বা, এবং আশ্চর্য সুন্দরী। কিশোরী সে, এখনো যৌবন পূর্ণতা পায়নি। ডালিমের মতো একজোড়া স্তন। চোখ দুটো টানা টানা, চঞ্চল, মায়াভরা। শেষ বিকেলের রোদে তার তামাটে রঙ চকচক করছে। পরনে নেংটি ছাড়া কিছুই নেই। দেখামাত্র মেয়েটাকে ভালোবেসে ফেললো ক্লডিয়া।

মেয়েটার ডান হাতে একটা কোচ রয়েছে। লেগুনের পানিতে ধীরে ধীরে পা ফেলছে সে।

হঠাৎ স্থির হলো মেয়েটা, থেমে গেলো গান, পরমুহূর্তে নাচের ভঙ্গিতে ঝাঁকি খেলো শরীরটা। কোচ ছুঁড়লো সে, ছলাৎ করে উঠলো লেগুনের পানি, কোচের মাথাটা তার হাতের মুঠোয় কাঁপতে লাগলো। উল্লাসে হেসে উঠলো কিশোরী, কোচের ডগাটা পানি থেকে তুললো। ডগায় একটা মাগুর মাছ গাঁথা রয়েছে, খাবি খাচ্ছে ঘন ঘন, লেজটা ঝাঁপটাচ্ছে অনবরত।

কোচ থেকে মাছ ছাড়িয়ে কোমরে বাঁধা ঝুড়িতে ফেললো কিশোরী। আবার কোচটা তুলে নিয়ে বাগিয়ে ধরলো, পানিতে পা ফেলে এগিয়ে এলো ওদের দিকে।

এতো কাছে, মুখ ফেরালেই ওদেরকে দেখতে পাবে সে, কিংবা দ্বীপে পা দিলেই হোঁচট খাবে ওদের গায়ে। আরো এক পা এগোলো সে। তারপরই

ঘাসবনের ফাঁক দিয়ে সরাসরি ক্লডিয়ার চোখে তাকালো। মাত্র এক সেকেণ্ড তারপরই ত্রস্তা হরিনীর মতো ছুটলো মেয়েটা। ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মতো লাফ দিলো শন, ওপাশ থেকে মাতাউ আর আলফনসোও।

চারদিকে পানি ছিটিয়ে ছুটছে মেয়েটা, তাকে তিন দিক থেকে ঘিরে ফেললো ওরা। পালাবার পথ না পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। ভয় পেলেও হাতের কোচটা বাগিয়ে ধরে আছে। চোখ দুটো বিস্ফারিত, হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে। তার দিকে এক পা এগোলো মাতাউ, ঝট্ করে সেদিকে ফিরলো কিশোরী। এই সুযোগে লাফ দিয়ে সামনে বাড়লো শন, কোচটা কেড়ে নিলো হাত থেকে, দু'হাতে ধরে তুলে নিলো হালকা শরীরটা, কাঁধে ফেলে ঘুরে দাঁড়ালো।

হাত-পা ছুঁড়ছে মেয়েটা, দ্বীপে তুলে এনে ক্লডিয়ার পাশে তাকে নামিয়ে দিলো শন। নরম সুরে কথা বললো ও, কিন্তু মেয়েটা কোনো জবাব দিলো না এরপর আলফনসো তার সাথে শাঙ্গানি ভাষায় কথাবললো চেহারা থেকে ভয়ের ভাব খানিকটা দূর হলো, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো সে। কয়েকটা প্রশ্ন করলো আলফনসো। বিড়বিড় করে জবাব দিলো কিশোরী।

'কি বলছে ও?' জানতে চইলো ক্লডিয়া।

'ঘাসবনে লুকিয়ে আছে সে, গেরিলাদের ভয়ে,' বললো শন। 'রেনামোরা তার মাকে মেরে ফেলেছে। ফ্রেলিমোরা ধরে নিয়ে গেছে বাবাকে, গাছ কাটার জন্যে। কোনো রকমে পালিয়ে এসেছে সে।'

প্রায় এক ঘন্টা ধরে জেরা করা হলো তাকে। নদী এখান থেকে কতো দূরে? পারপারের কি ব্যবস্থা? সেখানে গেরিলাদের সংখ্যা কতো? ফ্রেলিমোরা কোথায় গাছ কাটছে?

ক্লডিয়া যে তার জন্যে উদ্বিগ্ন, সহানুভূতিশীল, বুঝতে পারলো মেয়েটা। তার গায়ের কাছে সরে এলো সে। তারপর সবাইকে প্রায় চমকে দিয়ে ইংরেজিতে বললো, 'মিস, আপনার কথা আমি বুঝবো।'

'তুমি ইংরেজি শিখলে কোত্থেকে?' কিশোরীর একটা হাত ধরলো ক্লডিয়া।

'মিশনে। গেরিলারা তখনো আসেনি, নানরা খুন হয়নি।'

'তোমার নাম কি?'

'মিরিয়াম, মিস।'

'তুমি খুব ভালো মেয়ে...'

'বেশ লাই দিয়ো না', সাবধান করলো শন।

'চুপি করো তো!' বললো ক্লডিয়া। 'ওর মনের অবস্থা উপলব্ধি করতে পারো?'

'মেয়েটাকে এখানে ছেড়ে যাবো আমরা।' শন বললো। কিন্তু ওর গলার স্বরে কিছু একটা টের পেয়ে গেলো ক্লডিয়া। স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে ওর পাশে বসে রয়েছে মিরিয়াম। কিন্তু তার পিছনে মাতাউ-এর উদ্দেশ্যে ভালো নয়। ডান হাতে একটা ছুরি তার।

রাগে সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো ক্লডিয়ার।

'শন!' গলা কেঁপে গেলো ওর। 'কি করবে মেয়েটাকে নিয়ে?'

'ওটা নিয়ে ভেবো না,' কর্কশ কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করে শন।

'মাতাউ!' এবারে ফিরে দাঁড়ালো ক্লডিয়া। 'তুমি মেরে ফেলতে চাও...'

সোয়াহিলি ভাষায় সায় দিলো মাতাউ, '*কুফা।*'

'শন মেয়েটাকে মেরে ফেলবে তুমি?'

'দ্যাখো ক্লডিয়া! ওকে ছেড়ে দেওয়া মানে আত্মহত্যা করা। রেনামোদের কাছে সমস্ত খুলে বলবে সে।'

'তাই বলে মার্ডার? তুমি কি মানুষ? তুমি রেনামো বা জেনারেল চায়নার চেয়েও খারাপ!'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। তোমার কাছে ভালো কোনো উপায় আছে? বলো, সেটাই রাখবো!'

'চায়নার রেডিও শিডিউল মিস করেছি আমরা। এবার রওনা হতে হয়, মেয়েটাকে ছেড়ে দেওয়া অসম্ভব।' আলফনসোর দিকে তাকালো ও।

ক্লডিয়া বললো, 'ছেড়ে যাওয়া যদি সম্ভব না হয়, আমাদের সাথে যাবে ও।'

'ঠিক আছে', কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো ও। দেখলো, এরই মধ্যে নিজের অতিরিক্ত শার্টটা বের করে মিরিয়ামকে পরিয়ে দিয়েছে ক্লডিয়া।

'থ্যাঙ্ক ইউ, ডোন্ না!' হেসে উঠলো মিরিয়াম।

'ঠিক আছে, ফ্যাশন শো শেষ করো। চলো এবার।'

মিরিয়ামের হাত ধরলো আলফনসো।

তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে, এতোক্ষণে বুঝতে পারলো মেয়েটা। রাগে, ভয়ে চিৎকার জুড়ে দিলো সে।

'সর্বনাশ!' বিস্ফোরিত হলো শন।

'কি হলো আবার?' জিজ্ঞেস করলো ক্লডিয়া।

'মিরিয়াম একা নয়!'

'কিন্তু ও-ই না বললো ওর মা-বাবাকে মেরে ফেলেছে গেরিলারা!'

'ওর ছোটো ভাই আর বোন নখখাগড়ার বনে লুকিয়ে আছে। এতো ছোটো যে নিজেদের খাবার যোগাড় করতে পারবে না। এবার কি করা হবে?' অসহায় দেখালো শনকে।

'কি আবার করা হবে!' বাচ্চাগুলোকে খুঁজে বের করি চলো। ওদেরকেও সাথে করে নিয়ে যাবো আমরা।'

'তুমি কি পাগল হলে? নাকি এতিমখানা খুলে বসেছো?'

শনের কথায় কান দিলো না ক্লডিয়া, মিরিয়ামের হাত ধরে টানলো। 'চলো, নিয়ে আসি ওদের। তোমার সবাইকে আমরা দেখবো।'

ঘাসবনের ভেতর দিয়ে এগোলো ওরা, ওদের পিছু নিলো বাকি সবাই।

পাশের একটা ছোট্ট দ্বীপে, নলখাগড়ার বনে লুকিয়ে রয়েছে বাচ্চা দুটো। ছেলেটার বয়স হবে পাঁচ, মেয়েটার চার। মেয়েটাকে কোলে তুলে নিলো ক্লডিয়া। এর দেখছি গা পুড়ে যাচ্ছে!' সত্যি তাই, থরথর করে কাঁপছে বাচ্চাটা। 'ম্যালেরিয়া! চিন্তার কিছু নেই, আমাদের কাছে ক্লোরোকুইন আছে,' মেডিক প্যাকটার দিকে হাত বাড়ালো সে।

'ক্লডিয়া, এ তোমার স্রেফ পাগলামি!' প্রতিবাদ করলো শন। উদ্বিগ্ন দেখালো ওকে। 'ওরা সাথে থাকলে এগোতেই পারবো না আমরা। গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে দু'স্বপ্নের মতো লাগছে।'

'তুমি থামবে? ধমক দিলো ক্লডিয়া। 'ক্লোরোকুইন কতোটা দেবো বলো তো? এখানে লেখা রয়েছে, বাচ্চার বয়স ছ'বছরের কম হলে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করতে হবে। দুটো ট্যাবলেট খাইয়ে দিই, কি বলো?'

হাল ছেড়ে দিয়ে কাধ ঝাঁকালো শন।

'এদের নাম কি? মিরিয়ামকে জিজ্ঞেস করলো ক্লডিয়া। নাম শুনে বললো, 'উচ্চারণ করতে দাঁত ভেঙে যাবে। দরকার নেই, আমি ওদের নাম রাখছি মিকি ও মিনি।'

ওয়াল্ট ডিজনি মামলা ঠুকবে,' ব্যঙ্গ করলো শন।

গ্রাহ্য করলো না ক্লডিয়া, নিজের চাদর দিয়ে মিনিকে জড়ালো সে, শনকে বললো, 'মিনিকে তুমি বইবে।'

'কিন্তু যদি পেশাব করে দেয়, আমি ওর ঘাড় মটকাবো!' প্রতিবাদ করলো শন।

'আর আলফনসো নেবে মিকিকে।'

ক্লডিয়ার মাতৃস্নেহ উথলে উঠেছে, বুঝতে পারলো শন। চাদরে জড়িয়ে মিনিকে পিঠে তুলে নিলো ও, ওর পিঠে বোঝার মতো ঝুলে থাকলো বাচ্চাটা, চাদরের দুই প্রান্ত এক করে দলার কাছে বেঁধে নিলো ও। এভাবে পিঠে ঝোলার অভ্যেস আছে, আরাম পেয়ে শান্ত হলো মিনি। পিঠের চামড়ায় আঁচ অনুভব করলো শন, জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গা।

'এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না এ-সব আমার কপালে ঘটছে। কখনো ভাবিনি বিনা বেতনে নার্সের কাজ করতে হবে আমাকে,' গজগজ করতে করতে শুকনো দ্বীপে থেকে পানিতে নেমে পড়লো শন।

মাঝরাতের আগেই মিরিয়াম প্রমাণ করলো, সে-ও ওদের উপকারে লাগবে। এলাকাটা ওর চেনা, সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথগুলো জানা আছে। মাতাউর সাথে সামনে থাকলো সে। লেগুন আর দ্বীপের গোলক ধাঁধার ভেতর দিয়ে ওদেরকে পথ দেখালো। মিরিয়ামের সাহায্য না পেলে পথ হারাতো ওরা, নদীর তীরে পৌঁছুবার আগে অন্তত কয়েকটা ঘন্টা তো অপচয় হতোই।

মাঝরাতের খানিক পর রিয়োরয়োসেভ নদীর তীরে পৌঁছুলো ওরা। সাম,নে হাত বাড়িয়ে নদীর অগভীর অংশটুকু দেখালো মিরিয়াম। জানালো, কোথাও কোথাও পানি বুক সমান হলেও, হেঁটেই পার হওয়া যাবে।

বিশ্রাম নিতে বসলো ওরা। মেয়েরা বাচ্চাগুলোর যত্ন নিলো। গিরগিটির মাংস খাওয়ানো হলো ওদের। ওষুধ ধরেছে, মিনির জ্বর এখন অনেক কম। খাওয়াদাওয়া সেরে নলখাগড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলো পুরুষরা। নদীর পানি কালো, তারার ছবি ফুটেছে গায়ে। 'এটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গা,' ফিসফিস করলো শন। 'কাল সারাদিন নদীর কিনারায় হিন্দ নিয়ে টহল দিয়েছে চায়না। ভোরে আলো ফোটার সাথে সাথে ফিরে আসবে সে। এখানে সময় নষ্ট করা বোকামি হবে। সূর্য ওঠার আগেই ওপারে যাওয়া দরকার।

আলফনসো ম্লান কণ্ঠে বললো, 'ওপারে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে গেরিলারা।'

'তা করছে,' বললো শন। 'তবে আমরা জানি, ওখানে ওরা আছে।'

'আপনার প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করুন, কর্নেল।'

'মেয়েরা থাকুক, ওপারে গিয়ে তীরটা দখল করি আমরা। গুলি করা যাবে না, আমরা শুধু তার এবং ছোরা ব্যবহার করবো।'

ব্যাগ খুলে নিজের তারটা বের করলো শন, হারকিউলিস বিমানের উইঞ্চ কেবল থেকে সংগ্রহ করা। তাদের দু'মাথায় দুটো কাঠের বোতাম লাগিয়ে দিয়েছিল জোব, ধরে যাতে সুবিধে হয়।

কাপড়চোপড় খুলে তিনজনই ওরা বিবস্ত্র হলো, ভিজে কাপড়ে থাকলে তীরে ওঠার সময় শব্দ হবে। প্রত্যেকের ছোরা কর্ড-এর সাথে গলায় ঝুলছে পানিতে নামার আগে ক্লডিয়ার কাছে ফিরে এলো শন, চুমো খেলো তাকে।

'তাড়াতাড়ি ফিরে এসো', ফিসফিস করলো ক্লডিয়া।

'নিজের দিকে খেয়াল রেখো', পরামর্শ দিলো শন।

নলখাগড়ার বন থেকে নিঃশব্দে পানিতে নামলো ওরা। তারার আলোয় চকচক করছে শনের নগ্ন শরীর। পানির তলায় হাত দিয়ে মুঠো মুঠো কাদা তুলে মুখে মাখলো ও। 'রেডি?'

অগভীর পানি কেটে হাঁটছে ওরা, পানির ওপর শুধু মুখ ভেসে আছে। উত্তর তীর থেকে রওনা হয়ে দক্ষিণ তীরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওরা। দক্ষিণ তীরে নলখাগড়া বা জলাভূমি নেই, পাড় শুকনো খটখটে, কিনারা থেকেই শুরু হয়েছে গভীর জঙ্গল। মাঝখানে রয়েছে শন, ওর দু'পাশে মাতাউ ও আলফনসো। গাছপালা ঢাকা তীর কাছে চলে এলো।

রেনামোদের দেখতে পাবার আগে তাদের গন্ধ পেলো শন। তামাক ও ঘামের গন্ধ। স্থির হলো ও, সমস্ত মনোযোগ এক করে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকলো। ওর সামনের অন্ধকার থেকে একজন লোক মৃদু কেশে গলা পরিষ্কার করলো।

আওয়াজটা শুনে তার অবস্থান আন্দাজ করলো শন। ধীরে ধীরে নিচু হলো ও, সামনের দিকে ঝুঁকে মাটি স্পর্শ করলো, আঙুলের ডগা দিয়ে সামনে থেকে সরিয়ে দিলো শুকনো পাতা ও ডাল, তারপর এক পা এগোলো। এভাবে প্রচুর সময় নিয়ে খানিক দূর এগোবার পর আকাশের গায়ে রেনামোর গেরিলার মাথাটা দেখতে পেলো ও। একটা আরপিডি মেশিন-গানের পিছনে বসে রয়েছে লোকটা, তাকিয়ে আছে নদীর দিকে।

নড়লো না শন, অপেক্ষায় থাকলো। পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেলো, তারপর দশ মিনিট। প্রতিটি মিনিট যেনো একটা করে যুগ। ধৈর্য ধরায় কাজ হলো লোকটার বাম দিক থেকে আরেকজন হাই তুললো সশব্দে, সাথে সাথে তৃতীয় একজন সাবধান করে দিলো তাকে চাপা গলায়।

তিনজনের অবস্থান মনে গেঁথে নিলো শন, নিঃশব্দে পিছিয়ে এলো বনভূমির কিনারায়। আগেই ফিরেছে আলফনসো, ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। এক মিনিট পর ফিরলো মাতাউ।

'তিনজন', ফিসফিস করলো আলফনসো।

'হ্যাঁ, তিনজন', সমর্থন করলো শন।

'চারজন', বললো মাতাউ। 'পাড়ের নিচে আরো একজন আছে।'

মাতাউর চোখকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়, তার রিপোর্ট মেনে নিলো শন। মাত্র চারজন রেনামো ওত পেতে আছে, মনে মনে স্বস্তিবোধ করলো ও। ওর আশঙ্কা ছিলো আরো বেশি লোক থাকবে। তারমানে নদীর দক্ষিণ তীর অনেক দূর পর্যন্ত কাভার দিচ্ছে জেনারেল চায়না, খানিক পর পর ছড়িয়ে আছে তারা।

'কোনো শব্দ নয়', সাবধান করলো শন। 'একটা গুলি হতে যা দেরি, চারপাশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসবে রেনামোরা। মাতাউ, পাড়ের নিচে তুমি যাকে দেখেছো। আলফনসো, যে-লোকটা কথা বললো। মাঝখানের বাকি দু'জন আমার।' বাঁ কব্জিতে জড়ানো তারটা খুললো ও। 'আমার এক নম্বর লোক দীর্ঘশ্বাস না ফেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে তোমরা।' কথা শেষ করে ওদের দু'জনের কাঁধ ধরে মৃদু চাপ দিলো। তিনজনই আবার পিছু হটে পানিতে নামলো।

মেশিনগানারকে সেই একই জায়গায় পেলো শন। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ঘুরপথের তার পিছনে চলে আসছে, হালকা মেঘে ঢাকা পড়ে গেলো তারাগুলো, অপেক্ষা করতে বাধ্য হলো ও। যতোই দেরি করবে ততোই শত্রুর চোখে ধরা পড়ার ঝুঁকি বাড়বে, শনের ঝোঁক চাপলো অন্ধকারে স্পর্শের সাহায্যে কাজটা সারে। কিন্তু নিজেকে দমন করলো ও। মেঘ সরে যাবার পর ধৈর্য ধরার জন্যে নিজের ওপর খুশি হয়ে উঠলো মন। মাথার ক্যাপ নামিয়ে মাথা চুলকাচ্ছে সেন্ট্রি, এই অবস্থা গলায় তার পরাতে চেষ্টা করলে ব্যর্থ হতো ও। চিৎকার করতো সে, গুলি হতো, নদীর কয়েক মাইল কিনারা ধরে ছড়িয়ে থাকা রেনামোরা ছুটে আসতো শিকারী কুকুরের মতো।

মাথা চুলকানো শেষ করে হাত নামালো সেন্ট্রি, হাত বাড়িয়ে তার গলায় লুপটা পরিয়ে দিলো শন। কাঠের বোতাম মুঠোর ভেতর, টান দিলো সজোরে একই সময়ে লোকটার শিরদাঁড়ার ওপর একটা হাঁটু চেপে ধরলো। শত্রুর মাথা সামনের দিকে ঝুলে পড়লো। তারটা খুলে নিলো শন। খোলা উইণ্ডপাইপ দিয়ে ফোঁস করে বেরিয়ে এলো ফুসফুসে আটকে থাকা বাতাস, দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনালো। এই শব্দের জন্যেই মাতাউ ও আলফনসোকে অপেক্ষা করতে বলেছে শন। ও জানে, এই মুহূর্তে ওরাও তাদের প্রতিপক্ষকে খতম করছে।

দীর্ঘশ্বাসের শব্দটা শনের দ্বিতীয় শিকার, রেনামো সেন্ট্রিকে সতর্ক করে তুললো। একমাত্র সে-ই এখনো বেঁচে আছে। 'কি ব্যাপার, হারারি? কি করছো তুমি?'

আওয়াজটা পথ দেখালো শনকে, খাপ থেকে হাতে বেরিয়ে এসেছে ছোরা। পিছন থেকে তাকে গাঁথলো ও, বাম হাত দিয়ে, ডান হাতটা চেপে ধরলো মুখে।

ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে শেষ হলো শনের কাজ। লাশটা ছেড়ে দিয়ে সোজা হলো ও, এরই মধ্যে ওর পাশে চলে এসেছে মাতাউ। নিজের কাজ শেষ করে শনকে সাহায্য করতে এসেছে সে।

পুরো এক মিনিট অপেক্ষা করলো ওরা, কান পেতে থাকলো কোনো শব্দ হয় কিনা শোনার জন্যে। এমন কি মাতাউরও ভুল হতে পারে, আশপাশে আরো সেন্ট্রি থাকা অসম্ভব নয়। তবে নদীর কিনারা থেকে ব্যাঙের ডাক ছাড়া আর কোনো আওয়াজ হলো না। 'ওদেরকে সার্চ করো', নির্দেশ দিলো শন। 'কিছু জিনিস কাজে লাগবে আমাদের।'

সব জিনিস এক জায়গায় জড়ো করা হলো। বাছাই করা হলো একটা রাইফেল, সমস্ত অ্যামুনিশন, ছ'টা গ্রেনেড, কিছু কাপড় ও সমস্ত খাবার বাতিল জিনিসগুলো কাদার নিচে চাপা দেয়া হলো, লাশগুলো ভাসিয়ে দেয়া হলো স্রোতের সাথে, ভারি মেশিনগানটা ফেলা হলো পানিতে।

হাতঘড়ি দেখলো শন। 'সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে আমাদের। ওদেরকে এবার এপারে আনতে হয়। সূর্য ওঠার আগে নদী থেকে যতোটা সম্ভব দূরে সরে যেতে হবে। আলো ফোটার সাথে সাথে ফিরে আসবে চায়না।'

* * *

দুশো ফুট ওপর থেকে নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোকে দেখতে পেলো জেনারেল চায়না। দক্ষিণ তীরের জঙ্গলের কিনারায় হিন্দকে নামলো পর্তুগীজ পাইলট। ককপিট থেকে নেমে নদীর দিকে এগোলো জেনারেল। চেহারা নির্লিপ্ত হলেও, রাগে তার রক্ত টগবগ করে ফুটছে। পকেট থেকে গাঢ় রঙের চশমাটা বের করে পরে নিলো সে। সসম্ভ্রমে দু'পাশে সরে গেলো গেরিলারা, পথ করে দিলো তাকে। লাশটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো চায়না। কাদার ওপর পড়ে রয়েছে সেটা। গলার দাগ দেখেই যা বোঝার বুঝে নিলো সে।

'পদ্ধতিটা ম্যাটাবেল কুকুরদের কাছ থেকে শিখেছে শন কোর্টনি। কখন ঘটেছে?' লাশের গায়ে কাঁকড়ার কামড়ও লক্ষ্য করলো সে।

'কাল রাতে', একটা আঙুল দিয়ে চিবুক ডলছে জেনারেল টিপপো টিপ। তার দুঃখ, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাবার জন্যে অ্যামবুশ পার্টির একজনও বেঁচে নেই।

'আপনি ওদেরকে পালিয়ে যেতে দিয়েছেন', ঠাণ্ডাসুরে অভিযোগ করলো জেনালের চায়না। 'আপনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন ওরা নদী পেরুতে পারবে না।'

'দায়ী এই বেজন্মা কুত্তাগুলো!'

'ওরা আপনার লোক', বললো চায়না। 'ওদের ব্যর্থতা আপনার ব্যর্থতা।'

কথাগুলো নিজের লোকদের সামনে শুনতে হলো, অপমানে কালো চেহারা লালচে হয়ে উঠলো টিপপো টিপের। রাগে কাঁপতে কাঁপতে চারদিকে তাকালো সে, যেনো খুঁজছে কাকে শাস্তি দেয়া যায়। চোখাচোখি হবার আগেই মাথা নত করলো সবাই। হঠাৎ করে পিছিয়ে গেলো জেনারেল টিপপো টিপ, ঝেড়ে লাথি মারলো লাশের গায়ে। 'কুত্তা! তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে জেনারেল চায়নার দিকে ফিরলো সে।

'ওই লাথিটা, জেনারেল টিপপো টিপ, আপনি যদি কর্নেল কোর্টনির মুখে মারতেন, খুশি হতাম আমি!'

'নদীর প্রতিটি পারাপারে লোক রেখেছিলাম আমি', শুরু করলো জেনারেল টিপপো টিপ, তারপর জেনারেল চায়নার কপালে ক্ষতটার ওপর চোখ পড়লো তার। হঠাৎ হাসলো সে। 'আপনি দেখছি আহত হয়েছেন, জেনারেল চায়না। অত্যন্ত দুঃখজনক। নিশ্চয়ই কর্নেল কোর্টনি দায়ী নয়? না, তা কি করে হয়! আপনি অত্যন্ত চতুর মানুষ, আহত করার সুযোগ আপনি তাকে দেবেন কেনো! অবশ্য কানটার কথা আলাদা।'

রাগে বিস্ফোরিত হলো জেনারেল চায়না। 'শুধু যদি আমার নিজের লোক থাকতো এখানে! আপনার অকর্মা কুকুরগুলো নিজেদের পিঠ মোছারও যোগ্যতা রাখে না।'

'আমার লোকেরা অন্তত বেঈমান নয়, জেনারেল চায়না! নিজের লোকদের সম্পর্কে এই দাবি আপনি করতে পারেন কি? শুনেছি, কর্নেল কোর্টনির সাথে আপনার একজন লোক রয়েছে।'

যেভাবে হোক প্রতিশোধ নিতে হবে, ধরতে হবে শন কোর্টনিকে, শাস্তি দিতে হবে বেঈমান আলফনসোকে — চোখ বুজে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলো জেনারেল চায়না। কয়েক মুহূর্ত পর চোখ খুললো সে, বললো, 'আমাকে মাফ করুন, জেনারেল টিপপো টিপ। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমি জানি, সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন আপনি। আমরা দু'জনেই নিজেদের লোকদের অযোগ্যতার শিকার।'

ক্ষমা চাওয়ায় খুশি হলো জেনারেল টিপপো টিপ। তার রাগও ঠাণ্ডা হলো। 'লোকগুলো পালিয়ে গেলেও, এখন আমরা জানি ঠিক কোথায় আছে তারা তাদের পায়ের ছাপ এখনো স্পষ্ট, ধাওয়া করার জন্যে সময় পাচ্ছি সারাটা দিন। আপনার এই কাজটা যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করতে চাই আমি। তারপর আপনার হেলিকপ্টারের সাহায্য নিয়ে দ্বিতীয় কাজটায় হাত দেবো।'

'গুড, আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত আমি।'

'এরই মধ্যে আমার সেরা ট্র্যাকারদের ডেকেছি আমি'; বললো জেনারেল টিপপো টিপ। 'এক ঘন্টার মধ্যে পঞ্চাশজন লোক ধাওয়া করবে ওদেরকে। আজ সন্ধ্যায় সূর্য ডোবার আগেই কোর্টনি কোর্টনিকে হাতে পাবেন আপনি। এবার কোনো ভুল হবে না।'

'কোথায় আপনার ট্র্যাকাররা?'

'রেডিওতে খবর পাঠিয়েছি।'

'তাদের আনার জন্যে আমি হেলিকপ্টার পাঠাবো।'

'মূল্যবান সময় বাঁচবে।'

আকাশে উঠলো হিন্দ, ছুটলো উত্তর দিকে।

খানিক পর নদীর কিনারা ধরে রেনামোদের একটা মিছিলকে এগিয়ে আসতে দেখা গেলো। 'ওই আসছে ওরা, আমার সেরা পঞ্চাশজন', চায়নাকে বললো টিপপো টিপ, তারপর লোকগুলো উদ্দেশ্যে চিৎকার করলো, 'আজ রাতে তোমরা প্রত্যেকে একটা করে মুরগী পাবে।'

দুই প্ল্যাটুন রেনামো নদীর কিনারায় এক লাইনে দাঁড়ালো, ট্র্যাকারদের আসার অপেক্ষায় রয়েছে। চেহারা দেখেই বুঝতে পারলো জেনারেল চায়না, এরা সবাই দক্ষ সৈনিক, প্রথমশ্রেণীর বুশ ফাইটার। যোদ্ধাদের সামনে দিয়ে বার কয়েক হাঁটলো সে। থামলো সেকশন লিডারের সামনে। 'তুমি জানো, কাকে ধাওয়া করছো?' সেকশন লিডারের সাথে সৈনিকরাও মাথা ঝাঁকালো 'কর্নেল কোর্টনি

আহত সিংহের চেয়েও বিপজ্জনক। কিন্তু তাকে আমি জ্যান্ত চাই বুঝতে পারছো তো?'

'পারছি, জেনারেল।'

'তোমাদের সাথে রেডিও আছে। কমাণ্ড ফ্রিকোয়েন্সিতে প্রতি এক ঘন্টা পরপর রিপোর্ট চাই আমি।'

'ইয়েস, জেনারেল।'

'শিকার ধরা পড়লে সাথে সাথে জানাবে আমাকে, বাজপাখি নিয়ে পৌঁছে যাবো আমি।'

হিন্দ ফিরে আসছে, এঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেলো। 'কাজটায় সফল হলে তোমাদেরকে পুরস্কার দেয়া হবে। কিন্তু যদি ব্যর্থ হও, শাস্তি এড়াতে পারবে না। মনে রেখো।'

হেলিকপ্টার ল্যাণ্ড করার সাথে সাথে পিছনের কেবিন থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামলো দু'জন ট্র্যাকার। এক মুহূর্ত দেরি করলো না তারা, শন ও ওর দলের লোকদের ছাপগুলো দেখিয়ে দেয়ার সাথে সাথে কাজে নেমে পড়লো। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে প্রতিটি ছাপ যেনো গেঁথে নিচ্ছে মনে। তাদের এই ভঙ্গি দেখে আশাবাদী হয়ে উঠলো জেনারেল চায়না। আবার যখন সোজা হলো লোকগুলো, তাদের চেহারায় দৃঢ় আত্মবিশ্বাস লক্ষ্য করলো সে। দক্ষিণ দিকে ঘুরলো তারা, ছুটলো। তাদেরকে অনুসরণ করলো ক্যামোফ্লেজড রেনামো অ্যাসল্ট ট্রুপাররা।

'ফর্সা মেয়েটা তেমন দৌড়াতে পারবে না', টিপপো টিপ বললো। 'ওরা ফ্রেলিমো লাইনে পৌঁছুবার আগেই ধরা পড়ে যাবে আমাদের হাতে। জেনারেল, আমরা ওদেরকে হেলিকপ্টার নিয়ে ধাওয়া করি না কেনো?'

ইতস্তত করলো জেনারেল চায়না। হিন্দের সমস্যার কথা টিপপো টিপকে জানতে দিতে চায় না সে। হিন্দের রেঞ্জ খুব বেশি নয়, সাথে করে বেশি ফুয়েলও আনা সম্ভব হয়নি, পর্তুগীজ পাইলট ভয় পাচ্ছে টারবোগুলো সার্ভিসিং করা না হলে বিপদ ঘটতে পারে, স্টারবোর্ড এঞ্জিনটায় এরই মধ্যে ত্রুটি দেখা দিয়েছে-এ-সব কথা জানানো মানে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করা। 'না, আমি এখানেই অপেক্ষা করবো', বললো সে। 'ওরাই আমাকে রেডিওতে ডাকবে। তখন যাবো আমি।'

চশমাটা চোখে ভালো করে পড়লো চায়না, এগোলো হিন্দের দিকে। মেইন ককপিটের নিচে তার জন্যে অপেক্ষা করছে পাইলট। 'এঞ্জিনের কি অবস্থা?' পর্তুগীজ ভাষায় জিজ্ঞেস করলো চায়না।

'ত্রুটিটা ধরতে পারছি না', বললো পাইলট। 'মাঝে মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মেরামত দরকার।'

'ফুয়েল?'

'মেইন ট্যাংকের চার ভাগের তিন ভাগ খালি হয়ে গেছে।'

'ফুয়েল নিয়ে পোর্টাররা আমাদের ফরওয়ার্ড বেসে পৌঁছুবে কাল সকালে। রাতে এঞ্জিনিয়াররা ওটার ওপর কাজ করতে পারবে। কিন্তু আজ সারাটা দিন, সন্ধ্যা পর্যন্ত, ওটাকে প্রস্তুত অবস্থায় চাই আমি। কালপ্রিটরা ধরা পড়লে যেতে হবে আমাকে।'

কাঁধ ঝাঁকালো পাইলট। আপনি যদি এঞ্জিনটার ওপর ভরসা রাখেন, আকাশে উঠতে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

'রেডিও শুনুন', নির্দেশ দিলো জেনারেল চায়না। 'ভাগ্য ভালো হলে আগামী কয়েক ঘন্টার মধ্যে সব মিটে যাবে।'

* * *

শন বুঝতে পারলো, এভাবে আর বেশি দূর যেতে পারবে না ক্লডিয়া। ছুটছে বটে, কিন্তু অনেক আগেই পৌঁছে গেছে ক্লান্তির চরম সীমায়, যে-কোন মুহূর্তে আছাড় খেয়ে পড়ে যেতে পারে সে। একবার পড়লে না-ও উঠতে পারে। শন লক্ষ্য করলো, অসম্ভব রোগা হয়ে গেছে মেয়েটা, তার পিঠের দু'পাশে শার্টটা পতাকার মতো পত পত করছে, কাঁটাঝোপ ও ক্ষুরের মতো ধারালো ঘাসের কিনারা ট্রাউজারের পায়া খেয়ে ফেলেছে, ছোটো হতে হতে উঠে গেছে উরুতে, পায়ার কিনারা থেকে ঝুলছে অসংখ্য সুতো। অনবরত হাঁপাচ্ছে ক্লডিয়া, নদী পার হবার পর কয়েক ঘন্টা কোনো বিশ্রাম পায়নি, তবু কোনো অভিযোগ নেই।

হাত বাড়িয়ে তার কাঁধ স্পর্শ করলো শন। 'থামো। দশ মিনিট।'

থামলো ক্লডিয়া, শন ধরে না ফেললে পড়েই যাচ্ছিলো। একটা মেহগনি গাছের নিচে বসালো তাকে ও, পানির বোতলটা ধরিয়ে দিলো হাতে।

'মিনিকে আমার কোলে দাও, ওর ওষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে।' ক্লান্তিতে খসখসে শোনালো কডিয়ার গলা। পিঠ থেকে নামিয়ে বাচ্চাটাকে তার কোলে দিলো শন।

'দশ মিনিট, মনে আছে তো?'

এই সুযোগে ব্যাগ থেকে রেডিওটা বের করলো আলফনসো। তার একপাশে হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে স্থির হয়ে রয়েছে মিকি, আরেক পাশে মিরিয়াম, দু'জনের চোখেই অপার বিস্ময়। ব্যাণ্ড বাছাই করছে আলফনসো, যান্ত্রিক শব্দজটের সাথে ভেসে এলো আফ্রিকার বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা। তারপর স্পষ্ট একটা গলা শোনা গেলো, শাঙ্গানি ভাষায় কথা বলছে, ভারি উত্তেজিত।

'খুব, খুব কাছে', বললো লোকটা। 'থেমো না। গতি বাড়াও! তাড়া করো! কোনোভাবেই যেনো পালাতে না পারে। ধরা পড়ার সাথে সাথে খবর দেবে আমাকে।' কার গলা, বলে দেয়ার দরকার নেই।

'ঠিক আছে, জেনারেল।'

বার্তা বিনিময় শেষ হলো। শন ও আলফনসো পরস্পরের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালো।

'খুবই কাছে', বললো শাঙ্গানি সার্জেন্ট। 'ওদেরকে আমরা এড়াতে পারবো না।'

'তুমি হয়তো গা বাঁচাতে পারো', বললো শন, 'একটা চেষ্টা করলে।'

ইতস্তত করলো আলফনসো, আড়চোখে মিরিয়ামের দিকে তাকালো। কিশোরী মিরিয়াম কোনো লজ্জা করলো না, সরাসরি অপলক তাকিয়ে থাকলো, আরো একটু সরে এলো আলফনসোর দিকে, সে-ই যেনো তার নিরাপদ আশ্রয়। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে খুক করে কাশলো আলফনসো, অপ্রতিভভাবে মাথা চুলকালো। 'না, আমি থাকবো', বিড় বিড় করলো সে।

হেসে উঠলো শন, তিক্ত কণ্ঠে বললো, 'ছুঁড়িটা দেখছি তোমাকে সত্যি গেঁথে ফেলেছে! কিন্তু ওরাই আমাদের সবার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে, বুঝতে পারছো কি?' ইংরেজিতে বললো শন, কিছুই বুঝলো না আলফনসো, ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকলো সে।

মাতাউর দিকে তাকালো শন। ঝট করে সোজা হলো সে। 'রেডিওতে ওটা চায়নার গলা ছিলো', সোয়াহিলি ভাষায় বললো শন।

'একটা কেউটে ফোঁস ফোঁস করছিল।' মাথা ঝাঁকালো মাতাউ।

'আমাদের ছাপ ধরে ছুটে আসছে শত্রুরা। চায়নার কাছে খবর পাঠালো, আমাদের নাগাল পেয়ে যাচ্ছে। কাজে লাগাতে পারি এমন কোনো কৌশল আছে আর, মাথামোটা বন্ধু?'

'আগুন?' প্রস্তাব দিলো মাতাউ, কিন্তু বলার সুরে তেমন উৎসাহ নেই।

মাথা নাড়লো শন। 'যেদিকে যাবো আমরা বাতাস সেদিকেই বইছে, বনে আগুন দিলে নিজেদেরকেই পুড়িয়ে মারা হবে।'

মাথা নত করলো মাতাউ। 'মেয়েমানুষ আর বাচ্চাগুলোকে যদি সাথে রাখি, কোনো কৌশলই আর কাজে লাগবে না', স্বীকার করলো সে। 'আমরা জোরে ছুটতে পারছি না, আর পিছনে যে ছাপ রেখে আসছি একজন কানা লোকও তা দেখতে পাবে।' ছোট্ট মাথাটা নাড়লো সে, বিষাদের ছায়া পড়লো চেহারায়। 'একটাই কাজ বাকি আছে শুধু, এক জায়গায় থেমে ওদের সাথে যুদ্ধ করা। আর, তারপর, মাই গুড বাওয়ানা, আমরা সবাই মারা যাবো।'

'ফিরে যাও, মাতাউ। দেখে এসো আমাদের কতোটা পেছনে তারা। আমরা সামনে এগোই, যুদ্ধ করার একটা জায়গা খুঁজে বের করি।' মাতাউকে এক মুহূর্তের জন্যে আলিঙ্গন করেই ছেড়ে দিলো শন। গাছপালার ভেতর তাকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখলো ও, তারপর কডিয়ার দিকে ফিরলো। চেহারায় হাসিখুশি ভাব আনার চেষ্টা করলো। 'আমাদের রোগিনী কেমন আছে? আগের চেয়ে যেনো ভালো মনে হচ্ছে!'

'জাদুর মতো কাজ করেছে ক্লোরোকুইন।' শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে মিনিকে লুফে নিলো কডিয়া। মুখের ভেতর আঙুল পুরে চুকচুক করে চুষছে মেয়েটা। শনের দিকে চোখ পড়তে খিলখিল করে হেসে উঠলো।

হেসে উঠলো ক্লডিয়ার। 'আরো অনেক ভক্ত বাড়লো তোমার। ভাগ্যিস তুমি ছোটো, তা না হলে ওর সাথে প্রতিযোগিতা করতে হতো আমাকে!'

'এক নম্বর পাজি, শুধু ঘাড়ে চড়ে বেড়ানোর মতলব।' মিনির মাথায়, নরম চুলে, হাত বুলিয়ে দিলো শন। 'এসো, লক্ষ্মী, ঘোড়ার পিঠে বসো!' শনের দিকে হাত দুটো বাড়িয়ে দিলো মিনি, ছোঁ দিয়ে তুলে তাকে পিঠে নিলো শন, চাদরে বাঁধলো।

কোমরে হাত দিয়ে, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে দাঁড়ালো কডিয়া। শনের গায়ে দু'সেকেণ্ড হেলান দিয়ে থাকলো সে। 'একটা কথা জানো কি? যতোই কঠোরতার ভান করো, আসলে সত্যিই ভালোমানুষ তুমি।'

'তাহলে সত্যি তোমাকে বোকা বানাতে পেরেছি!'

'আমি তোমাকে তোমার নিজের বাচ্চাসহ দেখতে চাই', ফিসফিস করে বললো ক্লডিয়া।

'এবার তুমি সত্যি আমাকে আতঙ্কিত করে তুলছো। চলো ছুটি, তা না হলে উদ্ভট আরো কতো কি মাথায় আসবে!'

কিন্তু ছোটার সময়ও চিন্তাটা রয়ে গেলো শনের মাথায় — নিজের একটা সন্তান, ভালোবাসার এক পাত্রীর কাছ থেকে উপহার হিসেবে পাওয়া, মন্দ কি! শন ভাবছে, পিছন থেকে নরম দু'টো হাত ওর দাড়ি ধরে টানলো। হাত দুটো যেনো একজোড়া প্রজাপতি, নিজের মুঠোয় নিয়ে আদর করলো শন। কিন্তু স্বপ্নটা স্বপ্নই থেকে যাবে, বিষণ্নমনে ভাবলো ও। কোনোদিনই সন্তানের মুখ দেখা হবে না ওর। না, সম্ভব নয়। না ছেলে, না মেয়ে। সব প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। হিংস্র পশুদের পালটা ঘাড়ের একেবারে পিছনে বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলছে। তাদেরকে ফাঁকি দেয়ার কোনো পথই খোলা নেই। পালাবার সব পথই বন্ধ হয়ে গেছে, বাকি আছে শুধু শেষবারের মতো কোনোও একটা জায়গায় দাঁড়ানো। তারপর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার আনুষ্ঠানিকতা। ওখানে একবার দাঁড়ানোর পর ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকবে না। ইতি ঘটবে জীবনের।

মনটা এতো বিষণ্ন হয়ে উঠলো যে টেরই পেলো না কোথায় পা ফেলছে বা চারপাশে কি রয়েছে। বনভূমির কিনারা ছাড়িয়ে আসার পর খেয়াল হলো ওর — ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। ওর সামনে অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে কডিয়া, তার সাথে ধাক্কা খেতে যাচ্ছিলো শন। কডিয়ার পাশে থামলো ও, নিজেদের চারদিকে বিহ্বলদৃষ্টিতে তাকালো।

কেটে সাফ করা হয়েছে বন। যতোদূর দৃষ্টি যায়, খালি ও ফাঁকা, প্রকাণ্ড মহীরুহগুলোকে যেনো প্রচণ্ড কোনো ঝড় গোড়া থেকে উপড়ে নিয়ে গেছে। রয়ে গেছে শুধু গুঁড়ি; কাঁচা, রক্তের মতো লাল। এলোমেলো হয়ে আছে মাটি, ক্ষতবিক্ষত, ও-সব জায়গায় আছাড় খেয়েছে বিশালকায় কাণ্ডগুলো। গাঢ় রঙের কাঠের গুঁড়ো স্তূপ হয়ে রয়েছে এখানে-সেখানে, ওখানে করাত দিয়ে ডাল কাটা হয়েছে, সাইজ করা হয়েছে কাণ্ডগুলো। বাতিল ডালপালার ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মূল্যবান বড় টুকরোগুলোকে, মাটিতে তার দাগ রয়েছে এখনো।

শনের পাশে থামলো মিরিয়াম। 'এখানেই আমার বাপ-চাচাকে জোর করে ধরে আনে ওরা', মৃদুকণ্ঠে বললো সে। 'লোহার চেইন দিয়ে বেঁধে কাজ করিয়েছে তাদের যতোক্ষণ না হাতের মাংস খসে খসে পড়ে। খেতে দেয়নি, চাবুক মেরেছে। মারা যাবার পর পুঁতে ফেলেছে মাটিতে।'

'কতো লোক?' জিজ্ঞেস করলো শন। 'এই বিশাল বন কিভাবে কাটা হলো!'

'সম্ভবত প্রতিটি গাছ পিছু দু'জন করে মারা গেছে', বিড়বিড় করলো মিরিয়াম। 'হাজার হাজার লোককে ধরে আনে ফ্রেলিমোরা।' দিগন্তরেখার দিকে হাত তুললো সে। 'এখন তারা আরো দক্ষিণে গাছ কাটছে। একটা গাছকেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেবে না।'

ক্লডিয়ার সরু কাঁধে হাত রাখলো শন, অপর হাত দিয়ে বাচ্চাটাকে পিঠের সাথে চেপে ধরলো ও, ফেলে আসা পথের দিকে তাকালো মাতাউকে দেখতে পেলো ও, রিপোর্ট নিয়ে ফিরে আসছে সে। তার হাঁটার ভঙ্গিটা বানরের মতো, তবে আজ সে অত্যন্ত অস্থির ও সন্ত্রস্ত। তার চেহারায় মৃত্যুভয় দেখতে পেলো শন।

'ওরা খুব কাছে চলে এসেছে, গুড বস। ওদেরকে পথ দেখাচ্ছে দু'জন ট্র্যাকার। তাদের কাজ দেখেছি আমি, ফাঁকি দেয়া সম্ভব হবে না। অত্যন্ত দক্ষ তারা।'

'মোট কতোজন ট্রুপার?' শনের চেহারা নির্লিপ্ত, মনের ভয়টা চোখে ফুটতে দিলো না।

'একটা উপত্যকায় যতো ঘাস থাকে তারচেয়ে কম নয়', জবাব দিলো মাতাউ। 'শিকারী কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে ছুটে আসছে আসছে তারা। সবাই মারমুখো, বেয়াড়া যোদ্ধা; মড়াখেকো। আমরা তিনজন তাদের বিরুদ্ধে দু'মিনিটের বেশি দাঁড়াতে পারবে না।'

চারদিকে তাকালো শন। ফাঁকা যে-জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা, পাইকারি হত্যাযজ্ঞের জন্যে আদর্শ, হাঁটু সমান উঁচু মোটা গুঁড়ি ছাড়া কোথাও কোনো আড়াল নেই। খোলা জায়গা দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত, তবে চওড়ায় দুশো মিটারের বেশি হবে না। এই দুশো মিটারের পর, একদিকে পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে রয়েছে বাতিল ও পরিত্যক্ত ডালপালা, পাতাগুলো এরই মধ্যে রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। ডালগুলোর পাহাড় ব্যারিকেড হিসেবে কাজ দেবে। 'ওগুলোর ভেতর দাঁড়াবো আমরা', দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে হাতছানি দিলো শন, আলফনসোকে কাছে ডাকলো।

এক ছুটে ফাঁকা জায়গাটুকু পেরিয়ে এলো ওরা। দলের মাঝখানে মেয়েরা। মিরিয়াম তার ভাইয়ের হাত ধরে আছে। তাদের পাশে রয়েছে আলফনসো, পাহারাদারের ভূমিকায়। প্রকাণ্ডদেহী শাঙ্গানি সার্জেন্ট রেডও প্যাক ছাড়াও রেনামোদের কাছ থেকে পাওয়া অ্যামুনিশন ও রসদ বহন করছে, ক্লান্ত হয়ে পড়লে মিকিকেও মাঝে মধ্যে কাঁধে তুলে নিয়েছে সে। শন জানে, মিরিয়াম ও মিকির দায়িত্ব আলফনসোর ওপর ছেড়ে দেয়া যায়।

আলফনসোকে কোনো নির্দেশ দেয়ার দরকার হলো না। শনের মতো তারও রয়েছে একজন সৈনিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ডাল কেটে জড়ো করা এমন একটা স্তূপের দিকে এগোলো সে যেটাকে দুর্গের প্রাচীরই বলা চলে, ওখানে থেকে ফাঁকা জায়গায় গুলি করার সবচেয়ে বেশি সুবিধেও পাওয়া যাবে।

দ্রুত পজিশন নিলো ওরা, ভারি কিছু ডাল টেনে এনে আশ্রয়টাকে যতোটা সম্ভব দুর্ভেদ্য করলো। যে যার অস্ত্র ও অ্যামুনিশন মাটিতে নামিয়ে রাখলো, আক্রমণকারীদের প্রথম হামলাটা ঠেকাবার জন্যে সামান্য যে উপকরণ আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত হতে শুরু করলো।

ক্লডিয়া ও মিরিয়াম বাচ্চাদের নিয়ে আরো খানিক পিছনে সরে গেছে। ওখানে নিচের দিকে ডেবে আছে মাটি, আর খুব মোটা একজোড়া গুঁড়ি তৈরি করেছে নিরাপদ আড়াল প্রস্তুতি শেষ করে পিছিয়ে ক্লডিয়ার পাশে চলে এলো শন। 'গোলাগুলি শুরু হবার সাথে সাথে, আমি চাই, মিরিয়াম আর বাচ্চাদের নিয়ে ছুটবে তুমি', বললো ও। 'ছুটবে দক্ষিণ দিকে...।' ক্লডিয়া মাথা নাড়ছে দেখে থেমে গেলো। লক্ষ্য করলো, চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে আছে তার।

'ছুটতে ছুটতে অনেক দূর এসেছি, আর নয়', বললো ক্লডিয়া। 'তোমার সাথে ছিলাম, তোমার সাথে থাকবো।' শনের একটা বাহু ধরলো সে। 'না, তর্ক করো না। শুধু সময় নষ্ট করা হবে।'

'ক্লডিয়া!'

'প্লীজ, না!' অনুনয় করলো ক্লডিয়া। 'হাতে আমাদের সময় কম, তর্ক করে নষ্ট করো না।'

ঠিকই বলছে ক্লডিয়া, জানে শন। একা দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করার কোনো অর্থই হয় না, বিশেষ করে মরিয়ম ও বাচ্চাগুলোকে নিয়ে। ওদের ধাওয়া করবে পঞ্চাশজন রেনামো।

'ঠিক আছে', বললো শন, বেল্ট থেকে টোকারেভ পিস্তলটা বের করলো 'এটা রাখো।

'কেনো?' অস্ত্রটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে ক্লডিয়া, চোখের দৃষ্টিতে বিতৃষ্ণা।

'আমার ধারণা তুমি জানো।'

'তুমি আমাকে জোবের পথে যেতে বলছো?'

মাথা ঝাঁকালো শন। 'চায়নার পথে যাওয়ার চেয়ে সহজ হবে সেটা।'

মাথা নাড়লো ক্লডিয়া। 'আমি পারবো না', ফিসফিস করলো সে। 'আর যদি কোনো উপায় না-ই থাকে, একেবারে শেষ মুহূর্তে, আমার হয়ে তুমি পারবে না কাজটা করতে?'

'চেষ্টা করবো', বললো শন। 'তবে মনে হয় না সাহসে কুলোবে। নাও, রাখো, শুধু যদি প্রয়োজন হয়।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিস্তলটা নিলো ক্লডিয়া, বেল্টে গুঁজে রাখলো। 'এবার চুমো খাও', ধরা গলায় বললো সে।

পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছে, ওদেরকে বাধা দিলো মাতাউর শিস। 'তোমাকে আমি ভালোবাসি', ক্লডিয়ার কানে বিড়বিড় করলো শন।

'আমি তোমাকে অনন্তকাল ভালোবাসবো', উত্তর দিলো ক্লডিয়া, অনেক কষ্টে দমিয়ে রাখলো কান্নাটাকে।

হামাগুড়ি দিয়ে মরা কাঠের স্তূপে ফিরে এলো শন। মাতাউর পাশে মাথা নিচু করলো, দুটো ডালের ফাঁক দিয়ে তাকালো বনভূমির কিনারায়।

কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেলো, কিছুই দেখতে পেলো না শন। তারপর ছায়ার মতো কি যেনো একটা স্যাঁৎ করে সরে গেলো, খাড়া দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটা গাছের ফাঁকে। একেএম রাইফেলের পিস্তল গ্রিপে ডান হাত রাখলো শন, তুললো সেটা, মুখের একপাশে বাটস্টক ঠেকালো।

রোদ ঝলমলে বিকেল, নিস্তব্ধতার ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে সময়। কোনো পাখি ডাকছে না, কোনো প্রাণি নড়ছে না। এভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেলো। তারপর হঠাৎ করেই বনভূমির কিনারা থেকে শিস দিলো একটা পাখি, তারই সাথে কিনারা ছাড়িয়ে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এলো মানুষের একটা আকৃতি, আধ সেকেণ্ডেরও কম সময়ে জন্যে। মোটা একটা গাছের গুঁড়ির পিছনে গা ঢাকা দিয়েছে সে। সে-ও গা ঢাকা দিলো, অমনি বনভূমির কিনারা থেকে আরেকটা আকৃতি ছিটকে বেরিয়ে এলো, একশো মিটার বাম দিকে। এ লোকটাও চোখে পলকে অদৃশ্য হয়ে গেলো, তার অদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথে ডান দিকে বেরিয়ে এলো তৃতীয় রেনামো গেরিলা।

মনে মনে হতাশ হলো শন। চরম সতর্কতা অবলম্বন করছে রেনামোরা, দল বেঁধে তো নয়ই, এমনকি একসাথে দু'জনও আসছে না। মাঝখানে বড় বড় ফাঁক রেখে ছড়িয়ে রয়েছে তারা, সামনে বাড়ছে একজন একজন করে। প্রতি দলে তিনজন হলেও, তিনজনই আলাদাভাবে বাড়ছে সামনে। তারমানে একটাকে গুলি করার সুযোগ পাবে শন। তিনজনের মধ্যে কোনোটাকে? সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে মনে হবে যাকে। সম্ভবত মাঝখানের লোকটাকে, ভাবলো ও।

ঠিকই আন্দাজ করেছে শন। আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে তিন নম্বর রেনামো, গুঁড়ির ওপর তার হাত দেখতে পেলো ও। দলের একজনকে সামনে বাড়ার সংকেত দিলো সে। সে-ই লিডার, সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু, কাজেই তাকে আগে খতম করা দরকার।

আরো কাছে আসুক। একেএম স্নাইপিং রাইফেল নয়, দূরত্ব একশো মিটারের বেশি হলে ভরসা রাখা যায় না। রাইফেলের সাইটে তাকে পাবার জন্যে অপেক্ষায় থাকলো শন।

কাছে মানে তার চোখ দেখতে পেতে হবে। আরো দু'বার দেখা গেলো তাকে, দু'বারই আড়াল নিয়েছে গুঁড়ির পিছনে। আরো কাছে না এলেও চলবে, এবার ফাঁকা জায়গায় তাকে বেরুতে দেখলেই গুলি করবে শন।

বেরুলো সে। বুকে নয়, পেট লক্ষ্য করে ট্রিগার টানলো শন। কষ্ট পেয়ে মরুক, তার কষ্ট দেখে ভয় পাক সঙ্গীরা। নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়া আহত যোদ্ধা সঙ্গীদের মনোবল চুরমার করে দেয়, শনের জানা আছে। পেটেই লাগলো ৭.৬২ বুলেট, পাকা মেঝেতে তরমুজ পড়ার মতো শব্দ হলো। পাতা ও ডালের আবর্জনায় অদৃশ্য হয়ে গেলো লোকটা।

সাথে সাথে জঙ্গলের কিনারা থেকে একসাথে গর্জে উঠলো অনেকগুলো এ/কে ফরটিসেভেন। এলোপাতাড়ি গুলি হচ্ছে দেখে শন বুঝতে পারলো, ওকে তারা দেখতে পায়নি বা জানে না কোথেকে গুলিটা ছোঁড়া হয়েছে। একটু পরই আবার নিস্তব্ধতা নেমে এলো, তারমানে অ্যামুনিশন অপচয় করতে রাজি নয় রেনামোরা। আবারও হতাশ হলো শন। গেরিলারা অত্যন্ত অভিজ্ঞ, তাদের ট্রেনিঙে কোনো খুঁত নেই। খুব বেশিক্ষণ তাদেরকে ঠেকিয়ে রাখার যাবে না।

আবর্জনার ভেতর থেকে চিৎকার করছে আহত রেনামো। শন জানো, তার সঙ্গীরা এবার দু'পাশ থেকে এগোবার চেষ্টা করবে। কিন্তু দু'পাশের কোনোদিক থেকে? ডান না বাম? যেনো ওর প্রশ্নের উত্তরেই বনভূমির ভেতর ছায়ার মতো কি যেনো নড়ে উঠতে দেখলো শন। 'আলফনসো', নরম সুরে ডাকলো শন। 'ডান দিক থেকে আসতে চাইছে ওরা। এখানে থাকো। মাঝখানটার নজর রাখো।'

ক্রল করে পিছিয়ে এলো শন, সোজা হয়ে দাঁড়ালো, তারপর ছুটলো ডান দিকে।

চারশো মিটার ছুটে থামলো শন, হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়লো ডালপালার স্তূপে, কিনারায় পৌঁছে থামলো। উঁকি দিলো ও, সামনে ফাঁকা জায়গা, তারপর বনভূমির কিনারা। কিনারায় চোখ বুলালো ও। পজিশনটা ঠিকই বেছেছে, ওর কাছ থেকে একশো গজ ডানদিকে রেনামোদের দেখতে পেলো ও, জঙ্গলের কিনারা থেকে বেরিয়ে আসছে, আটজনের একটা দল। গাছের গুঁড়িগুলোকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করছে তারা, সবার আগে রয়েছে দলনেতা। তবে একজন একজন করে নয়, প্রতিটি আড়াল থেকে দু'তিনজন করে বেরিয়ে আসছে তারা। ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে আসতে দিলো শন দলটাকে, তারপর স্লাইড টেনে অটোমেটিক পজিশনে আনলো একেএম-কে ট্রিগার টানলো শন, টেনে রাখলো।

সেকশন লিডার যেনো হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলো। তার সাথেই পড়লো পাশের লোকটা। তৃতীয় লোকটা ছিলো ওদের দু'জনের পিছনে, ঝাঁকি খেলো সে, একটা হাত উঠে গেলো কাঁধে। প্রথম দু'জন, শন দেখেছে, মাথায় গুলি খেয়েছে। 'তিনজন', ম্যাগাজিন বদল করার সময় বিড়বিড় করলো, শন। চেয়েছিল অন্তত একজনকে ফেলবে, আশা করেছিল দু'জন পড়বে।

দলের বাকি লোকগুলো ঘুরে দাঁড়িয়েছে, পালিয়ে যাচ্ছে জঙ্গলের দিকে। জঙ্গলের কিনারায় তারা পৌঁছুতে পারেনি, আবার গুলি করলো শন। মনে হলো অন্তত একজনকে লেগেছে, পড়তে পড়তেও পড়লো না, অদৃশ্য হয়ে গেলো গাছপালার ভেতর।

প্রায় সাথে সাথে মাঝখান থেকে গর্জে উঠলো কয়েকটা এ/কে রাইফেল। আড়াল থেকে লাফ দিয়ে সোজা হলো শন, ছুটলো আলফনসোর কাছে ফেরার জন্যে।

ছুটছে ও, ওপারের জঙ্গল থেকে ওকে লক্ষ্য করে গুলি করলো একজন রেনামো। মাথার কাছ ঘেঁষে ছুটে গেলো একটা বুলেট। চাবুকের মতো ওই শব্দটা

শনের রক্তস্রোতে যেনো বিপুল উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ ঢেলে দিলো। মাথা নিচু করে ছোটার গতি বাড়িয়ে দিলো ও। গোটা ব্যাপারটা উপভোগ করছে ও, আতঙ্কের ফণা তোলা ঢেউ-এর মাথায় চড়ে বসেছে যেনো।

তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়েছে মাঝখানটায়। খোলা জায়গা দিয়ে ছুটে আসছে রেনামোরা। আলফনসোর পাশে এসে শন দেখলো, ফাঁকা জায়গাটা প্রায় পেরিয়ে এসেছে তারা, আর মাত্র আট-দশটা গুঁড়ি পার হলেই ঢুকে পড়বে। ডালপালার পাহাড়ে। ম্যাগাজিন ভরাই ছিলো, প্রথমে এলোপাতাড়ি গুলি চালালো ও, নির্দিষ্ট কাউকে লক্ষ্য করে নয়। ওদের ডিফেন্স যে হঠাৎ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, সাথে সাথে টের পেলো শত্রুরা, এগোবার গতি শ্লথ হলো তাদের গুঁড়ির আড়াল থেকে বেরুতেই ইতস্তত করছে।

শত্রুর গতি মন্থর করে দেয়ার পর টার্গেট বাছাইয়ে মনোযোগ দিলো শন। এরপর গুঁড়ির আড়াল থেকে বেরুতেই একজনকে ফেলে দিলো আলফনসো, আরেকজনকে ফেললো শন। তাতেই প্রতিহত করা গেলো হামলা। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে রেনামোরা, তাদের আরেকজন গুলি খেলো। ভেঙে গেলো ঝাঁকটা, বিশৃঙ্খল হয়ে পড়লো এদিক থেকে তুমুল গুলিবর্ষণ শুরু করলো শন ও আলফনসো। সুবিধে হবে না বুঝতে পেরে পিছু হটতে শুরু করলো রেনামোরা।

'দু'জনকে!' শনের উদ্দেশ্যে চিৎকার করলো আলফনসো। 'দু'জনকে ফেলেছি আমি!' কিন্তু শনের বাহুতে টান দিলো মাতাউ, হাত বাড়িয়ে বাম দিকটা দেখাচ্ছে। ঘাড় ফেরাতে রেনামোদের একটা দলকে পলকের জন্যে দেখতে পেলো শন, ফাঁকা জায়গাটুকু পেরিয়ে এপারে চলে এসেছে, ঢুকে পড়ছে পাহাড় সমান উঁচু ভাঙা ডালপালার রাজ্যে। মাঝখানে বা ডান দিকে আক্রমণটা ছিলো ধোঁকা, রেনামোদের আসল উদ্দেশ্য ছিলো বাম দিক থেকে এপারে আসা। এই মুহূর্তে ওদের পিছন দিকে আসছে দশ থেকে বারোজনের একটা দল। কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘিরে ফেলবে ওদেরকে, কোণঠাসা হয়ে পড়বে ওরা।

'আলফনসো, ওরা আমাদের পিছনে চলে এসেছে', বললো শন।

'বাধা দেয়ার কোনো উপায় নেই', দিলো আলফনসো। 'সংখ্যায় ওরা অনেক বেশি।'

'ওদেরকে ঠেকাবার জন্যে পিছনে যাচ্ছি আমি। মেয়েদের সাথে থাকবো।'

'ওরা আক্রমণ করবে বলে মনে হয় না', আলফনসো বললো। 'ঘিরেই তো ফেলেছে, আক্রমণ করবে কেনো? বাজপাখি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ওরা।'

অটোমেটিক রাইফেল থেকে এক পশলা গুলিবর্ষণ হলো, ঝট্ করে মাথা নিচু করলো ওরা।

'আমাদের এখানে আটকে রাখার জন্যে গুলি করছে ওরা', শনকে জানালো আলফনসো। 'শুধু শুধু আরো লোক হারাবার ঝুঁকি নেবে না।'

'হেলিকপ্টার আসতে কতোক্ষণ লাগবে?' নিজের আন্দাজটা মিলিয়ে নিতে চাইলো শন।

'এক ঘন্টার বেশি নয়', বললো আলফনসো। 'তারপর সব শেষ।'

ঠিকই বলছে আলফনসো। হিন্দের বিরুদ্ধে কারুরই কিছু করার নেই। কোনো কৌশলই খাটবে না।

'তোমাকে আমি এখানে রেখে যাচ্ছি', আবার বললো শন, ক্রল করে ফিরে এলো গর্তটার মাঝখানে, কডিয়ার পাশে।

'কি খবর?' ব্যাকুলস্বরে জানতে চাইলো ক্লডিয়া, দু'চোখে প্রত্যাশা। তার কোলে খেলা করছে মিনি।

'আমাদের পিছনেও চলে এসেছে ওরা', সংক্ষেপে বললো শন। ঘিরে ফেলেছে।' এখন আর লুকিয়ে কোনো লাভ নেই 'এ/কে-র খালি ম্যাগাজিনগুলো ক্লডিয়ার পাশে রাখলো ও। 'আলফনসোর ব্যাগে স্পেয়ার অ্যামুনিশন আছে। কিভাবে ভরতে হয় জানো তুমি।'

ব্যস্ত থাকুক ক্লডিয়া। পরবর্তী এক ঘন্টা বেঁচে থাকাটা অত্যন্ত কষ্টকর ও বেদনাদায়ক হবে। ক্রল করে গর্তের ঠোঁট পর্যন্ত উঠলো শন, কিনারা থেকে উঁকি দিলো।

ওর পঞ্চাশ ফুট সামনে শুকনো তামাটে পাতার ভেতর কি যেনো নড়লো। শুকনো ঝোপ লক্ষ্য করে এক পশলা গুলি করলো ও। পাল্টা জবাব দিলো চার-পাঁচটা রাইফেল, ওদিক থেকেই। এ/কে বুলেট বাতাসে শিস কেটে আশপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, বিস্ফোরণের শব্দে ভয় পেয়ে ককিয়ে কেঁদে উঠলো মিনি।

মিনিটগুলো ধীরগতিতে বয়ে যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে নিস্তব্ধতা ভাঙছে রেনামোদের রাইফেল। আলফনসোর কথাই ঠিক হলো, হিন্দের জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা।

হামাগুড়ি দিয়ে শনের পাশে উঠে এলো ক্লডিয়া, বুলেট ভরা ম্যাগাজিনগুলো ওর ডান কনুইয়ের কাছে রাখলো।

'ক' বাক্স আছে আর?' জানতে চাইলো শন।

'দশ।' শনের আরো একটু কাছে সরে এলো ক্লডিয়া।

আলফনসোর ব্যাগে আর মাত্র দুশো রাউণ্ড বুলেট আছে। তবে হতাশ হওয়ারও কিছু নেই। হয়তো ওই দুশো রাউণ্ড ব্যবহার করার সুযোগই পাবে না ওরা। আকাশের দিকে তাকালো শন। এখন থেকে যে- কোনো মুহূর্তে হিন্দের আওয়াজ শুনতে পাবে ওরা।

শনের মনের কথা বুঝতে পারলো ক্লডিয়া, ওর হাতটা ধরার জন্যে হাতড়ালো সে। আফ্রিকার উত্তপ্ত রোদে হাত ধরাধরি করে শুয়ে থাকলো ওরা, চরম পরিণতির অপেক্ষায় প্রহর গুণছে। আর কিছু বলার নেই, আর কিছু করার নেই। ক্ষীণ প্রতিরোধ, তা-ও এখন আর সম্ভব নয়। এখনই শুধুই অমোঘ নিয়তির জন্যে অপেক্ষায় থাকা।

শনের পা স্পর্শ করলো মাতাউ। কিছু বলার আর দরকার করে না। কান খাড়া করতেই আওয়াজটা শুনতে পেলো শন। বিকেলের বাতাসকে ছাপিয়ে উঠলো শব্দটা। অনেক উঁচু থেকে ভেসে আসছে।

শনের হাতটা সজোরে চেপে ধরলো কডিয়া, ওর তালুর ভেতর ডেবে গেলো নখগুলো। সে-ও শুনতে পেয়েছে।

'চুমো খাও', ফিসফিস করলো কডিয়া। 'শেষবার।'

রাইফেলটা পাশে নামিয়ে রেখে নিজের বাহুর ভেতর তাকে টেনে নিলো শন। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে রাখলো ওরা।

'যদি মরতেই হয়', ফিসফিস করলো ক্লডিয়া, 'এভাবে মরতে পারলে আমার কোনো দুঃখ নেই।' শন অনুভব করলো, ওর হাতের ভেতর গুলি ভরা টোকারেভ পিস্তলটা গুঁজে দিচ্ছে সে।

'গুডবাই, মাই ডার্লিং', বললো ক্লডিয়া।

কাজটা করতে হবে ওকে, জানে শন, কিন্তু জানে না অতো সাহস তার আছে কিনা।

এঞ্জিনের আওযাজে কান পাতা দায় হয়ে উঠলো। কাছে চলে এসেছে ওটা।

সেফটি-ক্যাচ অফ করলো শন, ধীরে ধীরে তুললো পিস্তলটা। ক্লডিয়ার চোখের পাতা শক্ত ভাবে বন্ধ করা, মুখটা সামান্য একটু ঘরিযে নিলো সে। তার কানের ওপর ঝুলে রয়েছে এক গোছা চুল। চাঁদির মাখন রঙা চামড়া দেখতে পেলো শন, চুলের আড়াল পেয়ে রোদে পোড়েনি। মাথার ঠিক মাঝখানে একটা রগ লাফাচ্ছে। জীবনে কঠিন কাজ আরো করতে হয়েছে শনকে, কিন্তু এটার তুলনায় সেগুলো পানির মতো সহজ ছিলো বলে মনে হলো ওর। তবু, পিস্তলের মাজলটা ক্লডিয়ার চাঁদির দিকে তুললো ও।

ওদের আশ্রয়ের ঠোঁটে একটা শেল বিস্ফোরিত হলো। এক ঝটকায় মাটিতে ফেলে দিলো শন ক্লডিয়াকে, তার ওপর ঝুঁকে আড়াল করে রাখলো। মুহূর্তের জন্যে বিশ্বাস করলো, হিন্দ থেকে কামানের গোলা ছোঁড়া হচ্ছে। কিন্তু পরমুহূর্তে বুঝলো, তা সম্ভব নয়। হিন্দকে এখনো দেখা যাচ্ছে না, রেঞ্জের বাইরে রয়েছে সেটা।

পরপর আরো কয়েকটা শেল বিস্ফোরিত হলো। পিস্তল নামিয়ে ক্লডিয়াকে ছেড়ে দিলো শন। গর্তের কিনারা থেকে উঁকি দিলো ও, দেখলো রেনামো পজিশনগুলোর দিকে ছুটে যাচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক গোলাগুলি। মর্টারের গোলা, চিনতে পারলো শন। তিন ইঞ্চি মর্টার শেল। তারপর ধোঁয়া দেখলো শন, আরপিডি রকেটের পিছনে। স্মল আর্মসের শব্দগুলোর চাপা পড়ে যাচ্ছে মর্টারের বিস্ফোরণে ও হিন্দ গানশিপের গর্জনে। গোটা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

হঠাৎ করে তুমুল একটা যুদ্ধের মাঝখানে পড়ে গেছে ওরা। শন দেখলো, গুঁড়িগুলোর পাশ দিয়ে তীরবেগে ছুটে আসছে যোদ্ধারা, ছুটতে ছুটতে গুলি করছে অনবরত।

'ফ্রেলিমো!' শনের কনুই ধরে টান দিলো মাতাউ, উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে সে। 'ফ্রেলিমো!'

এতোক্ষণে বুঝলো শন। রেনামোদের সাথে ওদের গুলি বিনিময় হয়েছে, সেই শব্দই টেনে এনেছে ফ্রেলিমোদের বিশাল একটা বাহিনীকে। আশপাশেই ছিলো তারা, সম্ভবত সেভ রিভার লাইন আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

পঞ্চাশজন রেনামোকে এখন কয়েক হাজার ফ্রেমিলোর সাথে যুদ্ধ করতে হবে।

বনভূমির কিনারা ধরে পালাচ্ছে রেনামোরা। তাদের লক্ষ্য করে শনও এক পশলা গুলি করলো। বোধহয় ফেলতেও পারলো একজনকে।

তারপর ওর নজর পড়লো ফ্রেলিমো পদাতিক বাহিনীর ছোট্ট একটা দলের ওপর। ওর বাম দিক থেকে ছুটে আসছে তারা। ক্যামোফ্লেজড ফিল্ড ড্রেস পূর্ব জার্মানী থেকে পেয়েছে তারা, সবুজ ও খয়েরি রঙের।

রেনামো বা ফ্রেলিমো, দু'দলই ওদের জন্যে বিপজ্জনক। নিজের পাশে ক্লডিয়াকে টেনে নিলো শন। 'নড়ো না। আমরা এখানে আছি ফ্রেলিমোরা সম্ভবত জানে না। রেনামোদের তাড়া করছে, আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারে। সুযোগ একটা পেতেও পারি আমরা।'

তারস্বরে চিৎকার করছে মিনি, গোলাগুলির শব্দে ভয় পেয়েছে। মিরিয়ামকে ধমক দিলো শন, 'চুপ করাও ওকে! থামাও!' ব্যস্ত হাতে মিনির মুখ চেপে ধরলো মিরিয়াম।

গর্তের ঠোঁট থেকে একটা চোখ তুলে তাকালো শন। ফ্রেলিমো পদাতিক বাহিনীর দলটা ওদের কাছে চলে এসেছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে গর্তটাকে পাশ কাটাবে তারা। ছুটতে ছুটতে এখনো কোমরের কাছ থেকে গুলি করছে লোকগুলো যে-কোনো মুহূর্তে দেখে ফেলবে ওদের। হাতের একেএমটা তুললো শন। উদ্ধার পাবার আসলে কোনো আশা নেই, পার্থক্য শুধু এইটুকু যে রেনামোদের বদলে মরতে হবে ফ্রেলিমোদের হাতে।

ফ্রেলিমো ট্রুপারদের দিকে লক্ষ্যস্থির করছে শন, গোটা দলটা ভোজবাজির মতো মাটি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো। লক্ষ্যস্থির করায় মগ্ন ছিলো শন, বিস্ফোরণের শব্দটা ভালো করে শুনতেই পায়নি। লোকগুলো প্রথমে ঢাকা পড়লো ঘন ধোঁয়া ও ধুলোয়। আকাশ থেকে আবার গর্জে উঠলো ভারি ১২.৭ এমএম কামান। আরো বাম দিকে দেখা গেলো ফ্রেলিমোদের আরো একটা দল বনভূমির কিনারা থেকে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে আসছে। দ্বিতীয় শেলটা বিস্ফোরিত হলো তাদের মাঝখানে।

আকাশে, মাথার ওপর তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলো শন। হিন্দ গানশিপ ওদের একশো ফুট ওপরে স্থির হয়ে রয়েছে। নেহাতই ভাগ্যগুণে ঠিক সেই মুহূর্তে বাতাসের সাথে ভেসে এলো বিস্ফোরণের ধোঁয়া, ঢাকা পড়ে গেলো ওরা। একটু পরই ফ্রেলিমোদের খোঁজে মাথার ওপর থেকে সরে গেলো হিন্দ।

এরপর দিশেহারা হয়ে পড়লো যুদ্ধরত দুই পক্ষ। বনভূমির ভেতর কে কোনো দিকে ছুটছে নিজেরাও জানে না। ঘন ঘন বিস্ফোরিত হলো রকেট, ছুটে গেলো শেল, আকাশ থেকে আগুনের গোলা ছুঁড়লো হিন্দ গানশিপ। উদভ্রান্ত সৈনিকরা অনবরত গুলি ছুঁড়লো।

মাতাউর কাঁধে চাপড় দিলো শন। 'আলফনসোকে ডেকে আনো।' চোখের পলকে ধোঁয়া ও গোলাগুলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো খর্বকায় নদোরবো, ফিরে এলো এক মিনিট পরই, পিছনে প্রকাণ্ডদেহী আলফনসোকে নিয়ে।

'আরেকবার ছোটার জন্যে তৈরি হও', নির্দেশ দিলো শন। 'ওখানে রেনামো আর ফ্রেলিমোরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত, এসো চেষ্টা করে দেখি হিন্দ দেখে ফেলার আগে আমরা সরে যেতে পারি কিনা...', হঠাৎ থামলো শন, নাক কুঁচকে বাতাস টানলো, তারপর হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে পিছনে তাকালো।

এরইমধ্যে ওদের চারপাশের বাতাস নোংরা কালো হতে শুরু করেছে। এঞ্জিনের আওয়াজ, গোলাগুলির শব্দকে ছাপিয়ে উঠলো আরেকটা শব্দ, অস্পষ্ট হলেও শুনতে পেলো শন-কি যেনো ফুটছে। কাঠ পুড়লে এ-ধরনের শব্দ হয়। ডালপালায় আগুন লাগলে।

'আগুন!' আঁতকে উঠলো শন। 'আমাদের পিছনে, যেদিক থেকে বাতাস আসছে!'

সম্ভবত বিস্ফোরিত কোনো রকেট জড়ো করা শুকনো ডালপালায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ঘন মেঘের মতো কালো ধোঁয়া ঢেকে দিচ্ছে বনভূমির মাথার ওপর গোটা আকাশ। ওদের নিরাপদ আশ্রয়ে গর্তটাও এক নিমেষে ঢাকা পড়ে গেলো। হু হু করে জ্বলে উঠলো চোখ, কাশতে শুরু করলো সবাই।

'এখন আর কোনো উপায় নেই — হয় ছোটো নয়তো পুড়ে মরো!' আগুনের শব্দ এতো দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে দেখে দিশেহারা বোধ করলো শন। শুকনো কাঠ পোড়ার আওয়াজে চাপা পড়ে গেলো যুদ্ধের সমস্ত শব্দ। ধীরে ধীরে বাড়লো শিখার শোঁ শোঁ গর্জন। গায়ে আগুন নিয়ে কাছেই কোথাও চিৎকার করছে সৈনিকরা, অথচ ওদের কানে অস্পষ্টভাবে পৌঁছুলো সে-চিৎকার।

'চলো যাই!' ছোঁ দিয়ে মিনিকে পিঠে তুলে নিলো শন। চাদর দিয়ে তাকে বাঁধার সময় নেই, বাচ্চাটাও যেনো তা বুঝতে পারলো, দু'হাত দিয়ে শনের গলাটা জড়িয়ে ধরলো সে। ক্লডিয়াকে টেনে দাঁড় করালো শন। আলফনসো ইতিমধ্যে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে মিকিকে, মিকির পা দুটো ঝুলছে ভারি রেডিও প্যাকের ওপর। আলফনসোর আরেক দিকে রয়েছে মিরিয়াম, সেদিকের কাঁধে রাইফেলটা ঝুলিয়ে নিয়েছে আলফনসো।

বিশাল ঢেউ-এর মতো ওদের দিকে ছুটে আসছে ধোঁয়া, তেলের মতো ঘন। বাতাসের সাথে ছুটছে ওরা, একসাথে জড়ো হয়ে। ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে ফুসফুস, ঢেকে দিচ্ছে আকাশ, জঙ্গলের ভেতর ওদের চারপাশে যুদ্ধরত সৈনিকিদের দৃষ্টি

থেকে আড়াল করে রাখছে ওদেরকে। হিন্দের গানারও ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু ধেয়ে আসছে আগুন। বাতাসের গতি ওদের চেয়ে অনেক বেশি, আগুন আর বাতাসের গতি প্রায় সমান। ছুটছে ওরা, কিন্তু পিছিয়ে পড়ছে, হেরে যাচ্ছে প্রতিযোগিতায়। প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে আসছে সর্বনেশে শিখা।

আগুনের প্রচণ্ড আঁচ ওদেরকে উন্মাদ করে তুললো। দৌড়ালো ওরা, জীবনে এতো জোরে কখনো দৌড়ায়নি। নগ্ন ঘাড়ে আগুনের ঝাপটা অনুভব করলো শন, ছুটন্ত ফুলকি মুখে লাগায় কঁকিয়ে উঠলো মিনি। বাতাসের অভাবে হাঁপালো ক্লডিয়া, হোঁচট খেয়ে মাটিতে হাঁটু গাড়লো। টান দিয়ে তাকে তুলে নিলো শন, টেনে নিয়ে চললো সামনের দিকে।

শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা পড়বে ওরা, বুঝতে পারলো শন। পুড়ে মরার আগেই জ্ঞান হারাবে। বাতাসে টানলেই নাকের ডগা থেকে ফুসফুস পর্যন্ত জ্বলে যাচ্ছে। আর বেশি দূর যাওয়া সম্ভব নয়। প্রচণ্ড উত্তাপ সেদ্ধ করছে ওদেরকে, গায়ের রোম পুড়ে যাচ্ছে, উড়ন্ত আগুনের ফুলকি লেগে ফোস্কা পড়ছে চামড়ায়। ওদের চারপাশে শুধু কালো ধোঁয়া আর লাল আগুনের ফুলকি। শনের পিঠে যন্ত্রণায় ছটফট করছে মিকি, ঝাঁক ঝাঁক মৌমাছির মতো আগুনের কণা ঘিরে ফেলছে তাকেও। শনের গলাটা ছেড়ে দিলো সে, পড়ে যাচ্ছে পিঠ থেকে। একেবারে শেষ মুহূর্তে তাকে ধরে ফেললো শন, ভাঁজ করা হাতের কোণে আটকে নিয়ে ছুটলো।

হঠাৎ করে আরো একটা ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এলো ওরা। ওদের চারপাশে শুধু মরা গাছের গুঁড়ি। পায়ের নিচে নরম বেলে মাটি এলোমেলো হয়ে আছে।

'শোও!' ধাক্কা দিয়ে কডিয়াকে মাটিকাকে মাটিতে ফেলে দিলো শন, তার হাতে, ধরিয়ে মিনিকে। বাচ্চাটা ধস্তাধস্তি করছে। 'শক্ত করে ধরো ওকে!' চিৎকার করলো শন, গায়ের শার্টটা খুলে ফেলেছে ইতিমধ্যে। 'মাটিতে মুখ ঠেকিয়ে শুয়ে থাকো!' নির্দেশ দিলো ও। বাধ্য মেয়ের মতো শরীরটা গড়িয়ে উপুড় হলো ক্লডিয়া, শরীরের নিচে আড়াল করে রেখেছে মিনিকে। তাদের দু'জনের মাথাই শার্টটা দিয়ে জড়ালো শন, ধোঁয়া ও আগুনের ফুলকি থেকে বাঁচানোর জন্যে। বোতল থেকে পানি ঢেলে শার্টটা ভিজিয়ে দিলো ও।

এখনো ধস্তাধস্তি করছে মিনি, তবে ক্লডিয়া তাকে শরীরের নিচে শক্ত করে চেপে রেখেছে। ওদের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো শন, আলগা বালি তুলে ঢেকে দিলো ওদেরকে। মাটি ও বালির নিচে চাপা পড়ে গেলো ওরা, বাইরে থাকলো শুধু কাপড় জড়ানো শাথার পিছনটা। মাটির কাছাকাছি ধোঁয়া খানিকটা হালকা, শ্বাস নিতে পারছে ওরা। ওদিকে বসে নেই আলফনসোও, শনের দেখাদেখি সে-ও মিরিয়াম ও মিকিকে বালি দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে।

শন অনুভব করলো, চিড়বিড় শব্দ করে কুঁকড়ে যাচ্ছে ওর দাড়ি। আগুনের ফুলকি পুড়িয়ে দিচ্ছে চামড়া, যেনো কাঠপিঁপড়ে কামড়াচ্ছে। পানির শেষ বোতলটা নিজের গায়ে খালি করলো ও। খালি করলো ক্যানভাস ব্যাগটা, মাথায় পড়লো

সেটা। মাটিতে পিঠ দিয়ে শুলো, পাশ থেকে বালি তুলে ছড়িয়ে দিলো গায়ের ওপর।

মাথাটা মাটির কাছাকাছি থাকায় শ্বাস নিতে পারা গেলো, সচেতন থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় অক্সিজেনটুকু পাচ্ছে শন। তবে আগুনের আঁচে ঝাঁ ঝাঁ করছে মাথা, আচ্ছন্নবোধ করছে ও। মাথার ওপর ক্যানভাসটা কুঁকড়ে ছোটো হয়ে যাচ্ছে, পোড়া গন্ধ ঢুকলো নাকে। বালির পুরু স্তর ঢেকে রেখেছে শরীর, সেই বালি গরম হয়ে পোড়াতে শুরু করলো। আগুনের গর্জন এমনই বেড়ে উঠলো, মিকির চিৎকারও শনের কানে ঢুকলো না। শুকনো ডালগুলো রাইফেলের মতো শব্দ করে ফাটছে। ওদের চারপাশে শুকনো ডালপালার পাহাড়, সবগুলো দাউ দাউ করে জ্বলছে। বাতাসের সাথে ছুটে চলেছে আগুন।

ওদেরকে পিছনে ফেলে সামনে চলে গেলো আগুন। ধীরে ধীরে গর্জন থামলো। তারপর এক মুহূর্তের জন্য ধোঁয়ার মেঘ সরে গেলো, ফুসফুসে সামান্য একটু মিষ্টি বাতাস পেলো ওরা। কিন্তু ওদের চারপাশে উত্তাপ এতো প্রবল যে গা থেকে বালি সরাবার সাহস হলো না শনের।

ধীরে ধীরে উত্তাপ কমলো, ঠাণ্ডা হলো চারদিক, ঘন ঘন মিষ্টি বাতাস পেলো ওরা। বসলো শন মাথা থেকে ব্যাগটা নামালো। জ্বালা করছে চামড়া, যেনো অ্যাসিড ছিটানো হয়েছে গায়ে। ছোটো ছোটো ফোস্কায় ভরে গেছে গা। এরপর কডিয়া ও মিনির গা থেকে বালি সরালো ও।

পোড়া, কালচে মাটির ওপর দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে এগোলো দলটা। এখনো বেঁচে আছে, কেউই বিশ্বাস করতে পারছে না। মাঝে মধ্যেই কালো ধোঁয়া ঢেকে ফেলছে ওদেরকে। বুটের নিচে গরম হয়ে রয়েছে মাটি। বাচ্চাগুলোকে কাঁধে-পিঠে নিয়ে এগোচ্ছে ওরা। কাউকে কিছু বলতে হলো না, সবাই জানে ধোঁয়া সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাবার আগে যতোটা সম্ভব দূরে সরে যেতে হবে ওদের।

দু'বার হিন্দের আওয়াজ পেলো ওরা। গোটা আকাশ এখনো ঢাকা পড়ে আছে কালো ধোঁয়ায়। ধোঁয়া সরে গেলে মুহূর্তের জন্যে নীল আকাশ চোখে পড়লেও, হিন্দটাকে ওরা দেখতে পেলো না। পিছু নিয়ে কেউ আসছে না — না রেনামো, না ফ্রেলিমো! দুটো দলই আগুনের তাড়া খেয়ে পালিয়েছে।

'মাথামোটা গর্দভটার পায়ে অ্যাসবেসটস আছে,' বিড়বিড় করলো শন, হালকা ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে নাচতে নাচতে ছুটছে মাতাউ, খালি পায়ে। কান্না থেমেছে মিনির এখন শুধু ফোঁপাচ্ছে সে। প্রথমবার বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থেমেই তাকে আধখানা অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট খাওয়ালো শন। 'আর পানি নেই, সব বোতল খালি।

খানিক পর সন্ধ্যা নামলো। অন্ধকারে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকলো ওরা। এতোই ক্লান্ত সবাই, পাহারা দেয়ার কথা মনেই থাকলো না কারো।

সকালে বাতাসের গতি বদলে গেলো, তবে বনভূমির ওপর ধোঁয়া এখনো রয়ে গেছে, কয়েকশো ফুটের বেশি দৃষ্টি চলে না। ঘুম ভাঙার পর বাচ্চাগুলোর যত্ন নিলো ক্লডিয়া ও শন। ফোস্কাগুলোয় আয়োডিন পেস্ট মাখালো। বাচ্চাদের যত্ন নেয়ার পর পুরুষদের সেবায় ব্যস্ত হয়ে উঠলো মেয়েরা। শনের বুকের চামড়া পুড়ে গেলেও, ক্ষতগুলো মারাত্মক নয়। তবু নরম হাতে সেগুলোয় আয়োডিন লাগালো কডিয়া।

ক্লডিয়ার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়েছিল শন, মনে আছে দু'জনেরই, জীবনে হয়তো কোনোদিনই ভুলবে না, তবে প্রসঙ্গটা কেউই তুললো না ওরা।

'মাতাউ,' ডাকলো শন।' একুনি রওনা হবো আমরা। সন্ধ্যার আগে যদি পানি খাওয়াতে না পারো, কেউ আমরা বাঁচবো না।'

পোড়া বনভূমি মাড়িয়ে আবার এগোলো ওরা। শেষ বিকেলের দিকে ওদেরকে একটা ছোট্ট ডোবার ধারে নিয়ে এলো মাতাউ। ডোবার মাঝখানে সামান্য পানি রয়েছে, পানিতে ভাসছে ছাই, ছোটোখাটো প্রানীদের পেড়া দেহ, মরা সাপ, ইঁদুর। পানিতে শার্ট ভেজালো শন, সেটা নিংড়ে পাণি খাওয়ালো বাচ্চাদের। পেট ভরে পানি খেলো বড়রাও। তারপর কাদায় গড়াগড়ি খেলো ওরা, পরস্পরের গায়ে পানি ছিটালো।

আরো এক মাইল এগোবার পর তাজা বনভূমি দেখতে পেলো ওরা। আরেক দিকে ঘুরে গেছে আগুন, রক্ষা পেয়ে এদিকের গাছপালা। বনভূমিতে ঢুকে থামলো ওরা। ব্যাগ থেকে রেডিওটা বের করলো আলফনসো। সবাই তাকে ঘিরে বসলো। প্রত্যেকেই আশা করছে আবার জেনারেল চায়নার ভারি গরা শুনতে পাবে।

তার গলা চিনতে পেরে আড়ষ্ট হয়ে উঠলো ওরা। কড়া সুরে নির্দেশ দিলো চায়না, শাঙ্গানি ভাষায়, নেপথ্য থেকে ভেসে এলো হিন্দের আওয়াজ।

'কি মতলব ওর?' জিজ্ঞেস করলো শন।

'নতুন পজিশনে সরে যেতে বলছে গেরিলাদের।'

'এখনো আশা ছাড়েনি সে?'

'না আমি তাকে চিনি। হাল ছাড়ার পাত্র নন। আগুনে আমাদের ছাপ পুড়ে গেলেও, ঠিকই খুঁজে বের করবেন তিনি আমাদের।'

'আমরা এখন ফ্রেলিমোদের এলাকায় রয়েছি,' বললো শন। 'তোমার কি মনে হয়, পিছু নিয়ে এখানে আসবে সে?'

কাঁধ ঝাঁকালো আলফনসো। 'বাজপাখি রয়েছে, ফ্রেলিমোদের ভয় পাবেন কেনো?'

জেনারেল চায়নার শেষ নির্দেশ শুনে বোঝা গেলো, হিন্দে ফুয়েল ভরার ব্যবস্থা করছে সে। পর্তুগীজ ভাষায় কথা বলছে, সম্ভবত গ্রাউণ্ড এঞ্জিনিয়ারের সাথে। আলফনসো ভাষান্তর করলো।

'পোর্টাররা পৌঁছেছে। আমাদের হাতে এখন দু'হাজার লিটার ফুয়েল রয়েছে।'

জেনারেল চায়নার গলা, 'স্পেয়ার বুস্টার পাম্পের খবর কি?'

'এখানেই আছে, জেনারেল,' এঞ্জিনিয়ার বললো। 'আজ রাতেই ওটা আমি বদলাবো।'

'কাল ভোরে আকাশে উঠতে হবে আমাকে।'

'ততোক্ষণে আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে। কথা দিচ্ছি, জেনারেল।'

'ভেরি গুড। কয়েক মিনিটের মধ্যে ল্যাণ্ড করবো আমি। সাথে সাথে কাজ শুরুর প্রস্তুতি নিন।' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলো চায়না।

শনের নির্দেশে আরো কিছুক্ষণ রেডিও খোলা রাখলো আলফনসো। দক্ষিণ আফ্রিকার সামরিক বাহিনীর বার্তা বিনিময় শুনলো কিছুক্ষণ। আগের চেয়ে অনেক বেশি জোরালো লাগলো কানে। কয়েক মিনিট পর রেডিও বন্ধ করলো শন, আলফনসোকে বললো, 'পাহারা দিতে হবে, প্রথমে তোমার পালা। যাও!'

* * *

আকাশে হিন্দ না থাকায় দিনেও হাঁটলো ওরা। দক্ষিণ দিকে যতোই এগোলো, ক্রীতদাস কাঠুরেদের ফেলে যাওয়া চিহ্ন ততোই বেশি করে দেখতে পেলো ওরা। আগুন লাগার তিনদিন পর, মাতাউ, ওদেরকে ঘুরপথ ধরে নিয়ে এলা। জঙ্গলের কিনারা থেকে আবার ওরা ফাঁকা জায়গা দেখতে পেলো, মাইলের পর মাইল কোনো গাছ নেই, আছে শুধু গাছের কাটা গুঁড়ি। সেদিন বিকেলে লেবার ক্যাম্পকে পাশ কাটিয়ে এলো ওরা। সন্ধ্যায় খেতে বসে রেডিও অন করলো আলফনসো। জেনারেল চায়নার গলা পাওয়া গেলো না, কি কাজে ব্যস্ত কে জানে। অনেকক্ষণ ধরে গভীর মনোযোগের সাথে দক্ষিণ আফ্রিকার সামরিক বার্তা বিনিময় শুনলো শন। তারপর ওদের ফ্রিকোয়েন্সিতে, ইংরেজিতে, নিজের মেসেজ পাঠালো শন।

'কুডু, ! কুডু! ডু ইউ রিড মি? দিস ইজ মোসি।'

দশ মিনিট ধরে একই মেসেজ বারবার পাঠালো শন। কুডু হলো দক্ষিণ আফ্রিকান সেনাবাহিনীর গোপন কোড, শুধুমাত্র জরুরী প্রয়োজনে ব্যবহারযোগ্য। সেই বুশওয়ারের সময় মোসি কলসাইন ব্যবহার করতো শন।

পনেরো মিনিট পর সাড়া পাওয়া গেলো। 'কুডু স্টেশন কলিং মোসি', গলার আওয়াজে রাজ্যের সন্দেহ। 'আপনার কলসাইন জানান।'

'মোসি, মোসি। আমি আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক ডেপুটি মিনিস্টার জেনারেল ডে লা রেই-এর কাছে একটা বার্তা দিতে চাই।'

সত্তরের দশকে লোথার ডে রা রেই ছিলো শনের কন্ট্রোল। কুডু কলসাইন শুনতে পেলে নিশ্চই উত্তর দেবেন তিনি।

প্রায় এক ঘন্টা পর কুডু স্টেশন আবার সাড়া দিলো। 'মোসি, কুডু স্টেশন কলিং। ডে লা রেইকে পাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের নাগালের বাইরে তিনি।'

'কুডু, এটা জীবন-মরণ সমস্যা। আপনারা যেভাবে পারেন ডে লা রেইকে খুঁজে বের করুন। আমি ছ'ঘন্টা পরপর রেডিও শুনবো।'

* * *

'বুঝতে পারছি না কার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছো?' ক্লডিয়া বললো।

'দক্ষিণ আফ্রিকার সীমান্ত রক্ষীদের সাথে।'

'ওরা সাহায্য করবে আমাদের?' ক্লডিয়ার গলায় আশাবাদ।

'জানি না। আমার পরিচিত একজন আছে ওখানে। হয়তো উনি সাহায্য করলেও করতে পারেন।'

'কে তিনি?'

'বুশ ওয়ারের সময় যদিও রোডেশিয় বাহিনীতে ছিলাম। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গেও যোগাযোগ ছিলো।' শন বলে।

'গুপ্তচর?'

'ঠিক তা নয়। দক্ষিণ আফ্রিকা আর রোডেশিয়া মিত্রদেশ। কাজেই, আমি না বিশ্বাসঘাতক, না গুপ্তচর– কারণ আমি একজন দক্ষিণ আফ্রিকান।'

'তবে তো ডাবল এজেন্ট!' একটু মজা করে বলে ক্লডিয়া।

'যা ইচ্ছে বলতে পারো। কিন্তু বুশ ওয়ারের পরেও নিয়মিত বিভিন্ন তথ্য দিয়ে ডে লা রেই কে সাহায্য করে এসেছি আমি।'

'তবে উনি তো তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।'

'আরো একটা কারণ আছে। উনি আমার দাদীর দিকের আত্মীয়।' থেমে যায় শন, 'দ্যাখো, কে এসেছে– মিনি মাউস স্বয়ং!'

বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়ে ক্লডিয়া বলে। 'কি মনে হয়– বেঁচে ফিরতে পারলে ওকে দত্তক নিতে দেবে আমাকে?'

এতোকাল দায়িত্বের কথা শুনলে জ্বর চলে আসতো শনের। পালিয়ে বাঁচতো ও। কিন্তু আজ, কেনো যেনো ক্লডিয়ার এই প্রশ্নটা খারাপ লাগলো না ওর।

* * *

পোর্টেবল হোণ্ডা জেনারেটর যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলছে। খুঁটির মাথায় জ্বলছে কয়েকটা বালব, হিন্দ গানশিপের পাশেই। হিন্দের এঞ্জিন হ্যাচগুলো খোলা, টারবো ইনটেক থেকে সরানো হয়েছে ডেব্রিস সাপ্রেসর।

মাঝরাতেও জেনারেল চায়নার চোখে ঘুম নেই। কাল ভোর থেকে সারাটা দিন আকাশেই ছিলো সে, শুধু ফুয়েল নেয়ার দরকার হলে ল্যাণ্ড করেছে হিন্দন্দ। যে-কোনো সাধারণ লোক অনেক আগেই ক্লান্তির চরম সীমায় পৌঁছে যেতো , কিন্তু শন কোর্টনিকে ধরতে না পারায় জেনারেল চায়নার শক্তি ও উত্তেজনা ক্রমশ যেনো বাড়ছে পর্তুগীজ পাইলট মড়ার মতো ঘুমোচ্ছে তার তাঁবুতে, চায়না নিজেহর তাঁবুর সামনে পায়চারি করছে, ভয়ানক অস্থির। ভোরেই আবার হিন্দকে চাই আমি,' মনে করিয়ে দিলো গ্রাউণ্ড এঞ্জিনিয়ারকে, এবার নিয়ে সম্ভবত বিশ বার।

তাঁবুতে ফিরে ম্যাপের সামনে দাঁড়ালো জেনারেল চায়না। জেনারেল টিপপো টিপ তাকে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছিল, শন কোর্টনি ও তার দল আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। লাশ অনেকগুলোই পাওয়া গেছে, কিন্তু সেগুলোর একটাও চেনার উপায় ছিলো না। যে-কোনো ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নেয়া জেনারেল চায়নার একটা নীতি ও স্বভাব। অগ্নিদগ্ধ বনভূমি ঠাণ্ডা হবার সাথে সাথে হিন্দ থেকে নিজের ট্র্যাকারদের ছাইয়ের ওপর নামিয়ে দিয়েছিল সে। আগুনের আঁচ থেকে বাঁচার জন্যে নিজের লোকজনদের বালির নিচে কবর দিয়েছিল শন কোর্টনি, সেই জায়গাটা খুঁজে পায় তারা। সেখান থেকে দলের ছাপ সোজা চলে গেছে দক্ষিণ দিকে। দক্ষিণ দিকে, সব সময় দক্ষিণ দিকে।

খবর পাবার পর নিজের অ্যাসল্ট ট্রুপকে নির্দেশ দিয়েছে জেনারেল চায়না, লিমপোপো নদীর কাছাকাছি নতুন পজিশনে চলে গেছে তারা। কাজেই, অস্থির হবার কিছু নেই। শন কোর্টনিকে ধরা পড়তেই হবে। আর ধরা পড়লে...আরম্ভ করা হবে মেয়েটাকে দিয়ে, অবশ্যই। টিপপো টিপ তার মনের সাধ মেটাবার পর মেয়েটাকে চায়না তুলে দেবে পুরুষ পাষণ্ডগুলোর হাতে। এই সাদা উপহার ওদের প্রাপ্য। তারপর লাইন দিয়ে দাঁড়াবে কুৎসিতদর্শন কিছু লোক, রোগাক্রান্ত কেউ কুষ্ঠরোগী, কেউ সিফিলিসে ভুগছে। সবশেষে সুযোগ পাবে এইডস-এর জীবাণুবাহী লোকেরা। হ্যাঁ, দারুণ একটা খেলা হবে বটে। চায়না ভাবলো, আমেরিকান মেয়েটা কতোটুকু শক্তিশালী? প্রথমে শরীরটা অচল হবে, নাকি মগজটা? ও, হ্যাঁ গোটা নাটকের প্রতিটি মুহূর্ত দেখতে বাধ্য করা হবে শন কোর্টনিকে।

মেয়েটা খতম হবার পর শন কোর্টনিকে নিয়ে শুরু হবে তার খেলা। এখনো সে ঠিক করেনি কি করা হবে তাকে নিয়ে। তবে অনেকগুলো সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে তার মাথায়। লোকটা কঠিনপাত্র, আশা করা যায় কয়েকটা দিন টিকবে, এমন কি কয়েক সপ্তাও টিকে যেতে পারে।

মিটি মিটি হাসতে হাসতে ক্যানভাস চেয়ারে বসলো কমরেড চায়না। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লো সে।

ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভাঙলো তার। চোখ মেলে চায়না দেখলো, ভোর হয়ে গেছে। 'রেডিও আপনাকে ডাকছে, জেনারেল!' রেনামো সৈনিক বেরিয়ে গেলো তাঁবু থেকে।

বাইরে বেরিয়ে এসে চায়না দেখলো, খুঁটির ওপর এখনো বালব জ্বলছে। তাঁবুর সামনেই টেবিল, টেবিলের ওপর রেডিওটা জ্যান্ত। 'কনট্যাক্ট! কনট্যাক্ট। জেনারেল চায়না, ওদেরকে আমরা জ্যান্ত পেয়েছি!' গলাটা চিনতে পারলো চায়না। লিমপোপো নদীর কাছাকাছি পাহাড়ে যাদেরকে পজিশন নিতে বলেছিল তাদেরই একজন সেকশন লিডার।

টলতে টলতে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালো চায়না। মাইক্রোফোন তুললো সে। 'রণহুংকার বলছি। তোমার পজিশন ও স্ট্যাটাস জানাও।'

শন কোর্টনি ও তার দল সেকশন লিডারের তৈরি স্টপ লাইন-এ পৌঁছেছে, ঠিক যেখানে তাদেরকে দেখা যাবে বলে আন্দাজ করেছিল জেনারেল চায়না। সামান্য গোলাগুলি হয়েছে, ছোট্ট একটা পাহাড়ের মাথায় আশ্রয় নিয়েছে দলটা। কাছেই নদী। সবশেষে সেকশন লিডার জানালো, 'আমি মর্টার আনতে লোক পাঠিয়েছি। পাহাড়ের মাথা থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবো ওদের।'

'নেগেটিভ', হুংকার ছাড়লো জেনারেল চায়না। 'আই রিপিট, নেগেটিভ। মর্টার ব্যবহার করবে না। কোনো রকম হামলা করবে না। ওদেরকে আমি জীবিত ধরতে চাই। পাহাড়টা ঘিরে ফেলো। আমি আসাছি।'

রেডিও বন্ধ করে হেলিকপ্টারের দিকে তাকালো কমরেড চায়না। টাইটানিয়াম এঞ্জিন হ্যাচগুলো জায়গামতো বসানো হয়েছে। ফুয়েল ভরার কাজ তদারক করছে পর্তুগীজ এঞ্জিনিয়ার। এক লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে পোর্টাররা, প্রত্যেকের মাথায় পঁচিশ লিটারের একটা করে ড্রাম। চিৎকার করে এঞ্জিনিয়ারকে ডাকলো চায়না। তারপর বললো, 'এখুনি টেক-অফ করতে চাই আমি।'

'আধ ঘন্টার মধ্যে রিফুয়েলিঙের কাজ শেষ করবো আমি।'

'অতো সময় দেয়া যাবে না। এই মুহূর্তে হিন্দে কি পরিমাণ ফুয়েল আছে?'

'অক্সিলারি ট্যাংক ভরাই আছে...।

'ব্যস-ব্যস, ওতেই চলবে। পাইলটকে ডাকুন। বলুন, এখুনি টেক-অফ করতে হবে।'

'কিন্তু আমার একটা কাজ বাকি রয়েছে যে! টারবো ইনটেক-এর ওপর ডেব্রিস সাপ্রেসর লাগাতে হবে।'

'সময় লাগবে কি রকম?'

'আধ ঘন্টার বেশি নয়।'

'দরকার নেই, অতো সময় দেয়া যাবে না!' উত্তেজনায় চিৎকার করছে জেনারেল চায়না। নিজের তাঁবু থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এলো পাইলট, ফ্লাইং জ্যাকেটটা পরছে, হেলমেটের ফ্ল্যাপগুলো কানের কাছে লতপত করছে। তাদের দেখে খেঁকিয়ে উঠলো চায়না। 'জলদি, জলদি! স্টার্ট দিন!'

'কিন্তু সাপ্রেসর?' এঞ্জিনিয়ার জানতে চাইলো।

'ওটা ছাড়াও উড়তে পারবো আমরা, তাই না?'

'তা পারবেন, কিন্তু...।'

'কোনো কিন্তু নয়!' লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো জেনারেল চায়না। 'অপেক্ষা করার সময় নেই আমার।' হিন্দে চড়ার জন্যে ঘুরলো সে।

* * *

চড়া থেকে সামান্য নিচে, দুটো বড় আকারের পাথরের মাঝখানে উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে শন, মোপানি জঙ্গলের মাথার ওপর দিয়ে তাকিয়ে আছে দূরে। ওটা দক্ষিণ দিক, ঘাড় সবুজ লেখাটা অনিশ্চিত আলোয় অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। সবুজ রেখা, একসারিতে অনেকগুলো গাছ। লিমপোপো নদীর চিহ্ন। 'এতো কাছে', একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো শন। 'প্রায় পৌঁছেই গিয়েছিলাম!'

প্রাণ নিয়ে এতো দূরে পালিয়ে এসেছে, এই তো বেশি। অনেক আগেই তো মরে ভূত হয়ে যাবার কথা ছিলো ওদের। প্রায় তিনশো মাইল হেঁটে এসেছে ওরা। সারাক্ষণ তাড়া খেয়েছে। গোটা এলাকাই তো ছিলো রণক্ষেত্র। পালিয়ে এলো ঠিকই, কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। একেই বোধহয় বলে, তীরে এসে তরী ডোবা!

পাহাড়ের ঢাল থেকে এ/কে রাইফেলের গুলি হলো।

কয়েকটা পাথরের আড়ালে, কাছাকাছি, শুয়ে রয়েছে মাতাউ। এখনো নিজেকে তিরস্কার করছে সে। 'আমি বুড়ো হয়ে গেছি, বাওয়ানা। আমাকে এবার আপনার বাদ দেয়া উচিত। অল্প বয়েসী একজনকে বেছে নিন, আমার মতো যে অন্ধ নয়, বয়েসের ভারে নুয়ে পড়েনি!'

শনের ধারণা, পাহাড়শ্রেণীর মাঝখানে খোলা কোনো মাঠ পেরুবার সময় রেনামো অবজারভেশন পোস্ট দেখে ফেলে ওদেরকে। না, টের পায়নি ওরা। শত্রুরা ওদের পিছুও নেয়নি। এমনকি কোনো ফাঁদও পাতেনি। বিনা নোটিসে মোপানি ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসে রেনামোরা, রণহুংকার ছাড়তে ছাড়তে।

ওরা শুধু বাচ্চাগুলোকে ছোঁ দিয়ে তুলে নেয়ার সময় পেলো। কাছাকাছি কোনো আড়াল ছিলো না, বাধ্য হয়ে ঢাল বেয়ে উঠে আসতে হয়েছে পাহাড়টায়। ঢাল বেয়ে ওঠার সময় রেনামোরা গুলি করলো বটে, কিন্তু একটাও ওদের কাছাকাছি এলো না। কারণটা আন্দাজ করতে পারে শন — জেনারেল চায়নার নির্দেশ, ওদেরকে জ্যান্ত ধরতে হবে।

শন ভাবলো, এই মুহূর্তে কি করছে চায়না? কোথায় রয়েছে সে? কাছাকাছি কোথাও থাকার কথা তার, হিন্দ নিয়ে পৌঁছে যাবে যে-কোনো মুহূর্তে। লিমপোপো নদীর দিকে আবার তাকালো শন। হতাশায় দুর্বল হয়ে পড়ছে সে। এতো কাছে অথচ কতো দূরে।

'আলফনসো', ডাকলো শন। 'রেডিওটা খোলো।' জেনারেল ডে লা রেই-এর সাথে যোগাযোগ ঘটার কোনো আশা নেই, এ শুধু কিছু একটা নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা। কাল রাতে দু'বার কুডু স্টেশনের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছে ও। একবার অস্পষ্টভাবে শুনতেও পেয়েছে, 'কুডু স্টেশন কলিং মোসি।' কিন্তু ব্যাটারি নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, তারপর আর কিছুই শুনতে পায়নি।

'এরিয়াল তোলার চেষ্টা করলে রেনামোরা আমার বিচি উড়িয়ে দেবে', পাথরের আড়াল থেকে গম্ভীর সুরে বললো আলফনসো।

ক্রল করে আলফনসোর পাশে চলে এলো শন। রেডিওটা টেনে নিলো নিজের দিকে। এরিয়োল লম্বা করে চাপ দিলো নবে। কুডু স্টেশন, দিস ইজ মোসি। কুডু স্টেশন, দিস ইজ মোসি কলিং!' থামছে না শন, বারবার ডাকছে। 'কুডু স্টেশন, ডু ইউ হিয়ার মি? দিস ইজ মোসি!'

মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক বুলেট ছুটে গেলো।

ক্লডিয়া ও মিরিয়াম, বাচ্চাদের কোলো নিয়ে, তাকিয়ে আছে শনের দিকে।

'কুডু, দিস ইজ মোসি।'

এবং তারপর, অবিশ্বাস্য হলেও, অস্পষ্টভাবে শুনতে পেলো শন, 'মোসি, দিস ইজ ওউবাস!'

'ওউবাস, ওহ্ গড!' ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়লো শন। 'ওউবাস, দিস ইজ মোসি।' ওউবাস জেনারেল ডে লা রেই-এর কোড নেম।

'আমরা এখানে মারা যাচ্ছি। সব মিলিয়ে সাতজন-পাঁচজন বড়, দু'জন বাচ্চা। আমাদের পজিশন...', ম্যাপে চোখ রেখে পজিশন জানালো শন। 'লিমপোপো নদী থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার উত্তরে একটা পাহাড়ের মাথায় আটকা পড়েছি। চারদিকে রেনামো। ডু ইউ হিয়ার মি, ওউবাস?'

'শুনতে পারছি, মোসি। তোমার দাদীর প্রথম নাম কি, বলো?'

'ওহ্!' বুঝতে পারলো শন। লোথার ওর পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইছে। 'আমার দাদীর নাম ছিলো সেনটেইন দি থাইরি; আর তিনি তোমারও দাদী ছিলেন– লোথার, ব্যাটা উল্লুক!'

'ঠিক আছে, মোসি। আমি একটা পুমা হেলিকপ্টার পাঠাচ্ছি। এক ঘন্টা ধরে রাখো।'

ব্যাটারি প্রায় শেষ, কোনো জবাব এলো না।

বারবার ডাকলো শন, 'ওউবাস, ডু ইউ হিয়ার মি?'

কোনো সাড়া নেই। তারপর, শনের মনে হলো, ডে লা রেই কথা বলছেন। এতো অস্পষ্ট, কথাগুলো বোঝা গেলো না। আবার সাড়া পাবার চেষ্টা করলো শন, কিন্তু বৃথাই।

রেডিও বন্ধ করে দিলো ও, কডিয়ার দিকে ফিরে ম্লান হেসে বললো, 'ওরা আমাদের নিতে আসছে। যে-কোনো মুহূর্তে পৌঁছে যাবে একটা পুমা হেলিকপ্টার।'

ধীরে ধীরে শনের মুখ থেকে মিলিয়ে গেলো হাসিটা। ও একা নয়, সবাই ওরা উত্তর দিকে তাকালো। শব্দটা চিনতে ভুল হয়নি কারো। এখনো অনেক দূরে, আবছামতো শুনতে পেলো ওরা। ওদের মৃত্যু শব্দ।

* * *

পাহাড়ের নিচ থেকে আকাশে উঠলো একটা সিগন্যাল রকেট, হিন্দকে পথ চেনাবার জন্যে। সামান্য ঘুরে গেলো হিন্দের নাক, সরাসরি ছুটে আসছে পাহাড়টার চূড়া লক্ষ্য করে ওরা যেখানে লুকিয়ে রয়েছে।

ক্লডিয়ার কাঁধে হাত রাখলো শন।

'নিয়তি বড় নিষ্ঠুর', ফিসফিস করলো কডিয়া। 'এ যেনো দু'বার মরছি।' বেল্ট থেকে টোকারেভ পিস্তলটা বের করে শনের হাতে গুঁজে দিতে চেষ্টা করলো সে।

'না!' আঁতকে উঠলো শন। 'এ আমি পারবো না! অতো সাহস আমার নেই!' ঝাপটা দিয়ে পিস্তলটা সরিয়ে দিলো ও।

'তাহলে? জানতে চাইলো কডিয়া।

হাতের মুঠো খুলে ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেডটা দেখালো শন। জিনিসটা দেখতে বিষাক্ত ফলের মতো। কেঁপে উঠলো কডিয়া, অন্য দিকে তাকালো। 'এক নিমেষে শেষ হয়ে যাবে সব', ফিসফিস করে আশ্বাস দিলো শন। 'একই সাথে দু'জন চলে যাবো।' কিভাবে কি করতে হবে জানে শন। বুকে বুক ঠেকিয়ে শুয়ে থাকবে দু'জন, মাঝখানে থাকবে গ্রেনেডটা।

মুখ তুলে হিন্দের দিকে তাকালো আবার। কাছে চলে এসেছে। কাজটা এখুনি করতে হবে, আর বেশি দেরি করা যাবে না। কডিয়াকে বুঝতে দেবে না ও। একবার শুধু চুমো খাবে...।

হঠাৎ চোখ কুঁচকে উঠলো শনের। হিন্দের কাঠামোয় কি যেনো একটা নেই বলে মনে হলো ওর। তারপর ধরতে পারলো ব্যাপারটা। উত্তেজিত হয়ে উঠলো শন। 'একটা সুযোগ এখনো আছে', ফিসফিস করে বললো ক্লডিয়াকে। 'ক্ষীণ একটু সম্ভাবনা, চেষ্টা করে দেখা যায়। লক্ষ্মী, মিনি, এদিকে এসো তো! জলদি এসো!' শাঙ্গানি ভাষায় ডাকলো শন। টলমল পায়ে ছোট্ট মেয়েটা এগিয়ে এলো।

'ওকে ধরো', ক্লডিয়াকে বললো শন, তারপর মিনির স্কার্টটা কোমরের ওপরে তুললো। স্কার্টের নিচে সুতী কাপড়ের নীল জাঙ্গিয়া পরে আছে মিনি। জাঙ্গিয়ার ওপরের কিনারায় ইলাস্টিক, সেটা টেনে ধরে ভেতরে কি যেনো একটা ফেললো শন। জিনিসটা মিনির নিতম্বের মতোই কালো, জাঙ্গিয়ার তলায় পড়ে থাকলো।

'ওটা ওখানেই থাক, কেমন? বের করো না, ঠিক আছে?'

মাথাটা দোলালো মিনি। শন তাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলো।

পাহাড় চূড়ার কাছাকাছি এসে থামলো হিন্দ। প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে। এ/কে রাইফেল দিয়ে গুলি করলো আলফনসো, পুরো ম্যাগাজিনটা শেষ করলো সে। হিন্দের আর্মার গ্লাসের কোনো ক্ষতিই হলো না।

জেনারেল চায়নাকে দেখতে পেলো ওরা। উইপনস ককপিঠে বসে রয়েছে সে। সাদা দাঁত দেখে বোঝা গেলো হাসছে।

'স্কাই শাউট' সিস্টেমের স্পিকার থেকে যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠলো। 'গুড মর্নিং, কর্নেল কোর্টনি। আপনি আমাকে নাচিয়েছেন বটে, তবে আপনার দৌড় এখানেই শেষ। আপনার লোকদের অস্ত্র নামিয়ে রাখতে বলুন, প্লীজ।'

'যা বলছে করো', আলফনসোকে নির্দেশ দিলো শন। ওর কথায় কান না দিয়ে রাইফেলে নতুন ম্যাগাজিন ভরছে আলফনসো।

'কি বললাম তোমাকে? রাইফেল ফেলে দাও! আমার একটা প্ল্যান আছে। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো।'

তবু ইতস্তত করছে আলফনসো। হঠাৎ গর্জে উঠলো হিন্দের গাটলিং-ক্যানন। পাহাড়চূড়ার একটা পাথুরে অংশ চোখের পলকে ধুলোয় পরিণত হলো, ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেলো ওরা সবাই।

'ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে রাজি নই আমি, কর্নেল কোর্টনি', গমগম করে উঠলো জেনারেল চায়নার গলা। 'আপনার লোকদের মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াতে বলুন।'

'যা বলছে করো!' আবার নির্দেশ দিলো শন। প্রথমে মাতাউ, তারপর আলফনসো, ধীরে ধীরে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়ালো।

'এক পাক করে ঘুরতে বলুন সবাইকে। নিশ্চিত হতে চাই, ওদের সাথে আমাকে বিস্মিত করার কোনো উপকরণ নেই।'

তার নির্দেশ পালন করলো মাতাউ ও আলফনসো।

'এবার পরনের কাপড় খুলে ফেলো, তোমরা সবাই।'

ধীরে ধীরে কাপড় খুললো মাতাউ ও আলফনসো। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো।

'ঠিক আছে। এবার খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসো, ঢাল বেয়ে খানিকটা নিচে নামো।'

পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ওরা, ঢাল বেয়ে খানিকটা নিচে নেমে থামলো।

'এবার মেয়েরা!'

'সাহস হারিয়ো না', ক্লডিয়ার কানে কানে ফিসফিস করলো শন। 'এখনো আমাদের সুযোগ আছে।'

ধীরে ধীরে দাঁড়ালো কডিয়া।

'মিস মনটেরো', জেনারেল চায়নার যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর নিচের বনভূমি থেকে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এলো। 'আপনার পরনের কাপড়গুলো খুলবেন কি, প্লীজ?'

'খোলো, ইতস্তত করো না', নির্দেশ দিলো শন।

ছেঁড়া শার্টের বোতাম খুললো কডিয়া। এলোমেলো চুলের ওপর দিয়ে শার্টটা তুলে আনলো সে। সকালের রোদে সাদা দেখালো তার স্তন জোড়া।

'এবার ট্রাউজার।'

চেইন টেনে ট্রাউজার খুললো কডিয়া, পায়ের ওপর জড়ো হলো সেটা, লাথি মেরে সরিয়ে দিলো।

'বাহ্, ভারি সুন্দর। এবার বাকি কাপড়!'

ক্লডিয়ার চেহারায় জেদ ফুটে উঠলো। 'না! তীক্ষ্ণস্বরে আপত্তি জানালো সে। 'প্যান্টি খুলতে রাজি নই আমি! ইচ্ছে হলে মেরে ফেলতে পারো!'

'ঠিক আছে, ব্যাপারটা পরে বিবেচনা করা যাবে', গমগমে গলায় বললো কমরেড চায়না। 'আপাতত আপনাকে লজ্জা ঢাকার সুযোগ দেয়া গেলো। খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসুন, প্লীজ।' তার নির্দেশ মতো মাতাউর পাশে এসে দাঁড়ালো ক্লডিয়া।

'এবার তুমি, কালো পেত্নী', বললো কমরেড চায়না।

ক্লডিয়ার প্রতিবাদে কাজ হওয়ায় জেদ ধরলো মিরিয়ামও, স্কার্ট ছাড়া আর কিছু খুলতে রাজি হলো না সে। চায়নাও তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি, করলো না। তারপর সে বললো, 'এবার শন কোর্টনি, আপনি আমার সেরা ট্রফি।'

দাঁড়ালো শন। কোনো রকম ইতস্তত না করে এক এক করে শার্ট, ট্রাউজার ও আণ্ডারপ্যান্ট খুলে ফেলবো।

'দারুণ জিনিস, কর্নেল', বললো চায়না, কথার সুরে হাস্যরস মাখানো। 'একজন শেতাঙ্গর জন্যে তো বটেই।'

থমথম করছে শনের চেহারা, মুখ তুলে তাকিয়ে আছে হিন্দের দিকে। আসলে দূরত্ব মাপছে ও। ষাট গজ ওপরে শূন্যে স্থির হয়ে রয়েছে ওটা। অনেক দূরে।

'খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসুন, কর্নেল, যেখানে আপনাকে ভালো করে দেখতে পাবো আমি। আমরা চাই না কোনো ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হোক, চাই কি?'

মিনির হাত ধরে ঢাল বেয়ে নামছে শন। মিনির স্কার্টের নিচে গোল বস্তুটি হাঁটার তালে তালে দুলছে। জাঙ্গিয়াটা একহাতে ধরে আছে সে, তা না হলে কোমর থেকে নিচে নেমে যাবে ওটা। দশ পা, বিশ পা, হিন্দের দিকে এগোতে এগোতে গুণছে শন। জেনারেল চায়নার চোখের পাতা দেখতে পাচ্ছে ও। এখনো চল্লিশ গজ দূরে হিন্দ। এখনো অনেক দূরে। কডিয়ার পাশে থামলো শন। নগ্ন এবং অসহায়।

শাঙ্গানি ভাষায় অর্ডার করলো কমরেড চায়না। জঙ্গলের কিনারা থেকে হারে-রে -রে করতে বেরিয়ে এলো রেনামো গেরিলারা, ঢাল বেয়ে উঠে আসছে। পর্তুগীজ পাইলট কুৎসিতদর্শন মেশিনটাকে আরো খানিক নিচে নামালো, তারপর আরো একটু; হেলিকপ্টার নিয়ন্ত্রণে নিজের দক্ষতা দেখাবার লোভ সামলাতে পারছে না।

ত্রিশ গজ, পঁচিশ গজ। টারবো এঞ্জিনগুলোর এয়ার-ইনটেক-এ কোনো ঢাকনি নেই, খোলা একদৃষ্টে সেদিকেই তাকিয়ে আছে শন। কাভার না থাকায় গর্তের ভেতর বিপুলবেগে ঘুরন্ত ব্লেডগুলো দেখা যাচ্ছে।

শূন্যে স্থির হলো হিন্দ। ওদের সামনে ভেসে রয়েছে। ককপিট থেকে ঘাড় বাঁকা করলো জেনারেল চায়না, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা রেনামোদের দিকে তাকালো। তার এই অন্যমনস্কতারই সুযোগ নিলো শন।

সামান্য ঝুঁকলো ও, এক ঝটকায় ওপর দিকে তুললো মিনির স্কার্ট। জাঙ্গিয়ার ভেতর হাত গলিয়ে মুঠোর ভেতর নিলো গ্রেনেডটা। বাইরে বের করেই পিনটা খুলে ফেললো। বিস্ফোরণ ঘটবে পাঁচ সেকেণ্ড পর। এক দুই করে তিন পর্যন্ত গুণলো

শন, তারপর পিঠটা ধনুকের মতো বাঁকা করে গ্রেনেডটা ছুঁড়ে দিলো ওপর দিকে। ঠিক সেই সময় ওর দিকে ফিরলো জেনারেল চায়না।

ইনটেক-এর কিনারায় লাগলো গ্রেনেড। বাড়ি খেলো। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, গর্তের ভেতর না ঢুকে নিচে খসে পড়তে যাচ্ছে। সাহায্য করলো ঘুরন্ত রোটর ব্লেডের তৈরি বাতাস, স্যাঁৎ করে টেনে নিলো ওটাকে। পরমুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড।

এক নিমেষে হিন্দের এঞ্জিন টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি দিয়ে উল্টে গেলো সেটা। ধোঁয়ার সাথে ইস্পাতের টুকরো বৃষ্টির মতো পড়তে লাগলো চারদিকে।

পাহাড়ের ঢালে পড়লো গানশিপ। রেনামোরা উঠে আসছিল, ডিগবাজি খেতে খেতে তাদেরকে নিয়ে নিচে নেমে গেলো। জঙ্গল থেকে যারা বেরিয়ে আসছিল, ছুটলো তার দিগ্বিদিক।

জঙ্গলের কিনারায় স্থির হলো হেলিকপ্টার। স্বচ্ছ ফুয়েল ঝর্ণার মতো বেরিয়ে আসছে মেইন ট্যাংক থেকে। উইপনস ককপিটের বুদবুদ ডিমের খোসার মতো খুলে গেলো, বাইরে উঁকি দিলো জেনারেল চায়নার প্রকাণ্ড মুখ। লাফ দিয়ে ককপিট থেকে জঙ্গলে নামলো সে, বৃষ্টি মতো ফুয়েল পড়লো তার সারা গায়ে, ভিজে গেলো কাপড়চোপড়।

জঙ্গলের ভেতর দশ কদমও এগোয়নি কমরেড চায়না, আগুন ধরে গেলো হিন্দে। লাফ দিয়ে মাঝখানের ফাঁকটা পেরুলো আগুন, দপ করে জ্বলে উঠলো জেনারেল। ঠিক যেনো একটা মশাল।

একটা ঝোপের সামনে পড়লো চায়না। পাহাড়ের মাথা থেকেও তার আর্তনাদ শুনতে পেলো ওরা। অনেকক্ষণ ধরে জ্বললো মশালটা। তারপর ধীরে ধীরে নিভে গেলো আগুন। কালো একটা বস্তার মতো পড়ে থাকলো লাশটা কয়লা বললেই হয়।

'পিছিয়ে যাও!' চিৎকার করে নির্দেশ দেয় শন। ক্লডিয়াকে টেনে তুলে, মিনিকে কোলে নিয়ে ছুটলো ও।

ছোট্ট পাহাড়ের সাড়ির আড়ালে লুকিয়েছে ওরা, এই সময় বিখ্যাত রেনামো কপ্টার যেনো মরণ কান্না জুড়ে দিলো। ওটার দগ্ধ দেহ থেকে ছিটকে আসতে লাগলো তরল আগুন।

ক্লডিয়ার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে শন। আরেক হাতে ধরেছে মিনিকে। বাতাস দিক বদলাতে নতুন একটা শব্দ ঢুকলো ওদের কানে। ঘাড় ফেরালো ওরা। দক্ষিণ থেকে, লিমপোপো নদীর দিক থেকে আসছে আওয়াজটা। দূর আকাশের গায়ে পুমা হেলিকপ্টারটা এখনো ছোট্ট একটা বিন্দুর মতো। এঞ্জিনের শব্দ ধীরে ধীরে বাড়ছে।

'এইবেলা কাপড় পরে নাও, প্রিয়,' ক্লডিয়াকে একটু কাছে টেনে নেয় শন। 'দেখে মনে হচ্ছে পুরো এক বাহিনী সৈন্য নামতে যাচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই!'

(শেষ)

শন কোর্টনি– অকুতভয় শিকারী, আফ্রিকা মহাদেশের মতোই দুরন্ত, বন্য, অসম সাহসী এক যুবা যার রক্তে বইছে অভিযান আর শিকারের অদম্য স্পৃহা। তার সঙ্গী কর্নেল রিকার্ডো মনটেরো বিশাল ধনকুবের, জীবনে কতো টাকা কামিয়েছেন– তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এবারে সবচেয়ে বড়ো ট্রফি চাই তার– আফ্রিকার কিংবদন্তি হাতির দাঁত। রিকার্ডো জানেন, ক্যান্সারে মরার আগে এই তার শেষ শিকার। জানে তার মেয়ে অপরুপা ক্লডিয়াও। জানে না শুধু শন। আরো জানে না, প্রবল প্রকৃতি আর হিংস্র শত্রুর বিরুদ্ধে কেমন করে লড়ে জিতবে ও।

এ খেলায় হার মানেই মরণ। বিশ্বখ্যাত ঔপন্যাসিক উইলবার স্মিথের অমর সৃষ্টি, শিকারী শন কোর্টনি আপনাকে নিয়ে যাবে আফ্রিকার গহীন বনে, যেখানে একটা আইনই চলে– মারো, অথবা মরো!

ISBN: 989-70112-0041-5